কৃষিপ্রণালী।

প্রথম খণ্ড।

চিপেষ্ট দম্ দম্ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

EvergreenBangla.com

কলিকাতা,

বাগ্বাজার ২৪৩ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীউদয়চন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ। ১২৯৯ সাল।

মূল্য।০ চারি আনা।

গুরু শিষ্য

বিজ্ঞাপন।

আমি বহুকালাবধি কৃষি বিষয় আলোচনা করিয়া, এমন কি নিজ হস্তে (অর্থাৎ হাতেহেতেড়েও) অনেক রকম কৃষিকার্য্য করিয়াছি, তাহাতে যেসকল সুপ্রণালী শিক্ষাকরা হইয়াছে, তাহা সাধারণের নিকট পুস্তকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

সম্প্রতি ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশ হইল, ইহা জনসমাজে কিরূপ আদরণীয় হইবে, তাহা বলিতে পারি না, তবে এই মাত্র ভরসা যে, সহৃদয় পাঠক মহাত্মাগণ আমার এই কৃষি-প্রণালীর অসার অংশ পরিত্যাগ করিয়া, আমার উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতে ত্রুটি করিবেন না। বাস্তবিক সজ্জনগণ সদংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন অসার ভাগ তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইলেও, তাহা উপেক্ষা করিয়া, সারভাগের আদর করেন। ইতি শ্রাবণ ১২৯৯।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।

সূচীপত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
গুরু শিষ্যের কথোপকথোন	...	১
(জমি নির্ব্বাচন, বেড়া নির্ম্মাণ করিবার প্রণালী মাটীর বিবরণ, বীজ সংগ্রহ, রক্ষণ ও বপন, জল, ও কোন্ মাসে কোন্ বীজ বপন করিতে হয় তাহার তালিকা, কৃষিকার্য্যের আবশ্যকীয় যন্ত্র)		
গুরু, শিষ্য, কৃষক ও রাখাল	...	২৫
কৃষি কার্য্যের প্রথম মন্তব্য	...	৩৪
লার্জ ড্রমহেড বাঁধাকফি	...	৩৫
(জমিতে চাষ দেওয়ার নিয়ম, ডাঁড়া তোলা, খইলের পরিমাণ ও পুতিবার নিয়ম, হাপর ও চারা প্রস্তুত, চারা প্রতিপান, ও আয় ব্যয়ের হিসাব)		
আর্লি কলি ফ্ল্যায়ার	...	৬৭
(বীজের পরিমাণ ও বপন, চারা রোপণ ও পতিপালন ইত্যাদি)		
সবুজ বর্ণের ওলকফি	...	৭২
(বীজের পরিমাণ ও চারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইত্যাদি)		
পরপল নলকোল	...	৭৫
(বীজের পরিমাণ ও চারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইত্যাদি)		
আর্লি ইয়ার্ক বা লেণ্ডুথের জল্দী কফি	...	৭৭
(বীজের পরিমাণ ও চারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইত্যাদি)		
টারনিপ্ রুটেড বুড রেড বিট	...	৮২
(বীজের পরিমাণ ও চারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ইত্যাদি)		

১১৫৪

কৃষিপ্রণালী।

প্রথম খণ্ড।

গুরু ও শিষ্যের কথোপথন।

শিষ্য বহুদিনের পর, গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া ভক্তি-পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ, বিনয়াবনত বচনে বলিলেন, দেব! আজ আমার কি শুভদিন, বহুকালের পর আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইলাম।

গুরুদেব বলিলেন. বৎস! আমি বহুকালাবধি কোন কার্য্যো-পলক্ষে, দেশভ্রমণে গিয়াছিলাম, এবং বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া নানাবিধ কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, এখানে আসিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমরা সকলে ভাল আছ ত?

শিষ্য বলিলেন, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে এ সেবকের, এক প্রকার শারিরীক কুশল।

গুরুদেব বলিলেন, বাপু! তোমার ওকালতী কার্য্যটী বেশ চলিতেছে ত?

শিষ্য বলিলেন, দেব! এক্ষণে সে দুঃখের কথা বলিতে অনেক সময় লাগিবে, তাহা সময়ানুসারে বলিব, আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন ও স্নান করিয়া সন্ধ্যা ও পূজায় ব্রতী হউন।

গুরুদেব বলিলেন, আমি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিয়াছি, আবার মধ্যাহ্নকালে করিব।

শিষ্য বলিলেন, তবে আপনার সেবার জন্য আয়োজন করি গিয়ে?

গুরু। যাও বাপু।

শিষ্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাটীর মধ্যে গমনানন্তর পাকের আয়োজন করাইলেন, এবং গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া অন্দরমহলে লইয়া গেলেন। গুরুদেব পাকাদিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আহারান্তে শিষ্যকে প্রসাদ ভক্ষণ করিতে আদেশ করিলেন, তৎপরে আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায়, শিষ্য ও গুরুদেব বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

শিষ্য বলিলেন, দেব! আপনি আমাকে যে ওকালতীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিরাছিলেন, তাহা অতীব শোচনীয়। প্রথমে আমি জজ্‌কোর্টে ওকালতী করিতে গিয়াছিলাম; প্রায় বৎসরাবধি তথায় যাতায়াত করি, এবং লাইব্রেরিতে বসিয়া দিন কাটাই; কিন্তু তাহার কোন ফল দেখিতে পাই নাই। দৈবাৎ দুই একটী মোকর্দ্দমা যাহা পাইতাম, তাহাতে বিরক্ত হইয়া ওকালতী কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম। তৎপরে তেজারতী কার্য্য আরম্ভ করায়, উাহাতে অনেক টাকা লোক্‌সান হইল, সুতরাং কারবারটী বন্ধ করিয়া দিলাম। তৎপরে কল বসাইয়া তৈল, ময়দা ও সুরকীর ব্যবসা কিছুদিন করায়, তাহাতেও অনেক টাকা লোক্‌সান হইয়া পড়িল, ও দেন্দার হইলাম, জমীজরাৎ পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িল; ও দারুণ কষ্ট হইল। ভাবিলাম এ অবস্থায় কি করি, মহা অস্থির হইয়া অবশেষে চাকরীর চেষ্টায় বেড়াইতে লাগিলাম।

যেখানে চাকরী খালি আছে শুনি, সেই খানেই দরখাস্ত করি, কিন্তু, তাহাতে কোন ফল হয় না, কারণ, সেই কার্য্যের জন্য হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে, যাঁহাদের সুপারিষের বেশ জোর আছে, কি কাহারও শালা, কি ভগিনীপতি অথবা আত্মীয় কুটুম্ব উচ্চপদ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই দরখাস্ত গ্রহণীয় হয়, নচেৎ আর কাহারও হয় না, এ কারণ কোন আফিসেই সুবিধা করিতে পারি নাই। সুতরাং বড়ই চিন্তান্বিত হইয়া, এক দিন বৈঠকখানায় বসিয়া নানা রকম চিন্তায় উদ্বিগ্ন আছি, এমন সময় একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি খুলিয়া দেখি যে,আমার স্বর্গীয় পিতার বন্ধু কোন সওদাগরের বাড়ীতে ৩০ টাকা বেতনের চাকরীর যোগাড় করিয়া সেই দিনেই আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছেন। আমি পত্র পাঠান্তে সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হওয়ায়, তিনি আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'কোন সওদাগরের আফিসে ৩০ টাকা বেতনের কর্ম্ম খালি আছে, কিন্তু তাহাতে ১০০০৲ হাজার টাকা ডিপজিট দিতে হইবে, তাহা তুমি কর্‌বে কি? চাকরীর কথা শুনিয়া যতদূর আনন্দিত হইয়াছিলাম, ডিপজিটের কথা শুনিয়া ততদূর চিন্তিত হইলাম; কি করি, চিন্তিত হইয়াও তাঁহার নিকট স্বীকার হইয়া আসিলাম। বাটী আসিয়া স্ত্রীকে বলিলাম 'তোমার সমস্ত গহণাগুলি আমাকে দিতে হইবে' স্ত্রী চাকরীর কথা শুনিয়া তাহাতে কোন অমত করে নাই, কিন্তু একটু খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিল, আমি সেই গহণাগুলি লইয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হাজার টাকায় বন্ধক দিলাম, এবং টাকা লইয়া চাকরিতে নিযুক্ত হইলাম। সেই 'চাকরি' বৎসরাবধি

করিয়া দেখি যে, গাড়িভাড়া ও জলখাবারের খরচ বাদে অতি স্বল্পমাত্র যাহা থাকে, তাহাতেই এক রকম কায়ক্লেশে, দিনপাত হয়। দেনা পরিশোধের কোন উপায় দেখিতে পাই না, বড়ই ভাবিত আছি, এক্ষণে কি করি!

গুরুদেব শিষ্যের অতিশয় কষ্টের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, বাপু! আমি তোমায় একটী কথা বলিব, শুনবে কি?

শিষ্য। আপনি আমার গুরুদেব, আপনার শ্রীচরণ আশীর্ব্বাদে আমার সততই মঙ্গল হইতে পারে; ভবার্ণবে গুরুই ত্রাণকর্ত্তা, গুরুই সার বস্তু ও দুর্ল্লভ, অতএব আপনার বাক্য আমার শিরোধার্য্য।

গুরুদেব বলিলেন, তবে বলি, শুন।

শিষ্য বলিলেন, বলুন।

গুরুদেব। আমার অভিপ্রায় যে, তোমাকে কৃষিকার্য্যে ব্রতী করি, তাহা কি তুমি পারিয়া উঠিবে?

শিষ্য। আপনার পাদপদ্মে ভক্তি থাকিলে, আমার সকল কার্য্যই সাধন হইতে পারে, বিশেষ আপনি যখন অনুমতি দিতেছেন, তাহাতে আমার কোন বিঘ্ন ঘটিবে না, কিন্তু কার্য্যটী আমাদের সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় ও লজ্জার কথা।

গুরু। সে কি বাপু! কৃষিকার্য্য কি নিন্দার কাজ? যে কৃষিকার্য্য দ্বারা অনন্ত সৃষ্টি রক্ষা হইতেছে, তাহা যে নিন্দার কাজ এ কথা তোমায় কে বলেছে?

শিষ্য। কেন, অনেকেই ত বলিয়া থাকেন যে, কৃষিকার্য্যটা "চাষার কর্ম্ম"।

গুরু। ও কথা এখনকার নব্য বাবুরাই বলিয়া থাকেন। তুমি কি কখন আমাদের পুরাকালের ভাল ভাল পুস্তক পাঠ কর নাই? তাহাতে যে লেখা আছে, 'মহা মহা মাননীয় রাজা রাজড়া ও ঋষি-তপস্বীরা পর্য্যন্তও কৃষিকার্য্য করিয়া গিয়াছেন', তাহাতে কি তাঁহারা নিন্দার ভাজন হইয়াছিলেন? পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ লোকেই, কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন। এই দেখ এক জন কবি কি বলিয়াছেন, "কৃষি ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষিঃ"। তাই বলিতেছি যে, তুমি কৃষিকার্য্যেই ব্রতী হও।

শিষ্য। দেব! আমি কৃষির বিষয় কিছুই অবগত নহি, তবে কোন কোন ইংরাজি ও বাঙ্গলা গ্রন্থে কৃষির বিষয় পাঠ করিয়াছি মাত্র।

গুরু। তাহাতে তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি কৃষির বিষয় বিশেষ রূপে অবগত আছি, ক্রমে ক্রমে তোমাকে সমস্তই জ্ঞাত করাইব।

শিষ্য। তবে আপাতত কিছু কিছু কৃষি বিষয়ের কথা বলুন দেখি।

গুরু। আমি বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিয়া, আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন কৃষকের নিকট কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সে অস্বীকার হওয়ায় আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ভাবিলাম, যাহাতে কৃষিকার্য্য ভালরূপে শিক্ষা করিতে পারি, তাহাই করা শ্রেয়। এই ভাবিয়া দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিতে উদ্‌যোগী হইয়া, যেখানে কৃষি বিষয়ের উন্নতি দেখিতে পাই, সেই স্থানেই কিছুদিন অবস্থিতি করি, এবং কৃষকদিগের সহিত মিলিত হইয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে থাকি,

একারণ অনেক রকম কৃষিবিদ্যা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, তাহা সমস্ত উল্লেখ বা বর্ণনা করিতে হইলে, অনেক সময় সাপেক্ষ। সময়ানুসারে তাহা সমস্ত বিশেষ করিয়া বলিব।

শিষ্য। আপনি যে যে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশের কৃষকদিগের অবস্থা কিরূপ?

গুরু। তাহাদিগের অবস্থার কথা শুনিলে, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। তাহারা সহজে কাহারও দাসত্ববৃত্তি করিতে স্বীকার করে না; স্বাধীন ভাবে থাকিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ইহাই তাহাদের মনে ঐকান্তিক বাসনা। কোনদিন তাহাদের বাটীতে হঠাৎ আত্মীয় কুটুম্ব কি অতিথি আসিলে তাহারা উদ্বিগ্ন হয় না। কি সময়ে কি অসময়ে সকল সময়েই তাহারা এক কালীন পাঁচ ছয় শত লোকের আহারীয় দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে পারে। যাহার কিছু না আছে, তাহার একটী ধানের গোলা, দুই একখানি লাঙ্গল, দুই চারিটী হেলে গোরু, দুই একটী গাভী, এবং দুই পাঁচ বিঘা জমীজরাতও আছে। সোণা ও রূপার অলঙ্কার, কি আমাদের দেশের মত ঘরের আসবাব, তাহাদিগের কিছুই নাই। মোটা ভাত, মোটা কাপড়, ইহাই তাহারা চিরদিন ব্যবহার করিয়া থাকে, এই কারণ তাহারা কোন কষ্ট পায় না; ফল কথা, আমাদের অপেক্ষা তাঁহারা সুখী।

শিষ্য। কৃষিকার্য্য করিলে তাহাতে যদি কোন কারণ বশতঃ ফল উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে কৃষকদের জীবিকা নির্ব্বাহ কি প্রকারে হয়?

গুরু। তুমি কি কখনও শুন নাই যে, কথায় বলে,

"ক্ষেতের কোণা, বাণিজ্যের সোণা" সম্পূর্ণ শস্য না জন্মিলেও তথাচ কৃষিকার্য্য ভাল।

গুরুদেবের কথার ভাব বুঝিতে পারিয়া শিষ্য বলিলেন, দেব! এক্ষণে কি প্রকারে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহাই বলুন।

গুরু। প্রথমে, দূরের জমীগুলি অন্যকে বার্ষিক হারে জমা ধরাইয়া, বাটীর নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী সন্নিকট ভাল উর্ব্বরা জমীগুলি রাখিয়া দিবে। কেননা সম্মুখের জমা নিয়তই সকলের চক্ষে পড়িবে, ইহাতে শীঘ্র কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কথায় বলে "দূরের সোণা নিকটের লোণা" অর্থাৎ দূরের সোণা অপেক্ষা নিকটের লোণা জমীও ভাল।

তৎপরে জমীর চতুষ্পার্শ্বে বেশ মজবুত করিয়া (কচা পুতিয়া) বেড়া দিবে; যথা,—ভ্যারাণ্ডার ডাল, মাদারের ডাল, চিতা, মোম্সার ডাল, ইত্যাদি।

শিষ্য। বেড়া না দিয়া আবাদ কি হয় না?

গুরু। বেড়া না দিলে, কোন রূপেই ফসল রক্ষা করিতে পারা যায় না। সাধারণত এই একটী কথা প্রচলিত আছে যে, "চারিদিকে দিয়ে বেড়া, তবে ধর চাষের গোড়া" তাই বলিতেছি যে, বেড়া না দিয়া চাষ করিলে সমস্তই তুচ্ছরূপ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। আমি অনেক স্থানে দেখিয়াছি যে, অনেকে বেড়া না দিয়াও ফসল করিয়া থাকে।

গুরু। তাহার কারণ এই যে, যে জমীতে বার মাস ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেড়া দেওয়া আবশ্যক। আর যে জমী (মর-

দানে) ধান্য গম, পাঠ, সরিষা ইত্যাদি ফসল হয়, তাহাকে বেড়া না দিলেও চলিতে পারে। যে হেতু গোরু, ছাগল ও ভেড়া ছাড়িয়া দেওয়া প্রায় সকলে বিধিপূর্ব্বক বন্ধ করে ও কৃষকগণও সতর্কভাবে থাকিয়া ফসল চৌকি দিতে থাকে, সুতরাং বেড়ার তত আবশ্যক হয় না—হইলেও ময়দান ঘেরা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মেলাকাল বলিয়া, এই সময় গৃহস্থেরা আপন আপন গোরু ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং বার-মেসে ফসলের বিশেষ অনিষ্ট হইতে থাকে। তাই বলেতেছি যে, জমীর চতুঃপার্শ্বে নানাবিধ ডাল পুতিয়া দৃঢ় ভাবে বেড়া দেওয়া হইলে, তৎপরে লাঙ্গল দিয়া চাষ আরম্ভ করাই শ্রেয়।

শিষ্য। লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া কোদালের দ্বারা, চাষ কি হইতে পারে না?

গুরু। তা, কি হইয়া থাকে বাপু! কথায় বলে "উপাস করে ধর্ম্ম, আর কোদাল পেড়ে চাষ"। শুদ্ধ উপাস করিয়া ধর্ম্ম হয় না, ও কোদাল পাড়িয়াও চাষ হয় না।

শিষ্য। কেন, আমি অনেক স্থানেই ত কোদাল দিয়া চাষ করিতে দেখিয়াছি!

গুরু। সে দুই এক কাঠায় হইতে পারে। বেশী জমী কোদাল দিয়া চাষ করিতে হইলে অনেক খরচা পড়ে।

শিষ্য। কেবল মাটীখুড়িয়াই বীজছড়াইলে ফসল হয় কি না?

গুরু। বিনা আবাদে ফসল হয় না।

শিষ্য। মাটী কয় প্রকার এবং তাহার গুণাগুণ কিরূপ?

গুরু। মাটী অনেক প্রকার আছে, তাহা সমস্ত বর্ণনা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, তবে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শুন।

যথা,—(১ম শ্রেণী) পলিমাটী, (২য়) বোদমাটী (৩য়) পাঁকমাটী,।

বালিডাসা, বালি দুধে, বালি সরাণি, বালি ফুসো, বালি কাঁকুরে, কালপাণ্ডব, লালপাণ্ডব, এইগুলি পলির অন্তর্গত। এটেল দুধে, এটেল ছেইয়ে, এটেল কড়ে, এটেল লোণা, এটেল মাকড়া, এটেল পাতুরে, এইগুলি বোদের অন্তর্গত। দো-আঁশ, এইটি পাঁকের অন্তর্গত।

উপরোক্ত মাটী সকল পৃথিবীর সকল স্থানেই আছে। প্রত্যেক মাটী বাছাই করিয়া আবাদ করিলে উহাদের গুণাগুণ বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনেকে মাটী না চিনিয়া আবাদ করেন বলিয়া ফসলে তদ্রূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন না। ঐ সকল মাটী কিরূপে ঠিক করিতে হয়, এবং উহাতে কিরূপে সার মিশ্রিত করিতে হয়, তাহা অনেকেই জ্ঞাত নহেন। পৃথক্ পৃথক্ মাটীতে পৃথক্ পৃথক্ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাটী বিবেচনায় উদ্ভিদ বিবেচনায় সার ব্যবহার করাই বিধেয়, এ কথা অন্য সময়ে বিশেষ করিয়া বলিব।

শিষ্য। মাটী সকল কিরূপে ঠিক করিতে হয়, তাহা বলুন।

গুরু। শাক শব্জি ইত্যাদির চাষ করিতে হইলে, জমীতে লাঙ্গল দিয়া এমত ভাবে দড়ি ফেলিতে হইবে যে, জমিটী যেন একদিকে সামান্য ঢালু বা গড়ানে হয়। ঠিক্ মত ঢাল মানাইয়া বা উচু নিচু গুলি মাটী চালিয়া ভরাট করিয়া দিলে তাঁহাতে জলবদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, এবং ফসল করার পূর্ব্বে জমীতে মাসে মাসে চাষ দিতে হইবে।

শিষ্য। মাসে মাসে না দিয়া ফসল করিবার সময় এক দিনে সমস্ত চাষ দিলে চলে না কি?

গুরু। মাসে মাসে চাষ না দিলে আবাদ তত ভালরূপে হয় না। কারণ জমীতে ঘাস উৎপন্ন হইলে, আবার তাহাতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ঘাসের মূলদেশ মাটীতে সংলগ্ন হইয়া যাইলে বাছাই করিতে অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ। তজ্জন্য বলিতেছি যে, মাসান্তে অন্ততঃ একবারও চাষ দেওয়া বিধেয়। আর একটি কথা, মাটী যত নাড়া চাড়া করিবে, ততই তাহার তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকিবে; কেননা, জল বায়ু ও শিশির তাহাতে সমভাবে প্রবেশ করে। আর যত জঙ্গলে পুরিয়া যাইবে, ততই তাহার তেজের হ্রাস হইতে থাকিবে। উদ্ভিদের এমন শক্তি আছে যে, জমীর যত রস কষ থাকে, তাহা ক্রমশঃ শোষণ করিয়া ফেলে, সুতরাং শুষ্ক জমীতে কিরূপে ফসল উৎপন্ন হইবে?

শিষ্য। আমি কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের পুস্তক পাঠে করিয়াছি যে, যে জমী কিছুকাল গরআবাদি হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার শস্য উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ কি ঠাকুর?

গুরু। হ্যাঁ, জমী বিবেচনায় তাহাও হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, মাঠের মধ্যে যদি কোন নিম্ন জমিতে উচ্চ জমীর সার পদার্থ সকল জল দ্বারা ধৌত হইয়া ভরাট হয়, তাহা হইলে ঐ নিম্ন জমীর উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে, এবং তাহাতে ফসলও প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে; উচ্চ জমী পতিত থাকিলে ক্রমশঃ তাহার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হয়।

শিষ্য। আমি শুনিয়াছি যে, মাটীর সহিত সার মিশ্রিত করিয়া দিলে গাছ সকল শীঘ্র ফলবান ও তেজকর হইয়া উঠে, সেই সার কয় প্রকার, এবং কি কি?

গুরু। বেশ! বেশ! এ কথাটা আমার এতক্ষণ মনে ছিল না বাপু! তাই বলেতেছি যে, তোমাকে কৃষিকার্য্য শিখাইতে বেশী কষ্ট পাইতে হইবে না, যে হেতু তুমি লেখা পড়া জান। হাতে হেতেড়ে কর নাই বটে, কিন্তু অনেক রকম পুস্তকেও কৃষির বিষয় পাঠ করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে যে বিষয় প্রশ্ন করিলে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি শুন। যথা,—গোময় সার, ভেড়ির নাদী সার, শূকর বৃষ্ঠা সার, মনুষ্য বৃষ্ঠা সার, হাতির নাদি সার, ঘোড়ারনাদি সার, রেড়ির খইল সার, সরিষা মসিনা তিষির খইল সার, ঘুটের ছাই সার, কাষ্ঠের ছাইসার, নানাবিধ পাতা পোড়া ছাই সার, কাষ্ঠ পচা সার, নানাবিধ পাতাপচা সার, মাচপচা সার, তৃণপচা সার, নিলের সিটি পচা সার, নানাবিধ জন্তু পচা সার, হাড়চূর্ণ সার, ধানের চিটে সার, পোড়ামাটী সার ইত্যাদি সার সকল জমী ও ফসল বিবেচনায়, পরিমাণ মত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা কার্য্যানুসারে বলিয়া দিব।

শিষ্য। দেব! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি কৃষি বিষয়ে বেশ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, আমি যে বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছা করি, তাহাই আপনি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন, এ কারণ অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতেছি।

গুরু। হ্যাঁ বাপু, আমার যে কথাটা স্মরণ হইবে না, তাহা যদি তুমি মনে করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমিও বিশেষ আহ্লাদিত হইব।

শিষ্য। তবে, এই কথাটা বলুন দেখি যে, বীজ সকল কিরূপ প্রণালীতে সংগ্রহ করিলে শস্যের কোন হানি হইবে না।

গুরু। বীজের বিষয় সমস্ত বলিতে হইলে অনেক সময়ের আবশ্যক করে। তবে এই মাত্র বলিতেছি যে, অনেকেই কৃষি কার্য্য করিয়া তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হয়েন না, যত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সমস্তই তাঁহাদের বিফল হইয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, প্রথমে বীজ সকল কি প্রণালীতে উত্তোলন করিতে হয় এবং কি প্রণালীতে রাখিয়া দিলে ভবিষ্যতে তাহা নষ্ট হইবে না, কি কোন্ সময়ে কোন্ গাছের বীজ বেশী ফলোপধায়ক হইবে, ইত্যাদি বিশেষ রূপে তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। সুতরাং ভবিষ্যতে আশায় নৈরাশ হইয়া, অন্যের উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে থাকেন। বীজ-বিক্রয়-কর্ত্তারা যদি ঠিক প্রণালীতে বীজ সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকদিগকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকটে এতাদৃশ মন্দ বা কটু কথা শুনিতে হয় না।

কৃষিপ্রণালী বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে হইলে অগ্রে বীজ সংগ্রহ ভালরূপে শিক্ষা করা উচিত।

বীজ সংগ্রহ নানা রকম প্রণালীতে হইয়া থাকে। যথা,—বড় বড় গাছের বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, যে গাছের অগ্রভাগে যে সমস্ত শাখা প্রশাখা (বা ডগা) আছে, এবং সেই সকল শাখা প্রশাখা জল, বায়ু, শিশির ও রৌদ্র সমভাবে পাইয়াছে কিনা, কিম্বা পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষের ছায়া পতিত হইয়া তাহাতে আওতা লাগিয়াছে কিনা, এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া বীজ সংগ্রহ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ, যে গাছের শাখা প্রশাখা জল, বায়ু, শিশির ও রৌদ্র সমভাবে না পাইয়াছে, তাহার বীজ সংগ্রহ করিলে, তত ফলোপ-

ধারক হয় না ; কারণ, ঐ বীজের চারা হইয়া ফলবতী হইলে, সেই ফল নানা রকম হইয়া আস্বাদনে তফাৎ হইয়া যায়। আর এক কথা,—যে গাছ উপরোক্ত দোষযুক্ত হয়, সেই গাছ ফলবান্ হইতে অধিক সময় লাগে, এবং কোন কোন গাছ রাঁড়া (অর্থাৎ ফলশূন্য) হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যে গাছ সম্প্রতি ফলবান হইয়াছে, অর্থাৎ (নূতন গাছের) বীজ অপেক্ষা (সাধারণ কথায়) যাহাকে মধ্যম শ্রেণীর গাছ অর্থাৎ (যুবা গাছ) বলে, সেই গাছেরই বীজ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া চারা করিতে পারিলে, অনেকাংশে ভাল হইয়া থাকে ; যে সকল গাছ হইতে বীজ সংগ্রহ করা হয়, তাহাকেই (Mother plant) অর্থাৎ "বীজ গাছ" কহে।

শিষ্য। আপনি ইংরাজীভাষা কিছুদিন পাঠ করিয়াছিলেন কি ?

গুরু। যখন আমি দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য, দুই চারিখানি ইংরাজী গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। কেননা, অনেক উদ্ভিদের নাম ইংরাজী ভাষাতেই ব্যবহার হইয়া থাকে।

শিষ্য। বেশ ! বেশ ! তবে আমার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইল। এক্ষণে অন্য প্রকার বীজ সংগ্রহের কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। আচ্ছা, তাহাই বলিতেছি। ছয় মাস হইতে এক বৎসর কাল যে সকল গাছ স্থায়ী হয়, তাহার বীজ সংগ্রহ করিবার নিয়ম। যথা,—লাউ, কুমড়া, সিম, বেগুণ, পুঁই, ঢ্যাড়স, উচ্ছে, করলা, ঝিঙ্গা, তরমুজ, খরমুজ খেঁড়, কাঁকুড়

ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, নিটোল, বড় অর্থাৎ নিখুঁৎ (ফলের সেরা যে ফল) তাহারই বীজ সংগ্রহ করা সর্ব্বতো-ভাবে বিধেয়।

উল্লিখিত গাছ সকল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জীবিত থাকা অবধি, ঐ সময়ের মধ্যে উহারা তিনবার (বা তিন দফা ফুল ফল প্রসব করে। প্রথম বারে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ সংগ্রহ করিলে, তত ফলোপধায়ক হয় না. কারণ, ঐ বীজের চারা উৎপন্ন হইলে, অতি স্বল্পকাল মধ্যে মরিয়া বা শুষ্ক হইয়া যায়। যদিও কোন প্রকারে উহাদিগকে কিছুদিন জীবিত রাখিতে পারা যায়, কিন্তু একবার কি দুইবার সামান্য ২।৪টি ফল প্রসব করিয়া অবিলম্বে নিঃশেষিত হয়, এবং ফলেরও আস্বাদন অন্যপ্রকার হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় বারে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও চারা করিবার যোগ্য। কেননা, এই সময় গাছ সকল পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় তেজস্কর হইয়া উঠে। উহারা যেমন সময়ানুসারে তেজ ও বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ফলগুলিও তদনুযায়ী গুণ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বীজ সকল বেশ সাঁসাল ও পরিপক্ক হইয়া সর্ব্বগুণে ভূষিত হইয়া থাকে। যে জমিতে যে প্রণালীতে রোপণ করা যাউক না কেন, প্রায় উহারা বিনষ্ট হয় না। তৃতীয় বারে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার বীজে চারা উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু চারাগুলি তদ্রূপ তেজস্কর ও পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হয় না; যদিও উহাদিগকে কোন প্রকারে খাড়া করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অতি সত্বরেই বহুসংখ্যায় ফল প্রসব করে; কিন্তু ফলগুলির দুর্দ্দশা দেখিলে হতাশ্বাস হইতে হয়। কোন

কাণা, কোনটি কুঁজা, কোনটি পোকাধরা, ইত্যাদি নানা দোষে দূষিত হওয়ায়, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং গাছ সকলও বেশী দিন জীবিত থাকে না।

শিষ্য। এক্ষণে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, গাছের যৌবন অবস্থায় যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

গুরু। হাঁ, বাপু! বেশ বুঝিতে পারিয়াছ; তবে আবার বলি শুন। তিনমাস হইতে ছয়মাস পর্য্যন্ত যে সকল শাক শব্জি স্থায়ী হয়; যথা—চাঁপানটে, পদ্মনটে, ডেঙ্গ, পালম, বিট্-পালম, পিড়িং, মেথি ইত্যাদির বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রথমে একবার ডগাগুলি কাটিয়া ব্যবহার করা উচিত। তৎপরে পুনর্ব্বার গজাইয়া উঠিলে, তাহাতে যে বীজ উৎপন্ন হইবে, সেই বীজ পর বৎসরের জন্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। অনেকে তাহা না করিয়া ইচ্ছামত ৪।৫ বার ডগা কাটিয়া ব্যবহার করার পর, বীজ সংগ্রহ করেন, সুতরাং তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে ফল প্রাপ্ত হয়েন না। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গাছের যৌবন অবস্থায় যে ফল উৎপন্ন হয়, সেই ফল এবং বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও তেজস্কর।

যে কোন বীজ হউক না কেন, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, বীজগুলি ভালরূপে পরিপক্ক হইয়াছে কি না, (যদি হইয়া থাকে) সেই সময় গাছ সহিত উত্তোলন করিয়া, কি কেবল বীজগুলি তুলিয়া, পরিষ্কার করত ২।৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করা উচিত। তৎপরে, মৃত্তিকাপাত্রে, কি বোতলে, বা শিশিতে, কি কাষ্ঠের বাক্সে কি টিনের কোনরূপ পাত্রে স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু বীজগুলি কোন পাত্রের ভিতর

পুরিবার সময়, যেন গরম অবস্থায় না থাকে। কারণ, ঐ গরম উত্তেজিত হইলে, বীজগুলির অন্তরে ফাটিয়া যায়, সুতরাং চারা উৎপাদিকা-শক্তির ক্ষমতা থাকে না। তৎপরে ঐ পাত্রগুলির মুখ বেশ করিয়া বন্ধ করা আবশ্যক। কেননা, তাহাতে কোনরূপ দুর্গন্ধ ও শীতল বায়ু প্রবেশ করিলে, বীজগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যে পাত্রে বীজগুলি স্থাপন করিতে হইবে. সেই পাত্রটি যেন বীজগুলির পরিমাণ মত হয়।

শিষ্য। বীজ সমূহের পরিমাণমত পাত্র না হইলে, কি দোষ হয়?

গুরু। ঠিক্ পরিমাণমত না হইলে, (পাত্র খালি থাকিলে) বীজগুলি অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হইতে পারে। আর পরিপূর্ণ থাকিলে, চাপবশতঃ বীজগুলি আপনা হইতেই গরম হইয়া ভাল থাকে। কিন্তু বীজগুলি সংগ্রহ করিয়া, কোনমতে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; প্রতি মাসে দুইবার কি তিন বার অন্ততঃ একবারও বীজগুলিকে রৌদ্রে দিয়া, পুনর্ব্বার উপরোক্ত প্রণালীমত রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উহাদিগকে নিয়মমত সমশীতলে রক্ষা করিতে পারিলে, কোন কোন বীজ (অর্থাৎ যে বীজের খোসা মোটা এবং সাঁস অল্প তাহারা) ২।৩ বৎসর থাকিলেও তাহাদের চারা-উৎপাদিকা-শক্তির হ্রাস হয় না। এবং কোন কোন বীজ ২।৩ বৎসরের পুরাতন হইলে, নূতন অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল হয়। যথা,—বাঁধাকফি, ওলকফি, মূলা, সিলেরি ও সালগাম।

আর এক কথা,—বীজগুলি উত্তোলন হইতে বপন পর্য্যন্ত তাহাতে যেন কোনরূপে জলবিন্দু না লাগে; এবং সংগ্রহ

করিবার সময় আউস এবং আমন দুই প্রকার বীজ বিবেচনা পূর্ব্বক সংগ্রহ করা উচিত।

শিষ্য। আউস এবং আমন বিবেচনা না করিয়া বীজ সংগ্রহ করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইয়া পড়ে, শেষে অসাবধানতা প্রযুক্ত বিপরীতভাবে (বা উল্‌টাপাল্‌টায়) বপন করিলে বৃথা বপন করা হয়। গাছসকল নিস্তেজ হয়, এবং ফলও তদ্রূপ ভাল হয় না; তজ্জন্য বীজের পাত্রের গায়ে সন, মাস ও নাম লিখিয়া রাখা উচিত।

শিষ্য। আউস এবং আমন কাহাকে বলে?

গুরু। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাকে "আউসে ফসল" বলে, আর কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহাকে "আমনে ফসল" বলে।

শিষ্য। দেব! আপনার বীজ সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে উহাদিগকে কিরূপে বপন করিতে হয়, তাহা বলুন।

গুরু। বীজ বপন করিবার সময় অগ্রে দেখা উচিত যে, কোন্ সময়ে কোন্ বীজ বপন করা বিধেয়। যাহারা যে সময়ের উপযোগী, তাহাদিগকে সেই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। এ কথা বারমাসের তালিকায় বিশেষ করিয়া লিখিত আছে; তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবে।

যে স্থানে বীজ বপন করিতে হইবে, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানটীতে কোন গৃহের বা বৃক্ষের ছায়া সময়ে সময়ে পতিত হয় কি না, তাহা বিলক্ষণ রূপে জ্ঞাত হইয়া বীজ বপন করিতে হইবে। কেননা, স্থানটি উক্ত কারণ বশতঃ শিশির, রৌদ্র ও বায়ু

সময়ে সময়ে না পাইতেও পারে, এবং তাহাতে বীজ বপন করিলে, উত্তমরূপে ফল পাওয়া যায় না। এ কারণ, যে স্থানটী ঐ ত্রিবিধ পদার্থ উত্তমরূপে ভোগ করিতে পায়, সেই স্থানটী বীজ বপনের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। তবে যে সকল বীজ বেশ পরিপক্ক হইয়াছে, তাহারাই যদি, কোন প্রকারে ঐ দোষী স্থান হইতে ২।৪টী চারা উৎপাদন করে।

শিষ্য। দেব! পূর্ব্বে আপনি পুষ্করিণীর নিকট চাষের জমি রাখিতে বলিয়াছিলেন কেন?

গুরু। এ কথাটা বুঝিতে পার নাই বাপু! জল একটী জগতের প্রধান জিনিষ,—বিশেষ কৃষিকার্য্যে জল না হইলে কোন মতেই চলিতে পারে না। জলাভাবে শস্যের যেরূপ হানি হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কৃষকগণ চাষ করিয়া জলের জন্য নিয়তই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া, কাতর ভাবে ভগবান জলধরকে ডাকিতে থাকে। সেইজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুষ্করিণী বা জলাশয়ের সন্নিকটে ভাল উর্ব্বরা জমিতে চাষ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যদি কোন সময়ে জলের আবশ্যক হইয়া পড়ে; তাহা হইলে ঐ জলাশয়ের জল কোন প্রকারে লইয়া কতক পরিমাণে ফসল রক্ষা করিতে পারা যায়। অতএব জলই কৃষিকার্য্যের একটী প্রধান সহায়।

শিষ্য। তবে কোন্ মাসে কোন্ ফসলের বীজ বপন করিতে, হইবে, তাহার তালিকা খানি দিন্।

গুরুদেব, বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত কৃষিপ্রণালীর যে তালিকাখানি আনিয়াছিলেন, তাহা শিষ্যের হস্তে অর্পণ

করিলেন। পাঠকগণের গোচরার্থে নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। যথা,—

বৈশাখ।

হরিদ্রা, আদা, আম-আদা, এরারুট, সাঁক-আলু, চুবড়ি-আলু, গরাণে-আলু, হরিংপাল্লা-আলু, আল্‌তাপাটী-আলু, কুকুরজিবে-আলু, ঢোড়া-আলু, কাঠ-আলু, সর্ব্ব রকম গুঁড়িকচু মাঠকড়াই, দেশী ওল, অড়হর, টুমুর, পাঠ, ধঞ্চে, ম্যাস্তা, দেশী রেড়ি, চিকুরি, আউসে ঢেড়স, রকম রকম পেপে, আউসে মক্কা, দেশী কাপাস, চীনে ও দেশী নট্‌কান, হরেক রকম আউসধান্য, বড়ান আমনধান্য, পালা-সশা, পালা-ঝিঙ্গা, বরবটী ও ক্ষির কাকরোল, ধুন্দুল, রামতরাই, ভুঁয়েশসা, গমক, চিচিঙ্গে, আউসে লাউ, শাক (যথা,—কাঁচড়াদাম, চাপানটে, গয়লানটে, চীনের লাল), আউসে মুলা, হল্‌দা-লঙ্কা, ধানিলঙ্কা, সাহেব-নটে ও বিবি-নটে শাক।

জ্যৈষ্ঠ।

নানা রকম ছোট্‌না-আমনধান্য, আউসে বিলাতি কুমুড়া, সাঁচী-কুমুড়া, সিঙ্গে-ঝিঙ্গে, নবিলি, দেবধান্য, বাজরা, টুকি-কুমুড়া, তুম্বলাউ, শাক,—(যথা,—পাট, পমনটে, পুনকানটে, বাঁসপাতা-ডেংগো), দেশী এগপ্লেণ্ট-বেগুন।

আষাঢ়।

রামকলা, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, অনুপান, কাঁটালী, বিটজবা, কাঁচকলা, কাবেলিকলা ইত্যাদি নানা প্রকার শণ, দেশী সিম, (যথা—ঠক্‌নাচান, বাউইকাঁক, চারকোণা,

আল্‌তাপাটী, বাঁঘনখো, জামাইপুলি, ঘিকলা, ঘৃতকাঞ্চন, নানা রকম সাদা চ্যাপটা, সাদা পটুলি, কালপটুলি, বাঁইন-তোড়া, মাখমসিম ইত্যাদি)।

শ্রাবণ।

নানা রকম ছোট বড় মাঝারি বাঁধা কপি, আর্লি, হাপ-আর্লি ও লেট ফুলকফি, ওলকফি গ্রিন ও পর্‌পোল, বরাজে সাদা ও লাল পুঁইশাক, নানা রকম আমনে-বেগুন (যথা,—মুক্তকেশী, মাকড়া, সিঙ্গে, গুম ইত্যাদি), কাল ও মাষকড়াই, বিরিকড়াই, ঠিকরাকড়াই, পান (যথা—আসাম, দেশী সাচি, কর্পূরকাৎ, কোড়ে, ঢোলা, মিঠে, সাছি ইত্যাদি)।

ভাদ্র।

সাকরকন্দ ও রাঙ্গা-আলু, তামাক দেশী (যথা—হিংলী মতিহার, পানবোঁটা, কোঁচড়া, মান্ধাতা, গাছ-বিলাতি, বিদেশী হ্যাবেনা, কিউবা, ম্যারিল্যাণ্ড, কনেকটীকেট্‌, মেনিলা ইত্যাদি)।

আশ্বিন।

কালমুগ, সোণামুগ, গোল-আলু, ওলগুা, ভুড়ো ও সাচী-কড়াই, মানকচু ও মানগিরি ইত্যাদি।

কার্ত্তিক।

বিটপালম্‌, মিঠে পালম্‌, টকপালম্‌, সালগাম, গাজর, মূলা (যথা—এগুা, সুরতি, কাল ও দেশী বড়) সালাদ, সিলেরি, গুণ্ডিব, অনিয়ন, দেশী পিঁয়াজ, পাটনাই পিঁয়াজ, হাতিচোক্‌, (আর্টীচোক্‌) অ্যাসপারেগস্‌, পুদিনা, গাদিনা, লিক্‌, ট্যাম্‌, সেজ,

মারজোরম, হালিম, স্পিনেক.টেপারি, পার্সিলি, স্পিনেজ, চিনে কফি, লগা, কুসমফুল, পাটনাই রেড়ি, দেশী আনারস, চিনে আনারস, নানা রকম লঙ্কা, পেপর, সাদা ও লাল ছোলা, জব, গম, জোই, তিল, লাল সরিষা, মাষ্টার্ড, খেঁসারি, মুসুরি, মসিনা, চয়না, হালি ও ঘোড়ামুগ, ঢ্যাড়স, সিঙ্গেলাউ, ডেরাডুন লাউ, ধনে, মৌরী, রাঁধুনী, জোয়ান।

অগ্রহায়ণ।

শাক (যথা,—পিড়িং, শুলফা, মেথি, কন্‌কা, পদ্মনটে, থোসলা, চাঁপানটে), উচ্ছে, সাঁচীলাউ, তিলেলাউ, কিউ-কম্বর, পম্পকিন্, গারো-কুমুড়া, পটল, বিলাতি টমেটো, স্কোয়াস, ভেজিটেবেলম্যারো, সর্ব্বরকম মেজ, বিন, (যথা,—লায়মা, ওএঞ্জার, রেড ও হোয়াইট বুস ইত্যাদি) সর্ব্ব সকম পিজ, (যথা—বুলু স্পিরিএল, লার্জ ম্যারোফ্যাট, ব্যালাক-আই ম্যারোফ্যাট, ভিক্টোরিয়া, আর্লি ইত্যাদি), গ্র্যাস, (যথা,—লুসারন, ক্লোবর, গিনি, চায়না, লন ইত্যাদি ঘাস)।

পৌষ।

দেশী টকবেগুণ, বেথশাক, মুড়কি-বেগুণ, বোরধান্য, সোণামুখি ওল।

মাঘ।

চৈতে-শসা, কাঁকুড়, ফুটি, নানা রকম তরমুজ, খরমুজ, খেড়, খিরে, বারপাতা খুবী ও ভূয়ে-ঝিঙ্গে, বারপাতা-কুমড়া, পুল্লি-বেগুন হেঁড়ে-পুঁই-শাক।

ফাল্গুন।

সিঙ্গে ও গিমে-করলা, সাদা ও কাল হোঁপা, ইক্ষু (যথা,— বোম্বাই, কাজলা, সামসাড়া, নৃঙ্গি, পেরো ইত্যাদি) জলিধান্য।

চৈত্র।

মিষ্ট লালডাঁটা, মিষ্ট সাদা পদ্মডাটা, রকম রকম আউসে বেগুন, (যথা,—গাংনি, কুঁদো, গোলা ইত্যাদি)।

শিষ্য। তবে এইক্ষণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে হইলে, কি কি দ্রব্যের আবশ্যক হইবে, তাহার ফর্দ্দটা লিখিয়া দিন।

গুরুদেব লিখিয়া দিলেন যথা,—লাঙ্গল, জোল, জোল, আঁকড়ো, দড়া, পাচনবাড়ী, হাতবাড়ী, সমলে, জোতদড়ি, বিদেকাঠ ও কাঠি, কোড়া, (ছোট বড় মাঝারি) দাঁড়-কোদাল, খুসনি-কোদাল, খোন্তা, (ছোট ও বড়) নিড়ান, কাঠারি, কুড়াল, কাস্তে, হেঁসো, বড়গোছ ছুরী, মই, টোকা, ও গো পাতার ছাতি, আগুণের হাঁড়ি বা বেওনা, সারদড়ি, জলের টব, দিউনি ৩ খান, কলসি ২টা, ডাবরি ২টা, ঝুড়ি ৪টা, চুপড়ি ২টা, টিনের বোমা সরু ও মোটাধার ২টা, খোঁটা, মেচলা, খড়কাটা বঁটী, রাখাল ও কৃষক; আর যাহা বাঁকী রহিল তাহা উপস্থিত মতে বলিয়া দিব।

শিষ্য গুরুদেবের অনেক রকম কৃষি বিষয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন, দেব! আপনি আমাকে কৃষির বিষয় যাহা সংক্ষেপে বলিলেন, তাহা আমি সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। অতএব আর শুভকর্ম্মে বিলম্ব করা উচিত নহে; যত সত্বরে সমস্ত আয়োজন করিতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব। এক্ষণে

একটী শুভদিনের স্থির করুন, আমি সেই দিন হইতে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিব।

গুরুদেব বলিলেন, ভাল কথা বলিয়াছ বাপু! তবে আমিও একবার বাটী হইতে ফিরিয়া আসি, কারণ, দেখিতেছি যে, সমস্ত যন্ত্র ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্র করিতে প্রায় মাসাবধি লাগিতে পারে, এবং জমীও ঠিক্ করিতে, হইবে. এই সময়ের মধ্যে, বেশ আমি বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব; তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও না; এ বিষয়ে বিশেষ উদ্‌যোগী থাকিবে। তবে একবার পঞ্জিকাখানি লইয়া আইস, শুভ দিনের স্থির করিয়া রাখিয়া যাই। আমি ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনের ২।৩ দিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইব।

শিষ্য 'যে আজ্ঞা' বলিয়া, পঞ্জিকা আনয়নপূর্ব্বক গুরুদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। গুরুদেব পঞ্জিকা পাঠ করিয়া শুভদিনের স্থির করিলেন, যথা,—"৬ই ফাল্গুন রবিবার শুক্লপক্ষে হলারম্ভ করিবার শুভ দিন।"

শিষ। বেশ দিন স্থির হইয়াছে।

গুরু। স্থির হইল বটে, কিন্তু সোমবার হ'লেই ভাল হইত, কেননা, কথায় আছে যে, "সোম শুক্রেরে চাষ, বুধ বৃহস্পতিতে বাস"।

শিষ্য। এক্ষণে হলারম্ভ রবিবারেই হউক, বীজ বপনটা না-হয়, সোম শুক্র দেখিয়া আরম্ভ করিব। আমার পক্ষে রবিবার হলেই ভাল হয়।

গুরু। বেশ বলিয়াছ বাপু! তবে অগ্রে জমিটা ঠিক্ করা উচিত।

শিষ্য। একখানি লাঙ্গলে কত বিঘা চাষ হইতে পারে?

গুরু। কম বেশী ১০ বিঘা।

শিষ্য। এক বিঘা জমির পরিমাণ কত?

গুরু। দীর্ঘে প্রস্থে বাং ৮০ হাত, ইং ১৪৪০০ স্কোয়ার ফিট। বুঝিতে পারিলে কি?

শিষ্য। পারিয়াছি।

গুরু। তবে আমি আর বিলম্ব করিব না, কল্যই বাটীতে গমন করিব। তুমি কোনরূপে নিশ্চিন্ত থাকিও না, নিয়তই উন্নতির চেষ্টায় থাকিবে।

শিষ্য। আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী যে জমিটী আছে, তাহা চাষ করিবার উপযুক্ত কি না, আপনি একবার দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয় না?

গুরু। তবে চল কেমন জমি দেখিয়া আসি।

শিষ্য, গুরুদেবকে সঙ্গে করিয়া, চাষের জমি দেখাইলেন। গুরুদেব জমি দেখিয়া বলিলেন, এ জমিখানি মন্দ নয় বাপু! প্রায় ১০ বিঘা হইতে পারে, মাটীও নানা প্রকার আছে। এমন জমী কি ফেলিয়া রাখিতে হয়? এতে টাকায় টাকা উঠিবে—সোণা ফলিবে। তবে আর নিশ্চিন্ত থাকিও না, ইহাতেই জন লাগাইয়া ঠিক্ কর।

গুরুদেব এইরূপে শিষ্যকে কৃষিবিষয়ের নানা প্রকার উপদেশ দিয়া, নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গুরু, শিষ্য, কৃষক ও রাখাল।

পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট দিনে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, শিষ্য অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক আসন প্রদান করতঃ, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, দেব! শ্রীপাটের সমস্ত মঙ্গল ত?

গুরু। হাঁ, বাপু! তোমরা সকলে ভাল আছ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা সকলে প্রাণগতিক ভাল আছি।

গুরু। এক্ষণে কৃষিকার্য্যের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, প্রায় সমস্তই হইয়াছে, দুই একটী যাহা অভাব আছে, তাহা বোধ হয়, কল্যই ঠিক্ হইয়া যাইবে।

গুরু। তবে আর বিলম্ব করিও না, "শুভস্য শীঘং" শুভ কর্ম্ম যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আর বিলম্ব করিব না, [illegible] হস্তপদ প্রক্ষালন করুন।

গুরুদেব শিষ্যের বাক্যানুসারে হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, সাময়িক নিত্যকর্ম্মে নিয়োজিত হইলেন। এ দিকে শিষ্য গুরুদেবের সেবা শুশ্রূষার যথাসাধ্য আয়োজন করাইয়া, লাঙ্গলের জন্য, নিজেই কর্ম্মকারের বাটীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, লাঙ্গলখানি নির্ম্মাণ হইতে

অল্পমাত্র বাঁকী আছে, সুতরাং কর্ম্মকারকে বলিলেন, "কল্য আমার লোক আসিলে, নিশ্চয়ই তোমাকে লঙ্গাল-খানি দিতে হইবে; যদি না দাও বাপু, তাহা হইলে, আমার বড়ই ক্ষতি হইবে।" এই কথা বলিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

গুরু। তুমি কোথায় গিয়াছিলে বাপু?

শিষ্য। আমি লাঙ্গলের জন্য কর্ম্মকারের বাটীতে গিয়াছিলাম।

গুরু। তৈয়ারী হইয়াছে কি?

শিষ্য। হয় নাই; সে বেটা বদমাইষী করিয়া বড় কষ্ট দিতেছে। বোধ হয়, কল্য দিতে পারে।

গুরু। কৃষক ও রাখালের ঠিক করিয়াছ ত?

শিষ্য। একজন বাগ্দী-কৃষক ঠিক করিয়াছি, কিন্তু রাখালের ঠিক করি নাই।

গুরু। তাহা কর নাই কেন?

শিষ্য। আমি মনে ভাবিয়াছিলাম যে, রাখাল নিযুক্ত করা, আপনাকে বলিয়া আপাতত বন্ধ রাখিব।

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু! অগ্রে রাখাল, পরে কৃষক—রাখাল কৃষকের ডাইন হাত।

শিষ্য। মহাত্মন্! এ কথার ভাব আমি গ্রহণ করিতে পারিলাম না, আপনি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। রাখালের দ্বারা চাষের অনেক কার্য্য হইবে। যথা,—মাঠে গোরু চরাইবে, এবং খোইল বিচালী ও জল আনিয়া যত্নপূর্ব্বক গোরুগুলিকে জাব দিবে, কৃষকের

তৈল, তামাক ও জলপান যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবে, কৃষক যখন তামাক ও জলপান করিবে, ঐ সময়ে রাখাল লাঙ্গলের জোতালে করিবে, আবার যদি জল আচরণে জাতি হয়, তাহা হইলে, কোন সময়ে বাটীতে ভদ্রলোক আসিলে, পান, তামাক ও জলখাবার আনিয়া দিতে পারে, এবং ঘড়া করিয়া পানীয় জলও তুলিতে পারে।

শিষ্য। আমার বাটীর নিকটবর্ত্তী একঘর সদ্‌গোপের যে একটি ১৬।১৭ বৎসরের ছেলে আছে, তবে তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা ভাল; তাহারা আমার খাসের প্রজা, সেই জন্য বোধ হয়, খোরাক পোষাক ও সামান্য মাহিনা দিলে থাকিতে পারে।

গুরু। এ কথা মন্দ নয় বাপু! এমন সুযোগ কি ছাড়িতে আছে! তবে তাহাকে এবং তাহার পিতাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দাও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলিয়া বাড়ীর দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন।

গুরু। আর একটা কথা বলিব, শুন্‌বে কি? কথাটা রহস্য-জনক বটে, কিন্তু অতিশয় ঘৃণিত। বলিবার উপযুক্ত না হইলেও কার্য্যোপলক্ষে বলা যাইতে পারে। সুতরাং শ্রোতার পক্ষে শ্রুতিকটু হইলেও, উচিত কথা বলিতে বাধা নাই।

শিষ্য। আপনি এত দিন নানা ভাবে নানা কথা বলিয়া আসিলেন, কিন্তু কোন সময়ে শঙ্কিত হইয়া কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে এ রূপ ভাব প্রকাশ করিবার কারণ কি?

গুরু। কারণ এই, তুমি যে, বাগ্দী কৃষকের স্থির করিয়াছ, তাহা ভাল হয় নাই। বাগ্দীদের দ্বারা চাষের কার্য্যে বড়ই

অসুবিধা ঘটিবে। তাহাদের স্বাভাবিক কার্য্য দেখ নাই বাপু! তাহাদের আচার ব্যবহারের কথা, আমি বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি না; তাহা যদি শুনিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে, তুমি যে রাখালকে স্থির করিয়াছ, তাহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে, সেও বলিতে পারে।

শিষ্য। ঐ যে তাহারা আসিতেছে।

এমন সময় রাখাল ও তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাখালের পিতা নমস্কার পূর্ব্বক বলিল, বাবু! আমাদিগকে ডাকাইয়াছেন কেন?

বাবু। আমি তোমাদিগকে এই জন্য ডাকাইয়াছি যে, আমি নানা প্রকার চাষের কার্য্য আরম্ভ করিব; সেই জন্য একজন রাখালের আবশ্যক হওয়ায়, তোমার পুত্রটিকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাতে তুমি স্বীকার আছ কি?

রাখালের পিতা বলিল, আমরা আপনার প্রজা; বিশেষ জাতিতে সদ্‌গোপ—চাষের কার্য্য আমাদের দ্বারা যেমন সুবিধা হইবে, তেমন আর কাহারও দ্বারা হইবে না। অতএব আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আমি স্বীকার আছি—আমার ছেলেকে মাহি-আনা কত দিবেন বাবু?

বাবু। খোরাক, পোষাক, ও নগদ এক টাকা।

রাখালের পিতা বলিল, তাতে পোষাবে না বাবু!

বাবু। আচ্ছা, না হয় আর এক পয়সা জলপানী দেব।

রাখালের পিতা তাহাতেই সম্মত হইল।

গুরু। এইক্ষণে উহাকে সেই বাগ্দীদের কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ দেখি!

শিষ্য। আজ্ঞা, বলিয়া দেখি।

বাবু। আচ্ছা, দ্বারিক! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি তাহা বিশেষ করিয়া বল্‌তে পার কি?

দ্বারিক। কি কথা বাবু!

বাবু। আমি একটী বাগ্‌দী-কৃষকের স্থির করিয়াছি, বাগ্‌দীরা কি ভাবের লোক এবং তাহাদের দ্বারায় চাষের কার্য্য ভালরূপে চলিতে পারিবে কি না?

দ্বারিক। বাগ্‌দীদের কথা শুনিলে আপনি হেসে উঠ্‌বেন। বাগ্‌দীদের মধ্যে অনেকেই এমন লোক আছে যে, এক ঘণ্টা বেলা না হলে, বিছানা ছাড়ে না; বিছানা হতে উঠে, হুকা আগুন নিয়ে, তামাক খেতে খেতে, হাঁড়িতে পান্তাভাত আছে কি না, এই বলে, বোয়ের সঙ্গে খানিক্ষণ ঝগ্‌ড়া করে। যদি পান্তাভাত থাকে, তাহা হলে সে দিন সে রাজার সমান। তাই কথায় বলে যে, "পান্তাভাতে বাদ্‌গী রাজা" তার পরে পান্তাভাত একপেট সেঁটে, যাহা হয় একটা যন্ত্র হাতে করে, খালবিল হতে, কিছু না কিছু, মাছ ধরে আনে; কাদা মেখে ভূত হয়ে এসে, সেই মাছকটা বৌকে দিয়ে বাজারে বিক্রী কর্‌তে পাঠিয়ে দেয়। সেই সময়ে তেলের ভাঁড় ঝেড়ে, এক আধ ফোটা তেল যাহা পায়, তাহা ঐ কাদার উপর মেখে, ঘরের কলসীর জল নিয়ে মাথায় গায় ঢেলে শেষ করে। কাপড় না থাকায়, গামছাখানা পরে, ভিজে কাপড়খানা শুখোতে দিয়ে, বৌ কখন মাছ বেচে পয়সা আন্‌বে, তাহার লেগে পথের দিকে চেয়ে থাকে। বৌ মাছ বেচে পয়সা আনলে, তাহা হতে দুই এক আনা নিয়ে

তাড়ি বা মদের দোকানে চলে যায়। তার পরে, মদ খেয়ে, দোকানদারের বা রাস্তার লোকের দুই চারটী ধাক্কা খেয়ে, বাড়ী এসে, কিছু গরম ভাত সেঁটে, বাপের বেটা, চিৎপাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে।

গুরু। শুন্‌লে বাপু! ঘোষের পো যে কথাগুলি বলিল, কিছুই মিথ্যা নহে। এইরূপ উহাদের নিত্যকার কার্য্য, তবে উহাদের দ্বারায় একটী কার্য্য ভাল হয়।

শিষ্য। কি কার্য্য?

গুরু। রাত্রিরে চৌকিদারী।

শিষ্য। তবে কি হইবে গুরু!

গুরু। এখানে নিকটে কি মুসলমান নাই?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, অনেক আছে।

গুরু। তবে তাহাদেরই মধ্যে, যে কৃষিকার্য্য ভাল রূপে বুঝিতে পারে, তাহাকেই ডাকাইয়া নিযুক্ত কর।

শিষ্য গুরুদেবের মতানুযায়ী রাখালের পিতাকে বলিলেন, দ্বারিক! তোমাদের পাড়ায় মুসলমান চাষা আছে?

দ্বারিক। ঢের আছে বাবু!

বাবু। তুমি তাহাদের নাম জান?

দ্বারিক। আজ্ঞা, জানি।

বাবু। কে কে?

দ্বারিক। আব্‌বাস, রহমন, বক্স, জুম্‌নো, দিরে।

বাবু। উহাদের মধ্যে চাষের কাজ কে ভাল জানে?

দ্বারিক। দিরে, দিরে।

বাবু। তুমি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে পার?

দ্বারিক। আজ্ঞা পারি, সে আমাদের বাড়ীর পেছনে থাকে।

বাবু। তবে তাহাকে ডাকিয়া আন।

দ্বারিক। যে আজ্ঞা, তবে যাই।

ক্ষণেক পরে দিরু ও দ্বারিক আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিরু বলিল, সেলাম গো বাবু! মোকে কিসের লেগে ড্যাক্‌ছেন?

বাবু। এস, তোমার নাম দিরু?

দিরু। আগ্‌গা, হা মশাই!

বাবু। তুমি নাকি ভাল চাষের কাজ জান?

দিরু। তা, মুই কি করে বল্‌বো মশাই, খোদাই জানে।

বাবু। তবে আমি যে চাষ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা যদি তুমি মন দিয়া কর বাপু! তাহা হইলে তোমায় রাখিতে পারি, তুমি কর্‌বে কি?

দিরু। মোর মেইনে পুষিলেই কর্‌ব।

বাবু। তুমি মাহিনা কত চাও?

দিরু। ঠিক্ বল্‌বো এ—ই সাড়ে চার টাকা; জাড়ের কাপড়, পাব্বুনি পয়সা, ত্যাল, জলখাবার লেবো, এ মুই ছাড়বা না—মেইনে মাসে মাসে ঠিক্ লেবো।

বাবু। আচ্ছা, তাহাই দিব।

দিরু। কবে লাঙ্গল জোড়্‌বো?

বাবু। কাল সকালে।

দিরু। সব হাল হেতের আন্‌চো গা?

বাবু। হাঁ।

দিরু। তবে সেলাম, কাল আস্‌বো।

গুরুদেব কৃষিকার্য্যের ভালরূপ অনুষ্ঠান দেখিয়া, শিষ্যকে বলিলেন, বৎস্য! তুমি যে চাকর দুইটী নিযুক্ত করিলে, তাহা তোমার ভাগ্যক্রমে ভালই জুটিয়াছে, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল কর্‌বেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বাবু কর্ম্মকারের বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া লাঙ্গল আনাইলেন, এদিকে সেই সময়, দিরু ও আসিয়া উপস্থিত হইল।

দিরু। সেলাম গো বাবু!

বাবু। দিরু এসেছ? খুব তো সকালে এসেছ!

দিরু। মোর রাতে কি ঘুম আছে। কৈ মোর হাল পোণ্যের জোগাড় কি কর্‌চো?

বাবু। তোমার কি কি চাই বল।

দিরু। চাড্ডি আলো চাল, গোটা দোচ্চার পাকা ক্যালা, গোটা দোচ্চার সন্দেশ, খানিক কাঁচা দুধ, একটু সিঁদুর, একটু চন্নোন্ আর যদি কোন ফল ফুরুলি থাকে, তা দ্যাও, একখানা ক্যালারপাতা, এক কল্‌সি পানী, গোটাকতক ফুল, চাড্ডি ব্যালপাতা, আর তোমাদের দুটো তোল্‌সী পাতাও দ্যাও, আর ঝা দেবা, তা দ্যাও।

বাবু সমস্ত দ্রব্যাদি আয়োজন করত, একখানি থালায় করিয়া দিলেন।

দিরু। কৈ মোর কাপড় গামচা আন্‌চো? মুই কি পুন্নো কাপড় পরে হাল পোণ্যে কর্‌বো গা?

বাবু একখানি নূতন কাপড় ও গামছা বাহির করিয়া দিলেন। দিরু নূতন কাপড় পরিধান করিয়া, হাসিতে হাসিতে

লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া, গুরুদেবকে বলিল, ঠাউর মশায় গো! ঘাল পোণ্যে কত বেলায় কর্‌বো?

গুরু। সওয়া প্রহরের পর, দেড় প্রহরের মধ্যে।

দিরু রাখালের দিকে দৃষ্টি করিয়া, চল্‌ রে ছোড়া সব লে, সময় হোয়ে পড়্‌ছে—ভুলেও যাই ছাই! বোলি ও ঠাউর সশাই! লাঙ্গল কোন্‌ ব্যাগো জোড়্‌বো? কোন্‌ ব্যাগো ছাড়্‌বো? কয় পাক মার্‌বো?

গুরু। দাড়াও দাড়াও বলিয়া দিতেছি।

দিরু। ক্যাতাব দেখ্‌বা নাকি?

গুরু। না রে না,—পূর্ব্ব মুখো হইয়া জুড়িবি, তার পরে সাড়ে সাত পাক চালাইয়া, উত্তর মুখে ছাড়িয়া দিবি। আর তুই যাহা নিয়ম জানিস তাহাও করিয়া নিস।

দিরু। তা মুই ভলবো না, সব কর্‌বো।

তৎপরে দিরু যথাস্থানে গিয়া গুরুদেবের কথামত সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিল, এবং বলিল, মোর মেঠাই কোই?

বাবু। এই নাও।

দিরু এইরূপে শুভদিনে শুভ-পুণ্যাহ শেষ করিয়া, মেঠাই লইয়া নিজ বাটীতে চলিয়া গেল।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃষিকার্য্যের প্রথম মন্তব্য।

শিষ্য কহিলেন, মহাত্মন্! আপনার কৃপাদৃষ্টিতে আমার সকল কর্ম্মই নির্ব্বিঘ্নে ক্রমশঃ সম্পাদন হইতেছে, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিতেছি। এক্ষণে আশু ফলপ্রদায়ক ফসল কাহাকে বলে এবং কি কি?

গুরু। আমার আশীর্ব্বাদে স্বদীয় প্রার্থিত অবশ্যই ক্রমশঃ সিদ্ধ হইবে। আমি প্রীতমনে তোমাকে সকল বিষয়ই জ্ঞাত করিতেছি। সুতরাং তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি যে, আশু ফলপ্রদায়ক ফসলের কথা প্রশ্ন করিলে, তাহা সমস্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে হইলে, অনেক সময়ের আবশ্যক করে, এবং তুমিও নূতন কৃষিকর্ম্মে ব্রতী হইতেছ, সুতরাং আমি যে গুলির দ্বারায় শীঘ্র ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

আমি প্রথমে দেশী ফসল ছাড়িয়া, বিদেশীয় শাক শব্জীর কার্য্য আরম্ভ করি, যথা.—নানা প্রকার বাঁধাকফি, ফুলকফি, ওলকফি, বিট, গাজর, সালগাম, সালাদ ও সিলেরি ইত্যাদি। এই সকল ফসল করিয়া, অল্পদিনের মধ্যে যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলাম। (এমন কি মহাজনের টাকার শুদ পর্য্যন্ত বেশী দিন দিতে হয় নাই) তাই বলিতেছি যে, তুমি প্রথমে বাঁধাকফির চাষ আরম্ভ কর।

শিষ্য। ব্রহ্মন্! আপনি কৃষিবিষয়ে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল বিষয়ই আপনার মুখাগ্র; অতএব আপনি যাহা স্থির করিলেন. তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

LARGE DRUMHEAD CABBAGE.

লার্জ ড্রমহেড বাঁধা-কফি।

গুরুদেব বলিলেন, ইহার বীজ, এ প্রদেশে জন্মেনা; এমেরিকা, ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড এবং ইউরোপে প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দানাপুর বা পশ্চিম অঞ্চলে কোন কোন স্থানে সামান্য পরিমাণে জন্মে। কিন্তু এমেরিকার বীজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং আমিও অনেক সময়ে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।

কফিসমূহের চাষ করিতে হইলে, যে জমিতে কফির আবাদ করিতে হইবে, সেই জমিতে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই পাঁচ মাস, প্রতিমাসে দুই দিন [দোয়ার] (অর্থাৎ ৪ বার করিয়া ২০ বার চাষ দিতে হয়)। পরে শ্রাবণ মাসের প্রথমে একবার চাষ দিয়া, জমির ঢাল একদিকে রাখিয়া মানান করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! ঐ পাঁচ মাস, দুই দিন দুইবার [দোয়ার] (অর্থাৎ ৪ বার চাষ) ক্রমশঃ না দিয়া, যে কোন মাসেই হউক না কেন, এককালে ২০ বার চাষ দিলে, তাহাতে কি হয় না?

গুরু। না, বাপু! তাহা নিয়ম নহে,—কারণ, প্রতিমাসে দুইবার করিয়া জমিতে চাষ না দিলে, শিশির, রৌদ্র, জল ও বায়ু এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ, নিম্নের মাটীতে রীতিমত প্রবেশ করিতে পারে না। মনে কর, তুমি কোন মাসে এককালে কোন জমিতে ২০ বার চাষ দেওয়াইয়া আসিলে, তাহার দুইমাস পরে, সেই স্থানে গিয়া দেখিবে যে, সেই জমির মাটী সকল ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া, ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ঘাষ জঙ্গল ইত্যাদিতে পুরিয়া গিয়াছে; সুতরাং ঐ চতুর্ব্বিধ পদার্থ, মাটীর অন্তরদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। মাটী যত চাষের দ্বারায় ভিতরের মাটী উপরে, উপরের মাটী ভিতরে দেওয়া যায়, ততই মাটীর চাপ সমস্ত ভাঙ্গিয়া ঐ চতুর্ব্বিধ পদার্থ উত্তমরূপে ভোগ করিতে থাকে। সেইজন্য প্রথা আছে যে, প্রতি মাসে ১৫ দিন অন্তরে জমিতে চাষ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; এইরূপে সুপ্রণালীতে কিছুদিন জমির পাঠ করিতে পারিলে, উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া, জমিখানি নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ফসলের বা কফি ইত্যাদির চাষের আদি কারণ বলিয়া প্রচারিত হয়।

তৎপরে, ঐ শ্রাবণ মাসে উপরোক্ত জমিতে প্রস্থে ১॥ ডেড়হস্ত অন্তর অন্তর ঢালের দিকে দীর্ঘে ঠিক্ সোজা ভাবে দড়ি ধরিয়া. ডাঁড়া বা ভাঁটী অর্থাৎ আইলমত করিতঃ সমস্ত জমি ঠিক করিতে হইবে।

শিষ্য। দেব! ডাঁড়াগুলি তুলিবার সময় উর্দ্ধ এবং পরিসর পরিমাণে কত হইবে?

গুরু। অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ এবং প্রস্থে মুটম হস্ত হইবে।

শিষ্য। ডাঁড়া না তুলিলে কফির আবাদ কি হইতে পারে না?

গুরু। ডাঁড়া না তুলিলেও কফির আবাদ হয়, কিন্তু ডাঁড়া তোলা জমিতে যেরূপ আবাদ এবং জল সিঞ্চন করিতে সুবিধা হয়, সেরূপ ঢালা জমিতে হয় না; এবং নানা প্রকার অসুবিধা বশতঃ খরচা বেশী পড়ে।

শিষ্য। জমি একদিকে ঢাল করিয়া, ঢালের দিকে লম্বভাবে ডাঁড়া তুলিবার কারণ কি?

গুরু। কারণ এই যে, জল সিঞ্চনের পক্ষে বড়ই সুবিধা হয়। সিঞ্চুনি, কলসী বা কোন রূপ কল দ্বারা জমির উচ্চ দিকে জল ঢালিয়া বা সিঞ্চন করিয়া দিলে, প্রত্যেক ডাঁড়ার মধ্য স্থল বাহিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যায়, সুতবাং সামান্য জলেতে জমি আর্দ্র ও কার্য্য সমাধা হয় বলিয়া, খরচাও তত বেশী পড়ে না।

শিষ্য। ডাঁড়া তুলিবার সময় মাটী কোন্ স্থান হইতে আনিতে হইবে?

গুরু। তাহাও কি আবার বলিয়া দিতে হইবে! ডাঁড়া-গুলি নির্ম্মাণ করিবার সময় লম্ব ভাবে যে দড়ি ফেলিতে হইবে, ঐ দড়ির দুইপার্শ্বে মুঠমহস্ত করিয়া, যে জমি থাকিবে, তাহার মাটী কোদাল দ্বারায় চাঁচিয়া দুইদিকে অর্দ্ধাংশ পরিমাণে দড়ির উপর আইলমত করিয়া ফেলিয়া যাইতে হইবে। ডাঁড়াগুলি মুঠম হস্ত পরিসর এবং অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইবে।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি ভালরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পার নাই বাপু! তবে অন্য প্রকার বলি শুন, ডাঁড়া তুলিবার সময় মুঠমহস্ত অন্তর অন্তর এক একটি টানা দড়ি ফেলিতে হইবে, ঐ এক মুঠমহস্ত জমির মাটী চাঁচিয়া ২য় মুঠম হস্তের উপরে ফেলিয়া সমস্ত ডাঁড়া ঠিক্ করিতে হইবে।

শিষ্য। ঐ মুটমহস্ত জমির মাটী সকল উঠাইয়া অন্য মুঠম হস্তের উপর দিলে, সেই স্থানটি যে নালার ন্যায় হইবে!

গুরু। তাহা করাই, প্রধান উদ্দেশ্য।

শিষ্য। সেই নালা কত দিন থাকিবে?

গুরু। সে কথা এক্ষণে জানিবার আবশ্যক নাই, তাহা পরে বলিয়া দিব। এক্ষণে অন্য কথা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

উভয় ডাঁড়ার মধ্যস্থিত মুটম হস্ত, যে লোল জমি থাকিবে, উহাতে ডেড়হস্ত অন্তর অন্তর, অর্দ্ধ হস্ত স্কয়ার, নিম্নে অর্দ্ধ হস্ত গভীর, এক একটী খুবি বা মাদা (অর্থাৎ গর্ত্ত খনন) করিয়া, তাহাতে খইল প্রোথিত করিতে হইবে।

শিষ্য। কিরূপ প্রণালী ও কি পরিমাণ খইল প্রোথিত করিতে হয়, তাহা বিশে রূপে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। খইল পুতিবার নিয়ম অনেক প্রকার আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, বহু সময় সাপেক্ষ। তজ্জন্য সংক্ষেপে কিছু বিবৃত করিতেছি।

কফির ক্ষেত্রে খইল প্রোথিত করিতে হইলে, এক বিঘা জমিতে ১২ হইতে ১৬ মোণ সরিষা বা মসিনা কি তিলের খইল দিতে হইবে, আর রেড়ির খইল দিতে হইলে ১১ হইতে ১৫ মোণ দিতে হয়।

শিষ্য। দেব! এক্ষণে কিরূপ মাটীতে কফির আবাদ করিতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। পলি, বোদ, হুধে-এটেল এবং দো-আঁশ মাটীতে কফির আবাদ করা যুক্তিসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন অন্যান্য মাটীতেও হইয়া থাকে, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে দো-আঁশ মাটীর ব্যবস্থা বলিতেছি।

শিষ্য। প্রভো! একরূপ মাটীতে কম বেশী খইল পুতিবার নিয়ম কেন?

গুরু। যে জমি বৎসরাবধি (সনো-পতিত) পড়িয়া থাকে, সেই জমিতে কফির আবাদ করিতে হইলে, কম মাত্রায় খইল ব্যবহার করিতে হয়। কারণ, জমির উর্ব্বরা-শক্তি তত হ্রাস হয় নাই। আর যে জমিতে ফাল্গুন মাসের প্রথম, চাষ দিবার পূর্ব্বে মাঘ, পৌষ ও অগ্রহায়ণ এই তিন মাসে যদি কোন ফসল জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, সেই জমিতে পূর্ণ মাত্রায় খইল ব্যবহার করিতে হইবে, কারণ ঐ জমির উর্ব্বরা শক্তি অনেকাংশে হ্রাস হইয়াছে।

শিষ্য। দেব! এক বিঘা জমিতে কত কফি বসান যাইতে পারে?

গুরু। ২৮০০ দুই হাজার আট শত।

শিষ্য। ২৮০০ দুই হাজার আট শত কফির গর্ত্তে কি রূপ অংশে খইল ব্যবহার করিতে হয়?

গুরু। উপরে খইলের যেরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, ঐ খইল তিন অংশ করিয়া, এক অংশ রাখিয়া দিবে, এবং তাহার দুই অংশ লইয়া ২৮০০ দুই হাজার আট শত অংশ

করিতে হইবে। তৎপরে ঐ গর্ত্তের কিছু মাটী লইয়া, খইলের সহিত মিশ্রিত করতঃ সমস্ত গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, সেই সময় দেখা উচিত যে, উভয় ডাঁড়ার মধ্যে, যে লোল জমিতে খুবিকাটা হইয়াছে, তাহাপেক্ষা, খইলপূর্ণ গর্ত্তগুলি যেন সামান্য নিচু থাকে।

শিষ্য। লোল জমি অপেক্ষা গর্ত্তগুলি নিচু রাখিবার কারণ কি?

গুরু। বর্ষার জল সেই স্থানে দাঁড়াইবার আবশ্যক।

শিষ্য। জল দাঁড়াইবার প্রয়োজন কি?

গুরু। জল না দাঁড়াইলে খইল পচিবে না। আরও একটী সুবিধা এই যে, খইল পোতা স্থান গুলি ঠিক রাখার জন্য অন্য কোনরূপ চিহ্নিত করিতে হয় না।

শিষ্য। খইল না পচিলে কি দোষ হয়?

গুরু। খইলের অনেক রকম গুণ আছে তন্মধ্যে একটী গুণ জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করে। আর একটী গুণ তীক্ষ্ণতা (অর্থাৎ ঝাঁজ); ঐ তীক্ষ্ণতা গুণের হ্রাস করিবার জন্য মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন পচাইতে হয়। নতুবা ঐ তীক্ষ্ণতার দ্বারা ছোট ছোট চারাগুলি ঝাঁজবশতঃ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া শীঘ্রই মারা যায়।

শিষ্য। পূর্ব্বোক্ত খইলের তিন অংশের মধ্যে দুই অংশ ব্যবহার করিয়া, বক্রী আর এক অংশ কি করিতে হইবে?

গুরু। তাহা এক্ষণে জানিবার আবশ্যক নাই। যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। তবে বীজ বপন, কি প্রণালীতে করিতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। ২।৩।৪ বিঘা, অথবা অধিক জমিতে কফির আবাদ করিতে হইলে, জমিতেই বীজতলা অর্থাৎ হাপর প্রস্তুত করিয়া চারা তৈয়ারী করিতে হয়।

শিষ্য। তবে ১০ কাঠা হইতে ১ বিঘা জমিতে কফির আবাদ করিতে হইলে, কি হইবে?

গুরু। অল্প জমিরজন্য চারা প্রস্তুত করিতে হইলে. আয়ত্তর মধ্যে বড় বড় মাটীর মেছলা কি কাষ্ঠের বাক্সে কি টবে চারা প্রস্তুত করা উচিত।

শিষ্য। অল্প চারা কি মাটীতে হইতে পারে না?

গুরু। কেন হইবে না, তবে সুবিধার জন্য বলিতেছি। টবে হইলে কোনরূপ আচ্ছাদন করিতে হইবে না, এবং ইচ্ছামত সহজেই স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে।

শিষ্য। তবে কিরূপে হাপর প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বলুন।

গুরু। আষাঢ় মাসে বীজতলার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, অপর স্থানের মাটী আনয়ন করতঃ ঐ স্থানটী অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ করিতে হইবে; এবং জমির পরিমাণমত খইল মিশ্রিত করা আবশ্যক।

শিষ্য। হাপরের জমি পরিমাণে কত হইবে?

গুরু। যে পরিমাণে আবাদ, সেই পরিমাণে হাপরের স্থান ঠিক করিতে হইবে। যথা,—এক বিঘা জমি আবাদ করিতে হইলে, ৫ পাঁচ ভরি বীজ আবশ্যক হয়। ঐ ৫ ভরি বীজের হাপর, দীর্ঘে ৩ হস্ত, প্রস্থে ২॥০ হস্ত পরিমাণ হইবে; এবং

যে প্রকারের খইল হউক না কেন, /৫ পাঁচ সের ঐ হাপরের মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বর্ষার জলে খইল বেশ পচিয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়, এমন উপায় মধ্যে মধ্যে করা কর্ত্তব্য। কেননা, একবার বর্ষার জল পাইলে, জমিটুকু পেটা জমির ন্যায় জমাট বাঁধিয়া যায়। সুতরাং পুনর্ব্বার জল প্রবেশ করিতে না পাইলে, এক মাসের মধ্যে খইল পচে না। খইল রীতিমত না পচিয়া তেজ থাকিলে বীজের অঙ্কুর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। যদি বর্ষার জল সময় মত না পায়, তাহা হইলে খইল কি রূপে পচিবে?

গুরু। কেন, ঐ পুষ্করিণী জল রাখালের দ্বারায় আনাইয়া হাপরে দিলে চলিতে পারে। আর এক কথা,—হাপর দুই প্রস্ত করিতে হয়।

শিষ্য। দুই প্রস্ত কেন গুরু!

গুরু। একটীতে বীজ বপন করিতে হইবে, তার পরে চারা উৎপন্ন হইলে, আর একটীতে নাড়িয়া বসাইতে হইবে। সেই জন্য দুইটী হাপর এক নিয়মে এক সময়ে করা আবশ্যক। কিন্তু বীজ বপনের হাপররে যে পরিমাণে খইল দেওয়া হইবে, চারা বসাইবার হাপরে, তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে দিতে হইবে। আর এক কথা,—চারা নাড়িয়া রাখিবার হাপরটি বীজ বপনের হাপর অপেক্ষা চতুর্গুণ বেশী স্থান হওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। বেশী স্থান করিবার কারণ কি?

গুরু। বীজ বপন যেরূপ ঘন হইবে, চারা রোপণ উহা অপেক্ষা অনেকাংশে পাতলা করিতে হইবে, সুতরাং চারা

রোপণের হাপর বড় করা উচিত। কিন্তু প্রস্থে ২॥ হস্তের অধিক না হয়, দীর্ঘে আবশ্যকমত বাড়াইতে পারা যায়।

শিষ্য। প্রস্থে ২॥হস্তের অধিক হইলে, তাহাতে কি হানি হয়?

গুরু। হানি হয় বই কি! ২॥ হস্তের অধিক হইলে দুই দিক হইতে হাপরের কার্য্য হস্ত দ্বারা করিবার ব্যাঘাৎ জন্মে। পরে শ্রাবণ মাসের প্রথম হইতে ঐ দুই, প্রকার হাপরের চারিদিকে অর্দ্ধ বা মুঠমহস্ত উচ্চ করিয়া দুই বা আড়াই হস্ত অন্তর অন্তর এক একটি খুঁটী পুতিয়া, তাহার উপর পাইড় বাঁশ দিতে হইবে। তৎপরে দরমা বা হোগলা কি তালপাতার পরিমাণমত ঢাকা প্রস্তুত করতঃ গড়ানে ঠাটের উপরে তুলিয়া, হাপর স্থান আচ্ছাদন করিতে হইবে।

শিষ্য। আচ্ছাদন করার আবশ্যক কি?

গুরু। রৌদ্র, শিশির, ও বর্ষার জল এই সকল সময়ে সময়ে অনিষ্টকর হয় বলিয়া, আচ্ছাদন করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। তবে কোন বড় গাছের নিম্নে হাপর প্রস্তুত করিলে ত ভাল হয়!

গুরু। না বাপু! তাহা ভাল নহে—বরং বৃক্ষের নিম্নে হাপর করিলে অনেক রকম দোষ ঘটে।

শিষ্য। কি কি দোষ হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। এক দোষ সময় সময় রৌদ্র এবং শিশির পাইবার পক্ষে ব্যাঘাৎ জন্মে। দ্বিতীয় দোষ—বৃষ্টি হইলে গাছের জলের মোটা মোটা ফোঁটা পড়িয়া চারাগুলি নষ্ট হয়। তৃতীয় দোষ—গাছতলার মাটী সম্পূর্ণরূপে রৌদ্র, ও শিশির ভোগ করিতে পায় না বলিয়া, মাটীর উর্ব্বরা-শক্তি কম।

শিষ্য। গাছের নিম্নে কোন ফসল উৎপন্ন হয় না কি ?

গুরু। গাছের নিম্নে যে সকল ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা পরে বলিব। এক্ষণে হাপরের বিষয় পুনর্ব্বার বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হাপরের উপর এমন ভাবে আচ্ছাদন করা আবশ্যক যে, যতই বৃষ্টি হউক না কেন, তাহাতে যেন একবিন্দু জল না পড়ে। বৃষ্টি ও শিশির জন্য সময় সময় হাপরের উপর ঢাকা থাকিবে, রৌদ্রের সময় খুলিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। খুলিয়া রাখিবার আবশ্যক কি ?

গুরু। হাপরের মাটী শুষ্ক করিবার জন্য।

শিষ্য। তাহার পরে কি হইবে গুরু।

গুরু। উপরোক্ত নিয়মে ১০।১২।১৫ দিনে মধ্যে বীজ বপনের হাপর কোপাইয়া ঐ মাটী হস্ত, বা কোনরূপ মুদ্গরের দ্বারায় ভালরূপে ঝুরা বা গুড়া করিতে হইবে; এবং সেই সময় দেখিতে হইবে যে, ভবিষ্যতের অনিষ্টকর কোন জিনিষ (অর্থাৎ খোলা, কাঁকর, কুরুই ও ঘাসের জড়, ইত্যাদি না থাকে। ছোট হাতচালুনী দ্বারায় চালিয়া পরিষ্কার রূপে ঝুরা ঝুরা করতঃ সমান করিয়া সোম কি শুক্রবারে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে বীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বীজ বপনের পূর্ব্বে উক্ত হাপরের তৈয়ারী মাটী ২।৩ ঝুড়ি উঠাইয়া ঘরের ভিতর বা অন্য কোন আচ্ছাদিত স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। ঐ মাটীগুলি যত্নপূর্ব্বক তৈয়ারী করিয়া তুলিয়া রাখিবার আবশ্যক কি ?

গুরু। ঐ মাটীর বিশেষ আবশ্যক আছে, পরে জানিতে পারিবে। এক্ষণে ঐ বীজের কথা বলিতেছি। হাপরে বীজ

অপরাহ্নে বপন করিতে হইবে, কিন্তু এমন ভাবে বপন করিতে হইবে যে, বীজগুলি কাহার উপর কেহ না পড়ে, এবং কোন স্থানে বেশী বা কোন স্থানে কম অর্থাৎ ঘন পাতলা না হয়।

শিষ্য। ঘন পাতলা হইলে কি কোন দোষ ঘটে?

গুরু। দোষ ঘটে বৈকি। যেখানে পাতলা হইবে, সেখানকার চারাগুলি সচরাচর যাহা ভাল হওয়া উচিত, তাহা হইবে। আর যে খানে ঘন হইবে, সেই স্থানের চারাগুলি অপেক্ষাকৃত সরু এবং লম্বা হইয়া পড়িবে। পরে বীজগুলি হাপরে বপন করা হইলে, বীজের উপর সামান্য ঝুরা মাটী এরূপ ভাবে ঢাকা দিতে হইবে যে, কেবল মাত্র বীজগুলি ঢাকা পড়িবে, অর্থাৎ বেশী মাটী চাপা না পড়ে।

শিষ্য। বেশী মাটী চাপা পড়িলে কি দোষ হয়?

গুরু। হাপরের ঘন বীজের উপর বেশী মাটী চাপা পড়িলে ২।৩ প্রকার দোষ হয়। প্রথমতঃ এই এক দোষ, বীজ সকল চারা প্রসব করিতে বিলম্ব করে, অর্থাৎ অঙ্কুর সকল মাটী ঠেলিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং মাটীর ভিতরে ভিতরে নষ্ট হইয়া যায়। যদি তাহাও না হয়, অঙ্কুর সকল একত্রিত স্বজোরে চাকলা চাকলা মাটী মাথায় লইয়া উঠে। বস্তুতঃ ঐ রূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে চারা সকল জীবিত রাখিবার জন্য মহা বিপদে পড়িতে হয়।

শিষ্য। কেন, উহা ভাঙ্গিয়া দিবার কি কোন উপায় নাই?

গুরু। উপায় আছে বই কি! কিন্তু অধিক চারা নষ্ট করিয়া উপায় করিতে হইবে।

শিষ্য। যদি উপায় থাকে, তাহা হইলে নষ্ট হইবে কেন?

গুরু। এই বারে বড় বিপদে ফেলিয়াছ। এ কথার উত্তর বড় সহজ নহে। তবে শুন;—একটী উপায়, চাকলাগুলির উপর ক্রমশঃ অতিসামান্য সরুধারে জল দিলে চাকলামাটীগুলি গলিত হইয়া পড়িয়া যায়, কিন্তু ঐ সময় অনেক চারার মাথা হইতে সরিয়া অপর চারার কোমর পৃষ্ঠে পড়িয়া, চারাগুলিকে কাইত করিয়া ফেলে; এবং হাপর স্থানে এ সময়, ঐ পরিমাণে জল ব্যবহার করিলে হাপরক্ষেত্রে "জল-দগ্‌সপে" দোষ জন্মিয়া সমস্ত চারা নষ্ট হইতে পারে। অপর উপায়,—চাকলা মাটীগুলি হস্ত দ্বারায় সাবধান পূর্ব্বক গুঁড়া করিয়া দিলে দেওয়া যায়, কিন্তু চাকলা গুলি গুঁড়া করিবার সময় হস্তের আঘাৎ লাগিয়া অনেক চারার মাথা ভাঙ্গিয়া নষ্ট হয়।

আর এক কথা,—বীজের হাপরে চারা তৈয়ারী হইলে, সেই সময় যদি একাধিকক্রমে রাত্রদিন বৃষ্টি এবং পূবে বাতাস করিয়া ২।৩।৪ দিবস বাদল হয়, এবং মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে, তজ্জন্য হাপরের আচ্ছাদন যদি খুলিবার সময় না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ হাপরক্ষেত্রের চারাগুলি নানা প্রকারে নষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। তাহার কারণ কি গুরু!

গুরু। তাহার কারণ, প্রথমতঃ চারাগুলি কৃশ হইয়া লম্বা ধরণের হয়; দ্বিতীয়তঃ, হাপরক্ষেত্রের মাটীতে লোণা ধরিয়া ২।৩ দিনের মধ্যে সমস্ত চারাগুলির গোড়া খাইয়া পচিয়া যায়। তৃতীয়তঃ বাদলের সময় যদি সামান্য কুয়াশা হয়; তাহা হইলে "মেড়ি" নামক কালবর্ণের ছোট ছোট যে এক রকম পোকা আছে, তাহারা এক রাত্রিরের মধ্যে কোথা

হইতে আসিয়া, চারাগুলির আগা গোড়ায় এমন ভাবে নেপিয়া ধরে যে, সমস্ত চারা নষ্ট না হইলে, ছাড়িয়া দেয় না।

শিষ্য। তবে তাহার উপায় কি গুরু!

গুরু। উপায় আছে বই কি! যে কোন রোগ হউক না কেন, তাহার উপযুক্ত ঔষধিও আছে, তবে সময়মত চিকিৎসা করা আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে দেখিতে হইবে যে, উক্ত দুর্ঘটনাগুলি কোন প্রকারে না ঘটিতে পারে।

শিষ্য। পূর্ব্ব হইতে কি রূপে বুঝা যাইবে?

গুরু। চারা তৈয়ারী করা একটী পাকা লোকের কার্য্য, অপর অপর কার্য্য অনেকেই করিতে পারে। হাপরের প্রতি এমন ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যেন জল সপ্‌সপে না হয়, মাটী সপ্‌সপে হইলে লোণা ধরার পূর্ব্বলক্ষণ বেশ বুঝিতে পারা যায়; এবং হাপরক্ষেত্রের মাটী ক্রমশঃ দিন দিন কৃষ্ণবর্ণ হয়। যদি প্রত্যহ ২।৪।১০টি চারা মূলদেশ ভাঙ্গিয়া পতিত হয়, এমন বুঝিতে পারিলে, পূর্ব্বে যে মাটী ঘরে তুলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা আবশ্যকমত লইয়া, উহার চারি অংশের এক অংশ ঘুঁটের ছাই গুড়া করতঃ মিশ্রিত করিয়া, হাপরক্ষেত্রে অতি সাবধান পূর্ব্বক ১ বা ১॥ অঙ্গুলি পরিমাণ বিছাইয়া দিলে লোণা ও লম্বা দোষ বন্ধ হয়। আর "মেড়ি" নামক পোকা ধরিলে, ভাঁড়কোর মাপের ১ মোণ জলে ১ ভরি হিং গুলিয়া, ঐ জল দিনের মধ্যে ২।৩ বার হাপরক্ষেত্রে ছিটা দিতে হইবে, কিন্তু জল এমন ভাবে ছিটা দিতে হইবে যে, কেবল চারাগুলির গাত্র ধুইয়া যায়—জমিতে না গড়ায়।

শিষ্য। দেব! চারা তৈয়ারী করা বড় কঠিন ত!

গুরু। কঠিন নহে, অতি সহজ ; না জানিলে কঠিন বোধ হয়। চারা রক্ষা কেমন সহজ প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা বলি শুন। যে দিবস বৈকালে বীজ বপন করিতে হইবে, ঐ দিবস উহাতে জল ব্যবহার করিতে হইবে না। পরদিন অপরাহ্নে অতি সাবধান পূর্ব্বক হস্তের দ্বারায় কৌশল করিয়া সরু ছিটায় জল ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু এমন পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হইবে যে, কেবল মাত্র হাপরের মাটী কৃষ্ণবর্ণ হইবে—কোন স্থানেই জল গড়াইয়া যাইবে না ; জল দিবার পরে যদি ঐ সকল বীজ দৃষ্ট হয়, তবে পূর্ব্বের সেই রক্ষিত মাটী কিছু লইয়া ঐ বীজ সকলের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে। এইরূপে ২।৩।৪ দিবসের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে। সুতরাং জল আবশ্যক মত হাপরের অবস্থা অনুসারে, পূর্ব্বে যেরূপ ছিটে দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে, ঠিক্ সেইরূপ প্রণালীতে জল ব্যবহার করিতে হইবে। বীজ সকল অঙ্কুরিত হইলে, অতি সাবধান ! অপরাহ্নে এক ঘণ্টা বেলা হইতে পরদিন প্রাতে এক ঘণ্টা বেলা পর্য্যন্ত ভাঁটীর আচ্ছাদন খুলিয়া রাখিয়া বাকী, সময় ঢাকা দিতে হইবে ; রাত্রিরে বা দিবসে এমন ভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, আকাশে মেঘ দেখিলেই ঢাকা দেওয়া আবশ্যক, কারণ, আকাশের জল উহাতে পড়িলে অনিষ্ট হইয়া থাকে আর ইহাও দেখিতে হইবে যে, জল ছিটা দিবার সময় কোন চারা যেন ছিটার আঘাতে জমিতে কাইত হইয়া শুয়ে না পড়ে।

শিষ্য। শুয়ে পড়িলে কি দোষ হয় ?

গুরু। যে চারাটি শুয়ে পড়িবে সেটি বাঁচিবে না।

শিষ্য। শুয়ে পড়িলে কি মরিতেই হইবে?

গুরু। চারার অন্তর্দ্দেশ না ভাঙ্গিলে শুয়ে পড়িবে কেন!

শিষ্য। চারাগুলি প্রথম হাপর হইতে তুলিয়া, দ্বিতীয় হাপরে কিরূপে বসাইতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া দুইটি পত্র হইলে, তাহার ৮।১০ দিন পরে দ্বিতীয় হাপরের মাটী, প্রথম হাপরের ন্যায় উত্তম রূপে তৈয়ারী এবং সমান করিয়া, প্রথম হাপরের চারাগুলি নরুণের ন্যায় কোন যন্ত্র দ্বারা অতি স্থিরভাবে, (সিকড়গুলি যেন কোন প্রকারে ছিন্ন হইয়া না যায়) সাবধান পূর্ব্বক, উত্তোলন করিয়া, দ্বিতীয় হাপরে ২॥০ কি ৩ অঙ্গুঙ্গি দীর্ঘে প্রস্থে ব্যবধানে, অঙ্গুলির দ্বারায় এক একটী গর্ত্ত করত, ঐ গর্ত্তে এক একটী চারা বসাইয়া, মাটী সরাইয়া গর্ত্তগুলি পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। চারাগুলি উত্তোলন করিবার সময় তাহার মূলদেশে যদি মৃত্তিকা সংলগ্ন না থাকে, তাহাতে বিশেষ হানি হয় না, এবং মাটী রাখিবারও কোন উপায় বা কৌশল নাই। চারাগুলি বসাইবার সময় এক অঙ্গুলি অর্থাৎ কিয়দংশ বাহিরে রাখিয়া বাকী সমস্তই মাটীর ভিতরে পুতিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনার কৃষি-প্রণালীর অনন্ত কৌশল ও সৎযুক্তি জ্ঞাত হইয়া, আমার মন প্রাণ উক্ত বিষয়ে নিয়তই ধাবিত হইতেছে। দেব! প্রীতমনে আমাকে সমস্ত বিষয়ই বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলুন। আপনি যে সকল বিষয় উল্লেখ করিলেন, সমস্তই যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু দেব! একটি কথা

নিবেদন করি, ঐ চারাগুলি এক অঙ্গুলি উপরে বা বাহিরে রাখিয়া, বাকী সমস্তই মাটির ভিতর প্রোথিত করিতে হইবে, কিন্তু চারাগুলি যদি ৩.৪ অঙ্গুলি লম্বা হয়, তাহা হইলে কি ঐ নিয়মেই করিতে হইবে ?

গুরু। হাঁ, বাহিরে এক অঙ্গুলির বেশী রাখিলে চারাগুলি স্ব স্ব ভরে শুইয়া পড়ে। যদিও কোন কোন চারা দৃঢ়তাবশতঃ রক্ষা পায় বটে, কিন্তু জল ছিটাইবার সময় সমস্তই পতিত হইয়া যায়।

শিষ্য। যে সমস্ত চারা উক্ত কারণ বশতঃ শুইয়া পড়িবে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে তুলিবার উপায় নাই কি ?

গুরু। উপায় নিরুপায়, সকল সময়ে সকল কার্য্যেতেই আছে, কিন্তু না জানিলে সেই সময় সেই কার্য্যের জন্য মহা বিপদে পতিত হইতে হয়। অতএব তুমি যাহা প্রশ্ন করিলে, তাহা অতি সহজ। অতি ভোরে, অর্থাৎ শিশির পড়িবার সময়, একটী সরু কাঠি দ্বারা ধীরভাবে ঠেলিয়া ঠুলিয়া চারা-গুলিকে খাড়া করিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! অপরাহ্নে চারাগুলিকে তুলিয়া এবং না বসাইয়া, প্রাতঃকালে বসাইলে কি হানি হয় ?

গুরু। প্রাতঃকালে বসাইলে ২।৩ রকম দোষ ঘটে, প্রথমতঃ, এই এক দোষ,—সমস্ত দিনের রৌদ্রতাপে চারা সকল আওতাইয়া পড়ে। দ্বিতীয় দোষ,—ঐ সময়ে জল দিলে সর্দ্দীগর্ম্মি লাগিয়া অনেক চারা নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য। যখন প্রথম হাপর হইতে চারাগুলি উত্তোলন করিয়া দ্বিতীয় হাপরে বসাইতে হইবে, সেই সময় কি একেবারে সমস্ত চারা তুলিতে হইবে ?

গুরু। না বাপু! এমন কাজ করিও না। এককালীন অধিক চারা তুলিয়া নষ্ট করা উচিত নহে। ২।৫।১০ গণ্ডা যেমন তুলিবে, অমনি বসাইয়া, তাহাতে অল্প পরিমাণে জল দিতে হইবে। আর এক কথা—পূর্ব্বে বলিয়াছি বোধ করি স্মরণ আছে যে, রাত্রিতে এবং প্রাতে বা অপরাহ্নে হাপরের আচ্ছাদন খুলিয়া রাখা উচিত। এই রূপে ক্রমশঃ শিশির, অল্প পরিমাণ রৌদ্র, জল আবশ্যক মত ভোগ করাইতে হইবে। চারা সকল অন্য হাপরে বসাইয়া, ঘরের রাখিত মাটী কিছু আনিয়া, অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমাণ অতি সাবধান পূর্ব্বক হাপরক্ষেত্রে ছড়াইয়া, চারা সকলের মূলদেশ ভরাট করিয়া দিয়া, পরদিন অপরাহ্নে জল দিতে হইবে। আর ইহাও দেখিতে হইবে যে, হাপরে মাটী ছড়াইবার সময় চারার মস্তকে যেন মাটী না পড়ে?

শিষ্য। চারার মস্তকে মাটী পড়িলে কি দোষ হয়।

গুরু। মাটি পড়িয়া পাতায় আটকাইয়া থাকিলে, জিবে-পাতা (অর্থাৎ মাইজপাতা) বাহির হইতে বিলম্ব হয়, এবং ঐ মাটীতে জলের ছিটা লাগিয়া কাদা হইলে, গাছের পাতায় জড়াইয়া থাকিবে, উক্ত কারণ বশতঃ ঐ পাতা কিছুদিন পরে পচিয়া যায়। এইরূপে চারা তৈয়ারী হওয়া পর্য্যন্ত হাপর ক্ষেত্রে তিনবার পূর্ব্বকার রাখিত মাটী ছড়াইয়া দিতে হইবে। চারা অল্প বড় (অর্থাৎ ৪।৫টী পাতা) হইলে ক্রমে ক্রমে অল্প পরিমাণে রৌদ্র লাগাইয়া, চারা সকল দৃঢ় করিতে হইবে এবং ৭।৮ পাতা হইয়া বড় হইলে এককালে হাপরের আচ্ছাদন খুলিয়া, রৌদ্র, শিশির, বায়ু ও জল সমভাবে লাগাইতে হইবে।

শিষ্য। এইরূপে চারাগুলি প্রস্তুত করিতে কত দিন লাগিবে?

গুরু। বীজ বপনের দিন হইতে অন্ততঃ দেড় মাস সময় লাগিবে।

শিষ্য। আচ্ছা, আর একটী কথা নিবেদন করি, বীজ বপন ব্যবস্থা অপরাহ্নে করিয়াছেন। কিন্তু প্রাতে বীজ বপন করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। বীজ বপনের অনেক রকম নিয়ম আছে। পরে তাহা বলিব। এক্ষণে সংক্ষেপে ২।১টী নিয়ম বলিতেছি। এক নিয়ম, যে সকল বীজ বেশী মাটীর নিম্নে পড়িলে ভাল হয়, সেই গুলিকে প্রাতে বা যে সময় হউক না কেন, বপন করা যায়। আর যে সকল বীজ মাটীর উপর ভাসা বপন করিতে হয়, সেই সকলকে অপরাহ্ন ভিন্ন প্রাতে বপন করিলে, সমস্ত দিনের রৌদ্র পাইয়া বীজ এবং উপরের সামান্য ঢাকা মাটীগুলি শুষ্ক হওয়ায় বীজ অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয়। অপরাহ্নে বীজ বপন করিলে, রাত্রিরের শিশির পাইয়া, বীজগুলি ভিজিয়া শীঘ্রই ফুটিয়া অঙ্কুরিত হইয়া পড়ে। তজ্জন্য ভাদ্র মাসের শেষ হইতে সমস্ত আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত কফির চারা রোপণের প্রশস্ত সময়।

শিষ্য। ইহার অগ্র পশ্চাৎ যদি কিছু হয়, তাহা হইলে কি কোন দোষ ঘটে?

গুরু। নিয়মমত কার্য্য না করিলে, দোষ ঘটিবার খুব সম্ভাবনা; তবে একটী কথা এই যে, বৎসরের মধ্যে ছয় ঋতু পরিবর্ত্তন হইতে যদি অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়ে, তবে সেই

বিবেচনায়, কিছু অগ্র পশ্চাৎ করিলে হানি হয় না, বরং ভাল হয়।

কফি ইত্যাদি আবাদ শীত ঋতুতেই করিতে হয়, তাহা হইলে সমধিক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এক কথা,—কফি রোপণ জন্য ক্ষেত্রে ডাঁড়ার মধ্যস্থিত লোল স্থানের খুবিতে যে খইল পোতা আছে, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থান গুলির মাটী কোদাল, নিড়ান বা খোন্তা দ্বারা খনন করিয়া খইলপচা মাটীগুলি ভালরূপে হস্ত দ্বারা গুড়া করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে বর্ষার সময়, সেই স্থানের মাটী কর্দ্দম হইয়া থাকে, অতএব মাটী গুঁড়া কিরূপে হইবে?

গুরু। ঐ দুই মাস সমূহ বর্ষাকাল বটে, কিন্তু বর্ষার একটি লক্ষণ এই দেখা যায় যে, যে পক্ষ বৃষ্টি হয়, পর পক্ষ প্রায় হয় না—মধ্যে মধ্যে যাহা সামান্য হয়, তাহাতে কাদা হইতে পারে না। বেশ বিবেচনা করিয়া ধরণ অবস্থায় মাটী গুঁড়া করিয়া লইতে হইবে।

শিষ্য। তাহা হইলে ত ৫।৭ দিন অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে!

গুরু। তাহা বলিয়া কি করা যাইবে, উহা যে ঐশ্বরিক কার্য্য! চারাগুলি রোপণ করিবার সময় মাটী গুঁড়া করা নিতান্তই আবশ্যক।

শিষ্য। মাটী গুঁড়া না করিলে কি, কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। হাঁ, দোষ ঘটে বই কি! প্রথম অবস্থায় চারা

গুলিকে কর্দ্দমে বসাইতে হইলে, তাহাদিগের মূলদেশ টিপিয়া বসাইতে হয়, একারণ চারাগুলির সিকড় বিস্তৃত হইতে অনেক সময় লাগে।

অনন্তর মাটীগুলি গুঁড়া করতঃ দিবার শেষভাগে (অর্থাৎ অপরাহ্নে) নিড়ানের অগ্রভাগের দ্বারা গর্ত্ত করিয়া ঠিক্ সোজা ভাবে ঐ গর্ত্তে এক একটী চারা বসাইয়া আবশ্যকমত অল্প অল্প জল দিতে হইবে।

আর এক কথা,—চারাগুলি হাপর হইতে তুলিবার সময় দেখা উচিত যে, তাহাদিগর মূলদেশে সিকড় ঢাকামত যেন কিছু কিছু মাটী থাকে। যদিও মাটী সকল শুষ্ক বশতঃ ঝরিয়া যায়, তাহা হইলে, উত্তোলন করিবার ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে হাপরে অল্প পরিমাণে জল দিয়া তুলিতে হইবে, কারণ, মাটী সামান্য কাদা হইলে, ঐ রূপ মাটী ঝরিবার সম্ভাবনা নাই, এবং ইহাও করা কর্ত্তব্য যে, যে সকল চারার নিম্নভাগ বক্র বোধ হইবে. সেই গুলিকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিবার সময়, সোজা অংশটুকু বাহিরে রাখিয়া. বাঁকা অংশটুকু মাটীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কফিগুলির কদর্য্য ভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

চারা রোপণের দিন হইতে যে পর্য্যন্ত চারাগুলির ভালরূপ অবস্থা না দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পর্য্যন্ত প্রতি দিন অপরাহ্নে জিউনি (অর্থাৎ জীয়ন্ত রাখিবার জন্য) জল অল্প অল্প দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। চারাগুলি জমিতে রোপণ করিয়া, পূর্ব্বমত তাহার উপরে আচ্ছাদন করিতে হইবে কি না?

গুরু। হাঁ, এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার বটে,—তাহার ব্যবস্থা এই যে, যে সকল চারা খোলা হাপরে পরিমাণমত রৌদ্র ও শিশির ভোগ করিয়া বেশ সবল হইয়াছে, সেই গুলি জমিতে বসাইলে তাহার উপর আচ্ছাদন করিবার আবশ্যক নাই। আর যে গুলি হাপরের আচ্ছাদনের ভিতর হইতে তুলিয়াই জমিতে বসাইতে হইবে, তাহাদিগকে ঢাকা না দিলে বিশেষ হানি হয়।

শিষ্য। এ অবস্থায় অধিক চারার উপর ঢাকা দেওয়া কিরূপে হইবে?

গুরু। আচ্ছাদন করিবার উপায়, দেশ বিশেষে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্থানে কলাগাছের খোলা অর্দ্ধ অস্ত পরিমাণ কাটিয়া চারাগুলির উপর আচ্ছাদন করিবার ব্যবস্থা আছে; এবং কোন কোন স্থানে বাঁশের কোঁড়ার খোলা, কোন বাঁশবাগান হইতে আনিয়া ঢাকা দেওয়া হয়। বেশী রৌদ্রের সময় ঢাকা দিবার নিয়ম, এবং অপর সময় খুলিয়া দিতে হইবে।

তৎপরে, চারাগুলির মূল সকল মৃত্তিকায় সংলগ্ন হইলে, যখন দুই একটী পাতা বাহির হইতে দেখা যাইবে, সেই সময় ডাড়াগুলি বাদ রাখিয়া, কেবল লোল স্থান সমূহের ঘাস সকল নিড়াইয়া দিতে হইবে, এবং রোপিত চারাগুলির গোড়ার চতুঃপার্শ্বে অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণে ঐ নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু খোঁচা মাটীগুলি যেন ঝুরা হইয়া না যায়। মাটী খুঁচিয়া দেওয়া হইলে, ২।৩।৪ দিবস পরে দুই পার্শ্বের ডাড়ার মাটী কিছু কিছু কোদাল দ্বারা কাটিয়া লোল

জমি ও চারা সমূহের গোড়া বেশ সমান করিয়া দিতে হইবে, এবং ঐ মাটী অল্প পরিমাণে শুষ্ক হইলে, এক দিন অপরাহ্নে জল সিঞ্চন করা কর্ত্তব্য।

পুনর্ব্বার মাটী অল্প শুষ্ক হইলে, কোদাল দ্বারা সমস্ত লোল জমি কোপাইয়া, মাটীগুলি ২।৪ দিন শুষ্ক করা আবশ্যক।

তৎপরে ডাঁড়ার মাটী অবশিষ্ট যাহা রাখা হইয়াছে, তাহা হইতে অর্দ্ধাংশ কাটিয়া লইয়া, গাছ গুলির গোড়ায় সমান ভাবে চারাইয়া দিতে হইবে; এবং গাছের নিম্নভাগে যদি পাকা বা শুষ্ক পত্র যাহা ঝুলিয়া থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। ঐ পাতগুলি না ভাঙ্গিয়া দিলে উহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। দোষ গুণ, অর্থাৎ ভাল মন্দ, সকল বিষয়েই ঘটিয়া থাকে। বৎস! তুমি নিতান্তই অজ্ঞের মত বারম্বার প্রশ্ন করিতেছ। সুতরাং আমি উপদেষ্টা হইয়া কিরূপে প্রত্যুত্তরে ক্ষান্ত থাকিব! তবে বলি শুন,—ঐ পাতা না ভাঙ্গিয়া দিলে, গাছ ও গাছের গোড়ার মাটীতে হাওয়া এবং রৌদ্র পাইবার পক্ষের বিশেষ ব্যাঘাৎ জন্মে।—অহো! বিষ্ণু! বিষ্ণু! কথায় কথায় একটি কার্য্য ভুলিয়া যাইতেছি বাপু!

শিষ্য। কি কার্য্য দেবতা?

গুরু। কার্য্যটী এই যে, পূর্ব্বকার তিন অংশ খইলের দুই অংশ মাটীতে পোঁতা হইয়া, অবশিষ্ট যে, এক অংশ মজুত আছে, তাহাতে সামান্য মাটী মিশ্রিত করিতে হইবে, এবং

মাটীতে একটী চৌবাচ্ছা খনন করতঃ উহাতে মাটী মিশ্রিত খইল ফেলিয়া জল দিয়া মাসাবধি পচাইতে হয়। পুনর্ব্বার ঐ পচা খইল তুলিয়া রীতিমত রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। তৎপরে মুদ্গর দ্বারা গুঁড়া করতঃ তুলিয়া রাখা আবশ্যক।

শিষ্য। তার পরে ঐ গুড়া খইল কি হইবে?

গুরু। ঐ খইল সমান অংশ করিয়া প্রত্যেক গাছের, গোড়ায় দিতে হইবে।

শিষ্য। কোন্ সময়ে দেওয়া আবশ্যক?

গুরু। গাছ সকল হাঁড়া লইয়া উঠিলে, ঐ খইল গাছের, গোড়ায় গোড়ায় দিতে হইবে।

শিষ্য। "হাঁড়া লওয়া" কথাটা আমি বুঝিতে পারিলাম না!

গুরু। গাছের গোড়া অপেক্ষা মাথা মোটা হইলে, উহাকে "হাঁড়া লওয়া" বলে।

শিষ্য। গাছ সকল কত দিনে হাঁড়া লইয়া উঠিবে, তাহার কোন নিশ্চয় আছে?

গুরু। নিশ্চয় কতকটা আছে বই কি! ডাঁড়া হইতে যে অর্দ্ধাংশ মাটী কাটিয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া হইয়াছে, তাহা ক্রমশঃ চাপ ধরিলেই গাছ সকল ২০।২৫ দিনের মধ্যে হাঁড়া লইয়া উঠিবে।

শিষ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, খইল না পচাইলে উহার তেজ বশতঃ ছোট চারাগুলি মরিয়া যায়, তবে বড় গাছের গোড়ায় পচা খইল দিবার আবশ্যক কি! টাট্কা খইল দিলেই ত চলে।

গুরু। খইল না পচিলে উহার উর্ব্বরতাশক্তি হয় না, এবং টাট্‌কা খইল বড় গাছের গোড়ায় দিলে বিশেষ হানি হয় না বটে, কিন্তু খইল পচিতে প্রায় এক মাস সময় লাগে, সেই এক মাস গাছের গোড়ায় খইল পচিলে অনর্থক সময় গত হইয়া যাইবে, সুতরাং পূর্ব্ব হইতে অগ্রেই খইল পচাইয়া উহার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করা নিতান্তই আবশ্যক। পচা খইল গাছের গোড়ায় দিয়া জল দিলে আশু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপরে ঐ রাখিত পচা গুঁড়া খইল অংশ মত সমস্ত গাছের গোড়ায় দিয়া বক্রী ডাঁড়ার মাটী সমস্ত কাটিয়া লোল স্থান ভরাট করিতে হইবে। ডাঁড়ায় ও লোলে রীতিমত সমান হইলে ২।৩ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া (আকাশের জল যদি না পাওয়া যায়) তাহা হইলে রীতিমত আর একবার ভাসানে রূপ সেচ দিতে হইবে। জল সিঞ্চনের ১৫ দিন পরে দেখিতে হইবে যে, মাইজ পাতাগুলি ঘের লইয়া বাঁধিবার উপক্রম হইতেছে কি না, এরূপ দৃষ্ট হইলে, সেই সমময় কফি-ক্ষেত্রে আর একটি পাইট করা আবশ্যক।

শিষ্য। তবে সেটীও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিন, কার্য্যের শেষ, কথার শেষ, মনকে বড়ই উতলা করে।

গুরু। তবে বলি শুন,—সমস্ত জমি একেবারে কোদাল দ্বারায় ভাসা ভাসা কোপাইয়া উল্‌টা বেডাঁড়া তুলিতে হইবে।

শিষ্য। বেডাঁড়া কাহাকে বলে দেব!

গুরু। পূর্ব্বে যেখানে যেখানে ডাঁড়া বাঁধা ছিল সেই স্থানের মাটী গাছের গোড়ায় পূর্ব্ব ডাঁড়ার ন্যায় লম্বভাবে বাঁধিয়া যাইতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! ঐ বেড়াঁড়াগুলি উচ্চ ও পরিসরে কত হইবে?

গুরু। তলা হইতে মোট অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ ও ঐ পরিসর হইলেই যথেষ্ট হইবে। সাবধান! এই সময় গাছের ভিতরে ডাঁড়াবাঁধা কার্য্য প্রভৃতি অতি সতর্কভাবে করা উচিত।

শিষ্য। কিরূপ সতর্কভাবে কার্য্য করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ক্ষেত্র কোপাইবার সময় গাছের গোড়ায় কোন রূপ চোট না লাগে, এবং সিঁকড়ও অধিক না কাটিয়া যায়; কোদাল তোলা ফেলার সময় পাতা না ভাঙ্গে ও মাঝে মাটী না পড়ে। আর ইহাও দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রের মাটীতে কি পরিমাণ রস আছে, যদি মাটী নিরস বোধ হয়, এবং আকাশের বৃষ্টি হইবার কোন সুযোগ না দেখা যায়, তাহা হইলে আর একবার শেষ জল সিঞ্চনের বিধি আছে। এই সমস্ত কার্য্য হইলে এক প্রকার শেষ হইয়া গেল।

শিষ্য। কফিগুলিকে বাঁধিতে হইবে কি না?

গুরু। কেহ কেহ বাঁধিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাঁধার কোন ফল দেখা যায় না, তাহার কারণ এই যে, পাতা ছড়াইয়া রহিয়াছে, উহা জমা করিয়া আট্‌কাইয়া দিলে বাঁধিবে না। ভিতর হইতে নূতন কচি পাতা সকল বাহির হইয়া আপন হইতে ভিতরে ভিতরে কোঁচড়াইয়া জমা হইতে থাকিবে। বরং বাঁধিলে একটু অনিষ্ট হইতে পারে, কারণ বন্ধন অবস্থায় আকাশের বৃষ্টি হইলে, কফি সকল আরও উত্তেজিত হয়, সুতরাং বন্ধন সকল বেশ আঁটিয়া ধরে। কিন্তু ঐ বন্ধন স্থানের পাতায়

হাজা, পচা, এবং পোকা ধরিয়া ঐ কফির ভিতরে প্রবেশ করিলে, বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি, ১ম ও ২য় হাপরটি অনর্থক পড়িয়া থাকিবে কি?

গুরু। পড়িয়া থাকিবে কেন! যদি উহাতে লোণা দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ঐ হাপরে সালাদ, ও আর্টিচোকের চারা প্রস্তুত করিতে হইবে। আর ২য় হাপরটিতে টমেট ও স্কোয়াসের চারা ভাল হয়। একটি কথা ভুলিয়াছি বাপু! ভাদ্র আশ্বিনের বর্ষার সময় জমির সার সকল ধুইয়া, জল বাহিরে না যায়, তজ্জন্য জমির ভাঙ্গা আইল বাঁধিতে হইবে, এবং কফির চারা তৈয়ারী করিবার জন্য যে মালী থাকিবে, তাহাকে নিয়ত রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। কফির আবাদ করা বড় কঠিন এবং ব্যয়সাধ্য ত।

গুরু। ব্যয় না করিলে কি আয় হইয়া থাকে? বিনা ব্যয়ে প্রায় কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সামান্য ব্যয়ে অধিক লাভ হইয়া থাকে। বরং তুমি এই কফির আবাদ করিয়া আদ্যোপান্ত হিসাব রাখিয়া দিও, লাভালাভ বেশ বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। এই প্রণালীতে কফির আবাদ করিলে আন্দাজী মোট কি ব্যয় পড়ে এবং কি লাভ হয়?

গুরু। প্রায় বিঘা ভুই ৯০।৯৫ টাকা খরচা পড়ে, এই খরচ বাদে কম বেশী ১০০ এক শত টাকা লাভ হয়। আমি প্রথম বৎসর নগদা লাঙ্গল খরিদ করিয়া, মাসিক বেতনে লোক রাখিয়াছিলাম, তাহাতে যে লাভ হইয়াছিল, তাহার জমা খরচ আমার কাছেই আছে, এই দেখ,—

লার্জ ড্রলহেড বাঁধাকফি।

১ বিঘা জমি আবাদের মোট আয় ব্যয়।

জমা	খরচ	তঙ্কা
	মাহ ফাগুন	
	২ দফায় ৪চাষের জন্য লাঙ্গল খরিদ ৪ খানায় কাত	
	।/০ হিঃ	১।০
	মাহ চৈত্র।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	১।০
	মাহ বৈশাখ।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	১।০
	মাহ জ্যৈষ্ঠ।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	৸০
	মাহ আষাঢ়।	
	ঐ ঐ ৪ খানার কাত	১।০
	হাপরের খইল খরিদ	
	১/৫ সের	১৷৵
	হাপরের মাটী তোলা ও খইল পোতা জন ২ টার কাত	॥০
		৭৸৵০

জমা	খরচ	৩
	জের	৭।
	মাহ শ্রাবণ।	
	লাঙ্গল ও খানার কাত—	:
	খইল খরিদ ১৬/মোণ—	১৬৲
	ঐ গাড়ি ভাড়া—	।
	জমির ঢাল করা জন ৪টা—	:
	দাড়া বাঁধা জন ৩টা—	।
	খইল গুড়া করার জন ১ টা—	
	বীজ খরিদ ৫ ভরি—	৩
	ঐ ভি, পি, পার্শেলমাশুল	।৶
	হাপর উপর কাটাম বাঁধার ও দড়ি খরিদ—	
	ঐ তৈয়ারী জন—	১টা
	হোগলা খরিদ—	:
	মাহ ভাদ্র।	
	কফি ক্ষেত্রের ভগ্ন আইল বাঁ দেওয়া জন ১ টা—	
	মাহ আশ্বিন।	
	চারা তৈয়ারী মালীর বেতন ইঃ ১৫ শ্রাবণ নাগাত ৩০ভা দেড় মাহার ১০৲ হিঃ—	

মা	খরচ	তঙ্কা
	জের	৪৯।০
	ক্ষেত্রের খুবিকাটা ও মাটী গুড়ার জন ৩ টা	৸০
	ফলসি খরিদ ২ টা	৴০
	চারা রোপণ ও জল দেওয়া জন ৬ টা	১৫০
	জিউনি জল দেওয়া ৬ দিন অর্দ্ধ রোজ করিয়া ৩টা জন	৸০
	চারার গোড়া খোসা জন ২ টা	॥০
	কফির গোড়ায় মাটী দেওয়া জন ৩ টা	৸০
	জমির সমস্ত ঘাস নিড়ানের জন ২ টা	॥০
	জল সেঁচার ঝালবাঁধা ও পড়্ বাগানো জন ৩টা	৸০
	সিউনি খরিদ ২ খান	॥০
	জল সেঁচা জন ৪ টা	১।০
	ঐ জলপানি	৴০
	জোতদড়ি খরিদ	৴০
		৫৬৸০

জমা	খরচ	তঙ্কা
	জের	৫৬৸০
মাহ পৌষ।	মাহ কার্ত্তিক।	
কফি বিক্রয় ১নং ৩২০টার কাত	কফির গোড়ায় মাটী দেওয়া	
৶০ আনার হিঃ	জন ৪ টা	১৲
মাহ মাঘ।	জল সেঁচার জন ৪টা	১।০
১নং কফি বিক্রয় ১৮০টার কাত	ঐ জলপানি	/০
৶১০ পয়সার হিঃ	মাহ অগ্রহায়ণ।	
২নং কফি বিক্রয় ২০০টার কাত	কফিগাছে ছোপ খইল দেওয়া	
/১০ পয়সার হিঃ	জন ৩ টা	৸০
২নং ৫০টার কাত/০হিঃ	ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া জমি সমান এবং	
৩নং কফি বিক্রয় ১০০টার	কোপান জন ৪ টা	১৲
কাত /০ হিঃ	জল সেঁচা জন ৪ টা	১।০
মাহ ফাল্গুন।	জল বাগান জন ১ টা	।০
৩নং কফি বিক্রয় ৯০০টার	ঐ জলপানি	/০
কাত /০ হিঃ	কফির গোড়ার উল্‌টা ডাড়া	
৪নং কফি বিক্রয় ৪৫০টার কাত	করিয়া মাটী দেওয়া	
৲১৫ হিসাবে	জন ৩ টা	৸০
৫নং কফি ১০০ টার কাত	মাহ পৌষ।	
৲১০ হিসাবে	জল সেঁচার জন ৪টা	১।০
মাহ চৈত্র।	ঐ জলপানি	/০
৫নং কফি বিক্রয় ২০০ টারকাত	বাজরা খরিদ ২খান	৵০।
৲১৫ হিসাবে	কফি বিক্রয় জন ২০ টা	৫৲
২৫০০ ২০৬/১০		৬৯৸/০

জমা		খরচ	তঙ্কা
জের	২৫০০	জের	৬৯৸/০
প্রতিবেশীকে বিতরণ করা		মাহ মাঘ।	
হয় ৪০টা		কফি বিক্রয় জন ৩০ টা	৭॥০
বাটীর খরচ মোট ৬০টা		মাহ ফাল্গুন।	
পোকা ধরা পচা বাদ হয়		ঐ ঐ জন ৫৪ টা	১৫॥০
৫০টা		মাহ চৈত্র।	
চারা অবস্থায় মরিয়াছিল		ঐ ঐ জন ১০ টা	২॥০
৭৫টা		আগা গোড়া গুড়ুক তামাক	
বাঁধেন নাই ৭৫টা		খরিদ মোট	১॥০
কফি ২৮০০টা		জমির খাজানা দেওয়া	
		চৌধরী বাবুদের ষ্টেটে	২॥০
			৯৭।/-

কৈঃ——

বিক্রী জমা——২০৬/১০

বাদ খরচ——৯৭।/০

১০৮৸১০ লাভ

গুরু। নগদা লাঙ্গল খরিদ এবং নগদা জন ধরিয়া আবাদাপেক্ষা মাসিক বেতনে চাকর, এবং হাল গোরু নিজে চাষ করিলে, বেশী লাভ হয়। এই প্রণালীতে ১ বিঘার অধিক করিলে ১০০ শত টাকার স্থলে ১২৫টাকা লাভ হইতে পারে।

শিষ্য। তাহার কারণ কি?

গুরু। একখানি লাঙ্গলে ১॥০ বিঘা জমির চাষ হয়, কিন্তু

আমি ১ বিঘা জমিতে একখানি লাঙ্গলের দাম দিয়াছিলাম। জন মজুর সকল অনেক বেলা থাকিতেও চলিয়া গিয়াছে, (সেই সময় আমার আর কোন কার্য্য না থাকায়, অগত্যা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম।) আর চারা প্রস্তুত করিবার জন্য যে মালী রাখিয়াছিলাম, তাহাকে ১ বিঘার জন্য মাসিক বেতন পুরাদিতে হইত। কিন্তু একজন মালীতে ৫।৬ বিঘার চারা তৈয়ারী করিতে পারে। কফি বিক্রয়ও ঐ রূপ, কেহ এক বেলা বাহিরে বিক্রয় করিয়া আসিলে, তাহাকে অপর বেলা নিষ্কারণ বসাইয়া রোজ দিতে হইয়াছিল।

এইরূপে লার্জ ড্রমহেড বাঁধা কফির কার্য্য শেষ করিয়া পরে অন্যান্য বিলাতি ফসল করা আবশ্যক। এই প্রণালীতে কফির আবাদ করিতে পারিলে, অনেকাংশে ভাল হয়।

শিষ্য। আপনি কেবল ড্রমহেড বাঁধা কফির বিষয় বলিয়া শেষ করিলেন, কিন্তু আপনার ফর্দ্দে যে অনেক রকম বাঁধা কফির বিষয় লেখা ছিল, তাহাদের বিষয় ত কিছু উল্লেখ করি লেন না!

গুরু। অন্যান্য বাঁধা কফির বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে (Early cauliflower, আর্লি কলি ফ্ল্যাওয়ার অর্থাৎ শীঘ্র হইবার ফুলকফির বিষয় বলিতেছি, যেহেতু ইহার আবাদ অগ্রেই করা যায়, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয়।

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

EARLY CAULI FLOWER.

আর্লি কলি ফ্ল্যায়ার।

গুরু। ইহার আবাদ পোলি, মাক্‌ড়া-এটেল এবং বো-আঁশ মাটীতে ভালরূপ হয়।

শিষ্য। আর কোনরূপ মাটীতে কি হইতে পারে না?

গুরু। কেন হইবেনা, সকল মাটীতেই সকল ফসল জন্মিয়া থাকে, কিন্তু মাটী বিবেচনায় সার ব্যবহার করিতে হয়, শীঘ্র হইবার কুলকফির বীজ চেষ্টা করিলে সকল স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, পশ্চিম অঞ্চলে ইহার বীজ অধিক পরিমাণে জন্মে। ইহার বীজ উৎপন্ন করিবার নিয়ম স্বতন্ত্র; সুতরাং ঠিক্ নিয়মমত বীজ প্রস্তুত না করিয়া, যে সে বীজে আবাদ করিলে ভবিষ্যতে বিশেষ ক্ষতি হয়।

শিষ্য। ফুলকফির বীজ যে নিয়মে উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ইহার নিয়ম বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, অনেক সময় সাপেক্ষ; তাহা অন্য সময় বলিব। এক্ষণে সংক্ষেপে ২।৪টি কথা বলি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। বীজ সকল উৎপন্ন করাইতে হইলে, যৎকালিন গাছে ফুলের কুঁড়ি ধরিবে, সেই সময় কুঁড়ি সহিত গাছ সকলের (tap) ট্যাপ করিয়া দিতে হয়, (অর্থাৎ যাহাকে বাঙ্গালায় "খাসি-কাটা" বলে।

শিষ্য। "খাসিকাটা" এবং গাছের ট্যাপ্ করা, কিরূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ফুলকফির গাছ কুঁড়ি অবস্থায় অতি যত্নপূর্ব্বক কোদাল বা খোন্তা দ্বারা অতি সামান্য মাটী সহিত উত্তোলন করতঃ স্থানান্তরে রোপণ করিয়া মধ্যে মধ্যে জল দিতে হয়। তৎপরে রৌদ্রের সময় তাহার উপর কোনরূপ আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে গাছগুলি যত্ন করিলে ঐ কুঁড়ি ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইয়া, শীষ সকল ছাড়িতে থাকে। ঐ সকল শীষের সর্ব্বাঙ্গে সরিষা শুঁঠির ন্যায় যে শুঁঠি ধরে, সেই শুঁঠির ভিতর যে বীজ জন্মায়, সেই বীজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ ঐ বীজের আবাদ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ফুল হয়। সেইজন্য কৃষকগণ ঐ বীজের নাম "খাসিকাটা বীজ" বলে। আর যে সকল গাছ স্থানান্তরিত না করা হয়, অর্থাৎ যে স্থানের গাছ সেই স্থানেই থাকে, তাহার ফুল ফুটিয়া, তাহাতে যে সকল শুঁটি ধরে, সেই সকল শুঁঠির ভিতর বীজ জন্মাইলে, তাহাতে কোন ফল হয় না। বস্তুতঃ ঐ বীজের আবাদ করিলে বৃথা কতক গুলি অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম হয়। ঐ বীজে, যে সকল গাছ উৎপন্ন হয়, সেই গাছগুলি অতিশয় তেজস্কর এবং বড় বড় হইয়া থাকে। কিন্তু ফুলগুলি অতিশয় ছোট ছোট হয় এবং এক বিঘা জমিতে ২।৪ শতের অধিক হয় না। অধিকাংশ গাছে সরিষা ফুলের ন্যায় এক একটী শীষমাত্র বাহির হইয়া, শেষ হয়। ইহাকেই সাধারণে ঝাড়া বীজের গাছ বলিয়া উল্লেখ করে। এক বিঘা জমিতে ফুলকফির আবাদ করিতে হইলে ৪ ভরি বীজের অবশ্যক হইয়া থাকে। বোধ করি ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

শিষ্য। লার্জড্রমহেড কফির এক বিঘার আবাদ করিতে

হইলে ৫ ভরি বীজের আবশ্যক হয়, ফুলকফির আবাদ এক বিঘাতে ৪ ভরি আবশ্যক হয় কেন?

গুরু। ড্রমহেড কফি অপেক্ষা ইহার বীজ কিছু পরিমাণে ছোট, সুতরাং উহাপেক্ষা কম বীজ ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ।

শিষ্য। ইহার আবাদ কিরূপে করিতে হইবে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। ফুলকফির আবাদ ড্রমহেড বাঁধা কফির আবাদের সহিত বড় পৃথক নহে। যেহেতু, জমির চাষ, হাপর ও চারাপ্রস্তুত, ডাঁড়া তোলা, খুবিকাটা, খইল পোতা ও অংশ করা বা পরিমাণ, কত চারা হাপর হইতে তোলা ও রোপণ করা, গোড়া খুঁচিয়া দেওয়া, ডাঁড়ার মাটী কাটিয়া গোড়ায় দেওয়া, সময়মত জল সিঞ্চন করা, ইত্যাদি অধিকাংশ কার্য্য, ড্রমহেড বাঁধা কফির আবাদের সময় যাহা বলা হইয়াছে, ঠিক্ তদ্রূপ করিলে, বিশেষ হানি হয় না। কিন্তু বীজ বপনের হাপর প্রস্তুত এবং উহাতে খইল দেওয়া ক্ষেত্রের ডাঁড়াবাঁধা, খুবিকাটা, এবং তাহাতে খইল পোতা, বীজ বপন এবং চারা রোপণ, এইগুলি ড্রমহেড কফির নিয়মের দিন অপেক্ষা, ১৫ দিন পূর্ব্বে আবাদ করিতে পারিলে ভাল হয়। আর সাবধান পূর্ব্বক দেখিতে হইবে যে, কফি গাছে ফুল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে গাছের মাজায় কোন রূপে মাটি না পড়ে, যদি মাটী পড়া দৃষ্ট হয়, তাহা জলদ্বারা ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ, গাছের কোঁকে মাটী থাকিলে, ফুল উৎপন্ন হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিয়া ফুল সকল ছোট হইয়া থাকে।

কৃষি-প্রণালী।

শিষ্য। ফুল হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ কিরূপে বুঝিতে পারা যায়?

গুরু। উহা বুঝিতে প্রায় সকল লোকেই পারে। কারণ ফুলের কুঁড়ি ধরিবার পূর্ব্বে গাছের অগ্র ভাগের পাতা ক্রমশঃ ছোট ছোট এবং অধিক পাতা বাহির হইয়া থাকে। আর ইহাও দেখা আবশ্যক যে, গাছে ফুলের কুঁড়ি ধরিয়াছে কি না, যদি কুঁড়ি দৃষ্ট হয়, ঐ গাছের পাতা কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া কুঁড়ি ফুলের আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া উচিত, কারণ, কুঁড়ি অবস্থায় উহাতে সমভাব রৌদ্র এবং শিশির পাইলে ফুল বড় হইতে ব্যাঘাত জন্মে, বর্ণ ও আস্বাদন ভাল হয় না।

শিষ্য। বাঁধাকফি যেরূপ হস্ত দ্বারা টিপিয়া কঠিন বোধ হইলে, ব্যবহারের যোগ্য হইয়াছে, সহজেই বুঝিতে পার যায়, কিন্তু ফুলকফি ব্যবহারোপযোগী হইল কি না, ইহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। ফুলকফি পরীক্ষা করিবার একটি উপায় আছে, ফুলটির প্রথমতঃ কুঁড়ি অবস্থায় চতুষ্পার্শ্ব ও মধ্যস্থলটি সমান ভাব হয়, ক্রমশঃ যত আয়তনে পুরিয়া উঠিতে থাকে, তত মধ্যস্থলটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ হইয়া ঈষৎ গোলাকার হয়।

শিষ্য। প্রভু! ফুলকফি আবাদের লাভ লোকসানের কোনজমা খরচ আপনার নিকট আছে কি?

গুরু। হাঁ, বাপু! আমার নিকট প্রায় অনেক রকম ফসলের জমা খরচ আছে, তাহা তোমাকে ক্রমশঃ দেখাইব।

শিষ্য। আমি অনেক লোকের মুখে একটি কথা শুনিয়াছি যে, পাটনা ও বাঁকিপুর প্রদেশে অধিকাংশ ফুলকফির চাষ হইয়া থাকে, তাহা কি প্রণালীতে হয়, তাহা জ্ঞাত আছেন কি

গুরু। হাঁ, তাহা আমি ভালরূপে জানি, পাটনা প্রদেশে ক
কফি অক্লেশে, সামান্য চাষে অধিক জন্মে। ঐ প্রদেশের কৃষকে
ফাল্গুন মাস হইতে মাসে মাসে জমিতে চাষ দিয়া থাকে, এ
চাষ দিবার সময়, বাটী ঝাঁট দেওয়া ওঁচলামাটী ও কুটিকাষ্ঠি য
কিছু নিত্য বাহির হয়, তাহা সমস্ত বাটীর আসেপাশে ভ
করিয়া রাখে, ঐ গুলি বিঘাতুঁই ২।৩ গাড়ি ছড়াইয়া জমি চ
তাহার পর আষাঢ় মাসে ঐ জমি একদিকে গড়ানে ঢাল করি
উহাতে মোই দিয়া জমি সমান করতঃ সরিষা বপনের ন্য
১ বিঘা জমিতে ১৫।১৬ ভরি বীজ বপন করিয়া, হস্তদ্বারা ম
গুলি বেশ সমান করিয়া বীজগুলি ঢাকা দিয়া থাকে। ত
পরে, ৪।৫ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চ
বাহির হয়। পরে চারাগুলি ক্রমশঃ বড় হইলে, অং
৪।৫টী পাতা ধরিলে, সেই সময় ক্ষেত্রের ঘাস নিড়াই
পরিষ্কার করিয়া দিয়া থাকে, এবং যেস্থানে অধিক ঘন অথ
অতি নিকট নিকটে চারা বাহির হয়, সেই স্থান হই
মধ্যে মধ্যে, ২।৪টী উত্তোলন করিয়া, যে স্থান পাত
অর্থাৎ অন্তর অন্তর হইয়াছে সেই স্থানে অতি যত্নপূর্ব
বসাইয়া দেয়। বর্ষার জলেই প্রায় ঐ অঞ্চলের আবাদ হ
থাকে। যদি বর্ষার জল নিতান্ত না পায়, তাহা হই
২।১ বার সেঁচা জলে আবাদ করিয়া ফসল রক্ষা ক
এবং মধ্যে মধ্যে ঘাস নিড়াইয়া ক্ষেত্র পরিষ্কার ক
দেয়। এইরূপ প্রণালীতে আবাদ করায় ৩ মাসের ম
ফুল ধরিয়া কফি সমস্ত বেশ বাঁধে উপযোগী হয়।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়।

GREEN KNOLKOLE.

সবুজ বর্ণের ওলকফি।

গুরু। বাঁধা কফির বীজ যে যে স্থানে জন্মিয়া থাকে, উপরোক্ত ওলকফিরও বীজ সেই সেই স্থানে জন্মিয়া থাকে। উহার আবাদ প্রায় সকল মাটীতেই হয়; এবং অল্প ছায়াযুক্ত জমিতে আবাদ করিলেও সমূহ ফল পাওয়ার পক্ষে, বিশেষ কোন ব্যাঘাত জন্মায় না। ১ বিঘা জমিতে উহার আবাদ করিতে হইলে ৮ ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে। বীজ বপন করিলে, ৫।৬ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, চারা বাহির হয়। চারা প্রস্তুত করিবার প্রণালী ঠিক্ লার্জ ড্রমহেড কফির চারা প্রস্তুত করিবার প্রণালীর ন্যায় করিতে হইবে।

শিষ্য। ১ বিঘা জমি আবাদ করিতে হইলে, বাঁধাকফি ও ফুলকফি বীজের অপেক্ষা, ইহার বীজ বেশী পরিমাণে বপন করিতে হইবে কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, উহা অপেক্ষা ওলকফির বীজ কিছু পরিমাণে বড়, সুতরাং বেশী বীজ না বপন করিলে, ক্ষেত্র পূর্ণ হয় না। বাঁধাকফির চারা ১ বিঘাতে ২৮০০ শত লাগে, ও ওলকফির চারা ৩৫৫০টি রোপণ করিতে হয়।

শিষ্য। ড্রমহেড কফির আবাদের সহিত, ইহার আর যাহা যাহা পৃথক্ আছে, তাহা বলুন।

গুরু। বড় পৃথক্ এমন কিছু নাই, তবে ২।৪টি যাহা সামান্য পৃথক্ আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।

১ বিঘা জমিতে সওয়া হস্ত (অর্থাৎ পাঁচপোয়া) ব্যবধানে ৩৫০টি চারা রোপণ করা বিধেয়। খইল ব্যবহারের নিয়ম, পূর্ব্ব উল্লেখিত সর্ব্ব রকম খইল ব্যবহার করিতে পারা যায়। ১ বিঘা জমিতে ১০ মোণ খইল পুতিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু অপর অপর কফিতে যেরূপ দুইবার (অর্থাৎ একবার লোল জমিতে পুতিয়া, দ্বিতীয়বার ছোপ দিতে হয়) ওলকফিতে সেরূপে খইল ব্যবহার করিতে হয় না। এককালীন অংশ করিয়া সমস্ত খইল পুতিয়া ফেলিতে হয়।

শিষ্য। ওলকফিতে ২বার খইল দিলে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। ওলকফি অল্পদিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়, এ কারণ উহাতে দুইবার খইল দেওয়ার পক্ষে একটি দোষ ঘটিয়া থাকে। প্রথম লোল জমিতে যে খইল প্রোথিত করা হয়, তাহারই তেজে গাছের গোড়ায় গুটি বাঁধিয়া যায়। ঐ গুটীর গাত্রে পুনর্ব্বার তাজা খইল লাগিলে, পচা ও পোকা ধরিয়া বিশেষ অনিষ্ট করে। সুতরাং এককালে খইল ব্যবহার করা যুক্তিসিদ্ধ। অন্যান্য কফি অপেক্ষা ইহার আবাদ সহজ এবং ব্যয়ও অনেক অংশে কম হয়।

আর, অপর অপর কফির আবাদের সময়, ক্ষেত্রের ডাঁড়ার মাটি কোদাল দ্বারা তিনবারে কাটিয়া, গাছের গোড়ায় দিয়া জমি সমান করা হয়, কিন্তু ওলকফির সময় দুইবারেই সমস্ত মাটী কাটিয়া শেষ করতঃ জল সিঞ্চন করা বিধেয়। অন্যান্য কফিতে ৪বার জল সিঞ্চন করিলে, যেরূপ ফল পাওয়া যায়, ওল কফিতে ৩বার জল সিঞ্চন করিলে, তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়। যদি সময়মত আকাশের জল পাওয়া যায়, তাহা হইলে

বিশেষ সুবিধা হইয়া পড়ে। ওলকফি সম্বন্ধে জমির পাইঠ, যথা,—জমি একদিকে ঢাল ও সমান করা, ডাঁড়াবাঁধা, মাদা কাটা, খইল পোতা, হাপর হইতে চারা উত্তোলন এবং রোপণ, চারার, গোড়া পাইঠ ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বোক্ত কফি সকলের আবাদের সময়, যাহা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে, ওল-কফিরওআবাদ ঠিক্ সেই সময়ে, সেই নিয়মে করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটী কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত কফি গুলির ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া যেরূপ উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়, ইহার সেরূপ করিতে হয় না। প্রথমতঃ একবার ডাঁড়া বাঁধিয়া, পুনর্ব্বার ঐ ডাঁড়া কাটিয়া, জমি সমান করিয়া দিলে, একরকম আবাদ শেষ হইয়া যায়।

শিষ্য। ওলকফির গোড়ায় উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দিলে, তাহাতে কি ক্ষতি হয়?

গুরু। ক্ষতি না হইলে বলিব কেন!

শিষ্য। তাইত বলি, সকল বিষয়ই জানা থাকিলে ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হয় না। সেই জন্য উক্ত বিষয়ের জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি।

গুরু। ওলকফির গোড়ায় উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দিলে, ২। স্ত্রী-দোষ ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ এই একটি দোষ,—ওল-কফির গাত্রে রৌদ্র, শিশির এবং বায়ু না লাগিলে, আস্বাদন ভাল হয় না। (অর্থাৎ জলের মতন আস্বাদন হয়)। দ্বিতীয় দোষ,—মাটী চাপা পড়িলে, ওলগুলি ফাটিয়া নষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ, ওলের ভিতর ছিটে, ছিটে, (অর্থাৎ বিন্দু বিন্দু হরিদ্রাবর্ণ) একরকম দাগ হয়।

শিষ্য। কাঁধাকফি তৈয়ারী হইল, হস্তদ্বারা টিপিলে জানা যায়, ফুলকফি গোলাকার হইলে জানা যায়, কিন্তু ওলকফি তৈয়ারী অর্থাৎ (খাদ্যোপযোগী হইল কি না) তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। ওলকফির পরীক্ষা ২।৩ রকমে হইতে পারে, প্রথমতঃ পরীক্ষা, গাত্রের পাতা ঝরার চিহ্নগুলি লুক্কায়িত হইবে, দ্বিতীয়তঃ চেহারা ঈষৎ সফেদ বর্ণ হইবে, তৃতীয়তঃ নখ দ্বারায় টিপিলে কড়া বা শক্ত বোধ হইবে।

ইতি পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

PURPLE KNOLKOLE.

পরপল নলকোল।

গুরু। কাঁধাকফির বীজ যে যে স্থানে জন্মিয়া থাকে, ইহারও বীজ সেই সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

শিষ্য। প্রভো! অনেক রকম গাছে ফুল হইতে দেখা যায়, কিন্তু ফল হইতে দেখা যায় না, ইহাও কি তদ্রূপ?

গুরু। না বাপু! পরপল ওলকফির ফুল ও ফল এদেশে কিছুই হয় না। ইহার আবাদ কিছু হাল্কা মাটী অর্থাৎ সরাণি, পোলি ও পাঁক মাটীতে বেশ ভাল হয়, এবং আবাদ অর্থাৎ জমিতে চাষ দেওয়া, ও বীজের পরিমাণ, খইলের পরিমাণ, চারা প্রস্তুতের নিয়ম, জমি সমান ও ঢাল, দাঁড়া প্রস্তুত, খইল

পোতা, চারা উত্তোলন ও রোপণ, জলসিঞ্চন ইত্যাদি সমস্তই সবুজ ওলকফির চাষের ন্যায় করিতে হইবে, কিন্তু সবুজ ওলকফি অপেক্ষা ইহার ২।৩টী উৎকৃষ্টতা গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি গুণ, সবুজ ওলকফি অপেক্ষা, ইহা কিছু পরিমাণে বড়। দ্বিতীয় গুণ, সবুজ ওলকফি যে সময়ের মধ্যে কঠিন হইয়া ভক্ষণের পক্ষে কতকটা ব্যাঘাত হইয়া উঠে, ইহা তদ্রূপ হয় না। ইহা কঠিন হইতে অনেক সময় লাগে। তৃতীয় গুণ, জমির তেজ বৃদ্ধি এবং আকাশের বৃষ্টি হইলে, সবুজ ওলকফি যেমন ২।৫।১০টী করিয়া প্রত্যহ ফাটিয়া যায়, ইহাকে তদ্রূপ ফাটীতে দেখা যায় না।

শিষ্য। পরপল ওলকফি উল্লেখিত ঐ তিন প্রকার মাটী ভিন্ন অপর কোন মাটীতে জন্মিতে পারে না কি?

গুরু। ইহা কঠিন এবং হাল্কা, প্রায় সকল মাটীতেই জন্মায়, তবে উপরোক্ত নির্দ্দিষ্ট তিন প্রকার মাটীতে যেমন সহজে বড় হয়, তেমন অপর অপর কঠিন মাটীতে হয় না।

শিষ্য। অপর মাটীতে জন্মিয়া পরিমাণে ছোট হইলে, আস্বাদনের কোন তফাৎ হয় কি না?

গুরু। ফল মূল সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বলা কঠিন, কারণ, মাটীর গুণ, বায়ুর গুণ, সারের গুণ সমস্ত জানিলে তবে বলিতে পারা যায়, মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, ফল বড় হইলে সুরস ও মিষ্ট হয়, মূল বড় হইলে কিছু পান্‌সে হইয়া পড়ে।

গুরু। উপরে যে সকল কফির বিষয় উল্লেখ করিলাম, সেগুলির বিষয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু আর অন্য রকম কফির বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তবে আর্লি ইয়ার্ক কফির বিষয় বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

EARLY YORK OR LANDRETHS; EARLIEST CABBAGE.

আর্লি ইয়ার্ক বা লেণ্ড্রথের জল্‌দী কফি।

শিষ্য। আর্লি ইয়ার্ক কফির চাষ কিরূপে করিতে হয়, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন।

গুরু। আর্লি ইয়ার্ক কফির বীজ শীত প্রধান দেশে জন্মে, যথা, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, কেপ অফ গুডহোফ, মেলবোরণ, অষ্ট্রেলিয়া এই সকল স্থানে প্রচুরপরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু আমেরিকার বীজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

শিষ্য। প্রভো! আমেরিকার বীজ কিরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। আমিরিকার আর্লি ইয়ার্ক কফির বীজের আবাদ করিলে, ভবিষ্যতে কফিগুলি দেখিতে অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়, কিন্তু এরূপ নিটোল ও কঠিন হয় যে, উহার উপর হস্ত দ্বারা অতিশয় জোর দিয়া টিপিলেও দমে না (অর্থাৎ টোল খায় না।) অন্যান্য স্থানের বীজে যে কফি উৎপন্ন হয়, তাহা

পরিমাণে কিছু বড় হয় বটে, কিন্তু হস্ত দিয়া টিপিলে নরম (অর্থাৎ তলতলে) বোধ হয় এবং ওজনেও হাল্কা হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঐ রূপ তল্‌তলে হইলে, তাহাতে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে ?

গুরু। নিটোল ও কঠিন না হইলে, ২।১টি যাহা দোষ ঘটিয়া থাকে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—শীত গত হইয়া গরম হইলেই তালবাঁধা বন্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ তল্‌তলে অবস্থায় আকাশের জল উহার ভিতর প্রবেশ করিলে, কফির আস্বাদন দূরীভূত হইয়া যায়, আর বেশীপরিমাণে জল প্রবেশ করিলে, পচা ও পোকা ধরিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু অ্যামেরিকার বীজে এরূপ কোন দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। যেহেতু কঠিন অবস্থায় থাকে।

আর্লিইয়ার্ক কফির আবাদ করিতে হইলে, ১ বিঘা জমিতে ৬ ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে।

শিষ্য। বাঁধাকফি অপেক্ষা ইহার বীজ বিঘা ভুঁই বেশী বপন করিতে হয় কেন ?

গুরু। বেশী লাগিবার কারণ এই যে, বাঁধাকফি অপেক্ষা ইহার বীজ কিছু পরিমাণে বড়। আর এক কথা,—বাঁধাকফি যে পরিমাণে বড়, শীঘ্র হইবার কফি উহা অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট হয়, এ কারণ ক্ষেত্রে ঘন করিয়া চারা রোপণ না করিলে বড় অসুবিধা হইয়া থাকে। ড্রমহেড কফির চারা প্রস্তুত যে প্রণালীতে করিতে হয়, ইহাও ঠিক সেই প্রণালীতে করা কর্ত্তব্য। বিশেষ এই যে, চারা রোপণ করিবার সময় বাঁধা-কফির চারা যেরূপ ১॥০ হস্ত অন্তর অন্তর ডাঁড়া ও খুবি করিয়া

রোপণ করিতে হয়, সেইরূপ ইহারও চারা রোপণ করা বিধেয়। কিন্তু বড় বাঁধাকফি অপেক্ষাকৃত ঘন (অর্থাৎ সওয়া হস্ত অন্তর অন্তর ডাঁড়া ও খুবি করিতে হয়।) সবুজ ওলকফির চারার ন্যায় একবিঘা জমিতে ইহারাও চারা ৩৫৫০টি রোপণ করা কর্ত্তব্য; এবং জমির আবাদ, ডাঁড়া তোলা, খুবিকাটা, খইল পোতা, গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়া, পাতা ভাঙ্গা, গোড়াখোঁচা, জিউনি জল দেওয়া, জল সেঁচা, ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া গোড়ায় মাটী দেওয়া ইত্যাদি কার্য্য সকল, বাঁধা কফির ন্যায় করিতে হইবে। কিন্তু ইহার চারা রোপণের পর, যে সকল কার্য্য করিতে হইবে, তাহা ড্রমহেড কফির সময় অপেক্ষা তৎপর করিতে হইবে, কারণ, ঐ কফি শীঘ্র তাল বাঁধিয়া ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে।

শিষ্য। এই কফি কিরূপ মাটীতে কি প্রকারে জন্মিয়া থাকে, তাহা বলিলেন না কেন?

গুরু। কথাটি ভুলিয়া গিয়াছি বাপু! ইহার আবাদ সকল মাটীতেই হয়, তবে পোলি, বোধ, পাঁক মাটীতে ভাল হইয়া থাকে। খইল পুতিবার নিয়ম—১ বিঘা ক্ষেত্রে ১২ মোণ খইল পুঁতিলেই যথেষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ড্রমহেড কফিতে যেরূপ দুইবার খইল ব্যবহার করিতে হয়, ইহার আবাদে তাহা আবশ্যক নাই। ওলকফির ন্যায় একেবারে খুবিতে পুতিয়া দিলেই, উত্তম কফি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শিষ্য। ইহাতে দুইবার খইল না দিবার কারণ কি?

গুরু। ইহার আবাদ এক প্রকার সহজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঁধা ও ফুলকফির ক্ষেত্রে যেরূপ চারা দিতে হয়,

ইহারও ক্ষেত্রে ঠিক্ তদ্রূপ চাষ দিতে হয়; এবং বীজ বপন, চারা তৈয়ারী, চারা রোপণ সমস্ত কার্য্য এক সময়ে এক নিয়মে করিতে হয়, কিন্তু চারা রোপণের পর হইতে অপর অপর কফির কারিকিত যেরূপ, ইহার তদ্রূপ নহে। চারা পোতা হইতে, ড্রমহেড কফি তৈয়ারী যে চার মাসকাল সময় লাগে, ইহা তৈয়ারী (অর্থাৎ খাদ্যোপযোগী) তিন মাসের মধ্যেই হইয়া উঠে। সুতরাং ঐ তিন মাসের মধ্যে জমির কারিকিত সমস্ত সম্পন্ন করা উচিত। তজ্জন্ত পুনর্ব্বার খইল ব্যবহার করার সময় পাওয়া যায় না, যদিও কেহ অজ্ঞাত বশতঃ উহাতে দুইবার খইল ব্যবহার করে, তাহা বিফল হইয়া যায়। বস্তুতঃ খইলের তেজ তিন মাস কাল বেশ থাকিবার সম্ভাবনা, তজ্জন্ত ইহাতে একবার খইল দিবার ব্যবস্থা সর্ব্ব সম্মত, এই জন্ত ইহার নাম সাধারণে জল্দী কফি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

শিষ্য। তবে আর্লি কফির আবাদ না করিয়া, অন্ত প্রকার কফির আবাদ করাইত ভাল।

গুরু। না বাপু! যে কোন ফসল হউক না কেন, যাহা অগ্রে প্রস্তুত হয়, তাহা অতি উপকারী ফসল, জ্যাঠ (অর্থাৎ অসময়ে উৎপন্ন হয় বলিয়া) মূল্যও অধিক হইয়া পড়ে। জল্দী বাঁধা কফি ছোট ধরণের হইলে কি হইবে, সর্ব্ব প্রথমে প্রস্তুত হয় বলিয়া, অনেকেই সখ করিয়া ব্যবহার করে, তজ্জন্ত ড্রমহেড কফি অপেক্ষা ইহার মূল্য বেশী হইয়া পড়ে, এ কারণ সবজিওলারা জলদী কফির আবাদ কিছু না কিছু করিবেই করিবে।

শিষ্য। জলদী কফি প্রস্তুত হইবার সময়ের মধ্যে লার্জ ড্রমহেড কফি চেষ্টা করিলে কি, খাদ্যোপযোগী হয় না?

গুরু। না বাপু! তাহা হইলে জলদী কফির এত আদর হইবে কেন? জলদী কফি একটী স্বতন্ত্র জাতীয়, ইহাকে কেহ কেহ আউসে কফি বলিয়া উল্লেখ করে, এদ্ব্যতিত ইহার ২টী প্রধান গুণ দেখা যায়, প্রথমতঃ এই এক গুণ—কফিগুলি বড় নারিকেলের ন্যায় হয় বটে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পাতাগুলি কোচড়াইয়া এত কঠিন হয় যে, হস্তদ্বারা অতি জোর দিয়া টিপিলেও নুইয়া যায় না, আস্বাদন ভাল,—খাইতে ও সর্ব্বাপেক্ষা নরম বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ আর এক গুণ, অন্য কফি সকল গ্রীষ্ম পড়িলে ভালরূপ বাঁধে না; এবং পূর্ব্বে যে বাঁধা থাকে, তাহাও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে। আর্লিইয়ার্ক কফিতে সেরূপ ঘটে না। ইহাকে যতদিন রাখা যাউক না কেন, ঠিক সমভাবে থাকে, বিশেষ কোন হানি হয় না, ড্রমহেড কফিতে যেমন ৪ বার জল সিঞ্চন করিতে হয়, কিন্তু আর্লি ইয়ার্কে ২বার করিলেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

শিষ্য। জলদী বাঁধা কফি যদি ছোট রকম হইল, তবে জলদী ফুল কফিও ত ছোট হইতে পারে!

গুরু। হা বাপু! লেট ফুল কফি অপেক্ষা আর্লি ফুল কফি অল্প পরিমাণে ছোট হইয়া থাকে, মোট কথা—যে সকল ফল ফুল, শাক সবজী জ্যাঠ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রথমে উৎপন্ন হয়, তাহা কিছু পরিমাণে ছোট হইবে, বোধ হয় ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

শিষ্য। কফির চাষের কথা যাহা যাহা শুনিলাম, তাহা

সমস্তই ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি যে আর অপর অপর বিলাতি সবজীর কথা বলিয়াছিলেন, তাহার বিষয় কিছু কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তবে এই একরকম বিলাতী বিটের কথা বলি, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলুন।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

TURNIP ROOTED BLOOD RED BEET.

টারনিপ্ রুটেড ব্লড রেড বিট।

গুরু। ইহার বীজ অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড, প্রদেশে জন্মিয়া থাকে, মাকড়া-এটেল ও পলি মাটীতে ইহার আবাদ ভালরূপ হয়। আবাদ করিবার নিয়ম,—প্রথম ফাল্গুন মাস হইতে প্রতিমাসে ২।৩ বার করিয়া একটু বেশী রকম গভীর ভাবে ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। গোময়সার, ভেড়রনাদি সার এবং যে কোন প্রকার খইল সার হউক না কেন, সকলই বিটের পক্ষে উপকারী।

পরে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাস, চাষ বন্ধ রাখিয়া দেওয়া বিধেয়। কারণ, বর্ষার সময় কর্দ্দম পূর্ণ ক্ষেত্রে চাষ দিলে অনর্থক লাঙ্গল খরচা পড়ে। সুতরাং কার্য্যেরও পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় না। পরে ভাদ্র মাহার প্রথমেই ঐ ক্ষেত্রে

পচা গোময় সার দিতে হইলে ৪০ মোণ, রেড়ির বা সরিষার খইল দিতে হইলে ১০ মোণ, ভেড়িরনাদি সার দিতে হইলে ৩০ মোণ দিতে হয়। এইরূপ ব্যবস্থানুসারে ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়া, একদিনে দুইবার চাষদিতে হইবে। তৎপরে দেখিতে হইবে যে, উপরোক্ত সার বা খইল ক্ষেত্রের মাটীর সাহিত ভালরূপ মিশ্রিত হইয়াছে কি না, যদি ভালরূপ মিশ্রিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐ দিন কি পর দিন, আর একবার চাষ দেওয়া আবশ্যক, এবং ঐ দিন হইতে, দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের আইলগুলি বর্ষার জলে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে কি না, কারণ কোন স্থানে আইল ভগ্ন থাকিলে, ঐ স্থান দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। ক্ষেত্রের জল বাহির হইয়া যাইলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। এই সময় ক্ষেত্রে জল বহির্গত হইলে, ২।৩টি দোষ ঘটিতে পারে। প্রথমতঃ এই একটী দোষ, অতিরিক্ত জল না পাইলে, ক্ষেত্রের খইল শীঘ্র পচিয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত হয়না। দ্বিতীয়তঃ অপর এক দোষ, ঐ জলের সহিত সারের কতক অংশ বাহির হইয়া যায়। তৎপরে বর্ষার সময় গত হইয়া যাইলে, কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে ২।৪ বার চাষ দিয়া, ভালরূপে মোই দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং জমি এক দিকে সামান্য ঢাল মানাইয়া ঐ ঢালের দিকে দীর্ঘে দড়ি ফেলিয়া ২॥ হস্ত প্রস্থের মধ্যে পট্টী জমি রাখিয়া, দুই পার্শ্বে অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ, এক একটী টানা আইল করিয়া সমস্ত জমি ঠিক করা আবশ্যক। কিন্তু, এই সময় দেখা উচিত যে, পট্টী জমির মাটীগুলি ভালরূপ পরিষ্কার এবং

গুঁড়া হইয়া সমান আছে কি না, যদি বেশ মনমত হয়, তাহা হইলে, ঐ পটী জমিতে বীজ বপন করা যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু এমন ভাবে বীজগুলিকে বপন করিতে হইবে যে, দীর্ঘে প্রস্থে অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর যেন একএকটি বীজ পড়ে। এক বিঘা জমিতে টারনিপ রুটেড বিটের বীজ ৬০ হইতে ৭০ তোলা পর্য্যন্ত আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু বীজ বপনের দুই প্রকার নিয়ম আছে। একটী নিয়ম এই যে, ক্ষেত্রে শুষ্ক বীজ বপন করিয়া ঐ দিবস কি পর দিবস অল্প পরিমাণে জল সিঞ্চন করিতে হইবে। ঐ জল সিঞ্চনের পর ১৫। ১৬ দিনে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়, অপর আর একটি নিয়ম এই যে, জমির শেষ চাষ অর্থাৎ জমি ঠিক হইবার ৭।৮ দিবস পূর্ব্বে একটী মৃত্তিকাপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে বীজগুলি ফেলিতে হইবে। তৎপরে ঐ বীজপূর্ণ পাত্র সূর্য্যোত্তাপে রাখিয়া, অপরাহ্নে ঐ বীজগুলি জল হইতে উত্তোলন করতঃ একখানি ন্যাকড়া বান্ধিয়া ঘরের ভিতর রাত্রিযোগে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, এবং পরদিন প্রাতঃকাল হইতে পুনর্ব্বার নূতন জল রাখিয়া, ঐরূপ করতঃ তাহাতে ঐ বীজ ভিজাইতে হইবে। এইরূপ বীজগুলি জলে, ঐ প্রণালীতে ফেলা এবং তোলা ৪দিবস করিতে হইবে। তৎপরে, শেষ দিবস ঐ বীজগুলি জল হইতে উত্তোলন করিয়া, ঐ বীজের সহিত সামান্য ২।৪ খানি ঘুঁটের ছাই (৵০) অর্দ্ধ পোয়া গুঁড়া করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। বীজগুলিতে সামান্য ছাই মিশ্রিত করিয়া অল্প কাদার ন্যায় হইলে, একখানি রেড়ির পাতায় মুড়িয়া তাহাতে কলারছোটা বা দড়ি জড়াইয়া একটি

পুট্টলি মত করতঃ কোন গরম স্থানে রাখিয়া, দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। রেড়ির পাতায় না বাঁধিয়া অপর পাতায় বাঁধিলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। রেড়ির পাতা রাত্রিকালে স্বাভাবিক গরম হয়, অপর পাতা ঐ রূপ হয় না।

শিষ্য। যদি রেড়ির পাতা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি উপায় হইবে?

গুরু। তাহার উপায় এই যে, বিচালির নুটি করিয়া, উহার ভিতর রাখা কর্ত্তব্য। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বীজের পুট্টলি খুলিয়া দেখিতে হইবে যে, বীজগুলি ঝর্‌ঝরে হইয়াছে, কি জল সপ্‌সপে আছে, যদি জল সপ্‌সপে বোধ না হয়, তবে সামন্য একটু জল রৌদ্রে গরম করিয়া ঐ বীজে ছিটা দিয়া পুনর্ব্বার পুট্টলি বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে ৪।৫ দিবস করিলে, বীজগুলির মধ্যে ২।৪টি সাদা সাদা অঙ্কুর বাহির হইবে, তৎপরে অঙ্কুর দৃষ্ট হইলেই বীজগুলি ক্ষেত্রে বপন করিয়া পরক্ষণেই ঐ জমি কোদাল দ্বারা পাতলা পাতলা বা ভাসা ভাসা কোপাইয়া, মাটীগুলি হস্তদ্বারা বেশ চারাইয়া দিলে ২।৪ দিনের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে।

শিষ্য। প্রভো! আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি, বীজ সকল রাত্রিরে জল হইতে না তুলিলে, অর্থাৎ রাত্রদিন জলে রাখিয়া দিলে, কি দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। শীতল জল অপেক্ষা, সূর্য্যোত্তাপিত জলে যে সকল বীজ ভিজাইবে, তাহাতে শীঘ্রই জল প্রবেশ করে; এবং

ঐ জল রাত্রিযোগে শীতল হইয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ শীতল জলে বীজ থাকিলে কালা পড়িয়া বীজ সকল অঙ্কুরিত হইতে বেশী দিন বিলম্ব হইয়া পড়ে; এবং অধিকাংশ বীজ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। উক্ত গরম জল ভিন্ন শীতল জলে বীজ ভিজাইলে, তাহাতে কি চারা উৎপন্ন হয় না?

গুরু। উক্ত বীজ ভালরূপ পক্ক হইলে, উহার চারা উৎপাদিকা শক্তি সহজে নষ্ট হয় না। তবে চারা বাহির হইতে ২০।২৫ দিন বিলম্ব হয়, কারণ, বিটের বীজের খোসা কঠিন। চারা সকলের ২।৩।৪ পাতা দৃষ্ট হইলে, ঐ ক্ষেত্রে একবার জল সিঞ্চন করিয়া, যে যে স্থানের চারা সকল ঘন হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে উত্তোলন করিয়া, পাতলা ভাবে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। বীজগুলি যদি সমভাবে বপন করা হয়, তাহা হইলে ঘন পাতলা কেন হইবে?

গুরু। না বাপু! অপর অপর বীজ যত্নপূর্ব্বক রোপণ করিলে, তাহার চারা সকল ভবিষ্যতে ঘন পাতলা হইতে দেখা যায় না; কিন্তু বিটের বীজের চারা সকল ঘন পাতলা হইবেই হইবে, কারণ, বিটের এক একটী বীজে ২।৩টি করিয়া চারা উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। তাহার কারণ কি, আপনি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। তাহার কারণ এই যে, এমন কতকগুলি বীজ আছে যে, তাহাদিগকে সচারাচর দেখিলে, একটী বীজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে—কোন বীজ ২।৪টি একত্রিত হইয়া

স্বাভাবিক জমাট বাঁধিয়া থাকে। যথা, বিটরূট, মিঠা পালম ইত্যাদি।

তৎপরে, জল সিঞ্চনের পর জমি অল্প শুষ্ক হইলে, নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা জমির ঘাস সকল নিড়াইয়া এবং তৎসঙ্গে সমস্ত জমি নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। ঘাস নিড়াইবার আবশ্যক বটে, কিন্তু সমস্ত জমি খোঁচড়াইবার প্রয়োজন কি ?

গুরু। জমি খোঁসা অর্থাৎ খুঁচিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ জমিতে আকাশের জল, বা তোলা জল প্লাবিত হইলে, মাটীর ভিতরের সত্ব উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে। তাহাতে মাটীর উপরিভাগ শানের ন্যায় কঠিন হয়। কঠিন অবস্থায় জমি বা উদ্ভিদ, সুধাসম শিশির পানে বঞ্চিত হয় (অর্থাৎ মাটীর ভিতর শিশির প্রবেশ করিতে পারে না।) এ জন্য জল প্লাবিতের পর, জমি খুঁচিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। আর এক কথা,—যদি জমি খোঁচড়ান না হয়, তাহা হইলে, ঐ জমির রস শীঘ্রই দূরীভূত হইয়া আগা গোড়া নিরস ও কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য ঐ খোঁচড়ানকে সাধারণে "ধাতবাঁধা" ও 'যো বাঁধা" কহে। তৎপরে, ১৯।২০ দিন গত হইলে, ঐ জমিতে একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। ঐ জল ক্রমশঃ ১০।১৫ দিন বিটের গোড়ায় বসিলে, গুটি ধরিয়া এক একটী আলুর ন্যায় গোল হইয়া উঠে। ঐ রূপ গুটি ধরা দৃষ্ট হইলে, খুরপি কোদালের দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্র ২।৩ ইঞ্চি গভির করতঃ অতি সাবধান পূর্ব্বক খুসিয়া, পরক্ষণেই হস্ত দ্বারা ঐ খোঁসা মাটীগুলি সমান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য; ঐ সময় বিটগাছ

গুলির গোড়ার মরা পাতা সকল ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করিয়া, ঐ সঙ্গে সঙ্গে গোড়ার মাটীগুলি ধীরভাবে সরাইয়া, পার্শ্বের সরু সরু চুম্‌রী সিকড়গুলি ছিন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু ঐ সময়ে পুনর্ব্বার মাটীগুলি গোড়ায় চাপা দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। প্রভো! বিটের সিকড় ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, এ কথার ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু! বিটকে ঐ গাছের প্রধান মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ মূলের চতুঃ-পার্শ্বে আরও কতকগুলি ছোট ছোট সিকড় সংলগ্ন থাকে। সেই সিকড়গুলি কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে, গাছের পক্ষে কোন হানি হয় না, বরং ছিঁড়িয়া দেওয়ায় বিটগুলি প্রসস্ত হয়।

শিষ্য। তবে বিটের সিকড়গুলি কিরূপে ছিন্ন করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। বিট গাছটি বামহস্ত দ্বারা ধৃত করিয়া, দক্ষিণহস্ত দ্বারা গোড়ার সমস্ত মাটীগুলি সরাইয়া, সিকড় বাহির হইলে, আস্তে আস্তে কাটিয়া বা ছিঁড়িয়া দিতে হয়। তৎপরে মাটীগুলি পুনর্ব্বার সরাইয়া বিটগুলি, পূর্ব্বমত ঢাকা দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে ৫।৭।১০ দিন বাদে ঐ জমি শুষ্ক হইলে, আর একবার জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। জল দেওয়ার ১০।১৫ দিন পরেই ক্রমশঃ বিট সকল খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে।

আর একথা,—বিটের রসে চিনিও প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালুকাময় জমিতে বিটের আবাদ করিলে, সেই বিটে উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত হয়।

শিষ্য। যদি এঁটেল মাটীতে বিটের আবাদ করা যায়, তাহাতে কিরূপ চিনি প্রস্তুত হয়?

গুরু। বালুকাময় জমির বিটে যেরূপ চিনি প্রস্তুত হয়, এটেল মাটীতে সেরূপ হয় না, (অর্থাৎ পরিমাণে কম হয়)। বস্তুতঃ সুচারুরূপে বিটের আবাদ করিতে পারিলে, বেশ দশ টাকা লাভ হইয়া থাকে। বিটের অন্য প্রকার আবাদ প্রণালী যাহা আছে, তাহা সময়ানুসারে বলিব। এক্ষণে উপস্থিত আমি যে একটী দায়গ্রস্ত হইয়াছি, তাহা বলিতেছি।

শিষ্য। কি দায় প্রভো!

গুরু। আমি যখন বাটী হইতে প্রত্যাগমন করি, তাহার ২।৪ দিন পূর্ব্বে আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান নিবারণচন্দ্রের শুভ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম। এক্ষণে আষাঢ় মাস পড়িয়াছে, প্রজাপতির নিবন্ধন বলা যায় না, কার্য্যটি হইলে হইতে পারে, অতএব আর আমি থাকিতে পারি না; যত শীঘ্র পারি বাটীতে গমন করিব। তুমি কৃষি সম্বন্ধে যে সকল বিষয় অবগত হইলে, তাহাতে কোন মতে শৈথিল্য না করিয়া একাধিক্রমে মনোযোগী হইবে। আমি পুত্রের বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া যত শীঘ্র পুনরাগমন করিতে পারিব, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিব।

শিষ্য। দেব! ঘোর বর্ষার সময় বিবাহ কার্য্যে বড়ই অসুবিধা ঘটিবে।

গুরু। তা, কি করা যাইবে বাপু! প্রজাপতির নিবন্ধন, বিশেষতঃ তোমার গুরুদেবীর একান্ত ইচ্ছা যে, আষাঢ় মাসের মধ্যে নিবারণের বিবাহটা যেরূপেই হউক দিতে হইবে।

ব্রাহ্মণীর উতলা হইবার বিশেষ কারণ এই যে, কন্যাকর্ত্তার বাটী ও আমার শ্বশুরালয় এক স্থানে, এবং আমার শ্বশুরের সহিত কন্যাকর্ত্তার একটু নৈকট্য সম্বন্ধ আছে। নতুবা আমি এত ব্যতিব্যস্ত হইতাম না, মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, মধ্যম পুত্রটীকে ভালরূপ বিদ্যাভ্যাস করাইয়া যথা,—ন্যায় স্মৃতিতে বেশ পারদর্শী হইলে, ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রম অবস্থায় বিবাহ দিব, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে কন্যা-কর্ত্তারা পাল্‌টীঘর বলিয়া বিশেষ পেড়াপিড়ি করিতেছেন, এবং তোমার গুরুদেবীরও আগ্রহ দেখিয়া ১০ই আষাঢ় শুভবিবাহের দিন স্থির করিয়াছি।

শিষ্য। পাত্রিটীর বয়ঃক্রম কত? এবং দেখিতে কিরূপ? দেওয়া নেয়ার বিষয় কিরূপ ঠিক হইয়াছে?

গুরু। পাত্রিটীর বয়ঃক্রম ১২।১৩ হইবে, দেখিতে বেশ পরিষ্কার, সর্ব্বাঙ্গ সুগঠন, তাহাতে কোন দোষ নাই, মোট কথা, বেশ সুশ্রী মেয়ে; অথচ লেখা পড়ায় বেশ সুশিক্ষিতা। আর দেনা পাওনার কথা, তাঁহারা মেয়েকে চুড়িসুট গহনা দিবেন এবং ছেলেকে হীরের অঙ্গুরী, ঘড়ি, চেন, ওয়াচগার্ড, বারাণসী জোড়, খাটবিছানা ও রূপার একপ্রস্ত বাসন দিবেন।

শিষ্য। নগদ টাকা কিছু দিবেন না কি?

গুরু। হাঁ, হাজার টাকা নগদ দিবেন।

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করিবেন না, যত শীঘ্র হয় তাহার উদ্যোগ করুনগে।

গুরু। তাইত বড় চিন্তাযুক্ত আছি, উপস্থিত আমার হস্তে ২৫টীও টাকা নাই, যেখানে ২।৩ শত টাকার দরকার, সেখানে

অভাবপক্ষে দেড়শত টাকাও ত হস্তে থাকা চাই! তাহা না হইলে মান রক্ষা কিরূপে হইবে? তোমার যেরূপ সময় দেখিতেছি, এ সময় তোমাকেও বেশী কথা বলিতে পারি না।

শিষ্য। আপনি একটা কর্ম্ম করুন না কেন, এক্ষণে কোন ভদ্রলোকের নিকটে কিছু টাকা হাওলাৎ করিয়া কার্য্যটা সম্পন্ন করিয়া ফেলুন। পরে ঐ হাজার টাকা পাইলে, তাহা হইতে দেনা পরিশোধ করিবেন।

গুরু। ও আমার অদৃষ্ট! তাহা হইলে এত ভাবনা করিব কেন! হায়! হায়! সে দাদার ভরসা বাঁয়ে ছুরী! সে টাকা কি পাবার আশা আছে, ব্রাহ্মণী অগ্রেই তাহা হস্তগত করিয়াছে। এমন কি, ছেলেটিকে দুইটি মোহর দিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহাও আমি চক্ষে দেখিতে পাই নাই।

শিষ্য। সে কি দেব! তবে এক্ষণে উপায় কি!

গুরু। উপায়, মাথা আর মুণ্ডু!

শিষ্য। সে যাহাই হউক, যখন দিন স্থির করিয়াছেন, তখন যে রূপেই হউক শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

গুরু। সে তোমাদের পাঁচজনের হাত।

শিষ্য। অবশ্য! আপনি যে কথা বলিলেন সত্য। কিন্তু আমার সময় এবং অবস্থা ব্যবস্থা সকলিইত আপনার অজ্ঞাত নাই। নতুবা আপনাকে এত চিন্তিত হইতে হইবে কেন।

গুরু। হাঁ, তাহা না হইলে আমিই বা এত চিন্তাযুক্ত হইব কেন! সে যাহাই হউক, এক্ষণে বাপু, তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ

করিয়া যাইতেছি, কারণ, আমি বিবাহের মধ্যে আর আসিতে পারি কি না। অতএব ৭ই আষাঢ় শুক্রবার গাত্রে হরিদ্রা ও আম্রবৃক্ষান্ন, ১০ই বিবাহ এবং ১২ই পাকস্পর্শ হইবে। তোমরা অবশ্য অবশ্য যাইবে। যদি একান্তই না যাইতে পার, তাহা হইলে বিনোদকেও পাঠাইয়া দিও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রণাম! তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী গ্রহণ করুন।

গুরু। বাপু! এই ২৫৲ টাকা এ সময়ে ২৫ মোহর। আশীর্ব্বাদ করি জিরজীবি হইয়া সুখে কাল যাপন কর।

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

কৃষিপ্রণালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চিৎপুর দম্ দম্ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

বাগ্বাজার ১৪৩ নং নব-সারস্বত যন্ত্রে

শ্রীউদয়চন্দ্র ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৯। আশ্বিন।

মূল্য চারি।০ অনা।

বিজ্ঞাপন।

জগদীশ্বর প্রজাপতির কৃপায় অতি স্বল্পকাল মধ্যে কৃষি-প্রণালী দ্বিতীয় খণ্ড প্রচার হইল। এ বারে যথাসাধ্য পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া সারগর্ভ বিষয় সকল ইহাতে সন্নিবেশীত করিতে ত্রুটি করি নাই। স্থানে স্থানে বিদেশীয় কৃষিপ্রণালীর সুনিয়ম আদ্যোপান্ত যথাযথ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া অনেক মহাত্মা যে ভাবে আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অতীব আনন্দজনক, তাহাতে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া দ্বিতীয় খণ্ড প্রচার করিতে সাহসিক হইলাম। আমাদিগের প্রতি সদাত্মা গ্রাহকগণ যেরূপ দিন দিন অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ভরসা করি, ইহার তৃতীয় খণ্ড অচিরেই প্রকাশিত হইবে। ইতি

হাতিয়াড়া।
আশ্বিন, সন ১২৯৯।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
হোয়াইট ফ্ল্যাট ডচ্ টারনিপ ...	৩
(শ্বেতবর্ণ সালগমের চাষ করিবার প্রণালী)	
টারনিপ রুটেড রেডিস্ ...	৯
(এণ্ডা মুলার চাষ করিবার প্রণালী)	
রেড ডচ্ ক্যাবেজ ...	১৩
(লালবর্ণ বাঁধাকফির চাষ করিবার প্রণালী)	
ক্যাবেজ লেটিউজ ...	১৭
(ছালাদ চাষ করিবার প্রণালী)	
আর্লি হরণ ক্যারট ...	৩০
(হরিদ্রবর্ণ গাজরের চাষ করিবার প্রণালী)	
ব্লু স্প্রিএল পিজ ...	৩৫
(নীলবর্ণ মটরের চাষ করিবার প্রণালী)	
লায়মা বিন ...	৫১
(লায়মা নামক সিমের চাষ করিবার প্রণালী)	
লার্জ লেট মাউণ্টেন ক্যাবেজ ...	৫৯
(দেরিতে হইবার বৃহৎ বাঁধাকফির চাষ প্রণালী)	
কণ্টি র‍্যাডিস্ ...	৬২
(আমনে বড় মূলার চাষ করিবার প্রণালী)	
লার্জ রেড পাটনা অনিয়ন ...	৭৮
(লালবর্ণ বড় পাটনাই পিয়াজের চাষ করিবার প্রণালী)	
রাঙ্গা-আলু ...	৮৫
(রাঙ্গা-আলুর চাষ করিবার প্রণালী)	

কৃষিপ্রণালী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গুরুদেব, পুত্রের বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া শিষ্যের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ ভক্তিপূর্ব্বক কহিলেন, প্রভো! শ্রীপাটের সমস্ত মঙ্গল ত?

গুরু। হাঁ বাপু! তোমাদিগের কল্যাণে এক রকম উপস্থিত সমস্তই মঙ্গল। এক্ষণে তোমরা কুশলে আছ ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার শ্রীচরণপ্রসাদাৎ উপস্থিত আমাদের সমস্তই মঙ্গল।

গুরু। শ্রীমানের বিবাহতে কেন যাওয়া হয় নাই বাপু!

শিষ্য। সে অপরাধ আমার মার্জ্জনা করিবেন। আমি যাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই, কারণ, ঐ তারিখে আমার স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনীর শুভবিবাহের হটাৎ দিনস্থির হওয়ায়, তাঁহাদিগের কথা রক্ষার জন্য সেই স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সুতরাং আপনার শ্রীমানের বিবাহ উপলক্ষে যাইতে না পারায় বিনোদকে পাঠাইয়া দিয়াছি। এক্ষণে শুভকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত?

গুরু। হাঁ বাপু! শ্রীমান্ বাবাজীর শুভ বিবাহে কোন রূপ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই, ৺ কৃপায় এক রকম মান সম্ভ্রম সকল দিকে বজায় আছে।

শিষ্য। তবে আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন, ও স্নানাদি করিয়া সন্ধ্যা ও পূজায় ব্রতী হউন।

গুরু। আচ্ছা, পূজাদির আয়োজন করাইয়া দাও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

এইরূপে গুরু শিষ্যে কথোপকথন হওয়ার পর, ক্রমশঃ সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল। গুরুদেব বলিলেন, বৎস! আমি যে সকল কৃষি বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, এক রকম হইয়াছে, আপনি একবার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া দৃষ্টিপাত করিলেই কতদূর হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

গুরু। আচ্ছা, সময়ানুসারে দেখিয়া আসিব।

শিষ্য। তবে আপনি অন্যান্য ফসলের বিষয় যাহা বলিবেন, বলিয়াছিলেন, তদ্বিষয় পুনর্ব্বার শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। পূর্ব্বে যে সকল বিলাতি ফসলের কথা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে আরও যেগুলি বাকী আছে, আপাততঃ তন্মধ্যে এই এক রকমের কথা বলিতেছি।

প্রথম অধ্যায়।

WHITE FLAT DUTCH TURNIP.

হোয়াইট ফ্ল্যাট টারনিপ।

(সাদা সালগম)

গুরু। ইহার বীজ আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমেরিকা বা ইংলণ্ডের বীজের মূল বড় এবং খাইতে নরম ও সুস্বাদু। কিন্তু বঙ্গদেশের বীজে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায় না। মূল ছোট ছোট ও খাইতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং স্বাদও অনেকাংশে কম হয়। ইহার বীজবপন করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৪০ ভরি লাগে। দোআঁশ এবং বালি অংশ মাটীতে ইহার আবাদ ভালরূপ হয়।

শিষ্য। দেব! হোয়াইট ফ্ল্যাট টারনিপের আবাদ যদি অন্য প্রকার মাটীতে করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। এমন কোন গুরুতর দোষ ঘটে না বটে, কিন্তু বেশ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে সকল উদ্ভিদের মূল বৃদ্ধিকর (অর্থাৎ প্রশস্ত) তাহা নরম মাটিতে সহজেই যথেষ্ট বড় হয়। আর শক্ত মাটীর চাপেতে ততোধিক তেজ করিতে না পারার কারণ, মূলগুলি ছোট ছোট হয়।

আর ইহার চাষের ব্যবস্থা যে জমিতে করিতে হইবে, তাহাতে ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে পচা গোময় সার বা ভেড়ির নাদি সার বিঘা প্রতি ২৫ মোণ ছড়াইয়া দিয়া একবার চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! আপনি দুইটি সারের কথা উল্লেখ করিলেন, কিন্তু উহাতে কোন প্রকার, খইল সার দিবার আবশ্যক না হইবার কারণ কি?

গুরু। সালগমের ক্ষেত্রে খইল ব্যবহার করা কোন মতে সঙ্গত নহে। কারণ, ঐ ক্ষেত্রে খইল ব্যবহার করিলে সালগম একটু বড় অবস্থায় আকাশের জল বা সেঁচা জল পাইলে, উহাকে ভবিষ্যতে পচা ধরিয়া নষ্ট করিতে পারে, সেই জন্য সালগমের ক্ষেত্রে খইল ব্যবহার করা একেবারে নিষেধ। এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই পাঁচ মাস জমিতে প্রতি মাসে দুই পক্ষ দুই দিন দোয়ার অর্থাৎ চারিবার চাষ দিতে হয়। ইহারও ক্ষেত্রে ঠিক ঐ প্রণালীতে ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমশঃ চাস দিয়া জমি ঠিক করিয়া রাখিতে হইবে। পরে শ্রাবণ হইতে আশ্বিন এই তিন মাস চাষ দিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস চাষ দিলে তাহাতে কি হানি হয়?

গুরু। বর্ষার সময় ক্ষেত্রে চাষ দিলে তাহা বিফল হয়, কারণ বর্ষার সময় জমি নিয়তই কর্দ্দম অবস্থায় থাকে। সুতরাং ঐ সময় ক্ষেত্রে চাষ দিলে ঘাষ জঙ্গলের মূলদেশ কর্দ্দমে জড়াইয়া নিঃশেষিত হয় না; তজ্জন্য, পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক সময় মাটী হাল্কা অবস্থায় ক্ষেত্রে চাষ দিয়া রাখিতে হইবে—তাহাতে ঘাস জঙ্গলের মূলদেশ রৌদ্রে শুষ্ক হইলে, সময় মত বাছিয়া মাটী পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত। পরে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস ঐ জমির চতুর্দ্দিকের আইলগুলির প্রতি

একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কারণ কোন স্থানে আইল ভগ্ন থাকিলে সেই স্থান দিয়া জল বাহির হইয়া যাইতে পারে, এবং ঐ জলের সহিত ক্ষেত্রের সার সকল বাহিরে যাইবার সম্ভাবনা।

আর এক কথা—বর্ষার তিন মাস (অর্থাৎ যে সময় লাঙ্গল বন্ধ থাকিবে, সেই সময় ঐ ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা হস্ত দ্বারা সময় সময় উৎপাটন করতঃ, জমি পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে কার্ত্তিক মাসের প্রথম ঐ ক্ষেত্রে একবার চাষ দিয়া, দেখিতে হইবে যে, জমির মাটীগুলি ঝর্‌ঝরে হইল কি না, যদি রীতিমত ঝর্‌ঝরে ও বীজ বপনের যো উহাতে না হওয়া দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক যো না হওয়া দিন পর্য্যন্ত বীজ বপন বন্ধ রাখিতে হইবে। যে দিবস ক্ষেত্রে বীজবপনের যো দৃষ্ট হইবে, ঐ দিবস পুনর্ব্বার ঐ ক্ষেত্রে পাতলা পাতলা একবার চাষ দিয়া, পূর্ব্বে যেরূপ ক্ষেত্র একদিকে ঢাল করিবার কথা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ করিতে হইবে। তৎপরে মই কি কোদাল দ্বারা ক্ষেত্র ঠিক করিয়া দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে কোনরূপ ঘাসেরজড় আছে কি না; যদি তাহা বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ দিন একপালা (অর্থাৎ একবার) বিদা দিয়া ঘাসের জড়গুলি একত্রিত করিয়া জমি হইতে স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে হইবে। পরে প্রস্থে ২॥ হস্ত পরিমাণ ঢালের দিকে দীর্ঘে দড়ি ধরিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিসর এবং সিকি হস্ত উচ্চ আসপাশের মাটী কোদাল দ্বারা চাঁচিয়া এক একটী আইল মত করিতে হইবে। পরে উভয় আইলের মধ্যস্থিত যে ২॥ হস্ত জমি থাকিবে, তাহার নাম "পুটী জমি"।

এইরূপে সমস্ত আইলগুলি বাঁধা হইলে, দেখিতে হইবে যে, মোট কতগুলি পটী হইল। যে কয়েকটী পটী হইবে, ঐ ৪০ ভরি বীজ ঐ কয়েকটী অংশ করিয়া এক একটি পটীতে সমভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে। বীজগুলি বপন করা হইলে, ঐ পটী জমি কোদাল দ্বারা উপর উপর কোপাইয়া পরক্ষণেই হস্ত বা কোন কাষ্ঠ দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। বীজগুলি বপন করিয়া পটী জমি না কোপাইলে তাহাতে কি দোষ ঘটে?

গুরু। বীজগুলি বপন করিয়া ৫।৬ অঙ্গুলি মাটী গভীর করিয়া কোপাইলে, বীজগুলি অল্প মাটীর ভিতর যায়, সুতরাং তাহাতে ভবিষ্যতে সমধিক ফল পাইবার আশা থাকে।

শিষ্য। প্রভো! একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি, যে কোন বীজ বপন করা হউক না কেন, তৎসমস্তই কি বেশী মাটীর ভিতর দেওয়ার আবশ্যক হয়?

গুরু। না পাপু! কোন কোন প্রকার বীজ বপন করিয়া ঐ রূপে মাটীর নীচে দিতে হয়। (অর্থাৎ যে সকল উদ্ভিজ্জের মূলদেশ প্রশস্ত হইবে, তাহাদিগের বীজ ঐ প্রণালীতে বপন করা বিধেয়, সেই জন্য, মূলা, সালগম, বিট, গাজর, অ্যাসপারাগস্, ও লিক ইত্যাদির আবাদ করিতে হইলে, জমিতে গভির ভাবে লাঙ্গল দিতে হয়, এবং বীজও ঐ রূপে বপন করিতে হয়।

এইরূপে বীজ বপন করা হইলে, বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হইয়া, ৪।৫ দিন অন্তে চারা সকলের ২টি পাতা দৃষ্ট হয়। তৎপরে কেবে পাতা ফুটিয়া ৪টি পাতা দৃষ্ট হইলে, ঐ জমির ঘাসগুলি

নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। যখন ঘাস নিড়াইতে হইবে, তখন পটী জমিতে না বসিয়া কথিত আইলের উপর বসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। পটী জমির উপর বসিয়া ঘাস নিড়াইলে তাহাতে কি দোষ ঘটে?

গুরু। দোষ ঘটে বই কি! মনুষ্যের পায়ের চাপে মাটী বসিয়া যায়, এবং অসাবধানতা বশতঃ গাছের উপর পা পড়িলে চারা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। দেব! আর একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি, সালগমের বীজ পটী জমিতে না বুনিয়া হাপরে বুনিয়া চারা করিয়া সেই চারা ক্ষেত্রে বপন করিলে হয় কি না?

গুরু। না বাপু! তাহাতে ভাল হয় না, মূলগুলি ছোট হয়। একেবারে মূলার ন্যায় ভুঁইফোড় চারা হইলে, মূলগুলি প্রশস্ত হয়।

পরে, চারাগুলির ৮।১০পাতা দৃষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার ঐ জমির সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দিতে হইবে। আর ঘাস নিড়াইবার সময় সমস্ত ক্ষেত্র নিড়ান দ্বারা খুসিয়া দিয়া পরে দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রের যো নরম আছে কি টানিয়া থরথুত হইয়া যাইতেছে, এবং গাছ সকলের গোড়ায় গুটি ধরিবার উপক্রম হইতেছে কি না। যদি ঐ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, একবার জল সিঞ্চন করা নিতান্তই আবশ্যক। জল সিঞ্চনের ৫।৭ দিন পরে ঐ ক্ষেত্র সমস্ত নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া জমির যে বাঁধিয়া দেওয়া বিধি আছে। পরে, ঐ জমি খুঁচিয়া

যো বাঁধিয়া দেওয়া হইলে, দিন দিন সালগম বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর মধ্যে মধ্যে গাছের পাকা বা পচা পাতা, গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত, কারণ পাকা ও পচা পাতাগুলি হাতে হাতে ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত না করিলে সালগম মূলের পক্ষে বিশেষ হানিকর হইয়া পড়ে।

শিষ্য। উহাতে কিরূপ হানি হয়, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ঐ পাকা পাতা পচিয়া সালগমের গাত্রে সংলগ্ন হইলে, সমস্ত সালগম পচিয়া নষ্ট হইতে পারে। আর এক কথা যে ক্ষেত্রে সালগমের আবাদ করিবে, তাহার আসপাশে নিকটবর্ত্তী যেন; কোন জাতি দেশী বা বিলাতী মূলার আবাদ না করা হয়।

শিষ্য। সালগম ক্ষেত্রের পার্শ্বে মূলার আবাদ করিলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। তাহাতে দোষ হয় এই যে, মূলাগাছে আপনা হইতে এক রকম পোকা জন্মিয়া থাকে। যদিও ঐ পোকা মূলাগাছে জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু মূলার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। ঐ পোকা সালগম ক্ষেত্রে আসিলে সালগমের বিশেষ অনিষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। সালগম ব্যবহারোপযোগী হইল কি না, কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, কারণ, সালগমের গুটীধরা সময় হইতে শেষ পর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। উহা কচি ও পাকার সমান আস্বাদন।

আর এক কথা,—ইহার আবাদ প্রণালী ২।৩ রকম আছে, তাহা অন্য সময়ে বলিব। এক্ষণে টারনিপ রুটেড রেডিসের কথা বলি শুন।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

TURNIP ROOTED RADISH.

টারনিপ রুটেড রেডিস।

(এণ্ডামূলা)

ইহার বীজ ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকাতে জন্মিয়া থাকে, আবাদ প্রণালী অতি সহজ, প্রায় বার মাস করিতে পারা যায়, এবং সকল রকম মাটীতেই ইহার আবাদ হয়। কেবল অতি কঠিন পাতুরে এঁটেল মাটীতে ভালরূপ জন্মে না। এক বিঘা জমিতে ১৫০ শত ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহার আবাদ করিতে হইলে বৈশাখ মাসে জমি নির্ব্বাচন করিয়া একবার কি দুইবার চাষ দিয়া প্রতি বিঘায় পচা গোময় সার তিন গাড়ি ও ভেড়ির নাদি সার দিতে হইলে দুই গাড়ি দিতে হয়। ক্ষেত্রে সার ছড়াইয়া দেওয়া হইলে, জ্যৈষ্ঠ মাহার প্রথমে উহাতে ২।৩ বার চাষ দিয়া, ক্ষেত্রের সমস্ত ঘাস নষ্ট করিয়া রাখা উচিত। পরে আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে একবার কি দুইবার চাষ দিয়া বন্ধ রাখিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসে জমিতে চাষ দিলে

কোন উপকার পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ সময় জমিতে যে সকল ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইবে, তাহা হস্ত দ্বারা তুলিয়া বা নিড়ানের দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা আবশ্যক। আর এক কথা এই,—বর্ষার সময় জমির ভাঙ্গা আইল দিয়া জল বহির্গত না হইয়া যায়, কারণ ঐ জলের সহিত সার সকল ধৌত হইয়া যাইতে পারে. সেই জন্য পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়া উচিত।

তৎপরে, কার্ত্তিক মাসের প্রথমে ঐ জমিতে একবার কি দুইবার বা তিনবার চাষ দিয়া এক দিকে ঢাল করিতে হইবে। এবং ঐ ঢালের দিকে লম্বা করিয়া ২ বা ২॥ হস্ত অন্তর অন্তর, অর্দ্ধহস্ত পরিসর এবং সিকি হস্ত উচ্চ এক একটী আইলের মত করিতে হইবে। সমস্ত আইল ঐ রূপে বাঁধা হইলে, উভয় আইলের মধ্যস্থিত যে পটী জমি থাকিবে, তাহা কোদাল দ্বারা একবার কোপাইয়া জমির অনিষ্টকর ঘাসের জড়, ইট, খোলা খাবরা যাহা কিছু থাকে, সেই সমস্ত উত্তমরূপে বাছিয়া পরিষ্কার করতঃ কথিত ১৫০ ভরি বীজ সমভাবে বপন করিতে হইবে। বীজ বপনের পরক্ষণেই নিড়ান দ্বারা পটী জমি সমস্ত পাতলা পাতলা খুঁচিয়া দিতে হইবে এবং এক একটি পটী জমি যেমন খোঁচান শেষ হইবে, তৎক্ষণাৎ বাঁধা আইলের উপর বসিয়া হস্ত দ্বারা মাটীগুলি সমান করিয়া দিতে হইবে। জমির যো অর্থাৎ রস বিবেচনায় জমিতে বীজ বপন করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। জমির রস কিরূপে বুঝা যাইবে?

গুরু। জমির রস কতক নজরেও ধরা যাইতে পারে। নতুবা হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিলেও ঠিক ধরা যায়।

শিষ্য। হস্ত দ্বারা কি রূপে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ক্ষেত্রের মাটী এক মুঠা হস্তে লইয়া বারম্বার মুঠা আঁটিয়া ও খুলিয়া দেখিতে হইবে যে, মাটীগুলি মুঠার ভিতর সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায় কি না, যদি ঐ রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, সে দিবসও বীজ বপন বন্ধ রাখিতে হইবে। আর মুঠা খুলিলে ঐ মাটী যদি জমাট না বাঁধিয়া ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই সময়ে বীজ বপনের যো হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানা যাইবে। পরে ৩।৪দিন বাদে বীজসকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে, যখন চারা ৪।৫ পাতা দৃষ্ট হইবে, সেই সময় ক্ষেত্রের ঘাস সকল নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করা উচিত। বীজ বপনের দিন হইতে দুই পক্ষ গত হইলে ঐ এণ্ডামূলা গুটি বাঁধিয়া খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে। সেইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি যে, এণ্ডামূলার আবাদ করা অতি সহজ। পরন্তু এণ্ডামূলার গুটি ধরিলেই ক্ষেত্রে একবার জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। এণ্ডামূলার আবাদে জল সিঞ্চন না করিলেও কি চলিতে পারে?

গুরু। হাঁ বাপু! এণ্ডামূলার চাষে জল না দিলেও চলে; তবে জমির অবস্থানুসারে অর্থাৎ মাটী শুষ্ক বা নিরস বোধ হইলে, একবার জল সিঞ্চন করা আবশ্যক।

শিষ্য। এণ্ডামূলার আবাদে জলসিঞ্চন না করিলে বিশেষ কোন হানি হয় না, কিন্তু জলসিঞ্চন করিলে কি হানি হয়?

গুরু। তাহার কোন নিশ্চয় নাই বাপু! তবে মাটী বিবেচনায় হানি হইতে পারে।

শিষ্য। তবে মাটীর বিষয়টি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। যদি বালি অংশ মাটীতে এণ্ডামূলার আবাদ করা যায়, তাহাতে জল সিঞ্চন করিলে, বিশেষ উপকার হয়. কারণ বালি মাটীতে জল অল্প সময় স্থায়ী হয়, অপর মাটীর জল অধিক সময় স্থায়ি হইয়া মূলগুলিকে প্রশস্ত করিয়া তোলে, সে কারণ মূলের অন্তর্দ্দেশে ফাঁপ ধরিয়া নিরস হয়, সুতাং মূলার তীক্ষ্ণতা গুণটুকু সহজেই দূরীভূত হইয়া যায়। তজ্জন্য এণ্ডামূলার আবাদে বিশেষ জলের আবশ্যক না হইলে, জল সিঞ্চন করা বিধেয় নহে।

এইরূপে আবাদ করিলে, দেড় মাসের মধ্যে এণ্ডামূলা খাদ্যোপযোগী হয়। এক বিঘা জমি চাষ করিলে. খরচা বাদে ৩০ শত টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! এণ্ডামূল কি অবস্থায় ব্যবহার করিতে হয়?

গুরু। তাহার কোন নিরূপণ নাই, কারণ, কচি ও পুরুষ্ট উভয়ই ব্যবহার হইয়া থাকে।

ইহার আবাদ প্রণালী অন্য প্রকার যাহা আছে, তাহা সময়ানুসারে বলিব। এক্ষণে লাল কফির কথা বলি, শুন।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

RED DUTCH CABBAGE.

রেড ডচ্ ক্যাবেজ।

(লাল বাঁধা কফি)

গুরু। ইহার বীজ এ প্রদেশে জন্মে না। ইহার চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৬ভুরি বীজ ব্যবহার হইয়া থাকে। দো-আঁশ-ও পলি মাটীতে লাল কফির আবাদ ভাল হয়, এবং চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি সরিষা, তিসি ও তিলের খইল ১২ মোণ এবং রেড়ির খইল হইলে ১০ মোণ ব্যবহার করিতে হয়।

শিষ্য। রেড়ির খইল ব্যবহার করিবার নিয়ম উহা অপেক্ষা কম হইল কেন?

গুরু। অন্যান্য খইল অপেক্ষা রেড়ির খইলের তীক্ষ্ণতা গুণ অনেকাংশে বেশী, সুতরাং উহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।

শিষ্য। যদি অন্যান্য খইল অপেক্ষা রেড়ির খইল তেজস্কর হইল, তবে যে কোন ফসলেই হউক না কেন, ব্যবহার করা যাইতে ত পারে!

গুরু। না বাপু! সে উদ্দেশ্য করিয়া বলি নাই। বস্তুতঃ রেড়ির খইল যে, সার শ্রেণীর মধ্যে প্রধানতম সার, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যাঁহারা কৃষিকার্য্যের বেশ অনুসন্ধিৎসু এবং স্বয়ং ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া রেড়ির খইল ক্ষেত্রে কি কোন উদ্ভিজ্জাদিতে ব্যবহার করাইয়াছেন, তাঁহারাই

ইহার মর্ম্ম ভাল রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, নতুবা তুমি যে উদ্দেশ্য করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছ সাধারণের তাহাই সংস্কার। তজ্জন্য তোমার ভ্রম ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বলিতেছি যে, সকল উদ্ভিজ্জের পক্ষে রেড়ির খইল ব্যবহার করা সঙ্গত নহে, কারণ, রেড়ির খইল স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা গুণ বশতঃ হটাৎ তেজ করিয়া ছোট ছোট উদ্ভিজ্জ গুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। অতএব রেড়ির খইল যখন যে ফসলে ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সময় একটু সতর্ক হওয়া উচিত।

ফল কথা এই যে,—যেসকল কচি উদ্ভিজ্জ অল্পদিন স্থায়ী হয়, তাহাদিগের পক্ষে রেড়ির খইল তত উপকারী নহে। বলা বাহুল্য, অল্পবয়স্ক চারাগুলি রেড়ির খইলের তেজে মরিয়া যায়।

শিষ্য। তবে বেশী দিন স্থায়ী অথবা যে সকল গাছ তপেক্ষাকৃত বড় তাহাদেরই পক্ষে কি রেড়ির খইল উপকারী হয়?

গুরু। হাঁ বাপু!

শিষ্য। তবে লালকফি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় যাহা অবগত আছেন, তাহা বলুন।

গুরু। লাল কফির চাষকরিতে হইলে, জমির সময়মত চাষ দেওয়া, চাল মানান, ডাঁড়াবাধা, খইল পোতা, চারা প্রস্তুতের জন্য হাপর তৈয়ারী করা, বীজ বপন, এবং চারা প্রতিপালন, জমি ঠিক করা, চারা উত্তোন ও রোপণ, তাহাতে জিউনি জল দেওয়া, চারার গোড়া পাইট, জলসিঞ্চন, ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া গাছের গোড়ায় উলটা ডাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া, ২য় বার ছোপ খইল দেওয়া

জমির কারিকিত ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ড্রমহেড কফির চাষের ন্যায় করিতে হইবে। কিন্তু বাঁধাকফি কি অপর অপর কফির আবাদ এবং জমির কারিকিত করিবার সময় (অর্থাৎ নিয়মিত দিনের কিছু অগ্রপশ্চাৎ হইলে) যেমন বিশেষ হানি হইয়া পড়ে, ইহাতে তদ্রূপ দেখা যায় না, এতদ্ব্যতীত ইহার আরও একটী প্রধান গুন দেখা যায় যে, অন্যান্য কফি অপেক্ষা কিছু বেশী দিন স্থায়ী হয়, এবং কফি সকল নিঃশেষিত হওয়ার পর ইহাকে অতিরিক্ত দুই এক মাস রাখিলেও আস্বাদনের তফাৎ কি অন্য কোনরূপ হানি হয় না।

শিষ্য। মহাশয়! তবে ইহার চাষ অন্য সময়ে করিলেও ত ভাল হয়!

গুরু। বারমেসে কফি ভিন্ন অপর কোন কফির চাষ হেমন্ত ও শীত ঋতু ব্যতীত হয় না, কারণ, ঐ সময় অজস্র শিশির পড়ে বলিয়া কফির পক্ষে যথেষ্ট উপকার হয়। অন্যান্য সময় চারা প্রস্তুত হইয়া কোন প্রকারে বড় হইলেও তাল বাঁধিয়া খাদ্যোপযোগী হয় না। সুতরাং এ দেশের হৈমন্তিক ফসলের সহিত কফিসমূহকে তুলনা করিলেও করা যাইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! এই কফির চারা আষাঢ় মাসে না করিয়া যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে কিম্বা শ্রাবণ মাসে করা যায়, তাহা কি হইতে পারে না?

গুরু। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধীয় কথা কোন সময়ে উল্লেখ করিয়াছিলাম, বোধ হয় তাহা তুমি বিস্মরণ হইয়াছ। সকল বৎসরের কথা বলা যায় না, কারণ, বৎসরের মধ্যে ছয় ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সুতরাং যেঋতুতে যেফসল ভালরূপে উৎপন্ন হইবে,

তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হয়। কোন কোন বৎসর এরূপ দেখা যায় যে বর্ষা কিছু জ্যাঠ অর্থাৎ অগ্রে আরম্ভ হইয়া শেষে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত থাকে, আর কোন কোন বৎসর শ্রাবণ মাস হইতে আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত থাকে, সুতরাং বর্ষা তিরোহিত না হইলে হেমন্তের আগমন হইতে পারে না, সেই জন্য বর্ষার তিন মাসের মধ্যে চারা প্রস্তুত করিয়া হেমন্তের প্রারম্ভে জমিতে রোপণ করিতে হইবে তাহা হইলে রীতিমত কার্য্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। তবে যে মাসে যে যে ফসল করিতে হইবে, আপনি যে, বার মাসের তালিকায় অবধারিত করিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত না কি?

গুরু। বার মাসের তালিকায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে. তদ্বিষয়ে অনেক বিবেচনা করিয়া সময় স্থির করা হইয়াছে।

আর এক কথা,—লাল কফি ইংরাজেরা বড় পসন্দ করে, বস্তুতঃ দেখিতে বেশ সুন্দর এবং উহাতে "জেলি" তৈয়ারী হয়। আর গ্রীষ্ম পড়িলে অন্যান্য বাঁধাকফিতে যেমন অন্য রূপ গন্ধ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইহাতে দেখা যায় না। ইহার অন্য রকম আবাদ সময়ানুসারে বলিব।

শিষ্য। দেব! আপনি যে সকল বিলাতি ফসলের বিষয় বর্ণনা করিলেন, তৎসমস্ত শ্রুত হয়াতে পরম প্রীতি লাভ করিলাম। যে বিষয় যত প্রীতিকর ততই তাহা বাঞ্ছনীয়। অতএব অন্য রকম বিলাতি ফসলের বিষয় যাহা অবগত আছেন তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। তবে আর একরকম বিলাতী "ক্যাবেজ লেটিইউসের" কথা বলি শুন।

শিষ্য। "ক্যাবেজ লেটিইউস" কি প্রকার?

গুরু। উহা এক প্রকার শাকের মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু দেখিতে ঠিক কফির ন্যায়।

শিষ্য। উহার আবাদ কি রূপে করিতে হয় প্রভো!

ইতি তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

CABBAGE LATTUCE.

ক্যাবেজ লেটীইউস।

(কফির ন্যায় ছালাদ)

গুরু। এই ছালাদের বীজ সকল স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, স্থান বিশেষে ফসলের রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার চাষ করিতে হইলে, বিঘা প্রতি ৪ ভরি বীজ আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু জমি বিবেচনায় ৬।৭ ভরি লাগিবার সম্ভাবনা। ছালাদসম্বন্ধে চাষের ব্যবস্থা করিতে হইলে, বালিঅংশ দো-আঁশ এবং "বারমেসে জমিতে" করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। "বারমেসে জমি" কিরূপ ও কাহাকে বলে, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বিস্তারিত রূপে বুঝাইয়া বলুন।

গুরু। যে জমিতে বৎসরাবধি কোন ফসল তৈয়ারী না করিয়া প্রতিমাসে ২।৩।৪ বার লাঙ্গল দিয়া জমির ঘাস মারিয়া পরিষ্কার রাখা হয়, উহাকে সাধারণতঃ "বারমেসে জমি" বলিয়া উল্লেখ হয়। চাষের জন্য জমি নির্ব্বাচন হইলে, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি চার গাড়ি অর্থাৎ ৪০ মোণ পচা গোময় বা ভেড়ির নাদী সার ৩০ মোণ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া লাঙ্গল দিতে হইবে, আর খইল সার দিতে হইলে অষাঢ় মাসে সরিষা বা তিসির খইল ১২ মোণ দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে ২।৩।৪ বার রীতিমত লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া পাতলা পাতলা একবার "এককেড়ে" মই দিয়া ক্ষান্ত থাকা উচিত।

শিষ্য। পাতলা পাতলা "এককেড়ে" মই দেওয়া কিরূপ? তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। জমিতে মই দিবার দুই প্রকার নিয়ম আছে,—এক প্রকার নিয়ম,—বীজবপনের পর যে মই দিতে হয়, সেই মইয়ের উপর দুই জন লোক উঠিয়া মই দিতে হইবে। এবং ঐ মই একবার দিয়া পুনর্ব্বার পাল্‌টা করিয়া দিলে তাহাতে মাটী ভালরূপ চাপিয়া বসে। ঐ রূপ মই দেওয়াকে সাধারণে দো-কেড়ে মই দেওয়া বলে। আর যে জমিতে বীজ বপন করা হয় নাই, কেবল জমির যো মাত্র ঢাকা দিবার জন্য যদি মই দেওয়ার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, অপেক্ষাকৃত ছোট একখানি মই লইয়া, তাহার উপর এক জন লোক উঠিয়া একবার ঘোরাইয়া ফেরাইয়া ছাড়িয়া দিলে উহাকে সাধারণে "এককেড়ে" মই দেওয়া বলে। ঐ জমিতে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস

চাষ দেওয়ার আবশ্যক না হওয়াতে, ঘাস জঙ্গল যদি তাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে একবার নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দিতে হইবে। পরে কফির বীজ বপনের জন্য যে, '১ম হাপর তৈয়ারী করা হইয়াছিল, তাহা অনর্থক পড়িয়া আছে, এ কথা আমি (পূর্ব্বেও বলিয়া রাখিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি) উক্ত হাপরটি কার্ত্তিক মাসের প্রথম আচ্ছাদিত করিয়া স্থানটি কোদালদ্বারা উপর উপর (অর্থাৎ ৫।৬ অঙ্গুলি গভীরতায়) একবার কোপাইয়া মাটীগুলি পূর্ব্বের ন্যায় হস্তদ্বারা গুড়া করিয়া বেশ সমান ভাবে চারাইয়া দিতে হইবে। পরে, উহাতে কথিত ঃ ভরি বীজ বপন করতঃ হস্তদ্বারা উত্তমরূপে মাটীগুলি চাপিয়া তদোপরে সামান্য গুড়া মাটী ছড়াইয়া বীজগুলিকে ঢাকা দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। অপর অপর কফি প্রভৃতির বীজ বপনের সময় মাটী চাপিয়া দেওয়ার কথা কিছু ত উল্লেখ করেন নাই, এই ছালাদের বীজ বপনের সময় মাটী চাপিয়া দিতে হইবে কেন ?

গুরু। কেবল ছালাদের বীজ বপনের সময় কেন, যে সকল বীজ ছালাদের ন্যায় হাল্কা তৎসমস্তই বীজের উপর ঐ নিয়ম বর্ত্তিতে পারে, কারণ হাল্কা বীজ সকল হটাৎ মাটীর সহিত লিপ্ত হয় না, তাহাতে আবার জলসিঞ্চন করিলে বীজগুলি সমস্ত সহসা স্থানান্তরিত হইয়া পড়ে, সুতরাং সরিয়া যাইলে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত জন্মে। তাই বলিতেছি যে, এই কথাটি স্মরণ রাখিও, (হাল্কা বীজগুলি বপন করিয়া হস্ত বা পদ দ্বারা হাপরের মাটীগুলি যেন চাপিয়া দেওয়া হয়)।

শিষ্য। প্রভো! যেরূপে ইহার চারা তৈয়ারী করিতে হইবে, তদ্বিষয় কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কিন্তু ঐ প্রণালীমত বীজ বপন না করিয়া, একেবারে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া আবাদ করিতে হইলে, কিরূপ নিয়মে করা উচিত?

গুরু। ছালাদের চাষ করিবার ২।৩ রকম প্রণালী আছে। তাহা সময়ানুসারে বিশেষ করিয়া বলিব। এক্ষণে সাধারণতঃ যাহাতে হটাৎ কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই, তাহাই বলিতেছি।

প্রথমতঃ হাপরে বীজ বপন না করিয়া একেবারে ক্ষেত্রে বপন করিলেও, ছালাদের চাষ হইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে ২।৩ প্রকার দোষ ঘটে।

শিষ্য। কি কি দোষ প্রভো!

গুরু। একটি দোষ এই যে, বীজ বেশী পরিমাণে এমন কি চতুর্গুণ বপন করিতে হয়। আর এক দোষ এই যে, পীপিলিকা ইহার একটি প্রধান শত্রু, উহারা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া বীজসমস্ত খাইয়া ফেলে, তাহার প্রতিকার করা ক্ষেত্রে তত সুবিধা হয় না; হাপরে পীপিলিকা ধরিলে অল্প স্থান বলিয়া সর্ব্বদাই তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। তজ্জন্য হাপরে বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিলে ভাল হয়।

যে দিবস ছালাদের বীজ বপন করিতে হইবে, সেই দিবস হাপরক্ষেত্রে জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই। পর দিবস অপরাহ্নে সামান্য জল দিতে হইবে। ছালাদের বীজ অঙ্কুরিত হইতে ৫।৬ দিবস লাগিবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! আপনি বলিলেন যে, হাপরে পীপিলিকা ধরিলে তাহার প্রতীকার করা যায়, তাহা কি রূপে করিতে হইবে?

গুরু। চারা অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত এমন সতর্ক ভাবে থাকিতে হইবে যে, হাপরক্ষেত্রে পীপিলিকা প্রবেশ না করে, যদি একটি দৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ হাপরের চতুর্দ্দিকে কোনরূপ কাঠের ছাই গুড়া করিয়া সরু অর্থাৎ ১।৩ অঙ্গুলি পরিসর এবং উচ্চ আইল বাঁধিয়া দিতে হইবে, তাহাতেও যদি নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে একটি ঝুনা নারিকেল ভাঙ্গিয়া ২।৩।৪ খানি করতঃ হাপরক্ষেত্রে স্থান বিবেচনায় রাখিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলে, নারিকেলের ঘ্রাণ পাইয়া পীপিলিকাগুলি দ্রুত গতিতে আসিয়া নারিকেলে প্রবৃষ্ট হয়। ক্রমে ক্রমে যখন সমস্ত পীপিলিকা আসিয়া নারিকেলে প্রবৃষ্ট হইবে, সেই সময় মালসা বা হাঁড়িতে আগুন করিয়া ঐ আগুনের উপর ঐ নারিকেল নিক্ষেপ করতঃ পীপিলিকাগুলিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ ২।৩ ঘণ্টা করিলে সমস্ত পীপিলিকা নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই ত বাপু পীপিলিকা নিবারণের উপায় ও কৌশল। এক্ষণে বীজসম্বন্ধীয় আর কিছু বলি শুন, হাপরক্ষেত্রে যে সময় বীজ বপন করিতে হইবে, এমন ভাবে পাতলা করিয়া বপন করিতে হইবে যে, যেন দীর্ঘে প্রস্থে দুই অঙ্গুলি অন্তর অন্তর এক একটি বীজ পড়ে।

শিষ্য। অপর কফি অপেক্ষা ইহার বীজ পাতলা বপন করিবার কারণ কি?

গুরু। অপর বীজ সম হাপরে অঙ্কুরিত হইয়া চারা

প্রসব করিলে ২য় হাপরে পাতলা ভাবে যেমন নাড়িয়া বসাইতে হয়, সে রূপ ইহার চারাকে আর নাড়িয়া বসাইতে হয় না। বস্তুতঃ ছালাদের বীজ বপন কালে পাতলাভাবে বপন করিলে, সহজে চারা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

শিষ্য। অপর কফির বীজের ন্যায় ইহার বীজ ঘন ভাবে বপন করিয়া, তাহাতে চারা বাহির হইলে, সেই চারা যদি দ্বিতীয় বার হাপরে রোপণ করা যায় তাহাতে কি কোন অনিষ্ট হয়?

গুরু। চারাগুলিকে নাড়িয়া অন্য স্থানে বসাইলে কোন হানি হয় না বটে, কিন্তু কফির চারা যেমন বীজ হইতে বাহির হইয়া স্বল্প সময় মধ্যে ১ বা ১॥ অঙ্গুলি পরিমাণ লম্বা হওয়ায় উহাকে হস্তে ধরিয়া স্থানান্তরিত করা যায়, ছালাদের চারা সে রূপ লম্বা হয় না—প্রথম হইতেই মাটীর সহিত লিপ্ত হইয়া থাকে, একারণ কচি চারাগুলিকে স্থানান্তরিত করার পক্ষে বিশেষ অসুবিধা হয়, তজ্জন্য যে স্থানের চারা সেই স্থানেই তৈয়ারী করাই সর্ব্বতোভাবে ভাল।

ছালাদের বীজ বপন করার পর অপরাহ্নে হাপর ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে জল, অতি সাবধানের সহিত হস্ত দ্বারা ছড়াইয়া দিতে হইবে; কারণ অসাবধানে জল দিলে বড় বড় ফোঁটার আঘাতে যদি কোন কোন বীজ স্থানান্তরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই সকল বীজ আর অঙ্কুরিত হয় না। সেই জন্য ছালাদ ও-পিঁয়াজের হাপরে অতি সাবধান পূর্ব্বক জল ব্যবহার করিতে হয়। হাপরে বীজ বপন করার সময় হইতে যে পর্য্যন্ত চারাগুলির ৪।৫টি পাতা দৃষ্ট না হয়, সেই পর্য্যন্ত (কফি ইত্যাদির হাপরের ন্যায়) সময় সময় ঢাকা দেওয়া এবং

খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে এ কথা বিশেষ করিয়া বলিয়াছি। তৎপরে ছালাদের চারার ৫।৬টি পাতা হইলে, হাপরের আচ্ছাদন রাখিবার আর আবশ্যক নাই।

শিষ্য। কফির চারার হাপর বহুদিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু ছালাদচারার হাপরাচ্ছাদন শীঘ্র মোচন করিয়া দিতে হইবে কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, কফির চারা যেরূপ নরম হয় ছালাদের চারা তদ্রূপ নরম হয় না। ছালাদের চারা ৩।৪টি পাতা সমন্বিত বড় হইলেই সহসা সাড়োল শক্ত হইয়া থাকে, সেই জন্য ইহার হাপরে বেশী দিন আচ্ছাদন রাখিবার আবশ্যক নাই। আর এক কথা—কফির চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, বীজ বপনের দিন হইতে প্রায় ২ বা ২॥ মাস সময় লাগে, ইহার চারা প্রস্তুত করিতে হইলে ১ বা ১। সওয়া মাসের অধিক সময় লাগে না।

পরে, অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম, যে জমিতে সার ছড়াইয়া চাষ দিয়া রাখা হইয়াছে, উক্ত জমিতে একবার কি দুইবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ ও দুই বার মই দিয়া এক দিকে সামান্য ঢাল করিতে হইবে, এবং ঐ ঢালের দিকে লম্বভাবে প্রস্থে তিন হস্ত অন্তর অন্তর অর্দ্ধ হস্ত পরিসর এবং উচ্চ, আসপাশের মাটী কোদাল দ্বারা চাঁচিয়া এক একটি আইল মত করা আশ্যক। এই রূপে আইল গুলি তৈয়ারী হইলে, উহার মধ্যে মধ্যে যে তিন হস্ত পটীজমি থাকিবে, ঐ জমি সমান পাঁচ অংশ করিয়া, উহাতে লম্বভাবে ৪ গাছি দড়ি ফেলিতে হইবে এবং ঐ দড়ির গায়ে গায়ে ২॥ পোয়া অন্তর অন্তর নিড়ানদ্বারা একএকটি

খুবি কাটিয়া, অপরাহ্নে প্রতি খুবিতে একটী করিয়া চারা রোপণ করতঃ আবশ্যক মত জল ব্যবহার করা উচিত। হাপর হইতে চারা উত্তোলন করিবার সময় এরূপ সাবধান হইয়া তুলিতে হইবে যে, যেন চারাগুলির মূলদেশে কিছু কিছু মাটী থাকে, ও চারার শিকড়গুলি অধিকন্তু না ছিঁড়িয়া যায়, সেই জন্য অগ্রে দেখা উচিত যে, হাপরে মাটী কিছু নরম আছে কি শুষ্ক আছে, যদি নিরস বোধ হয়, তাহা হইলে চারা উত্তোলন করিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে হাপরে অল্প পরিমাণে জলদিয়া মাটী নরম করতঃ চারাগুলি উত্তোলন করিতে হইবে, তাহা হইলে চারাগুলির সিকড় ছিঁড়িবার আর আশঙ্কা থাকিবে না।

শিষ্য। দেব! আর একটী কথা, আপনাকে নিবেদন করি, যদি কতকগুলি চারা একেবারে উত্তোলন করিয়া কোন কারণ বশতঃ সেই দিনে সমস্ত রোপণ করা না হয়, তাহা হইলে পরদিন সেই চারাগুলি রোপণ করা যায় কি না?

গুরু। অদ্যকার চারা কল্য রোপণ করিলে তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না, কিন্তু চারাগুলিকে রীতিমত ভাল স্থানে সাবধান পূর্ব্বক রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! আমি কৃষি বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ, যে হেতু সামান্য বিষয় লইয়া বারম্বার প্রশ্ন করিতেছি। আপনি যে সকল বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করেন, তাহা আমার পক্ষে অতীব জটিল বলিয়া বোধ হয়। অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রীত মনে উক্ত চারা রক্ষার্থে কিরূপ স্থান নির্ণয় করিতে হইবে, এবং কি ভাবে রাখিয়া দিলে পরিণামে তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না, সেই কথাগুলি বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। যে সকল চারা কল্য রোপণ করিবার জন্য রাখা হয়, তাহাদিগকে কোন একটি পাত্রে (অর্থাৎ ঝুড়ি বা বাজরায়) সোজা ভাবে বসাইয়া রাত্রিযোগে শিশিরে রাখিয়া দিতে হইবে, এবং পরদিন দিবাতে কোন নিরাপদ শীতল স্থানে স্থাপন পূর্ব্বক অপরাহ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করা বিধেয়।

শিষ্য। চারাগুলি ঝুড়িতে রাখিবার সময় সোজা ভাবে না রাখিয়া যদি কাইতভাবে রাখা হয়, তাহা হইলে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। দোষ ঘটে বৈকি, কাইতভাবে রাখিয়া দিলে রাত্রির মধ্যে চারা সকল স্বাভাবিক মাথা খাড়া করে, তাহাতে চারা বাঁকিয়া যায়, সুতরাং ঐ বাঁকা চারা রোপণ করিলে ভবিষ্যতে দেখিতে কদর্য্য ভাব হয়। এইরূপে চারাগুলি সমস্ত ক্ষেত্রে রোপণ করা হইলে ২।৩ দিন অপরাহ্নে, একটু একটু জিউনি জল দিতে হইবে। তৎপরে ৫।৭।১০ দিন গত হইলে, চারা সকল অল্প সড়োল (অর্থাৎ জমিতে সংলগ্ন) হইলে একবার নিড়ান দ্বারা গোড়াগুলির চতুর্দ্দিকে ৪ অঙ্গুলি ব্যবধানে উস্কাইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু খুঁচিয়া দেওয়ার সময় যেন এক অঙ্গুলি পরিমাণ গভির করিয়া খুঁচিয়া দেওয়া হয়। তৎপরে ১০।১২ দিন গত হইলে, কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা (অর্থাৎ ৩ অঙ্গুলি গভিরতায়) সমস্ত ক্ষেত্র কোপাইয়া, হস্ত দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করা আবশ্যক। পরে ক্ষেত্রের মাটী অল্প শুষ্ক হইলে, (অর্থাৎ ৫।৬ দিন বাদে) একবার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করা বিধেয়; এবং ঐ জলসিঞ্চনের ৫।৭।৮ দিন অন্তে দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রের মাটী কর্দ্দমের ন্যায় রহিয়াছে, কি ঝর্‌ঝরে

হইবার যো হইয়াছে, যদি মাটী বেশ ঝর্‌ঝরে দেখা যায়, তাহা হইলে, পুনর্ব্বার ৫।৭।৮ অঙ্গুলি গভীর করতঃ সমস্ত ক্ষেত্র কোদালু দ্বারা কোপাইয়া, ঐ দিবস কি তৎপর দিবস হস্ত দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করা কর্ত্তব্য। পরে ১০।১৫ দিন বাদে দেখিতে হইবে যে, ছালাদগাছ "চাক ধরিয়া" উঠিবার উপক্রম হইয়াছে কি না?

শিষ্য। মহাত্মন্! কৃষি সম্বন্ধীয় নানাবিধ কথা শুনিয়া আমি আনন্দে পরিপ্লুত হইতেছি। যতই নূতন নূতন কথা আমার কর্ণগোচর হইতেছে, ততই আমি ঐ কথার মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিতেছি। অতএব "চাকধরা" কাহাকে বলে, এবং তাহা কিরূপ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। "চাকধরা" সম্বন্ধে সাধারণতঃ একটী কথা এই যে, গাছের পাতা বড় বড় কফির ন্যায় হইয়া মাটীতে লুটিয়া পড়াকে "চাকধরা" বলে। চাকধরা (অর্থাৎ পত্র লুটিয়া পড়া) অবস্থা যদি দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা হইলে ছালাদ ক্ষেত্রে আর একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এই জল দেওয়ার ৭।৮দিন পরে দেখা উচিত ছালাদক্ষেত্রে মনুষ্য যাতায়াত করিলে, পা বসিয়া যায় কি না, যদি পা না বসে, অথচ অল্প পরিমাণে রস আছে বলিয়া অনুভব হয়, তাহা হইলে, ঐ সময় কিছু কলার ছোটা কিম্বা বিচালী আনিয়া ছালাদ গাছের পাতাগুলি একত্রিত করতঃ ঐ বিচালীর বা কলার ছোটার দুই চারিগাছি লইয়া, অতি সাবধান পূর্ব্বক প্রত্যেক গাছে জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু এমন সতর্কতার সহিত

বাঁধিতে হইবে যে, যেন ঐ সময় হস্তের চাপে পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া না যায়। আর গাছগুলি বাঁধিয়া দিবার উপযোগী হইয়াছে কি না, ইহা অগ্রে জ্ঞাত হইয়া উক্ত কার্য্যে ব্রতী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শিষ্য। ছালাদ গাছ বাঁধিয়া দিবার উপযোগী হইয়াছে, কি অনুপযোগী আছে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। তাহা জানিবার উপায় এই যে, ছালাদ গাছ ছোট অবস্থায় পাতাগুলির বর্ণ ঘোর সবুজ থাকে, ক্রমে ক্রমে যত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, ঈষদ সফেদ বর্ণ হইয়া, পাতাগুলি ক্রমশঃ মোটা বা পুরু হয়, এবং হস্ত দ্বারা টিপিয়া ধরিলে মুচ মুচ করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি, কফির ন্যায় ছালাদ তাল বাঁধে কি না?

গুরু। বৎস! তোমার প্রশ্নের ভাবার্থ অতিশয় সহজ হইলেও আমার পক্ষে অতিশয় গুরুতর হয়, কারণ, তুমি যে ভাবে প্রশ্ন কর, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, তজ্জন্য আমাকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া প্রত্যুত্তর করিতে হয়। আমি মনে করি (যে বিষয়ই হউক না কেন) সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করিব, কিন্তু তদ্বিষয়ে তুমি রীতিমত মীমাংসা না হইলে ছাড় না; অতএব সহজ প্রশ্ন হইলেও আমার পক্ষে যে গুরুতর, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর এই যে, কফির ন্যায় শক্ত হইয়া ছালাদ তাল বাঁধে না।

শিষ্য। দেব! কার্য্য হইলেই কারণ থাকিবেই থাকিবে।

যখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ছালাদকে কঞ্চির ন্যায় বন্ধন করিতে হইবে, অথচ তাল বাঁধিবে না, সুতারাং তাহাতে কারণ থাকিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব সরলান্তঃকরণে বলুন দেখি যে, তবে স্থানান্তর হইতে বিচালী বা কলার ছোটা আনয়নপূর্ব্বক পরিশ্রম করিয়া ছালাদকে বাঁধিবার কারণ কি ?

গুরু। তাই ত বলি, তুমি মীমাংসা না হইলে ত ছাড়িবে না! বাঁধিবার কারণ এই যে, ছালাদকে বন্ধন করিলে, ভিতরের পাতা কোচড়াইয়া দুগ্ধের ন্যায় সাদা হয়, এবং অতিশয় নরম ও মুচমুচে এবং আস্বাদনও ভাল হয়। এইরূপে বন্ধন কার্য্য সম্পন্ন হইলে, ১৫ দিন পরেই ছালাদ খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে। ইহার বীজ বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে পারিলে, আবাদ সহজেই করা যায়। এই প্রণালীতে ছালাদের চাষ করিলে, এক বিঘা জমিতে খরচ কম বেশী বাদে ৫০৲ টাকা লাভ হয়।

শিষ্য। প্রভো! অন্যান্য চাষ করিলে বেশী লাভ হয়, কিন্তু ইহার চাষে লাভাংশ এত কম হয় কেন ?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, ছালাদ আমাদের দেশে তাদৃশ প্রচলিত না থাকায়, অনেকেই তাহা ব্যবহার করিতে জানেন না, সুতরাং বিক্রয় কম হইলে লাভাংশও কম হইবার সম্ভাবনা। অহো! আর একটী কথা ভুলিয়া গিয়াছি বাপু!

শিষ্য। কি কথা প্রভো!

গুরু। কথাটা এই, ছালাদে ছোটা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়ার পর, যদি কোন দিন কোন সময়ে আকাশের বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে পরক্ষণেই ছোটাগুলি খুলিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! এত পরিশ্রম করিয়া বাঁধিয়া আবার খুলিয়া দিতে হইবে কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, ছালাদের বন্ধন অবস্থায় আকাশের বৃষ্টি পতিত হইলে, ছালাদের ভিতরে জল প্রবেশ করে, সেই সময় না খুলিয়া দিলে জল বহির্গত হইতে পারে না।

শিষ্য। ছালাদ হইতে জল যদি বহির্গত না হয়, তাহা হইলে কি দোষ হয়?

গুরু। ছালাদে জল প্রবেশ করিয়া ২।৪ দিন থাকিলে ছালাদের পাতায় হাজা ধরিয়া ক্রমশঃ নষ্ট করিতে থাকে। (যদিও এককালীন পচিয়া নষ্ট না হয়) আস্বাদনও অনেকাংশে তফাৎ হয়। সেই জন্য ছালাদ হইতে জল প্রক্ষেপ হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত বাঁধিয়া দেওয়া উচিত, কারণ, বেশী সময় খোলা থাকিলে রৌদ্র ও শিশির ভোগ দ্বারা ক্রমশঃ উহার মচ্‌মচে গুণটুকু দূরীভূত হইয়া যায়।

শিষ্য। ছালাদের আবাদের বিষয় বিশেষ রূপে শুনিয়া তাহার মর্ম্ম অবগত হইলাম। এক্ষণে অন্য কোন সবজী বিষয়ের কথা উল্লেখ করুন।

গুরু। তবে ক্যারটের আবাদের বিষয় বলি শুন।

শিষ্য। ক্যারট কি প্রকার প্রভো!

গুরু। ক্যারট (হরিদ্রাবর্ণ মূলার ন্যায় একপ্রকার গাজর)।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে উক্ত বিষয় বর্ণন করিয়া চির কৃতজ্ঞতাপাশে আমাকে আবদ্ধ করুন।

ইতি চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

EARLY HORN CARROT.

আর্লি হরণ ক্যারট।

(হরিদ্রা বর্ণ মূলার ন্যায় সিঙ্গে গাজর)।

গুরু। আর্লি হরণ ক্যারটের বীজ অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষ পোলি ও দোআঁশ মাটীতে ভাল হয়, এবং বিঘা প্রতি ৮০ ভরি বীজ ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার আবাদ করিবার জন্য যখন জমি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, সেই সময় বিশেষ রূপে জানা উচিত যে, জমিখানি যেন "বারমেসে" হয়, কারণ, "বারমেসে জমি" গাজরের পক্ষে বিশেষ হিতজনক। নিতান্ত যদি বারমেসে জমি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে "খিলভাঙ্গা বারমেসে জমিতে" করিলেও চলিতে পারে।

শিষ্য। "খিলভাঙ্গা বারমেসে জমি" কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। "খিলভাঙ্গা", "খিলভাঙ্গা বারমেসে" ও "বারমেসে" ইহাদের বিবরণ যদি বিশেষ রূপে শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে বলি শুন। কিন্তু "বারমেসে জমির" কথা ছালাদের চাষের সময় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা যদি ভালরূপে না বুঝিয়া থাক, তাহাও আর একবার বলি শুন। যথা—যে জমি কার্ত্তিক মাসে এক বার কি দুইবার লাঙ্গলের দ্বারা চাষ দিয়া ফেলিয়া

রাখা হয়, (অর্থাৎ পতিত থাকে) তাহাকে কেবল "খিলভঙ্গা জমি" বলা যায়। আর যে জমিতে কার্ত্তিক মাস হইতে লাঙ্গলের চাষ প্রতি মাসে ২।১ বার করিয়া দেওয়া হয়, অথচ জমির ঘাস জঙ্গল সম্পূর্ণ রূপে মরে না এবং কোন ফসলও তাহাতে করা হয় নাই, তাহাকে খিলভাঙ্গা বারমেসে জমি" কহে। আর যে জমিতে কার্ত্তিক হইতে প্রতিমাসে ২ দফায় ৪ বার চাষ দিয়া জমির ঘাস মারিয়া রাখা হয়, অথচ জমিতে কোন ফসল করা হয় নাই, তাহাকে "বারমেসে জমি" বলা যায়।

ইহার আবাদ সম্বন্ধে যে জমি নির্ব্বাচন হইবে, তাহাতে ফাল্গুন বা চৈত্র মাহায় বিঘা প্রতি ভেড়ির নাদি সার চার গাড়ী (অর্থাৎ ৪০ মোণ ব্যবহার করিতে হইবে, নতুবা পচা গোময় সার ৫ গাড়ি অর্থাৎ ৫০ মোণ) সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া একবার কি দুইবার লাঙ্গল দিয়া, সারগুলি মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে ২।১ বার চাষ দিয়া, একপালা পাতলা পাতলা মই দেওয়া আবশ্যক। আর যদি খইল সার জমিতে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে, শ্রাবণ মাসের প্রথমে বিঘা প্রতি ২৫ মোণ সরিষা বা তিল কিম্বা তিসির খইল দিতে হইবে। আর যদি রেড়ির খইল দিতে হয়, তাহা হইলে ২০ মোণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। যে প্রকারের খইল হউক না কেন, এইরূপে এককালীন জমিতে ছড়াইয়া দিয়া একবার কি দুইবার চাষ দেওয়া উচিত। সারেতে মাটীতে রীতিমত মিশ্রিত করিয়া পাতলা পাতলা একপালা মই দিয়া, এমন ভাবে সতর্ক থাকা উচিত, যেন বর্ষার তোড়ে ক্ষেত্রের আসপাশের আইল গুলি না ভাঙ্গিয়া

যায়, যদি তাহাই ঘটে, তাহা হইলে, মধ্যে মধ্যে আইলগুলি বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (ভগ্ন আইল দিয়া ঐ জলের সহিত সার সকল বহির্গত হইয়া যাইতে পারে)। এই রূপ সাময়িক কার্য্য অতিবাহিত হইলে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে উক্ত জমিতে আর লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ঐ দুই মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে সে সকল ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইবে, তাহা মধ্যে মধ্যে নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া কিম্বা হস্তের দ্বারা উৎপাটন করিয়া জমির বহির্দ্দেশে ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে, কার্ত্তিক মাসে ঐ ক্ষেত্রে এক দিন দোয়ার চাষ দিয়া দেখিতে হইবে যে, উহাতে বীজ বপনের যো হইতে (অনুমানে) কয়দিন বিলম্ব আছে। যে দিবস ক্ষেত্রে বীজ বপনের সুবিধা বোধ হইবে, সেই দিবস পুনর্ব্বার একবার পাতলা পাতলা লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া, এক দিকে সামান্য ঢাল করা উচিত; এবং প্রস্থে ২॥ হস্ত অন্তর অন্তর ঐ ঢালের দিকে লম্বভাবে এক একটি দড়ি ফেলিতে হইবে। পরে ঐ দড়ির আসপাশ হইতে কোদাল দ্বারা মাটী চাঁচিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিসর ও উচ্চ, এক একটি আইল মত করিয়া সমস্ত ক্ষেত্র ঠিক করা আবশ্যক।

গাজরের বীজ বপন সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রণালী সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয়। যথা,—প্রথমতঃ এই এক প্রণালী; কথিত ৮০ ভরি বীজ সংগ্রহ করতঃ ঐ আইলের মধ্যস্থিত যে পটীজমি আছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বীজগুলি তদনুযায়ী অংশ করিতে হইবে; এবং ঐ এক এক অংশ বীজ, এক একটী পটীতে বপন করিয়া পরক্ষণেই কোদাল দ্বারা ৪।৫ অঙ্গুলি গভিরতায় ঘন ঘন

খুচিয়া মাটীগুলি হস্ত দ্বারা রীতিমত সমান করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে, এক দিন কি দুই দিন বাদে ঐ বীজের উপর একবার জল সিঞ্চন করিলে, ১৯।২০ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে বিটপালমের বীজ সম্বন্ধে যেরূপ নিয়ম উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, (অর্থাৎ বীজগুলিকে সূর্য্যোত্তাপিত জলে ভিজাইয়া রেড়ির পাতায় পুটুলি করতঃ রাত্রিযোগে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দেওয়া উচিত।) কথিত প্রণালী অনুসারে বীজ-গুলি অঙ্কুরিত হইলে, পরে বপন করিয়া সমস্ত পটীর মাটী হস্ত দ্বারা সমান করা বিধেয়। এইরূপ নিয়মে কার্য্য করিলে, অচিরে, এমন কি ৫।৬ দিনের মধ্যে বীজ সকল চারা প্রসব করে। কিছু দিন পরে, চারাগুলি ৫।৬ অঙ্গুলি বড় হইলে, ক্ষেত্রের ঘাস সমস্ত নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে, কিন্তু ঘাসগুলি নিড়াইবার সময় কথিত আই-লের উপর বসিয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পটী জমির সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দিতে হইবে। ঘাসগুলি রীতিমত নিড়ান হইলে, সমস্ত ক্ষেত্র দুই অঙ্গুলি গভীরতায় নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে ১৫ দিন গত হইলে একবার জলসিঞ্চন করা বিধেয়। এই জলসিঞ্চনের পর ৫।৬ দিন বাদে পুনর্ব্বার নিড়ান দ্বারা পূর্ব্বমত সমস্ত ক্ষেত্র খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে ৫।৭।১০ দিন বাদে দেখিতে হইবে যে, গাজরগাছে গুটি ধরিবার উপক্রম হইতেছে কি না।

শিষ্য। "গুটীধরা" কাহাকে কহে এবং কি প্রকার তাহা অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

গুরু। "গুটীধরা" একটি কথা এই যে, গাছের মূলবৃদ্ধির উপক্রম হইলে, তাহাকে "গুটী ধরা" বলা যায়। ঐ রূপ গাছের মূলদেশে "গুটীধরা" দৃষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার আর একবার জল সিঞ্চন করা বিধেয়। এই জল সিঞ্চনের পরে গাজর ক্ষেত্রে আর কোন রূপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই। তবে যদি উহাতে কিছু কিছু ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হয় তাহা হইলে নিড়ান বা হস্তদ্বারা ঘাস গুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। আর ইহাও সতর্কতার সহিত দেখিতে হইবে যে, গাজর গাছে পাকা ও পচা পাত আছে কি না, যদি তাহা দৃষ্ট হয় তৎ ক্ষণাৎ ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে উহাকে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

শিষ্য। গাজর গাছের পাকা ও পচা পাতা ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে না ফেলিয়া দিলে কি হানি হয়?

গুরু। এ সম্বন্ধীয় কথা আরও দুই একবার আলোচনা করিয়াছিলাম, তাহা তুমি বিস্মরণ হইয়াছ না কি? গাজরের পাকা ও পচা পাতা উহার মূলে যদি লিপ্ত হয়, তাহা হইলে গাজরের গায়ে পচা পচা দাগ ধরিয়া, আস্বাদন কিছু দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপ প্রণালীতে গাজরের চাষ করিলে, বীজ বপনের দিন হইতে তিনমাসের মধ্যেই গাজর খাদ্যোপযোগী হয়।

শিষ্য। গাজর ব্যবহারোপযোগী হইল কি না, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? এবং কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়?

গুরু। "গুটীধরা" অবস্থা হইতে স্থায়ীকাল পর্য্যন্ত গাজর ব্যবহার হইয়া থাকে এবং কাঁচা ও রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করা যায়। ইহাকে এক রকম পাকা ফসলের মধ্যে গণ্য করিলে

অত্যুক্তি হয় না। এক বিঘা জমিতে গাজরের চাষ করিলে, খরচা বাদে কম বেশী এক শত টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। গাজরের বিষয় শ্রুত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে অন্য রকম বিলাতী সবজীর কথা বলুন।

গুরু। তবে অন্য রকম ব্লু স্পিরিএল পিজের আবাদের বিষয় বলি, শুন।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলুন।

ইতি মঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

BLUE IMPERIAL PEAS.

ব্লু স্পিরিএল পিজ।

(নীলবর্ণের মটর।)।

গুরু। ইহার বীজ সর্ব্ব স্থানেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু আমেরিকা ও ইংলণ্ডের বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। (অর্থাৎ ফল বড় এবং সুস্বাদু ও অপেক্ষাকৃত নরম)। পিজের আবাদ করিতে হইলে, মাকড়া এঁটেল মাটীতে করিতে হয়, ইহার চাষের জন্য ব্যবস্থা করিতে হইলে, বিঘা প্রতি ১২।১৩ সের বীজ আবশ্যক হইয়া থাকে, কিন্তু কোবলা সানি জমিতে ইহার আবাদ করাই যুক্তিসিদ্ধ।

শিষ্য। কোবলা-সানি জমি কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যে জমিতে অধিক জল পতিত হইলেও স্থায়ী হয় না, অথচ নিচু। (অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীর জমি) তাহাকে কোবলা সানি বলা যায়। অতএব যে জমিতে পিজের আবাদ করিতে হইবে, তাহাতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাস সমভাবে প্রতিমাসে ২।৩।৪ বার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া জমির সমস্ত ঘাস মারিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়; এবং বৈশাখ মাসের প্রথমে পচা গোময় সার বীঘা প্রতি ২০ মোণ ছড়াইয়া তদুপরি চাষ দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! মটর চাষেতে কেবল পচা গোময় সারের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু অপর সারের কথা ত কিছু উল্লেখ করিলেন না!

গুরু। মটর চাষে তেজস্কর সারের আবশ্যক হয় না।

শিষ্য। মটর চাষে তেজস্কর সার ব্যবহার করিলে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। মটর চাষে তেজস্কর সার ব্যবহার করিলে গাছ অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া ঢোড়া মারিয়া অফলা হইয়া পড়ে, সুতরাং পচা গোময় সার উহাতে ব্যবহার করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হয় না।

শিষ্য। গোময় সার কি সর্ব্বাপেক্ষা নিস্তেজ?

গুরু। না বাপু! ঐ রূপ ভাবে বলি নাই। গোময় সার, সারের মধ্যে বিশেষ হিতজনক, কেননা উহাতে ২।৩টি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়।

শিষ্য। কি কি গুণ প্রভো!

গুরু। প্রথমতঃ এই এক গুণ, ছোট বড় ও মাঝারি

সর্ব্ব প্রকার উদ্ভিজ্জের পক্ষে উপকারী, কারণ, গোময় সার যে উদ্ভিজ্জ যে ভাবে ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, সেই উদ্ভিজ্জ সেই ভাবেই ভোগ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই এক গুণ, অপর অপর সারের তেজ, মৃত্তিকাদ্বারা নষ্ট হয় কিন্তু গোময় সারের তেজ উদ্ভিজ্জ ব্যতীত মৃত্তিকা দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, গোময় সারের যেরূপ স্থায়িত্ব ক্ষমতা আছে, সেরূপ অন্যান্য সারের ক্ষমতা দেখা যায় না।

শিষ্য। গোময় সারের স্থায়িত্ব ক্ষমতা কিরূপ, তাহা বিশেষ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। অন্যান্য সার কোন গাছে ব্যবহার করিলে, ঐ গাছের উপকার করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার ক্ষমতা আপনা হইতেই নষ্ট করে, গোময় সার তদ্রূপ নহে। কোন কোন গাছে গোময়সার ব্যবহার করিলে, গাছ সকল উহার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন জীবিত থাকে। বাস্তবিক আমি কোন সময়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রথমে কোন ক্ষেত্রে গোময়সার ব্যবহার করিয়া, ভালরূপ ফসল পাওয়ায়, দ্বিতীবার ঐ ক্ষেত্রে অন্যপ্রকার সার না দিয়াও সমভাব ফল পাইয়াছিলাম। এইরূপে সারের কার্য্য শেষ হইলে, ভাদ্র মাসে ইহার ক্ষেত্রে ২।৩।৪ বার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ জমিখানি এক দিকে সামান্য ঢাল করত ঐ ঢালের দিকে লম্বভাবে দড়ি ফেলিয়া প্রস্থে ১॥ হস্ত অন্তর অন্তর অর্দ্ধ হস্ত পরিসর ও উচ্চ, এক একটি ভাঁটি (অর্থাৎ আইলমত) করিয়া সমস্ত জমি ঠিক করিতে হইবে। তৎপরে প্রত্যেক ভাঁড়ার মধ্যস্থিত যে এক

হস্ত লোল জমি থাকিবে, তাহা কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা কোপাইয়া হস্ত দ্বারা সমস্ত মাটী সমান করতঃ দুই দিকে সমান অংশ রাখিয়া উহার মধ্যে এক একগাছি দড়ি টানা ধরিয়া, ঐ দড়ির গায়ে গায়ে ৪ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর এক একটি বীজ অঙ্গুলি দ্বারা টিপিয়া বসাইতে হইবে, কিন্তু বীজ পুতিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রে কিরূপ যো হইয়াছে (অর্থাৎ মাটীতে রস আছে কি না) যদি মাটী একেবারে নিরস অর্থাৎ শুষ্ক হওয়া বোধ হয়, তাহা হইলে, ২।৩ দিবস অন্তে কলসী দ্বারা জল ঢালিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই রূপে বীজ বপন করিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া চারা প্রসব করে। তৎপরে চারা সকল ২।৩ অঙ্গুলি বড় হইলে, ঐ লোল জমি সমস্ত নিড়ান দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া বিধি। পরে ৫।৬দিন অন্তে ঐ উভয়দিকের দাঁড়ার মাটী ৵০ আনা অংশমত কোদাল দ্বারা চাঁচিয়া গাছের গোড়ায় ভালরূপে চারাইয়া দিয়া, পরে বাঁশের কিম্বা ধঞ্চেকাঠি অথবা পাকাটি কতকগুলি আনয়ন পূর্ব্বক ঐ মটর গাছের গোড়ায় প্রস্থে ২ অঙ্গুলি ব্যবধানে ৮ অঙ্গুলি অন্তর অন্তর এক এক গাছি পুতিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনি কৃষি বিষয়ে যে বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কেননা বিদেশীয় কৃষিপ্রণালী নিতান্ত সহজ হইলেও অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের নিকট কঠিন বলিয়া বোধ হয়। আপনি তদ্বিষয়ে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। বিশেষতঃ কোন কার্য্যেই আপনার ভ্রম লক্ষিত হয় না। যে আবাদের

বিষয় হউক না কেন, তাহা আপনার স্মৃতিপটে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। এতৎসম্বন্ধীয় প্রপঞ্চতা, অন্যায় বাক্‌পটুতা, নীতি-বিরুদ্ধতা, বাহ্যাড়ম্বর ইত্যাদি সকল প্রকার আন্তরিক বিকৃতি বিসর্জ্জন করণান্তর নির্ম্মল দেহ ধারণ করিয়াছেন, যাহা হউক, প্রভো! আজ আমি আপনার অকৃত্রিম বাৎসল্যভাবে মুগ্ধ হইয়া সামান্য কৃষিবিষয়ের আলোচনা করিতেছি, ইহাতে আমার কোন বিষয়ে অপরাধ হইলেও আপনার পক্ষে তাহা মার্জ্জনীয়, যে হেতু আপনি উপদেষ্টা, আমি শিক্ষার্থী, সুতরাং শিক্ষার্থীর যত মানসিক জ্ঞাতব্য বিষয়, তাহা শিক্ষকের পক্ষে বিরক্তিকর হইলেও কার্য্যবশতঃ সহনীয়। অতএব প্রভো! আমার প্রশ্ন এই যে, এ দেশে অনেক স্থানে মটরের আবাদ হইতে দেখিয়াছি যে, ঐ মটর গাছে ধঞ্চে ইত্যাদি কিছুই দেখা যায় না, মাটীতে লতাইয়া যায়, এবং তাহাতে ফলফুল উৎপন্ন হইবার পক্ষে কোন অনিষ্ট ঘটে না, তবে ইহাতে ধঞ্চে কি অন্য প্রকার কাঠি পুতিবার ব্যবস্থা হইল কেন?

গুরু। বৎস! যতই কালাতিপাত হইতেছে, ততই তোমার অন্তরে নব নব ভাবের উদয় হইতেছে। স্বল্পদিনের মধ্যে যে তুমি কৃষি বিষয়ে সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহা তোমার বাক্যানুসারে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। যে বিষয় যত আলোচনা করা যায়, ততই তাহার প্রত্যক্ষ ফল অচিরে দৃষ্টি-গোচর হয়, অতএব আলোচ্য বিষয়ই যে উন্নতির সোপান, তাহা বিশেষরূপে বলিতে হইবে না। যাহা হউক, তুমি যে সামান্য বিষয়কে গুরুতর বলিয়া অনুভব কর, ইহাই তোমার শিক্ষা লাভের প্রধান উপায়। যে বিষয়ে যে যত ব্যগ্র হয়, সে

বিষয়ে সে তত পটুতা লাভ করে। অতএব তুমি যে কৃষি বিষয়ে ঐকান্তিক ব্রতী হইয়া উন্নতি লাভ করিয়াছ, তাহা অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমার প্রশ্নের উত্তর এই, বিদেশীয় মটর ক্ষেত্রে ঐ রূপে কন্‌চি কি ধঞ্চে কি পাকাঠি না পুতিয়া দিলে ভালরূপ গাছ বৃদ্ধি হয় না, এবং ফলও রীতিমত হয় না। কিন্তু ঐ কন্‌চিগুলি পুতিবার সময় সামান্য কাইত ভাবে পুতিতে হইবে।

শিষ্য। কাইত ভাবে পুতিবার কারণ কি? এবং কিরূপে কাইত করিতে হইবে, তাহাও আমি অবগত নহি।

গুরু। কারণ এই যে, কাইত ভাবে না পুতিয়া খাড়া ভাবে পুতিলে, মটর গাছের সিকড় ছিড়িয়া নষ্ট হইতে পারে, এবং ঝড় বাতাসে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য দুই সারের কন্‌চির অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া এক একটি বন্ধন দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। উভয় কন্‌চির মাথা একত্রিত করা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। পূর্ব্বোক্ত যে প্রস্থে ১॥ হস্ত অন্তর অন্তর মটর সারি দেওয়া হইয়াছে ঐ প্রতি সারিতেই কন্‌চি পোতা আবশ্যক। এক সারির কন্‌চি যে ভাবে হেলাইতে হইবে, অপর সারের কন্‌চি তাহার বিপরীত ভাবে হেলাইলে উভয় কন্‌চির মাথা সহজেই একত্রিত হয়। এইরূপে কন্‌চি দেওয়া কার্য্য শেষ হইলে, ২।১ দিন পরে, একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। যদি সিউনিদ্বারা জল সিঞ্চন করিতে অসুবিধা হয়, তাহা হইলে কলসী দ্বারা জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু জল দেওয়ার সময় এমন সতর্কতার

সহিত দিতে হইবে যে, যেন গাছের গোড়া ভিন্ন পাতায় ও ডগায় জল না লাগে।

শিষ্য। গাছের গাত্রে ও পাতায় জল লাগিলে তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। হৈমন্তিক ফসল শিশিরে ভালরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং জল না পাইলেও তাহাতে কোন বিশেষ হানি হয় না, তবে মাটী যদি নিতান্ত নিরস বোধ হয়, তাহা হইলে মাটী ভিজাইবার জন্য সামান্য জল দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু গাছের পাতায় ও গায়ে জল লাগিলে (হৈমন্তিক গাছের যে, স্বাভাবিক লবণাক্ত একটি গুণ থাকে) তাহা জল দ্বারা ধৌত হইয়া যাইলে, গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এবং কতক মরিয়া ও যায়।

শিষ্য। প্রভো! অভাবনীয় ঘটনার বিষয় কিছুই স্থিরতর নহে, দৈব, মনের অগোচর, অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া স্বাভাবিক কার্য্যে ব্যাপৃত, কি ভাল, কি মন্দ, সকল বিষয়েই তাহার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে, গোপনে থাকিয়া কেমন স্বকার্য্য সাধন করিতে থাকে, তাহা ভাবিয়া কেহই স্থির করিতে পারে না; তাই বলিতেছি যে, হটাৎ যদি দৈববশতঃ বৃষ্টিপাত হয়, তাহা হইলে কি হইবে প্রভো!

গুরু। বৎস! তুমি যে ভাবের প্রশ্ন করিলে, তাহা অখণ্ডনীয়, কারণ, দৈবের কথা কেহই বলিতে সক্ষম নহে। হটাৎ যাহা ঘটে তাহাই দৈব। দৈব তোমার নহে, আমার নহে, স্বেচ্ছাধীন—ভাল মন্দ কার্য্যের সহায়তা করে। সেই জন্য বর্ষা গত হইলে, হৈমন্তিক আবাদ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

তাহাতেও যদি বৃষ্টি হইয়া উক্ত ফসলের পক্ষে অনিষ্ট ঘটে, তবে উহাকে দৈব কর্ত্তৃক হানি বলিতে হইবে।

সে যাহা হউক, তৎপরে মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত যে, মটর গাছগুলি কন্‌চির গাত্র ধরিয়া উঠিতেছে কি না, যদি কোনটি আসপাশে পড়িয়া থাকে, তাহাকে ধীর ভাবে কন্‌চি ধরাইয়া দিতে হইবে। এবং ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইলে, তাহা নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপে একমাস কি দেঁড় মাস মটর চাষের কারিকিত করিলে গাছগুলি প্রায় ১॥ হাত কি ২ হাত উর্দ্ধে বড় হইয়া কুঁড়ি ধরিবার উপক্রম হয়। ফুলের কুঁড়িধরা দৃষ্ট হইলে, ক্ষেত্রের সামান্য মাটী নিড়ান দ্বারা ২।৩ অঙ্গুলি গভীরতায় খুড়িয়া দেখা উচিত যে, নিম্নের মাটীতে কি পরিমাণে রস আছে, যদি মাটী নিরস বোধ হয়, তাহা হইলে আর একবার জলসিঞ্চন করা আবশ্যক। ঐ জল দেওয়ার ২।৩।৪ দিবস পরে পুনর্ব্বার নিড়ান দ্বারা সমস্ত লোল জমি খুঁচিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এইরূপে মটরের কারিকিত করিলে, ৫।৭ দিনের মধ্যে গাছ সকল ফুল ফুলে পরিণত হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, মটর গাছে যখন রীতিমত ফুল প্রস্ফুটিত হইবে, সেই সময় যদি হটাৎ বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে মটরের অবস্থা যে পরিণামে শোচনীয় হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনি নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ। ফলত অনেক বিষয়ই যে আপনার জানা আছে, তাহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হইতেছে, বাস্তবিক কৃষিবিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। সদগুরু ও সৎ শিষ্য সকলের ভাগ্যে

ঘটিয়া উঠে না, সুতরাং ভবিষ্যতে উভয়ের মনাগুণে উভয়েই দগ্ধীভূত হয়েন, এবং মনোবেদনা যে চিরস্থায়িনী হইয়া উভয়ের প্রাণে নিয়তই আঘাত করিতে থাকে, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। তাই প্রভো! আমি অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কৃষিবিষয়ের নানাবিধ কৌশল জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি, ইহাতে যে সৎশিক্ষাই লাভ করিব, তাহাই আন্তরিক বাসনা। যাহা হউক প্রভো! অসময়ে বৃষ্টি হইলে, তাহাতে কি দোষ হয়?

গুরু। অসময়ে বৃষ্টি হইলে, বিশেষ কোন হানি হয় না বটে, কিন্তু ফুল যে সময় বিকসিত হইবে, সেই সময় বৃষ্টি হইলে ঐ জল ফুলের ভিতরে প্রবেশ করে, তাহাতে ফুলের মধু সমস্ত ধৌত হইয়া যায়; এবং শুঁঠী না জন্মাইয়া ফুলগুলি ঝরিয়া পড়ে। এই রূপে মটরের আবাদ করিতে পারিলে এক বিঘা জমিতে খরচা বাদে ৫০।৬০ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। অপর অপর আবাদাপেক্ষা মটরর আবাদ কিছু সহজ বোধ হইল। এক্ষণে হাপরে কফির বীজতলা ফেলা হইয়াছে, তাহা ঠিক হইয়াছে কি না, আপনি একবার ক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয়।

গুরু। তবে চল, দেখিয়া আসি।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

ক্ষেত্রদর্শন।

গুরুদেব শিষ্যের কথামত তাঁহার সমভিব্যহারে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া হাপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; এবং বলিলেন, হাঁ বাপু! হাপর কয়টি মন্দ হয় নাই, বেশ তৈয়ারী হইয়াছে, তবে সামান্য যাহা দোষ আছে, তাহা বোধ হয় তুমি ভালরূপে বুঝিতে পার নাই বলিয়া ঐ দোষযুক্ত হইয়াছে।

শিষ্য। জ্ঞাতব্য বিষয়ে ভ্রম লক্ষিত হইবার বিশেষ কারণ এই যে, মানবের মন নিয়তই চঞ্চল, সুতরাং চাঞ্চল্য হইতে ভ্রম, ভ্রম হইতে দোষ বহির্গত হয়। অতএব আমি যে ভ্রমান্ধ হওয়ায় উক্ত বিষয়ে দোষ ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে হাপরক্ষেত্র কিরূপ দোষে পরিণত হইয়াছে, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিউন।

গুরু। আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, হাপরের জমি, ক্ষেত্র অপেক্ষা অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ করা আবশ্যক, কিন্তু তাহা না হইয়া অনেকাংশে কম হইয়াছে।

শিষ্য। অপর স্থানের মাটী আনয়ন পূর্ব্বক যখন হাপর প্রস্তুত করা হয়, তখন হাপরক্ষেত্র যে জমি অপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে, এটী সহজেই অনুভব হইতে পারে, তবে বলিতে পারি না, বোধ হয়, বৃষ্টিতে মাটী ধৌত হওয়ায় কি কতক পরিমাণে মাটী বসিয়া যাওয়ায় ঐ রূপ অনেকাংশে নিচু দেখা যাইতেছে।

সে যাহাহউক প্রভো! এক্ষণে উহাতে বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবে কি না?

গুরু। আপাতত বিশেষ কোন হানি হইবে না বটে, তবে, যদি বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ঐ জল ছিটকাইয়া হাপরক্ষেত্রে লাগিতে পারে. সুতরাং হাপরক্ষেত্রে জল প্রবেশ করিলে, আর্দ্র বশতঃ অনিষ্ট হইবার সম্ভাব না।

শিষ্য। এক্ষণে এই চারাগুলি কেমন হইয়াছে প্রভো!

গুরু। এ গুলি দেখিতেছি যে, ফুলকফির চারা—মন্দ হয় নাই, বাস্তবিক বেশ বেঁটে বেঁটে চারা হইয়াছে, তবে আর বিলম্ব করিও না, সত্বরেই ২য় হাপরে নাড়িয়া বসাইবার আয়োজন কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে মালীকে কল্যই নাড়িয়া বসাইতে বলিব। আর একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি, হটাৎ আপনি ফুল কফির চারা বলিয়া কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গুরু। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ২ পাতাসমন্বিত চারা দৃষ্ট হইলেই, ফুলকফির চারা বলিয়া স্পষ্টই চিনিতে পারা যায়।

শিষ্য। তবে, এই হাপরটীর চারাগুলি কেমন হইয়াছে দেখুন দেখি।

গুরু। (অন্য হাপরের দিকে দৃষ্টি পাত করিয়া) বলিলেন, এ যে, উমহেড বাঁধা কফি ও ওলকফির চারা বাহির হইয়াছে! দুই প্রকারের বীজ এক সঙ্গে এক স্থানে বপন করা ভাল হয় নাই বাপু!

শিষ্য। সে কি প্রভো! আমি ত ওলকফির বীজ আনয়ন করাই নাই!

গুরু। তবে যে স্থান হইতে বীজ আনাইয়াছিলে, বোধ হয় তাঁহারাই কোন গতিকে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন।

শিষ্য। যাঁহাদিগের নিকট হইতে বীজ আনাইয়াছিলাম, তাঁহাদিগের ফারম পুরাতন জানিয়া বিশ্বাস হওয়ায়, তাহার উচিতমত ফল পাইয়াছি। এখন অবধি জানিলাম যে, যাঁহারা নর্শরি সম্বন্ধীয় বীজাদির কার্য্যে ভালরূপ পটু নহেন; তাঁহাদিগেরই কর্ত্তৃক ঐ রূপ ঘৃণিত কার্য্য ঘটিয়া থাকে।

গুরু। তুমি যদি এবিষয়ে ভালরূপ পরিপক্ক হইতে, তাহা হইলে সহজেই চিনিতে পারিতে। অজ্ঞানবশতঃ উভয় বীজ এক সঙ্গে বপন করিয়াছ, তাহাতে ঐরূপ দোষ ঘটিয়াছে।

শিষ্য। ওলকফি ও বাঁধাকফির চারা মিশ্রিত হইয়া বাহির হইয়াছে, তাহাতে কি বিশেষ হানি হইবে?

গুরু। এমন কোন বিশেষ হানি হইবে না বটে, তবে সামান্য এই এক দোষ ঘটিতে পারে যে, বাঁধা-কফির-চারার পাতা অপেক্ষা ওলকফি-চারার পাতা অপেক্ষাকৃত বড়, একারণ বাঁধাকফির চারাগুলিকে ঢাকা দিয়া ফেলিলেও ফেলিতে পারে।

শিষ্য। তবে তাহার উপায় কি প্রভো!

গুরু। তাহার উপায় এই যে, কল্য যখন চারাগুলি উত্তোলন করিয়া অন্য হাপরে বসাইবে, সেই সময় উভয় চারা পৃথক্‌পৃথক্ করিয়া বাছিয়া ফেলিতে হইবে।

শিষ্য। ওলকফি এবং বাঁধাকফি চারা কিরূপে চিনা যাইবে?

গুরু। তাহা চিনিবার সঙ্কেত এই যে, বাঁধাকফিচারা-গুলির ডাঁটা এবং পাতার উল্‌টা পৃষ্ঠের প্রধান শিরগুলি সামান্য লাল কিন্তু ওলকফির চারাগুলি ঘোর নীলবর্ণ ও পাতাগুলি ঈষৎ লম্বাকৃতি। আর ফুলকফি-চারাগুলির ডাঁটার অগ্রভাগ সামান্য লাল।

শিষ্য। এই তিন প্রকার কফি যাহা দেখিলেন, অন্যান্য তজ্জাতীয় চারাগুলি কি ঐ রূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে?

গুরু। না বাপু! পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় চারার অবয়ব স্বতন্ত্র, ক্রমশঃ বহুদর্শিতা লাভ করিলে, সমস্তই অবগত হইতে পারিবে।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনার কৃষিবিষয়ে অনেক রকম সঙ্কেত দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে জমিগুলিতে কিরূপ চাষ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে যদি এক-বার দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে বিশেষ সুখী হই। দেখুন, ফুলকফির আবাদের জন্য এই জমিতে ডাঁড়াবাঁধা ও খইল পোতা হইয়াছে।

গুরু। তা ত হইয়াছে, কিন্তু জল দিবার ব্যবস্থা কিরূপ করিয়াছ?

শিষ্য। ঐ যে পার্শ্বে জলাশয় দেখিতেছেন, উহার জলেরই বন্দবস্ত করা হইয়াছে।

গুরু। আমি যে কার্য্যেই দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই কিছু না কিছু ভ্রম লক্ষিত হয়, এই দেখ, জমির ঢাল যে দিকে মানান করা হইয়াছে, সেই দিকেই আবার জলাশয় রহিয়াছে, (অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে নিচু—সেই দিকেই জলাশয়) ইহাতে

জলসিঞ্চন করিলে, ক্ষেত্রের উত্তরদিকে জল যাইবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা ঘটিবে। দক্ষিণদিকে নিচু না করিয়া যদি উত্তরদিকে নিচু করা হইত, তাহা হইলে দক্ষিণের জলাশয় হইতে জল সিঞ্চন করিলে অতি সহজেই ক্ষেত্রময় হইয়া পড়িতে পারিত। সে যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণ হইতে সাবধান হইয়া কার্য্য করিবে।

শিষ্য। তবে এক্ষণে ইহার আর কোন উপায় আছে কি না?

গুরু। উপায় আছে বই কি, ক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া এমন ভাবে একটি নর্দ্দমা কাটিতে হইবে যে, যেন উত্তরদিকে সামান্য গড়ানে হয়, তাহা হইলে ঐ জল উত্তরদিকে গিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণবাহিনী হইয়া ক্ষেত্রময় হইবে।

শিষ্য। তবে বাঁধাকফির জমিতে ডাঁড়া তোলা ও ঢাল মানান হয় নাই—২।৩ দিনের মধ্যেই হইবে, আপনি আর একবার ঐ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। এই জমির ঢাল (অর্থাৎ সামান্য নিচু) পশ্চিম দিকে রাখিয়া পূর্ব্বদিকে উচ্চ রাখিতে হইবে, কারণ দক্ষিণের জলাশয় হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ধারে ঢালিয়া দিলে সহজেই পশ্চিমবাহিনী হইয়া ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়িবে।

শিষ্য। প্রভো! জলসিঞ্চনের বিষয় যাহা উল্লেখ করিলেন, তাহা সমস্তই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, চলুন বাটীতে প্রত্যাগমন করি।

গুরু। তবে চল, আনাদির সময় হইয়াছে বটে।

ইতি সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নৈতিক প্রতিবাদ।

গুরু ও শিষ্য উভয়ে ক্ষেত্র দর্শন করিয়া বাটীতে আসিলেন, এবং নিজ নিজ সাময়িক কর্ম্ম সমাপন করণান্তর, ক্ষণেক বিশ্রামের পর, গুরুদেব বলিলেন, জমিতে চাষ দেওয়া, খড়ল-পোতা, ডাঁড়াবাঁধা, হাপর তৈয়ারী ও চারা প্রস্তুত করা ইত্যাদি, যাহা যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা সমস্তই অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। দিয়ে চাষের কর্ম্ম অনেকটা বুঝিতে পারে বলিয়া অনেক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই,—হাজার হউক চাষার ছেলে, যে রূপেই হউক কার্য্যগুলি নিয়মিতরূপে সম্পন্ন করিয়াছে।

শিষ্য। অদ্য ক্ষেত্রসম্বন্ধীয় কার্য্য আপনি যাহা যাহা দর্শন করিয়া আসিলেন, তাহা যদি আপনার মনঃপুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার সমস্ত কার্য্যই সফল হইয়াছে। শিক্ষক ছাত্রকে যে সকল বিষয় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দেন, ছাত্র যদি তাহা বুঝিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার প্রশ্ন করে, শিক্ষক পুনর্ব্বার ভালরূপে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেন। এইরূপে একবার কি দুইবার কি তিনবার বুঝাইবার পর, ছাত্রের হৃদয়ক্ষেত্রে যখন তদ্বিষয়ের বীজ সুন্দররূপে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, তখন শিক্ষকের আর আনন্দের সীমা থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ছাত্রের মানসিক কার্য্য সফল না হইলে, শিক্ষকের মনে কখনই আনন্দের উৎসব হয় না।

গুরু। তোমার কার্য্যের সাফল্যানুসারে আমার যে আনন্দানুভব হইয়াছে, এ কথা সঙ্গত হইলেও একরকমে অসঙ্গত, কারণ এক জনের কার্য্য সফল হইলে আর এক জন আনন্দিত হয় না, তাই বলি আমি স্বকার্য্য সাধনেই আনন্দিত হইয়াছি।

শিষ্য। অপরের কার্য্য সফল দেখিয়া অন্যের মনে আনন্দ হয় না কেন?

গুরু। সকল মনুষ্যের আন্তরিক ভাব সমান নহে। প্রত্যেক মানবের মনের ভাব পৃথক্ পৃথক্। হিংসা মনুষ্যের আন্তরিক ভাবের সহিত জড়িভূত থাকায় অপরের কার্য্য সফল দেখিয়া অন্যের আনন্দানুভব হয় না। অতএব আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তোমার কার্য্য দর্শনে নহে,—আমি যে তোমাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম, তাহারই ফল পাইয়াছি।

শিষ্য। প্রভো! কালের সহিত কার্য্যেরও গতি বিধি হইয়া থাকে, এই দেখুন, সামান্য দিনের মধ্যে কত কার্য্যই সম্পন্ন হইয়া গেল। আর যে সকল কথা উল্লেখিত হইতেছে, তাহাও কাল সহকারে কার্য্যোপলক্ষে হইতেছে, এ সময়ে এরূপ কথা আলোচ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে বিষয়ের সমস্ত মীমাংসা হইবে না, তাহা সময়ানুসারে স্থগিত রাখা উচিত।

গুরু। জটিল বিষয় যতই উত্থাপন করিবে, ততই তাহার সহজ প্রণালী বিশদরূপে জ্ঞাত হইতে পারিবে। বাস্তবিক কৃষিবিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে হইলে, বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক ও নানা বিধ শাস্ত্রীয় কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কেবল চাষার ন্যায় চাষ করিলেই যে, কৃষিপ্রণালী শিক্ষা করা যায়, এ কথা ভ্রান্তিমূলক ও যুক্তি বিরহিত।

শিষ্য। আপনি যে সকল কথা উত্থাপন করিতেছেন, উহা সঙ্গত হইলেও এক্ষণে স্থগিত রাখা বিধেয়, কারণ সকলের রুচি সমান নহে। পার্শ্বস্থ অন্যান্য শ্রোতাগণ হয় ত বলিতে পারেন যে, ইহারা "ধান্‌ভাস্তে শিবের গীত আরম্ভ করিয়াছেন।"

গুরু। বেশ বলেছ বাপু! তবে যে সকল আবাদের বিষয় বলিতেছিলাম, উপস্থিত তাহাই বলি শুন। বিদেশীয় এক রকম লায়মা বিনের আবাদ করিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। লায়মা বিন কি প্রকার?

গুরু। লায়মা বিন এক রকম উৎকৃষ্ট অ্যামেরিকান সিম।

শিষ্য। উহার বীজ কোথায় উৎপন্ন হয় প্রভো?

ইতি অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

LIMA BEAN.

লায়মা বিন।

(লায়মা নামক সিম।)

গুরু। ইহার বীজ সকল স্থানেই জন্মিয়া থাকে, কিন্তু অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল।

শিষ্য। দেব! অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও এ দেশীয় বিজের সহিত যে প্রভেদ আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। প্রভেদ এই যে, অ্যামেরিকার বীজ বপন করিলে গাছগুলি বেশ তেজস্কর হইয়া উঠে, আর এ দেশীয় বীজে যে চারা উৎপন্ন হয়, উহা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ, ফল অনেকাংশে ছোট ও সংখ্যায় কম হয়, এবং আস্বাদনও তত ভাল হয় না।

শিষ্য। লায়মা বিনের চাষ করিতে হইলে, কিরূপ প্রণালীতে করিতে হয়?

গুরু। এ সকলের চাষ করা সহজ হইলেও, নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে কঠিন, যাহাই হউক যে প্রণালীতে চাষ করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছি।

শিষ্য। যে কার্য্যই হউক না কেন, কার্য্যে পরিণত হউক আর নাই হউক, শ্রুত হওয়া কি শিক্ষা করা অন্যায় কার্য্য নহে, কেননা জানা থাকিলে, কোন সময় না কোন সময় সেই কার্য্য উপস্থিত হইলে, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইতে পারে।

গুরু। তবে যদি নিতান্তই লায়মা বিনের চাষ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাক, তবে শুন প্রায় সকল মাটীতেই ইহার চাষ করিতে পার, কিন্তু সামান্য উচ্চ এবং বালুকাময় জমিতে চাষ করিতে পারিলে অনেকাংশে ভাল হইতে পারে। ইহার আবাদ করিতে হইলে, বিঘা প্রতি ॥০ অর্দ্ধ মোণ বীজ আবশ্যক হইয়া থাকে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুইমাস, প্রতি মাহায় তিন বার ফি বারে দোয়ার (অর্থাৎ মোট ১২বার) ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে। কিন্তু যে জমিতে ঘাস জঙ্গল বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইবে না; তাহাতে ১২ চাষের স্থলে কিছু কম দিলেও চলিতে পারে। পরে আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে বিঘাতুই ২০ মোণ গোময় সার ব্যবহার করিতে হইবে। কাঁর ভেড়িয়নাদি সার দিতে হইলে ১৫ মোণ দিতে

হয়। কথিত দুই প্রকারের সারের, এক প্রকার ছড়াইয়া একবার কি দুইবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া সারেতে মাটীতে উত্তমরূপে মিশ্রিত করা আবশ্যক। পরে শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিন মাস চাষ দেওয়া বন্ধ রাখিয়া, কার্ত্তিক মাসের শেষে বা অগ্রহায়ণ মাহার প্রথমে (অর্থাৎ বর্ষা অন্তে) ঐ জমিতে লাঙ্গল দ্বারা ২।৩ বার চাষ দিয়া রীতিমত মই দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে প্রস্থে ৩ হস্ত অন্তর অন্তর ঢালুবাগে দীর্ঘে দড়ি ধরিয়া অর্দ্ধ হস্ত পরিসর ও উচ্চ আসপাশের মাটী চাঁচিয়া এক একটি আইলমত করিতে হইবে। ঐ উভয় আইলের মধ্যে মধ্যে যে পটী জমি থাকিবে, তাহা কোদাল দ্বারা ৫।৬ অঙ্গুলির গভীরতায় পাতলা পাতলা একবার কোপাইতে হইবে। এই সকল কার্য্য শেষ হইলে, দেখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে বীজ বপনের যো হইয়াছে কি না, যদি রীতিমত যো হওয়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রস্থে এক হস্ত অন্তর অন্তর ব্যবধানে এক একটি দড়ি ফেলিয়া, ঐ দড়ির গায়ে গায়ে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর এক একটি বীজ পুতিতে হইবে, কিন্তু বীজগুলি এমন ভাবে পুতিতে হইবে যে, যেন অধিক মাটীর ভিতর না যায়। এই রূপে যো বুঝিয়া বীজ বপন করিলে, বীজ সকল মাটীর রসে ভিজিয়া ৪।৫ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। আর থোক্কা যোয়ে বীজ বপন করিলে আরও ৪।৫ দিন বেশী বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। এবং ভবিষ্যতে অন্য প্রকার অনিষ্টও ঘটিতে পারে।

শিষ্য। 'প্রভো! আপনি সময়ে সময়ে যে এক একটী কথা ব্যবহার করেন, তাহা সাধারণত প্রচলিত নহে, কেননা থোক্কা যো কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমি যে সময়ানুসারে এক একটি কথা ব্যবহার করি, তাহা তুমি কেন অনেকেই বুঝিতে সক্ষম নহে, কারণ চাষাড়ে কথা চাষারাই ভালরূপে বুঝিতে ও বলিতে পারে, তবে যাঁহারা নিয়তই চাষাদের নিকটে থাকিয়া কৃষিকার্য্য কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারাই ঐ রূপ সামান্য ভাষার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছেন। তুমি এ বিষয়ে নূতন ব্রতী, সুতরাং উক্ত কথার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না, তবে যদি চাষাদেরসহিত কিছুদিন থাকিয়া উক্ত কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার তাহা হইলে ঐ কথার মর্ম্ম ভালরূপে বুঝিতে পারিবে। যাহা হউক, খোস্থা যো কাহাকে বলে তাহা বলিয়া দিতেছি। ক্ষেত্র এককালে নিরস না হইয়া যৎসামান্য রস থাকিলে, তাহাকে খোস্থা যো কহে। তাই সাবধান করিয়া দিতেছি যে, বিনের বীজ পুতিবার অগ্রে যেন, ক্ষেত্রের খোস্কা যোয়ে বীজ পোতা না হয়। কারণ, বিনের বীজ জমির রসে ভিজিয়া অঙ্কুরিত হইলে, রীতিমত চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর খোস্থা যোয়ে বীজ পুতিয়া তাহাতে জল দিলে ভবিষ্যতে বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয়।

শিষ্য। কেন প্রভো! গোলযোগ উপস্থিত হইবার কারণ কি?

গুরু। বিনের বীজ মাটীর রসেতে ভিজিয়া যদি অঙ্কুরিত না হয়, তাহা হইলে জল ব্যবহার করিলেও অঙ্কুরিত হইবে না। এ জন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ষা অন্তে বিনের আবাদ করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! আমি শুনিয়াছি যে, বিনা জলসিঞ্চনে

অনেকানেক বীজের চারা বাহির হয় না, কিন্তু বিনের বীজে জল না দিলেও যথা সময়ে অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়, তাহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। হাঁ, অনেকানেক বীজ ঐরূপ শুষ্ক মাটীতে জল ব্যবহার করিয়া অঙ্কুরিত করা যায় বটে, কিন্তু বিদেশীয় বিনের বীজে জল দিলে অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে, কারণ এই যে, যে সকল বীজের খোসা পাতলা ও সাঁস মোটা তাহারা জল পাইলে পচিয়া নষ্ট হয়। বিনের বীজ তৎসমতুল্য বলিয়া জল ব্যবহার করা নিষেধ হইয়াছে।

তৎপরে বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইলে, এবং ঐ চারা ৪।৫ পাতাসমন্বিত দৃষ্ট হইলে, বিনের ক্ষেত্রে একবার ভাসা ভাসা কোদাল দ্বারা ১ বা ২ অঙ্গুলি গভিরতার জমির মাটী খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক এবং মাটীগুলি যেমন খোসা হইবে, তৎক্ষণাৎ হস্ত দ্বারা সমান করিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। প্রভো! এ কথা আরও অনেকবার শ্রুত হইয়াছি, কিন্তু ঐ মাটীগুলি যদি সমান করা না হয়, তাহা হইলে কি দোষ হইবে ?

গুরু। হাঁ, অপর সবজীর পক্ষে ঐরূপ মাটী খুঁড়িয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু বিনের গাছের গোড়া আল্‌গা রাখায় বিশেষ দোষ ঘটে। মাটী খুঁড়িয়া যদি ২।৩ দিন সমান না করিয়া অমনি ফেলিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে, বিনের পক্ষে কোন উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়, কারণ, ছোট চারার গোড়ার মাটী একবার

খুঁচিয়া দিলে উপরের চাপা মাটী রৌদ্র পাওয়ায় চারা বলবান হইতে পারে না, সুতরাং মাটী উল্কাইয়া পুনর্ব্বার যদি সমান করা না হয়, তাহা হইলে, ঐ মাটী শুষ্ক হইয়া গাছের অনিষ্ট করিতে পারে, যে যেতু উহাতে সহজে জল ব্যবহার করা বিধেয় নহে।

শিষ্য। আপনি প্রতিবারেই বলিয়া থাকেন যে, জমি খুঁচিয়া রৌদ্র না খাওয়াইলে ফসলের কারিকিত হয় না ইহার পক্ষে বিপরীত বলিতেছেন কেন?

গুরু। ইহার পক্ষে বিপরীত ভাব বলিবার কারণ এই যে, জল প্লাবিতের পর জমির যো বাধিয়া দিতে হইলে জমি খুঁচিয়া মাটীগুলি হস্তদ্বারা সমান না করিয়া পূর্ব্বমত রাখিলে সমস্ত রৌদ্র ঐ উপরের খোঁড়া মাটীতে লাগে, তাহাতে নিম্নের মাটীতে রৌদ্র লাগিতে পারে না, সুতরাং মাটীও বেশ রসাল থাকে। অতএব উক্ত নিয়মে মাটী না খুঁড়িয়া দিলে গাছের গোড়ার মাটী শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। খোচড়াইয়া দিলে আর নিম্নের মাটী শুষ্ক হইতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, খোঁচড়ানমাটীগুলি তৎক্ষণাৎ সমান করিয়া দিলে নিম্নের রস উপরদিকে ধাবিত হয়, এবং উদ্ভিজ্জ উহাতে আরাম পায়,—বিশেষ বিনের গাছের পক্ষে এইরূপ প্রণালী সর্ব্বতোভাবে খাটিতে পারে, কারণ বিন গাছে বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করা বিধি নহে, বাস্তবিক বিনের আবাদ মাটীর রসে রসে করিলে ভাল হয়, তবে যখন ক্ষেত্রের মাটী এককালে শুষ্ক বোধ হইবে, সেই সময় একবার জল সিঞ্চন করা বিধেয়—নতুবা নহে।

শিষ্য। বিনের আবাদের বিষয় যাহা শ্রুত হইলাম, তাহা আমার পক্ষে কতকটা সহজ বলিয়া বোধ হইল।

গুরু। এক রকম সহজ, আবার এক রকম কঠিন বলিলেও বলা যায়. বিনের চাষ করা এক জন পাকা চাষির কর্ম্ম, কারণ বিনা জলে ও অনেক কৌশল করিয়া বিনের চাষ করিতে হয়?

শিষ্য। বিনের ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করিলে, তাহাতে কি দোষ ঘটে?

গুরু। বিনের চাষ যত শিশিরের উপর নির্ভর করিয়া শিক্ততার উপর করা হয়, ততই ভাল। আর জল সিঞ্চন করিলে গাছ হটাৎ বৃদ্ধি (অর্থাৎ লম্বা হইয়া পড়ে) এবং ফলও অপেক্ষাকৃত কম জন্মায়; এবং পাতাগুলি নিস্তেজ হওয়ায় মুড়ে মারিয়া এক রকম কোঁকড়া কোঁকড়া (বিশ্রী দৃষ্ট হয়।

শিষ্য। ঐ সময়ে হটাৎ যদি বৃষ্টিপাত হয়. তাহা হইলে কি হইবে প্রভো!

গুরু। বিনের গাছ যখন ছোট অবস্থায় থাকে, সেই সময় বৃষ্টি হইলে তত হানি হয় না, কিন্তু এক হস্ত কি দুই হস্ত বড় অবস্থায় বৃষ্টি হইলে, বিশেষ ক্ষতি হয়, (অর্থাৎ ফুল ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে)। আর এককথা,—যদি ঐ সময় পূর্ব্বে বাতাস হয়, তাহা হইলে, ফকির চারা প্রস্তুত করিবার সময় যে মেড়ি নামক পোকার কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম, সেই পোকা গাছে ধরিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। যদিও বিন গাছের পক্ষে ঐ রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত

হয়, তবে তাহা নিবারণের একটা উপায়ও আপনি বলিয়াছিলেন ত ?

গুরু। হাঁ, তাহাই বৈকি! তবে ক্ষেত্রময় সেই ঔষধির ব্যবস্থা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, সামান্য হাপরের চাবায় পোকা ধরিলে, জলে হিং গুলিয়া ছড়া দিলে সমস্ত পোকা মরিয়া যায়, ইহাতেও তাহাই ব্যবস্থা, তবে বেশী জমি বলিয়া অসুবিধা, তা কি করা যাইবে! এইরূপ নানাবিধ দুর্ঘটনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া যদি বিনের আবাদ ভালরূপ হয়, তাহা হইলে খরচ বাদে বিঘা ভুঁই ৬০।৬৫ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। বিন কয় প্রকার আছে গুরু!

গুরু। ৮।১০ প্রকার আছে।

শিষ্য। সর্ব্ব প্রকারের আবাদ কি এই প্রণালীতে করিতে হয়।

গুরু। না, না, প্রত্যেক বিনের আবাদ পৃথক্ পৃথক্, তাহা যদি শুনিতে ইচ্ছা হয়, না হয় আর এক সময় একটা বলিব।

শিষ্য। তবে আর কোন রকম আবাদের বিষয় এক্ষণে বলিবেন কি ?

গুরু। ইচ্ছা ত আছে যে, লার্জ লেট মাউণ্টেন বাঁধাকফির আবাদের বিষয় বলিব, তাহা এ সময় শুনিতে কি ইচ্ছা কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই বলুন।

ইতি নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

LARGE LATE MOUNTAIN CABBAGE.

লার্জ লেট মাউণ্টেন ক্যাবেজ।

(দেরিতে হইবার (মাউণ্টেন) বৃহৎ বাঁধাকফি।)

গুরু। ইহার বীজ অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে জন্মিয়া থাকে, এবং কফিগুলিও সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় হয়, তজ্জন্য ইহার নাম মাউণ্টেন বাধাকফি হইয়াছে।

শিষ্য। ইহা কি লার্জ ড্রমহেড কফি অপেক্ষাও বড় হয়?

গুরু। হাঁ, উহা অপেক্ষাও কিছু বড়। কিন্তু ড্রমহেড কফি যেমন সময়ে অর্থাৎ শীঘ্র তাল বাঁধে, ইহা তদ্রূপ নহে—এমন কি ড্রমহেড কফি যখন প্রায় শেষ হইতে দেখা যায়, তখন ইহা তাল বাঁধিতে উপক্রম করে সুতরাং তাঁহাতেই বেশী দিন স্থায়ী হয়। আর এককথা,—দক্ষিণে বাতাস হইতে আরম্ভ হইলেই ভালরূপ তাল বাঁধিয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! দক্ষিণে বায়ুতে সকলই স্নিগ্ধ ও সবল হয়, কি জীব জন্তু কি কীটপতঙ্গ কি উদ্ভিজ্জাদি সকলই মলয় পবন স্পর্শ করিয়া যেন নূতন কলেবর ধারণ করে, বোধ হয় উক্ত কফিও ঐ বায়ু স্পর্শন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করে, এক্ষণে ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। লেট-মাউণ্টেন কফির চাষ করিতে হইলে বিঘা প্রতি ৫ ভরি বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে, এবং আবাদের জন্য যে মাটী নির্ব্বাচন করিতে হইবে, তাহা যেন অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং কড়া-এটেল ও বোদ মাটী হয়।

শিষ্য। আপনি যে দুই প্রকার মাটীতে উহার চাষের ব্যবস্থা করিলেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন মাটীতে কি উহার আবাদ হইতে পারে না?

গুরু। হাঁ, সকল মাটীতেই উহার আবাদ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ দুই প্রকার মাটীতে যেমন ভাল হয়, তেমন অন্য প্রকার মাটীতে হয় না। আর লার্জ ড্রমহেড কফির চাষের ব্যবস্থা যে প্রণালীতে বলা হইয়াছে, যথা,—ফাল্গুন মাস হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত এই পাঁচ মাস প্রতি মাসে দুই পক্ষ দোয়ার সমেত ৪ চারিবার জমিতে চাষ দেওয়া, হাপর তৈয়ারী চারা প্রস্তুত, ক্ষেত্রের ঢাল মামনো, ডাঁড়া তোলা, খুরী কাটা, চারা উত্তোলন ও রোপণ গাছে ২য় বার ছোপ খইল দেওয়া, খইলের পরিমাণ, চারার গোড়া খুঁচিয়া দেওয়া, ডিউনি জল দেওয়া, ডাঁড়া ভাঙ্গিয়া উল্‌টা ডাঁড়া বাঁধিয়া দেওয়া, জল-সিঞ্চন ইত্যাদি সকল কার্য্যই, ঠিক তদ্রূপ করিতে হইবে, আর ড্রমহেড বাঁধাকফিতে যেমন ২।৩ বার জল সিঞ্চন করিলেই খাদ্যোপযোগী হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপ, কিন্তু ইহাতে উহা অপেক্ষা আর একবার অতিরিক্ত জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। প্রভো! ড্রমহেড কফির আবাদের সহিত ইহার আবাদের কোন পার্থক্য দেখিলাম না, কিন্তু ইহাতে অতিরিক্ত আর একবার জলসিঞ্চন করিতে হইবে কেন?

গুরু। ইহাতে শেষে একবার জল সিঞ্চন করিলে, কফি-গুলি বেশী দিন স্থায়ী হয়। আর মাটী শুষ্ক হইলে কফিগুলির নিম্নের অধিকাংশ পাতা ক্রমশঃ শিথিল হয়, শেষ অবস্থায় একবার জল পাইলে পাতাগুলি শুষ্ক হইবার আর কোন কারণ

থাকে না, এবং কফিগুলি স্বতেজে থাকিলে আস্বাদনও সমভাব থাকে।

শিষ্য। যদি ঐ সময়ে হটাৎ বৃষ্টি হয়, তবে তাহাতেও ত উপকার হইতে পারে?

গুরু। এক রকম উপকার হয় বটে, কিন্তু বিদেশীয় কফি ইত্যাদির পক্ষে তত উপকার হয় না, বরং অপকার হয়।

শিষ্য। বৃষ্টিতে উপকার হয়, এবং অপকারও হয়, তাহার কারণ কি প্রভো!

গুরু। সময়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন শাক শবজীর পক্ষে হানি হয়, কারণ ফাল্গুন মাসে এই কফি পুর্ণতা লাভ করে, এ সময় দক্ষিণে বায়ু নিয়তই প্রবাহিত হওয়ায় মধ্যে মধ্যে তৎসম্বলিত জলেরও আবির্ভাব হয়, ঐ জলের পরে যে দক্ষিণে বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতেই কফিতে একটা বদগন্ধ উপস্থিত হইয়া আস্বাদন দূরীভূত করিয়া ফেলে। আর যদি বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে, কফি, ছালাদ ইত্যাদিতে পোকা ধরিতে থাকে। বিট সালগমের পাতায় পোকা ধরিয়া যদিও কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু পাতাগুলিকে একেবারে কুৎসিত করিয়া ফেলে। আর এক কথা,—ঐ বৃষ্টি বশতঃ মাটীতে বেশী পরিমাণে রস থাকিলে, শেষ অবস্থায় উক্ত শাকশবজীর আস্বাদন কম হইয়া যায়।

পরে, ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধাংশ গত হইলে, ক্ষেত্রে যে সমস্ত কফি থাকিবে, তাহাদিগকে বিচালী কিম্বা কলার ছোটা দ্বারা বন্ধন করিতে হইবে।

শিষ্য। ঐ সময় বন্ধন না করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। ফাল্গুন মাসের অর্দ্ধাংশের পর দক্ষিণে বাতাস বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং ঐ বায়ু কফির ভিতরে প্রবেশ করিলে কফির আস্বাদন দূরীভূত হইয়া যায় ও পাতাগুলিও একটু কড়া ধাতের হইয়া পড়ে।

এই রূপে মাউণ্টেন কফির আবাদ করিলে, খরচ বাদে বিঘাতুঁই প্রায় ১২৫ টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! মাউণ্টেন কফির আবাদের বিষয় শ্রুত হইয়া, যার পর নাই সুখী হইলাম। কিন্তু আপনি যে বারমাসের তালিকায় অনেক রকম মূলার কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল মূলার আবাদ কি প্রকারে করিতে হয়?

গুরু। সমস্ত মূলার বিষয় বলিতে হইলে অনেক সময় লাগিবে। তবে দুই একটির বিষয় যদি শুনিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে, না হয় আমনে বড় মূলার কথাটা বলি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই বলুন।

ইতি দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

COUNTRY RADISH.

কণ্ট্রি র্যাডিস্।

আমনে বড় মূলা।

গুরু। ইহার বীজ সকল স্থানেই অপরিমিত জন্মিয়া থাকে বটে, কিন্তু বীজগুলিকে তৈয়ারী করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার।

শিষ্য। এ প্রদেশে সচরাচর মূলার আবাদ ত অনেক লোকেই করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা বীজ কোন্ স্থান হইতে আনয়ন করে?

গুরু। অনেকেই মূলার আবাদ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু অপর অপর স্থান হইতে বীজ আনাইয়া চাষ করে।

শিষ্য। মূলার বীজ কোন স্থান হইতে আমদানি হয়?

গুরু। উহা অনেকস্থান হইতে আমদানি হয়। কিন্তু স্থান বিশেষের বীজে, মূলার রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়। পাঁটনা বাঁকিপুর হইতে যে বীজ আমদানী হয়, তাহার মূলা বেশী পরিমাণে লম্বা হয় না, অর্দ্ধ হস্ত কি ২॥ পোয়া হইয়া থাকে, এবং অধিক মোটাও নহে—বর্ণ ঈষৎ সফেদ। আর মেদিনী পুরের অন্তঃপাতি জাড়া এবং মাণিককুণ্ডু হইতে যে বীজ আমদানি হয়, তাহার মূলা দেখিতে সুন্দর, উপরের অংশ ঈষৎ লাল ও নিচের অংশ সফেদ, এবং ১ হস্ত কি দেড় হস্ত পর্য্যন্ত লম্বা হয়, এবং ঐ মানান মত মোটাও হইয়া থাকে আর মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলি কাঁথি ও এগ্‌রা মাজনা মোকামের বীজের মূলাও খুব প্রসিদ্ধ, যেমন দীর্ঘাকার, তেমনি মোটা ও সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাদন ভাল। আর হুগলি জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ স্থানের বীজে খুব বড় মুলা হইয়া থাকে। এইরূপে যে যে স্থান হইতে মূলার বীজ আমদানি হয়, সকল স্থানেই বীজ তৈয়ারী হয় বটে, কিন্তু জাড়া কাঁথির, ও এগরার কৃষকেরা মূলার বীজ যে প্রণালীতে তৈয়ারী করিতে সক্ষম হয়, (অর্থাৎ ভালরূপ জানে) অন্য দেশীয় কৃষকেরা তদ্রূপ সক্ষম নহে, (অর্থাৎ ভালরূপ জানেও না)।

শিষ্য। স্থান বিশেষে যে মূলার বীজ উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট হয়, ইহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, যাহা হউক একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্থানে যে সকল মূলার বীজ তৈয়ারী হয়, সমস্তই কি বড় মূলার বীজ ?

গুরু। বড় মূলার বীজ হইলেই যে তাহাতে বড় মূলা জন্মিবে তাহা নহে, কারণ, উহা তৈয়ারী করার তাৎপর্য্যতেই মূলাগুলি ছোট, বড় মাঝারি ও কেবল শাক জন্মিয়া থাকে। আর আউস ও আমন এই দুইটি জাতি মূলা পৃথক্ রূপ আছে।

শিষ্য। আপনার নিকট কৃষিবিষয় যাহা যাহা শ্রুত হই, তাহা সমস্তই আমার পক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এক্ষণে মূলার বীজ কি প্রণালীতে রক্ষা করিলে ভবিষ্যতে তাহাতে কোন দোষ ঘটে না এবং ভাল মূলা হয় তাহা বিশেষ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। হাঁ, মূলার বীজ রক্ষার প্রণালী নূতন রকম এবং অতিশয় কঠিন বলিলেও বলা যায়। ইহার চাষ করিতে হইলে অগ্রে বীজ রক্ষার প্রণালী শিক্ষা করা উচিত। অতএব যে মূলা গাছে, বীজ রক্ষা করিতে হইবে, তাহাকে প্রথম হইতেই চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে মাঘ মাসে দেখিতে হইবে যে, ঐ চিহ্নিত গাছগুলিতে ফুল হইবার উপক্রম হইয়াছে কি না, যদি ফুল হইবার উপক্রম হইয়াছে এমন বেশ বুঝিতে পারা যায়, তবে যে স্থানে হাঙ্গা দেওয়া হইবে, সেই স্থানটি নির্ণয় করিয়া পরিষ্কৃত রূপে হাঙ্গার উদ্‌যোগ করিতে হইবে।

শিষ্য। ফুল হইবার উপক্রম কি রূপে বুঝা যাইবে ?

গুরু। তাহার সঙ্কেত এই যে, ফুল হইবার পূর্ব্বাহ্নে মূলার

পাতাগুলি ক্রমশঃ ছোট ছোট হইয়া আইসে, এমন কি ১ অঙ্গুলি বা ১॥ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ছোট হয়।

তৎপরে যে ঘরে হাঙ্গা দেওয়া হইবে, সেই ঘরে সচরাচর সাধারণ লোককে যাইতে দেওয়া নিষেধ, কেননা অনাচারে গাছ সমস্ত নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া শুদ্ধাচারী লোক ব্যতীত অন্য কেহ যাইতে পারিবেক না। তৎপরে সেই ঘরের মেজেতে বেশ ডাঁসা বালি ২ বা ৩ অঙ্গুলি ছড়াইয়া হাঙ্গার স্থান প্রস্তুত করত ঐ ক্ষেত্রের চিহ্নিত মূলীগুলির বড় বড় পত্র সমস্ত ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট ডগার পত্র এবং মূলা ১ বা ২ অঙ্গুলি পরিমাণ ভাল ছুরী বা কাস্তে দ্বারা কাটিয়া লইয়া, ঐ বালুকা বিস্তৃত স্থানে ঠিক সোজা ভাবে পরস্পর সংলগ্নে (অর্থাৎ গায় গায়) হাঙ্গা বা কাঁড়ী দিতে হইবে।

শিষ্য। হাঙ্গা ও কাঁড়ী কাহাকে বলে, তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। কোন গৃহে বা আচ্ছাদিত স্থানে যে সকল গাছ ঈষৎ কাইত ভাবে পরস্পর গায়ে গায়ে উর্দ্ধদিকে খাড়া করিয়া রাখা হয়, তাহাকে হাঙ্গা ও কাঁড়ী দেওয়া বলে।

এইরূপে হাঙ্গা দিবার দুই দিবস পরে কুঁচী দ্বারা সামান্য জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। কুঁচী কাহাকে বলে তাহা আমি বুঝিতে পারিলামনা

গুরু। একমুটা উলুখড় অর্দ্ধহস্ত পরিমাণ কর্ত্তন করিয়া ছোট খেংরার মত বাঁধিয়া জল দিলে ঐ খেংরাকে কুঁচী বলে। কিন্তু এমন ভাবে জল ছিটা দিতে হইবে যে, কেবল মাত্র মূলার পত্র এবং গাত্র ধৌত হয় নীচের সমস্ত বালি না ভিজে।

শিষ্য। যদি অসাবধানতা বশতঃ বেশী জল দেওয়াতে সমস্ত বালি ভিজিয়া কাদা হয়, তাহা হইলে বিশেষ কি কোন দোষ ঘটিতে পারে?

গুরু। বেশী জল দিলে, হানি যদি না হইবে, তবে কুঁচি দ্বারা সামান্য জল দিবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন কি! বাস্তবিক ঐ রূপ অবস্থায় বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করাতে যদি নিম্নের বালি কর্দ্দম হয়, তাহা হইলে, ক্রমশঃ পচা ধরিয়া মূলা সকল নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে হাঙ্গা দেওয়া ঘরের দরজা এবং জানালা প্রাতেঃ ১০টা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখিয়া ঐ ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিতে হইবে। পুনর্ব্বার ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুলিয়া রাখিয়া রাত্রিযোগে বন্ধ রাখিতে হইবে, কারণ, দিবাতে সূর্য্যোত্তাপে গরম বায়ু ও রাত্রিরে শিশির ঐ হাঙ্গা দেওয়া গৃহে প্রবেশ করিলে, বীজের পক্ষে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত বায়ু ঐ হাঙ্গা দেওয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বীজের পক্ষে অনিষ্ট হয়, কিন্তু শিশিরে ত উপকার হইতে পারে!

শিষ্য। বৎস! শিশির ও জল, অনেক উদ্ভিজ্জের জীবন স্বরূপ, ইহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু মূলার বীজের পক্ষে তাহা নহে—এ স্থলে সুধাকে বিষ বলিয়া অনুভব করিতে হইবে।

তৎপরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জল ব্যবহার করা হইলে ৪।৫ দিন অন্তে দেখিতে হইবে যে, মূলা গাছের ডগায় যে ২।৩টি ছোট ছোট পাতা আছে, তাহার মধ্যে ২।১টি পাতা

হরিদ্রাবর্ণ হইয়া আসিতেছে কি না, যদি হরিদ্রাবর্ণ দৃশ্য হয়, তাহা হইলে, ঐ দিবস পুনর্ব্বার ঐ উলুখড়ের কুঁচি দ্বারা সামান্য জল দিতে হইবে। এইরূপে জলের ছিটা দেওয়ার পর ২।৩।৪ দিনের মধ্যে ফুলের কুঁড়ি বাহির হয়, এবং ঐ কুঁড়ি ৩।৪।৫ অঙ্গুলি বাহির হইলে, পুনর্ব্বার উহাতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সামান্য জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তৎপরে ৮।১০ দিন গত হইলে, সমস্ত ফুলের শীষ কোনটি ১ হস্ত, কোনটি ১। শওয়া হস্ত, কোনটি ১॥ হস্ত উর্দ্ধে যখন লম্ব হইবে, সেই সময় একবার ঐ কুঁচি দ্বারা বেশী পরিমাণে জলের ছিটা দেওয়া বিধেয়, কারণ আর মাসাবধি উহাতে জল ব্যবহার করিতে হইবে না। ফলকথা, ফুলগুলি ফুটিতে আরম্ভ হইলে, উহাতে জল ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।

শিষ্য। ঐ রূপ অবস্থায় আর জল ব্যবহার করিতে হইবে না, ইহার কারণ কি?

গুরু। কারণ এই যে, ফুলগুলির ঐ অবস্থায় বিন্দু মাত্র জল উহার ভিতর প্রবেশ করিলে, তাহার রেণু সমস্ত ঝরিয়া যায় তাহাতে ঐ ফুলে আর বীজ উৎপন্ন হয় না। তৎপরে ঐ সমস্ত ফুলে রাই সরিষার শুঁঠীর ন্যায় অপরিমিত শুঁঠী ধরিতে থাকে, তন্মধ্যে একটি কথা এই যে, যে পর্য্যন্ত সমস্ত গাছে শুঁঠী না ধরিবে, ততদিন কেবল উল্লেখিত ঘরের দরজা, জানালা সমস্ত দিন খুলিয়া রাখিতে হইবে, কারণ ঐ অবস্থায় উহাতে কিঞ্চিৎ নির্ম্মল বায়ু লাগিলে ভাল হয়। তৎপরে শুঁঠী ধরা অবস্থায় পূর্ব্বমত আর একবার বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করা উচিত, এবং যাহাতে সর্ব্বদা নির্ম্মল বাতাস উহাতে লাগিতে

পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। এবং মধ্যে মধ্যে ২।৩।৪ দিবস অন্তর একএক দিন আবশ্যক মত জল ব্যবহার করা উচিত। এইরূপে শুঁঠী ধরা সময় হইতে মাসাবধি গত হইলে, সমস্ত বীজ পরিপক্ক হইতে থাকে, কিন্তু শুঠীঁগুলি যখন উত্তোলন করিতে হইবে, সেই সময় যেন সমস্ত এককালে তোলা না হয়, কারণ এককালে সমস্ত শুঁঠী উত্তোলন করিলে উহাতে কাঁচা পাকা সমস্ত একত্রিত হইতে পারে, তজ্জন্য তিন বার করিয়া তুলিলে রীতিমত কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে এই যে, প্রথমবার বীজ উত্তোলন যে দিবস করা হইবে, ২য় বার উত্তোলন তাহার ৮ দিবস পরে করিতে হইবে, যেমন ২য় বার ১ম বারেরর ৮দিবস পরে হইল, তেমনি ৩য় বার উত্তোলন ২য় বারের ৮ দিবস পরে করিলে আর কাঁচা পাকায় মিশ্রিত হইতে পারে না।

শিষ্য। প্রভো! মূলার বীজ রক্ষার প্রণালী যে এরূপ গুরুতর, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না, আপনার অনুগ্রহে সমস্তই অবগত হইলাম। যাহা হউক, এক্ষণে মূলার আবাদের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। মূলা আমাদিগের দেশীয় তরকারীর মধ্যে পরিগণিত, কিন্তু অতিশয় তদ্বিরে মূলার আবাদ করিতে হয়। ইহার চাষ করিতে হইলে, প্রতি বিঘায় ॥০ অর্দ্ধ সের পরিমাণে বীজের আবশ্যক হইয়া থাকে। দো-আঁশ ও পলি মাটীতে ইহার আবাদ ভাল হয়। আর এক কথা, ইহার আবাদের জন্য যে জমি নির্ব্বাচন করিতে হইবে, সেই জমি খানি বারমেসে হওয়া চাই। তৎপরে মাঘ মাসের প্রথম হইতে উক্ত জমিতে

১ বা ১৷ শওয়া হস্ত গভীরতায় প্রতিমাসে ৩ বার কি ৪ বার বাই লাঙ্গলে চাষ দিয়া সমস্ত ঘাস জঙ্গল মারিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে চৈত্র বা বৈশাখ মাসে ঐ জমিতে পচা গোময় সার ৫০ মোণ ছড়াইয়া দিয়া, পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত চাষ দেওয়া বিধি। শ্রাবণ মাসে যখন ঘোর বর্ষা আরম্ভ হইয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত থাকিবে, ঐ সময়ের মধ্যে জমিতে আর চাষ দিবার আবশ্যক নাই। শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই তিনমাস জমিতে চাষ দেওয়া বন্ধ রাখা প্রযুক্ত যে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইবে, তাহা নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। ইহার মধ্যে আর একটি কথা আছে এই যে, ঐ বর্ষা তিন মাসের মধ্যে কোন কোন সময়ে একেবারে ১০।১৫ দিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে উচ্চ জমি সমস্ত যদি গ্রীষ্ম কালের ন্যায় শুষ্ক বোধ হয়, তাহা হইলে ঐ সময় লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিলে কোন হানি হয় না, বরং ঐ রূপ অবস্থায় জমিতে চাষ দিলে বিশেষ উপকার হয়, এবং যে দিবস জমিতে লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া হইবে সেই দিবসই চাষ দেওয়ার পর একপালা কি দুইপালা মই দেওয়া কর্ত্তব্য। জমিতে এরূপ অবস্থায় মই দেওয়ার কারণ এই যে, মই না দিয়া কেবল চষিয়া রাখিলে, তাহাকে গলন জমি বলা যায়, সুতরাং বৃষ্টি হইলে গলন জমি বলিয়া অধিক জল শোষণ করিতে থাকে, এমন কি চষা অবস্থায় জমির জল সমস্ত জমিতই শুখাইয়া যায়। ফলকথা এই যে, এই সময় যদি বেশী পরিমাণে জল জমিতে প্রবেশ করে, তাহা হইলে কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে বীজ বপনের যো (অর্থাৎ মাটী ঝর ঝরে হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে)।

শিষ্য। দেব! কার্ত্তিক মাসে যদি উক্ত কারণ বশতঃ জমিতে বীজ বপনের যো (অর্থাৎ মাটী ঝর্ ঝরে না হয়), তাহা হইলে, কোন দোষ ঘটিতে পারে কি না?

গুরু। বীজ বপন কালে মাটী যদি রীতিমত ঝর্ঝরে না হয়, (অর্থাৎ তাহাতে বেশী পরিমাণে রস থাকে) তাহা হইলে, অতি সত্বরে এমন কি ২।৪ দিনের মধ্যেই বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়। ক্রমশঃ চারা যেমন বড় হইতে থাকে, তৎসঙ্গে সঙ্গে হেমন্তের বায়ু প্রযুক্ত ক্ষেত্রের মাটীও টানিয়া যাইতে থাকে; শৈত্য বশতঃ মাটী যত আঁটিয়া যায়, ততই চারাগুলি ক্রমশঃ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া মারা পড়ে। সেই জন্য সাধারণতঃ একটি কথা আছে এই যে, "মূলার জমি তুলা"।

শিষ্য। প্রভো! যদিও আমি আপনার প্রমুখাৎ কৃষিসম্বন্ধীয় অনেক কথা ঈঙ্গিতে শ্রুত হইয়া তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষণ তাহা স্মরণ থাকে না, কারণ এই যে, কার্য্যোপলক্ষে যে কথা উত্থাপিত হয়, সেই কার্য্য উপস্থিত না হইলে সেই কথা স্মরণপথে দণ্ডায়মান হয় না। কার্য্যের সহিত বাক্যের যেরূপ ঘনিষ্টতা, বাক্যের সহিত কার্য্যেরও সেইরূপ ঘনিষ্টতা, অতএব আপনি যে "মূলার জমি তুলা" বলিলেন, কার্য্যোপলক্ষেই বলিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ কথাটি আপনার স্মরণ ছিল না—কার্য্যোপলক্ষেই স্মরণ হইয়াছে। যাহা হউক প্রভো! উক্ত কথাটি যাহাতে আমিও বিস্মরণ না হই, তদ্বিষয়ে ভালরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। বৎস! উক্ত কথাটি প্রবচনের মধ্যে পরিগণিত, উহার ভাবার্থ প্রকাশ করিতে হইলে, উহার পরবর্ত্তী "তার"

কথাটি বসাইয়া দিয়া অর্থ করিতে হয়, (অর্থাৎ মুলার জমি তুলার ন্যায়) তাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে যে, "মুলার জমি তুলা" ইহাতেও যদি ভাল রূপে বুঝিতে না পার, তাহা হইলে আর একটি কথা বলি শুন। বীজ বপনের পূর্ব্বে জমিতে এমন ভাবে চাষ দিতে হইবে যে, একটি জলপূর্ণ কলসী ধপ্ করিয়া জমিতে বসাইলে, কলসীটি ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইবে না। (অর্থাৎ যেন তুলার উপরে পড়িল। ফল কথা, জমি খানি যেন সকল সময় নরম জুতে থাকে।

এইরূপে জমি ঠিক হইলে যো বুঝিয়া প্রথমে একবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিতে হইবে। তৎপরে তাহাতে বীজ বপন করিয়া পুনর্ব্বার স্যাও লাঙ্গলে একবার পাতলা পাতলা ও ভাসা ভাসা চাষ দিয়া পরক্ষণেই দুই পালা মই দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। আপনি এতদিন অনেক রকম চাষের কথা বলিয়া আসিলেন, কিন্তু স্যাও লাঙ্গলে ভাসা ভাসা চাষ দিতে হইবে, এ কথা ত কখন উল্লেখ করেন নাই! কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা কোপাইবার কথা বলিয়াছিলেন বটে, যাহা হউক এক্ষণে স্যাও লাঙ্গলে কিরূপে ভাসা ভাসা চাষ দিতে হইবে, তাহা ভাল রূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। লাঙ্গল দ্বারা ভাসা ভাসা চাষ দেওয়ার পক্ষে অনেক রকম সঙ্কেত আছে, তাহা বলিতেছি শুন। কুড়োট করিলে স্যাও লাঙ্গলে ভাসা ভাসা চাষ দেওয়া হয়।

শিষ্য। কুড়োট ও স্যাও লাঙ্গল কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু! লাঙ্গলখানি ছুতিবার

সময় অনেক তাগবাগ ও কল কৌশল করিয়া গোরু দুইটি বিবেচনা পূর্ব্বক ঠিকমত জুতিতে হয়। এবং যে পরিমাণে গভীর করিয়া জমিতে চাষ দিতে হইবে, সেই মত তাহার কৌশলও করা আবশ্যক। (অর্থাৎ গভীরভাবে চাষ দিতে হইলে) বাই লাঙ্গল এড়োট করিয়া জুতিতে হয়, এবং ভাসা ভাসা চাষ দিতে হইলে) স্যাও লাঙ্গল কুড়োট করিয়া জুতিতে হয়। এড়োট এবং কুড়োট উভয়বিধই কৌশল বলিয়া দিতেছি। লাঙ্গলের ইস্-খানির ঠিক্ মধ্যস্থলে স্বাভাবিক মত জোল না বাঁধিয়া, ইসের উপরদিকে দশ আনা অংশে জোল বাঁধিয়া গোরু জুতিলে উহাকে বাই লাঙ্গল এড়োট জোতা বলে। আর ঐ ইসের মধ্য-স্থলে জোল না বাঁধিয়া নীচের দিকে ছয় আনা অংশে জোল বাঁধিয়া গোরু জুতিলে উহাকে স্যাও লাঙ্গল কুড়োট জোতা বলে। এই রূপে এড়োট ও কুড়োট করিয়া লাঙ্গল জুতিলে ইচ্ছামত ভাসা ও গভীরভাবে চাষ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। প্রভো! এত দিনের পর একটি কথা আপনাকে বলিতে ইচ্ছুক হইয়াছি; কথাটি সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। কেননা, যে কথাই হউক না কেন, সময় গতিকে ভাবের তফাৎ হইয়া যাইতে পারে, অতএব কথাটি সঙ্গত হউক, আর নাই-ই হউক, আপনার অনুমতি ব্যতীত ব্যক্ত করা উচিত নহে।

গুরু। এমন কি কথা বাপু! যে তাহাতে তুমি এত ভাবাপন্ন হইতেছ! যদিও তোমার মনে কোনরূপ অসংলগ্ন ভাবের কথা উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহার জন্য আমার

নিকট শঙ্কিত হইতে হইবে না; আমি মুক্তকণ্ঠে অনুমতি দিতেছি যে, তোমার কোন অমঙ্গল হইবে না।

শিষ্য। আমার বোধ হয়, আপনি নিজ হস্তে কখন লাঙ্গল জুতিয়া চাষ দিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়াছি যে, ভদ্রলোককে স্বহস্তে লাঙ্গল জুতিয়া জমিতে চাষ দিতে নাই, কিন্তু আপনি যেরূপ লাঙ্গলের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণন করিলেন, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, উক্ত বিষয়ে আপনি বিচক্ষণতা লাভ করিয়াছেন। স্বহস্তে উক্ত কার্য্য না করিলে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হওয়া কোন মতে সম্ভব নহে।

গুরু। বৎস্য! এই কথার জন্য তুমি এত সংকুচিত হইতেছিলে কেন? কথাটি প্রকৃত না হউক, অনুভব হইতেও পারে বটে, যাহা হউক, তুমি লোকের মুখে শুনিয়াছ যে, ভদ্রলোকে স্বহস্তে লাঙ্গল জুতিয়া জমিতে চাষ দিলে দোষ হয়, তাহা মিথ্যা নহে, সত্য কথা, কিন্তু কোন শাস্ত্রে নিষেধ নাই, তবে ভদ্রলোকের পক্ষে নিষেধ হইবার কারণ এই যে, ভদ্রলোকে শূন্যপদে মাঠের উপর গোরুর পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইতে যার পর নাই কষ্টের অনুভব করেন। আর সর্ব্বদাই গোরুর পশ্চাতে থাকাতে যদি কোন সময় একটি গোরু পশ্চাদ্দিকে স্বজোরে পদ চালনা করে (অর্থাৎ লাথি ছোড়ে) তাহা হইলে, ঐ লাথি ভদ্রলোকের দেহে লাগিলে, গুরুতর আঘাত লাগিতে পারে। তজ্জন্য ভদ্রলোকের পক্ষে উক্ত কার্য্য নিষেধ বলিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আর এক কথা, ভদ্রলোকের পক্ষে স্বহস্তে লাঙ্গল চালনা ও বড় বড় বৃক্ষে আরোহণ করা, বড়ই কঠিন কার্য্য, তবে যে

ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে অভ্যাস করে, তাহার পক্ষে সহজ হয়, নতুবা উক্ত কার্য্যবশতঃ বিপদে পতিত হইতে হয়। আর দেখ, গো একটি হিন্দুদিগের পূজ্য দেবতা স্বরূপ, তাহাকে কার্য্য গতিকে সর্ব্বদা প্রহার না করিলে চলেনা, সুতরাং তাহাই বা কি রূপে সম্ভব হয়? অতএব আমি যে উক্ত বিষয় ভালরূপ জ্ঞাত আছি, তাহা আশ্চর্য্য বোধ করিও না, নিয়তই শিক্ষা করিলে, যে কার্য্যই হউক না কেন, অবশ্যই তাহার ফল পাওয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! আমার মনো মধ্যে যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইল। এক্ষণে পূর্ব্বে যাহা বলিতে ছিলেন, তাহাই বলুন।

গুরু। তদপরে ৫।৭ দিন বাদে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা সমস্ত বাহির হইয়া ২টি পাতা দৃষ্ট হইলে দেখা উচিত যে, ক্ষেত্রে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে কি না, যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে একবার নিড়ান দ্বারা ঘাসগুলি নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। বিষ্ণো! বিষ্ণো! কথায় কথায় একটি কথা ভুলিয়া গিয়াছি বাপু!

শিষ্য। কি কথা প্রভো!

গুরু। যে জমিতে মূলার আবাদ করিতে হইবে ঐ জমির চতুঃপার্শ্বের জমি যেন পতিত বাচড়া না হয়।

শিষ্য। উহার আসপাশে যদি পতিত বাচড়া জমি থাকে, তাহা হইলে মূলার আবাদ কি হইতে পারে না?

গুরু। মূলার আবাদের চতুর্দ্দিকে যদি পতিত বাচড়া জমি থাকে, তাহা হইলে মূলার ছোট ছোট চারাগুলিকে রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে, কারণ বাচড়া জমিতে এক রকম

পতঙ্গ (ফড়িং) জন্মাইয়া থাকে। তাহারা নিকটবর্ত্তী মূলার গন্ধ পাইলে, দ্রুতগতিতে ক্ষেত্রে আসিয়া মূলার চারা সমস্ত কাটিয়া নষ্ট করিতে পারে। যাহা হউক, মূলার চারাগুলি থুবী হওয়া দৃষ্ট হইলে একবার কোদাল দ্বারা ২ কি ৩ অঙ্গুলি গভীরতায় কোপাইয়া এক দিন কি দুই দিন অন্তে ঐ কোপান মাটীগুলি হস্ত দ্বারা কতক গুঁড়া করিয়া সমস্ত ক্ষেত্র ঢুলাইয়া সমান করিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। প্রভো! মূলার চারা থুবী হওয়া কিরূপ? তাহা আমি অনুমান করিতে পারিতেছি না।

গুরু। চারাগুলির ৫।৭।৮ পাতা বাহির হইলে, ক্রমশঃ থোবা মত হয় (অর্থাৎ বড় বড় গাছের প্রতি দূর হইতে দৃষ্ট করিলে গাছগুলিকে যেমন ছোট ছোট থোবামত দেখা যায়)। তদ্রূপ অবস্থাকে সাধারণে থুবী বলিয়া থাকে। তৎপরে ১৫।১৬ দিন গত হইলে, দেখিতে হইবে যে, চারাগুলি চাক ধরিয়া উঠিতেছে কি না, একথাটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, কেননা ছালাদ চারার সময় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। যাহা হউক চাক ধরা দৃষ্ট হইলে, ঐ ক্ষেত্রে নিড়ান দ্বারা এক একটি গর্ত্ত করিয়া নিম্নের মাটী পরীক্ষা করা উচিত। যদি তাহাতে মাটী এককালে নীরস বোধ হয়, তাহা হইলে কার্য্য গতিকে একবার জল সিঞ্চন করা বিধেয়—নতুবা পারপক্ষে নহে।

শিষ্য। প্রভো! অপর অপর ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, কিন্তু মূলার ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা এরূপ জড়তাভাবে বলিলেন কেন?

গুরু। এই মূলার ক্ষেত্রে জল ব্যবহার করা কোনমতে বিধি নহে। হেমন্তের সময় শুষ্ক মাটীতে ইহার আবাদ করিতে পারিলে আস্বাদন ভাল হয়, এবং মূলার যে তীক্ষ্ণতা গুণটুকু আছে, তাহা সমভাব থাকে। আর মধ্যে মধ্যে জল ব্যবহার করিলে মূলার মূল অতিশয় প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু উল্লেখিত গুণ সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়।

শিষ্য। জল পাইলে মূলার আস্বাদন দূরীভূত হইয়া যায়, বাস্তবিক কথাটি সম্ভবতঃ, কেননা আমি অনেক সময় মূলা ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি যে, কোন কোন মূলা মিষ্টের সহিত ঝাল, কোন কোন মূলার ভিতরে কাপাসের মতন শুষ্ক, কোন কোন মূলা ইক্ষুর ন্যায় রসাল ইত্যাদি, তারতম্যের প্রভেদের কারণই ঐ, আপনি যাহা বলিলেন তাহাই বটে; কিন্তু ঐ সময় হঠাৎ বৃষ্টি হইলে মূলার পক্ষে ত বড়ই অনিষ্ট হইতে পারে!

গুরু। বৎস! দেব চরিত্রের কথা কেহই বলিতে পারে না, অসময়ে বৃষ্টিপাত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! যদিও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাই ঘটে, তাহা হইলে সমস্তই পণ্ডশ্রম হইয়া পড়ে, কারণ সেঁচা জলে ও আকাশের জলে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণ এই—কোন ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিলে ২।১ দিন পরে শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু আকাশের জল তদ্রূপ নহে—যে রূপই বর্ষণ হউক না কেন, তাহাতে মাটী এমন রসাল হয় যে, শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে না, এ কারণ মূলার ফুল শীঘ্র বাহির হইয়া পড়ে।

শিষ্য। মূলার ফুল শীঘ্র বাহির হইলে, তাহাতে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। দোষ হয় বৈকি! মূলার শীষ বাহির হইয়া, তাহাতে ফুল ধরিলে, ক্রমশঃ মূলা নিরস কাষ্ঠ প্রায় হয়, আস্বাদন পূর্ব্বের ন্যায় থাকে না।

তৎপরে জল সিঞ্চনের পর মাটী ঝর্‌ঝরে বোধ হইলে, তাহাতে ১ বা ২ অঙ্গুলি গভীরতায় একবার কোদাল দ্বারা উপর উপর অর্থাৎ ভাসা ভাসা কোপাইয়া ২।১ দিন অন্তে ঐ কোপান মাটীগুলি হস্ত দ্বারা সমান করা আবশ্যক; এবং ঐ সময়ে মূলাতে পাকা, পচা ও ঝোলা পাতা যাহা থাকিবে, তাহা হস্ত দ্বারা ভাঙ্গিয়া পরিষ্কার করা উচিত। এইরূপে সমস্ত কার্য্য শেষ হইলে ৮।১০ দিন পরে মূলা সকল রীতিমত ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। ইহার আবাদের জন্য যাহা খরচ করা হয়, তদ্বাদে বিঘা প্রতি প্রায় ৬০।৬৫ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! মূলার বিষয় যাহা বর্ণন করিলেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে অতীব হিতজনক। এক্ষণে অন্য কোন রূপ আবাদের বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তবে এক রকম পাটনাই পিয়াজের বিষয় বলি শুন।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, বলুন।

ইতি একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

LARGE RED PATNA ONION.

লার্জ রেড পাটনা অনিয়ন।

পাটনাই লাল বড় পিয়াজ।

গুরু। ইহার বীজ পাটনা ও বাকীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহার আবাদ করিতে হইলে পোলি ও সরাণি-বালুকাময় জমি ঠিক করিয়া বিঘাভুই ১০ ভরি বীজের ব্যবস্থা করিতে হয়। বালুকাময় জমিতে ইহার আবাদ যেমন ভালরূপ হয়, অন্য প্রকার জমিতে তদ্রূপ হয় না। ঐ জমিতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিনমাস লাঙ্গল দ্বারা চাষ দিয়া সমস্ত ঘাস জঙ্গল মারিয়া রাখা উচিত। পরে শ্রাবণ মাসে ঐ ক্ষেত্রে পচা গোময়সার ৩০ মোণ এবং সরিষা বা তিসির খইল দিতে হইলে, ১২ মোণ ছড়াইয়া দুইবার চাষ দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে সারেতে মাটীতে রীতিমত মিশ্রিত হওয়া বোধ হইলে, তাহার উপর পাতলা পাতলা একপালা মই দিয়া রাখিতে হইবে।

শিষ্য। একপালা মই দেওয়া কাহাকে বলে, তাহা আমি জ্ঞাত নহি।

গুরু। একবারকে, একপালা কহে। দুইবারকে, দুইপালা কহে।

পরে আশ্বিন মাসের শেষে কিম্বা কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বীজ বপনের জন্য ২॥ হস্ত প্রস্থে এবং ৫ হস্ত দীর্ঘে একটি বপন স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে টানা

আইলমত বাঁধিয়া, মধ্যস্থলটি কোদাল দ্বারা কোপাইয়া, তাহাতে কলসী করিয়া জল দিতে হইবে। কিন্তু এরূপ ভাবে জল দিতে হইবে যে, সমস্ত মাটী যেন নাড়া চাড়া করিলে দধির ন্যায় কর্দ্দম হইয়া পড়ে। এবং ঐ কাদা হস্ত দ্বারা বেশ সমান করিয়া তাহাতে কথিত ১০ ভরি বীজ বপন করিতে হইবে। তৎপরে দেখিতে হইবে যে, বীজগুলি কর্দ্দমের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে কি না, যদি প্রবেশ না করিয়া থাকে তবে পরক্ষণেই সামান্য গুড়া মাটী দ্বারা বীজগুলি ঢাকা দেওয়া আবশ্যক। গুড়া মাটী দেওয়া হইলে পুনর্ব্বার উহার উপরে বোমা বা হস্ত দ্বারা জলের ছিটা দিয়া মাটীগুলি কর্দ্দমের সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! অনিয়নের বীজ কর্দ্দমে বপন না করিলে চারা বাহির হয় না কি?

গুরু। অনিয়ন বীজ কর্দ্দমে বপন না করিয়া, ঝুরা মাটীতে বপন করিলে সহজে চারা বাহির হয় না, এমন কি, যে পর্য্যন্ত বীজ সকল অঙ্কুরিত না হয়, তদবধি উহাতে জল দিতে হয়। তৎপরে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইলে আর জল ব্যবহার করা বিধি নহে, কারণ ইহার অঙ্কুরে জল লাগিলে সমস্ত অঙ্কুর নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। আর এক কথা, হাপরে মাটী শুষ্ক হইলে উহাতে জল না দিয়া থাকা যায় না, কিন্তু বীজ বপনের এক কি দুই দিন পরে জল ব্যবহার করায়, কি অন্য কোন কারণে বীজ যদি নাড়া চাড়া পাইয়া স্থানান্তরিত হয়, তাহ হইলে ঐ বীজ আর অঙ্কুরিত হয় না। সেই জন্য হাপরে কাদা করিয়া অনিয়নের বীজ বপন করা বিধি হইয়াছে। এইরূপে

হাপরে বীজ বপন করা হইলে, তাহার উপর দীর্ঘে ও প্রস্থে ২।৪ খানি বাখারী রাখিয়া, উহার উপর কতকগুলি বিচালী ছড়াইয়া হাপরক্ষেত্র আচ্ছাদন করা আবশ্যক।

শিষ্য। হাপরের উপর অগ্রে বাখারী রাখিয়া পরে উহার উপর বিচালী ছড়াইয়া দিতে হইবে, তাহার কারণ কি?

গুরু। ঐ রূপ অগ্রে বাখারী পাতিয়া তাহার উপর বিচালী না ছড়াইলে তাহাতে ২।৩টি দোষ ঘটিতে পারে।

শিষ্য। কি কি দোষ প্রভো!

গুরু। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—হাপরের কাদার উপর বিচালী ছড়াইলে বীজগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার পর বিচালী উঠাইবার সময় আঘাত লাগিয়া অধিকাংশ অঙ্কুর নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই এক দোষ,—কেবল মাটীর উপর বিচালী পতিত থাকিলে, মাটীর রস সমস্ত বিচালী শোষণ করে, তাহাতে মাটী নিরস অর্থাৎ শুষ্ক হইলে বীজ সকল অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে।

শিষ্য। প্রভো! বিচালী দ্বারা যদি ঐ রূপ অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে কলারপাতা কি অন্য কোন পাতা ঢাকা দিলেও ত ভাল হয়।

গুরু। কলারপাতা হাপরের ঐ অবস্থায় চাপা দিলে তাহাতে বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে আশা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শিষ্য। এরূপ কথা বলিবার উদ্দেশ্য কি প্রভো!

গুরু। কলারপাতা মৃত্তিকায় পতিত দেখিলেই তাহার নিচে নানা প্রকার কীট, যথা,—উইচিংড়া, ছোট ছোট ব্যাং, কেঁচো কেঁচো, পিপীড়া চকিতের ন্যায় আসিয়া বাসা করে।

শিষ্য। তবে খুলিয়া রাখাইত ভাল।

গুরু। খুলিয়া রাখা অনেকাংশে ভাল বটে, কিন্তু অনিয়ন বীজের পক্ষে অপকার হইয়া পড়ে যে হেতু ইহার বীজ বপন করার দিন হইতে চারা দুই অঙ্গুলি উচ্চ না হওয়া পর্য্যন্ত উহাতে জল ব্যবহার করিতে হইবে না। তজ্জন্য অনিয়ন-বীজ-বপনের-হাপরে কর্দ্দম করা নিতান্ত আবশ্যক।

তৎপরে বীজ সকল ৫।৬ দিনের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া সরু সরু চারা দৃষ্ট হইলে, অতি সাবধানের সহিত উক্ত বিচালী ও বাখারীগুলি তুলিয়া পুনর্ব্বার যে যে স্থানে বাখারী ছিল, সেই সেই স্থানে অর্দ্ধ হস্ত উচ্চভাবে কোন রূপ (পদার্থ) ইট কি কোন কাষ্ঠের টুকুরা পাতিয়া পুনর্ব্বার উহার উপর বাখারী রাখিয়া, তাহাতে ঐ বিচালীগুলি বিছাইয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। পুনর্ব্বার আচ্ছাদনের ব্যবস্থা না করিয়া এককালে সামান্য উচ্চ করিয়া আচ্ছাদন করিলে ত ভাল হয়!

গুরু। প্রথম বারেই যদি উচ্চ করিয়া আচ্ছাদন করা হয়, তাহা হইলে, হাপরের ভিতর বাতাস প্রবেশ করিয়া মাটী শুষ্ক করিতে পারে, বাস্তবিক অনিয়ন বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় তাহাতে বাতাস এবং জল লাগিলে চারা বাহির হইবার পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। তৎপরে চারাগুলি, ১ অঙ্গুলি কি ১॥ অঙ্গুলি উচ্চ হইলে, হাপরের আচ্ছাদন খুলিয়া চারাগুলিতে রৌদ্র ও শিশির লাগাইয়া পাকা করা উচিত। আর যদি এই সময় বিশেষ জলের আবশ্যক হইয়া পড়ে, তাহা হইলে, কলসী কি কোন পাত্র করিয়া জল আনিয়া ঐ হাপরক্ষেত্রের যেদিকে সামান্য উচ্চ বোধ হইবে, সেই দিকের মধ্যে যে স্থানে

চারা একটু পাতলা হইয়াছে, সেই স্থানে কোন একটি পাতা কিম্বা একখানি নেকড়ার টুকরা রাখিয়া তাহাতে সরুধারে জল ঢালিয়া হাপরক্ষেত্রটি একেবারে প্লাবিত করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চারার গোড়ায় অর্দ্ধ ইঞ্চি জল না দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল ঐ নিয়মে ঢালিতে হইবে।

শিষ্য। অপর অপর চারা যেরূপ পাতলা করিয়া নাড়িয়া বসাইতে হয়, ইহা তদ্রূপ করিতে হয় না কেন?

গুরু। ইহার চারা ছোট অবস্থায় নাড়িয়া বসাইলে অধিক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়।

তৎপরে অনিয়নের আবাদ করিবার জন্ত যে জমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া চাষ দিয়া রাখা হইয়াছে, পুনর্ব্বার অগ্রহায়ণ মাসের শেষে সেই জমিতে লাঙ্গল দ্বারা ২ বার কি তিনবার চাষ দিয়া ২।৩ পালা মই দেওয়া আবশ্যক। তৎপরে অপর আবাদের সময় জমির ঢাল করিবার প্রণালী যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপ ঢাল মানাইয়া ঐ ঢালের দিকে এক হস্ত অন্তর অন্তর দীর্ঘে দড়ি ধরিয়া ঐ দড়ির গায়ে গায়ে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর নিড়ান দ্বারা সামান্ত একটু একটু খুরী করিয়া পরক্ষণেই উহাতে এক একটি চারা রোপণ করিয়া জল দিতে হইবে। আর চারাগুলি উত্তোলন করিবার সময় অতিশয় সাবধান পূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করা আবশ্যক। কিন্তু সেই সময় দেখিতে হইবে যে, মাটীর ভিতর চারাগুলি ১ বা ১॥ অঙ্গুলির বেশী পোতা না হয়?

শিষ্য। বেশী পরিমাণে পোতা হইলে তাহাতে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। অনিয়ন চারা বেশী মাটীর ভিতর রোপণ করিলে প্রথম অবস্থায় চারা জোর করিয়া উঠিতে পারে না; তৎপরে চারা রোপণ করিবার সময় প্রত্যেক গোড়ায় একটু একটু জল দিতে হয়, এবং চারা রোপণের ৪।৫ দিন পরে ক্ষেত্রের ঘাস ২।৪টি যাহা দৃষ্ট হইবে, তাহা নিড়ান দ্বারা নিড়াইয়া দিতে হইবে। আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে চারা গুলির গোড়া ঐ নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা খুসিয়া ৫।৭ দিন পরে এক বার কলসী দ্বারা প্রত্যেক গাছের গোড়ায় অল্পপরিমাণে জল দিতে হইবে। তৎপরে ৫।৭ দিন অন্তে ঐ উভয় সারির মধ্যে মধ্যে যে সাদা জমি আছে, ঐ জমির মাটী নিড়ান বা খুসনি কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা খুঁড়িয়া ঐ মাটী গুড়া করতঃ উভয়দিকের গাছের গোড়ায় ২।৩ অঙ্গুলি উর্দ্ধে এবং সিকি হস্ত প্রস্থে দাঁড়ার ন্যায় করিয়া মাটী দিতে হইবে। এইরূপে সমস্ত ডাঁড়া প্রস্তুত করা হইলে ১০।১২ দিবস অন্তে একবার সিঞ্চুনি দ্বারা জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। তৎপরে ১০।১২ দিন অন্তে খুসনি কোদাল দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় লোল জমি সমস্ত কোপাইয়া কিছু মাটী পুনর্ব্বার ডাঁড়ার গাত্রে ধরাইয়া দিতে হয়। তৎপরে ৫।৭।৮ দিন অন্তে দেখিতে হইবে যে, গাছের গোড়ায় গুটি ধরিয়াছে কি না, যদি গুটিধরা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর একবার জল সিঞ্চন করা বিধি। এই জলসিঞ্চনের ১০।১২ দিন অন্তে পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত খুসনি কোদাল দ্বারা সামান্য মাটী খুসিয়া ডাঁড়ার গায়ে ধরাইয়া দিতে হইবে, এবং মাটী ধরাইবার সময় মাটীগুলি হস্ত দ্বারা ডাঁড়ার গায়ে ভালরূপে চাপিয়া দেওয়া আবশ্যক। আর এক কথা,—মাঘ মাসে যদি বৃষ্টি না

হয়, তাহা হইলে পিয়াজের কালি অর্থাৎ শীষ বাহির হওয়া দৃষ্ট হইলে ঐ সময় আর একবার জল সিঞ্চন করিলে ভাল হয়। এইরূপে পিয়াজের আবাদ করিতে পারিলে, বিঘাভুই ৬০।৬৫ মোণ পিয়াজ জন্মিয়া থাকে। এবং খরচ বাদে ১০০ শত টাকা লাভ হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! পিয়াজের আবাদ প্রণালী কি এক রকম?

গুরু। না, পিয়াজের আবাদ প্রণালী ২।৩ প্রকার আছে; তাহা এক্ষণে বলিতে হইলে, অনেক সময় লাগিবে।

শিষ্য। প্রভো! আর একটি কথা আপনাকে নিবেদন করি এই যে, রাঙ্গা-আলুর চাষ অনেকেই করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার আবাদ প্রণালী কিরূপ তাহা আমি অবগত নহি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তদ্বিষয় কিছু বর্ণন করেন, তাহা হইলে অতীব সুখী হই।

গুরু। রাঙ্গা-আলুর আবাদ প্রণালী অতিশয় সহজ, তাই মনে ভাবিয়াছিলাম যে, এ বিষয়টা না হয় সময়ানুসারে বলিব। তবে যদি নিতান্তই শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, না হয় বলি শুন।

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

রাঙ্গা-আলু।

গুরু। রাঙ্গা-আলুর বীজ এ প্রদেশে জন্মে না, এবং বীজের আবশ্যকও করে না। ইহার চাষ করিতে হইলে, অন্য স্থান হইতে ডাঁটা আনাইয়া যথানিয়মে রোপণ করিতে হয়। পোলি ও বালি মাটীতে ইহার আবাদ ভালরূপ হইয়া থাকে। সামান্য ছায়াযুক্ত স্থানে ইহার চাষ করিলে বিশেষ কোন হানি হয় না। ইহার চাষের জন্য যে জমি নির্ব্বাচিত করা হইবে, তাহাতে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এই তিন মাসে ৬ দিন (প্রতি মাসে ২ পক্ষে ২ দিন দোয়ার সমেত ১২ বার চাষ দিয়া) জমির ঘাস জঙ্গল মারিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে ভাদ্র মাসের প্রথমে জমিতে যাইয়া দেখিতে হইবে যে, তাহাতে কোন প্রকার বড় জাতীয় ঘাস উৎপন্ন হইয়াছে কি না, যদি তাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নিড়ান দ্বারা ঐ বড় বড় ঘাস সমস্ত নিড়াইয়া পিরক্ষণেই প্রস্থে এক হস্ত অন্তর অন্তর লম্বা ভাবে টানা দড়ি ধরিয়া, এক হস্ত পরিসর এবং অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ এক একটি পটী বাঁধিতে হইবে।

শিষ্য। পটীবাঁধা কথাটা ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু! এ কথাটা বাঁধাকফির আবাদের সময় বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলাম।

শিষ্য। বাঁধাকফির আবাদের সময় পটীবাঁধা কথা ত কছু উল্লেখ করেন নাই, ডাঁড়াবাঁধার কথা বলিয়াছিলেন বটে।

গুরু। পটীবাঁধা, ডাঁড়াবাঁধা একই ভাব, তবে সময়ানুসারে নামের প্রভেদ হইয়া থাকে। ডাড়াবাঁধার কার্য্যপ্রণালী যেরূপ, ইহারও কার্য্য প্রণালী ঠিক্ তদ্রূপ।

শিষ্য। যদি উভয়ের কার্য্য প্রণালী একই রূপ হইল, তবে নামের প্রভেদ হইবার কারণ কি?

গুরু। তাহার সামান্য কারণ এই যে, ডাড়া এবং পটী এই কথা দুইটী কোন বিধিবদ্ধ নহে, তবে সাধারণতঃ কথা এই যে, ডাড়া যাহার নাম, তাহার পত্তন বা বনিয়াদ প্রশস্ত হইলেও উচ্চে বেশী বলিয়া উপরে কিছুমাত্র স্থান থাকে না, সাভাবিক কম হইয়া যায়, তজ্জন্য উপরটি সরু হয় বলিয়া সাধারণে উহাকে ডাঁড়া কহে। আর যাহার বনিয়াদ এক হস্ত পরিসর এবং অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ তাহার উপর প্রায় এক মুটম হস্ত পরিসর থাকে, এমন কি একজন লোক উহার উপর দিয়া বেশ চলিয়া যাইতে পারে, উপরটি সামান্য প্রশস্ত থাকে বলিয়া সাধারণে উহাকে পটী কহে।

তৎপরে রাঙ্গা-আলুগাছের ডাঁটা আবশ্যকমত আনাইয়া লম্বে ১॥হস্ত পরিমাণ কাটিয়া তাহার পাতা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া ঐ পটীর উপরিভাগে ঠিক্ মধ্যস্থলে অর্দ্ধহস্ত অন্তর অন্তর একএকটি ডাঁটা রোপণ করিতে হইবে, কিন্তু রোপণ সময় একটি মেছলায় জলপূর্ণ করিয়া উহাতে কাঁচা গোময় গুলিয়া তাহাতে একঘণ্টা ডাঁটাগুলি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। পরে ডাঁটাগুলি উত্তোলন করিয়া (যেস্থানে রোপণ করিতে হইবে) সেই স্থানের গর্ত্তগুলি এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যে, ভিতরে পরিমাণে ৮।১০ অঙ্গুলি চক্রাকার ও নিম্নে এক অঙ্গুলি গভীর হয়। এইরূপে

নিড়ান দ্বারা গর্ত্তগুলি তৈয়ারী করিয়া তাহাতে একএকটি ডাঁটার অগ্রভাগ ১ পোয়া কি ১॥ পোয়া উপরে রাখিয়া বাকী সমস্ত ঐ গর্ত্তের ভিতর চক্রবৎ করিয়া মাটী ঢাকা দেওয়া বিধি, কিন্তু মাটীগুলি ঢাকা দিবার সময় ভালরূপে চাপিয়া দিতে হইবে। ঐ মাটী পুনর্ব্বার চাপা দিবার সময় যদি অনাটন পড়িয়া যায়, তাহা হইলে আসপাশের মাটী চাঁচিয়া লইয়া চাপাদিতে হইবে।

শিষ্য। আলুর ডাঁটা গর্ত্তের ভিতর পাকদিয়া চক্রবৎ করতঃ রোপণ করিবার প্রণালী হইল কেন?

গুরু। চক্রবৎ করিয়া পুতিবার কারণ এই যে, গর্ত্তটির ভিতর ৪।৫টি পত্রগ্রন্থি মাটী চাপা দিলে, ঐ গাঁইট হইতে সিকড় বাহির হইবে, এবং ঐ সিকড়ে ভবিষ্যতে আলু জন্মাইয়া থাকে। আর এক কথা, রাঙ্গা-আলুর ডাঁটা অন্য ভাবে ছোট ছোট টুকুরা করতঃ ঘন ভাবে রোপণ করিলেও হইতে পারে, কিন্তু ঐ সময় যদি বেশীপরিমাণে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে অনেক টুকুরা পচিয়া যায়, এজন্য লম্বা ভাবে ডাঁটা কাটিয়া রোপণ করিলে, একটী ডাঁটাও নষ্ট হয় না, তবে উক্ত প্রণালীতে ডাঁড়া বাঁধিয়া লম্বা ভাবে গর্ত্ত করতঃ তাহাতে ডাটা পুতিলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পত্রগ্রন্থি দিয়া যে ডগা বাহির হইবে, তাহা এক রোকা অর্থাৎ একদিকে মুখ করিয়া বাহির হয়, সুতরাং তাহার অগ্রভাগ পুনর্ব্বার রোপণ করার পক্ষে তত সুবিধা হয় না। চক্রবৎ রোপণ করিলে সমস্ত ডগা চতুর্দ্দিকে মুখ করিয়া বাহির হইয়া থাকে, এবং ঐ সমস্ত ডগা দোমড়াইয়া পুতিবার চতুর্দ্দিকে স্থানও বেশ পাওয়া যায়।

শিষ্য। ঐ সমস্ত ডগা কিরূপে দোমড়াইয়া পুতিতে হইবে তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। কতকগুলি ফসলের কার্য্য প্রণালী একই রূপ, যথা,—রাঙ্গা-আলু, সাকেরকন্দ-আলু, গোল-আলু, মাটকড়াই ইত্যাদির কাহার কাহার পুরাতন গাছের ডাটা বা ডগা বসাইতে হয়, কাহার কাহার ফল রোপণ করিতে হয়, কিন্তু যাহাই রোপণ করা হউক না কেন, প্রথমতঃ সংখ্যায় কম পরিমাণে রোপণ করা বিধি। পরে ঐ সমস্ত গাছ বড় হইয়া উঠিলে উহার ডগাগুলি নত করিয়া পুনর্ব্বার মৃত্তিকার সহিত সংযোগ করিয়া দিলে উহাতে রীতিমত সিকড় উৎপন্ন হয়। এবং ঐ সিকড়ে যে আলু উৎপন্ন হইবে, উহা অপেক্ষাকৃত বড় ও ভাল হয়, এবং ঐ পটীর মধ্যে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর এক একটি বসাইয়া ক্ষেত্র পূর্ণ করা আবশ্যক। এইরূপে ডাটা সকল রোপণ করা হইলে ৭।৮ দিবস পরে ঐ রোপিত ডাটার পত্রগ্রন্থি হইতে যদি নূতন চারার ন্যায় ডগা বাহির না হয়, তাহা হইলে একটি খুরীর মাটী খুড়িয়া দেখিতে হইবে যে, উহাতে সিকড় বাহির হইয়া নিচের দিকে প্রবেশ করিতেছে কি না, এবং পত্র বাহির হই বার উপক্রম হইতেছে কি না, যদি সিকড় ও পাতা উভয়েরই কিছু মাত্র দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের সমস্ত মাদা নিড়ানের অগ্রভাগ দ্বারা এক ইঞ্চ গভীরতায় খুঁচিয়া দিতে হইবে, কিন্তু মাটী খুঁচিয়া দিবার সময় অতি সাবধান হওয়া উচিত, কারণ রোপিত ডাটাগুলি নিড়ানের আঘাত লাগিয়া কাটিয়া যাইতে পারে। মাটী খোসা হইলে, ক্ষেত্রের পরিমাণ মত খুব পাতলা ভাবে গোবর গুলিয়া প্রতি মাদায় ঢালিয়া দিতে

হইবে। এই গোবর জল দেওয়ার ৭।৮ দিন পরে ঐ আলু গাছের ডগা বাহির হইয়া ক্রমশঃ ৫।৭ অঙ্গুলি বড় হইলে, পুনর্ব্বার সমস্ত ক্ষেত্র খুঁচিয়া দিতে হইবে, এবং আসপাশের লোল জমিতে যে সকল ঘাস জঙ্গল দৃষ্ট হইবে, তাহা সমস্ত নিড়াইয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে দেখিতে হইবে যে, ঐ গাছগুলি এক হস্ত কি মুটম হস্ত বড় হইয়াছে কি না, তাহার মধ্যে যেটি মাটিতে লুটিয়া পড়িবে, সেইটির পত্রগ্রন্থি মাটীতে যোগ করিয়া উপরে কিছু মাটী চাপা দিতে হইবে। যে অবধি পটীতে স্থান পাওয়া যাইবে সেই অবধি ঐ প্রণালীতে ডগা পুতিয়া ক্ষেত্র পূর্ণ করা উচিত কিন্তু বর্ষা শেষ হইয়া কার্ত্তিকমাস পড়িলে, আর ঐ রূপে ডগা দোমড়াইয়া পুতিতে হইবে না।

শিষ্য। কার্ত্তিক মাসে ডগা দোমড়াইয়া পুতিলে কি হয়?

গুরু। কার্ত্তিক মাসে বর্ষা অন্তে ডাল পুতিলে কেবলমাত্র সিকড় হয়, আলু জন্মায় না। পরে কার্ত্তিক মাসের অর্দ্ধাংশ গত হইলে, ঐ সময় যদি আলু গাছের ডগা অধিক বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ ২।৪ হাত বড় হইয়া লতাইয়া যায়, তাহা হইলে উহার মধ্যে মোটা মোটা ডগাগুলি কাটিয়া ফেলিলে ভাল হয়।

শিষ্য। এত যত্নপূর্ব্বক গাছ তৈয়ারী করিয়া, পরে কাটিয়া ফেলিতে হইবে কেন?

গুরু। ডগাগুলি কাটিয়া ফেলিবার কারণ এই যে, ডগা অধিক জেতকর হইয়া যদি ঢোড়া মারিয়া দামাইয়া যায়, তাহা হইলে আলু সমস্ত মোটা হয় না।

শিষ্য। তবে যে সকল গাছ বেশী বৃদ্ধি না হয়, তাহাতে ত মোটা মোটা আলু উৎপন্ন হইতে পারে!

গুরু। হাঁ বাপু! কতকগুলি গাছ এমন আছে যে, অর্থাৎ যাহাদিগের মূল আবশ্যকীয়) তাহাদিগের রোপিত জমির তেজ বৃদ্ধি হইলে, গাছ বৃদ্ধি হয় এবং মুল বৃদ্ধি হয় না।

আর এক কথা,—কর্ত্তিক মাসের শেষে কি অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমে ঐ ক্ষেত্রের চতুঃপার্শ্বে এক হস্ত প্রস্থে এবং এক হস্ত গভীরতায় একটি নর্দ্দামা কোদাল দ্বারা কটিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ আলুর আবাদের ইন্দুর একটি প্রধান শত্রু; উহারা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না করিতে নর্দ্দমা কাটিয়া দিলে আর উহারা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারে না।

শিষ্য। নর্দ্দামা কাটার পূর্ব্বে ইন্দুর যদি ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে নর্দ্দামা কাটিবার ফল কি?

গুরু। নর্দ্দামা কাটিবার পূর্ব্বে যদি ২।১টি ইন্দুর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে অনুসন্ধান করিয়া উহাদিগকে কোন প্রকারে মারিয়া ফেলা উচি।

আর এক কথা,—অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ব্যতিরেকে আলু ক্ষেত্রে ইন্দুর ধরে না, কারণ যতদিন মাঠে ধান্য থাকিবে, তত দিন আলু ক্ষেত্রের কোন ভয় নাই; মাঠের ধান্য উঠিয়া গেলে সমস্ত ইন্দুর গাছে এবং গৃহে বা অন্যান্য স্থানে পলাইয়া, নানা-বিধ খাদ্যের চেষ্টা করিতে থাকে। তৎপরে মাঘ মাসের প্রথম হইতে আলু তুলিয়া ব্যবহার করা বিধি।

শিষ্য। মাটীর ভিতর আলু তৈয়ারী হইলে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখ গত হইলেই অনুমানে জানা যায় যে, রাঙ্গা-আলু তৈয়ারী হইয়াছে, তবে

ঠিক ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে কি না, তাহা জানিতে হইলে যে সকল গাছ অল্প অল্প হরিদ্রাবর্ণ নিস্তেজ হইবে, সেই সকল গাছে আলু তৈয়ারী হইয়াছে, নিশ্চয় জানা যায়।

শিষ্য। তবে যে সকল গাছ অল্প হরিদ্রাবর্ণ নিস্তেজ হইবে, তাহাতেই রীতিমত আলু থাকিবে জানিতে পারিলাম।

গুরু। হাঁ বাপু! রাঙ্গা-আলুর আবাদ প্রণালী শুন্‌লে ত! এই রূপে আবাদ করিতে পারিলে, খরচ বাদে বিঘাতুই ৪০।৪৫ টাকা লাভ হইবার সম্ভবনা।

শিষ্য। মন্দ কি! ইহাতে ত বেশ লাভ হয়!

গুরু। হাঁ, লাভ আছে বই কি!

পরদিন শিষ্য, গুরুদেবের বিষণ্ণ ভাব দেখিয়া প্রণাম করতঃ কহিলেন, দেব! অদ্য আপনি এরূপ বিমর্ষ ভাবে রহিয়াছেন কেন? শারিরীক কোন অসুখ হয় নাই ত?

গুরু। না বাপু! শারিরীক কোন অসুখ হয় নাই, কিন্তু মানসিক চিন্তায় বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, কারণ দেখিতে দেখিতে ভাদ্রমাসের ১১।১৫ দিন গত হইয়া গেলে, আশ্বিন মাস প্রায় আগত, ঈশ্বরী মহামায়ির বার্ষিক পূজার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে হইবে, কি করি, হাতে অর্থেরও তত স্বচ্ছল নহে, অন্যান্য বার্ষিক যাহা আদায় হয়, এখানে নিয়ত থাকায় তাহাও সম্পূর্ণ রূপে আদায় করিতে পারিলাম না, আবার নিবারণের বিবাহে অনেক টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বড়ই ভাবনা যুক্ত আছি।

শিষ্য। মহামায়ির পূজা উপলক্ষে আপনার কত টাকার আয়োজন করিতে হয়?

গুরু। প্রায় ৪।৬ শত টাকার আয়োজন করিতে হয়, কেননা তিনদিন পূজায় খরচ বাদে অনেকগুলি লোকজনকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়, এবং কাঙ্গাল গরিব, অতিথ পথিক ইত্যাদি আহুত অনাহুত সকলকেই সমচক্ষে দেখিয়া প্রসাদ ও জলপান বিতরণ করিতে হয়, সেই জন্য পাড়াগাঁ বলিয়া ৫।৬ শত টাকায় এক রকম কায়ক্লেশে কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিয়া ফেলি। কিন্তু এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ, বোধ করি আরও কিছু বেশী লাগিবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। প্রভো! ঈশ্বরী মহামায়ির পূজা করিবেন, সুপ্রতুল, অপ্রতুল তাঁহারই হস্ত যেখানে ৬০০ শত সেখানে ৫০০ শত হইলেও চলিতে পারে, সেই জন্য পূজাও বন্ধ করিতে বলিতে পারি না, তবে যদি নিতান্তই অসুবিধা হয়, তাহা হইলে এ বৎসরটা বন্ধ করিতে পারেন।

গুরু। না বাপু! পারপক্ষে পূজাটী বন্ধ করিতে পারিব না, এপূজাটী আমাদের পৈত্রিকপূজা; কোন বৎসরেই বন্ধ হয় নাই, যেরূপেই হউক বৎসরান্তে মহামায়ির পাদপদ্মে গঙ্গাজল তুলসী দেওয়া হয়, শিষ্য সেবক ও প্রতিবেশী গুলিকে সেই সময় আহ্লাদে, করিয়া যথাসাধ্য ভোজন করান হয়, এক্ষণে আমি সেই কার্য্যটী হঠাৎ কিরূপে বন্ধ করিব বাপু!

শিষ্য। তবে আর বৃথা চিন্তা করিবেন না, মহামায়ির কৃপায় আপনার গুরুকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন হইবে। আমার দক্ষিণা-স্বরূপ ৫০টি টাকা প্রণামী দিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

গুরু। এই ৫০টি টাকা আমার যথেষ্ট হইল, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া পুণ্যফল ভোগ কর।

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায়।

কৃষিপ্রণালী।

তৃতীয় খণ্ড।

চিপেষ্ট দমদম্ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা :

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ২৫ :

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

চৈত্র—১২৯৯ সাল।

গুরু। শিষ্য।

বিজ্ঞাপন।

জগদীশ্বরের কৃপায় অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, কৃষিপ্রণালীর তৃতীয় খণ্ড প্রচার হইল। ইহাতে বাগান করিবার সুপ্রণালী ও বৃক্ষাদি রোপণের সময়-নিরূপণ ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থানাভাব প্রযুক্ত বর্ষার উপযোগী রোপণ-প্রণালী ইহাতে সংযোজিত করিতে পারিলাম না। চতুর্থ খণ্ডে উক্ত বিষয় প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ; গ্রাহক মহোদয়গণ ইচ্ছা করিয়া (তৃতীয় খণ্ড হইতে দ্বাদশ খণ্ডের) অগ্রিম মূল্য ২।৵০ আনা পাঠাইলে, আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, কৃষিপ্রণালী প্রচারের বিলম্ব কারণ অনেক গ্রাহক যে ভাবে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা অতিশয় শ্রুতিকটু হইলেও আমরা সাদরে গ্রহণ করিয়াছি; কারণ, আমরা নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং ভূতপূর্ব্ব মুদ্রাযন্ত্রের শিথিলতায় কৃষিপ্রণালী শীঘ্র প্রচার হয় নাই; যাহা হউক অবিলম্বেই প্রচার হইবে তাহার আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

২৭ এ চৈত্র।
১২৯৯।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা
উদ্যান সম্বন্ধীয় প্রস্তাবনা	...		২
জমীর অনুসন্ধান ও বন্দবস্ত	...	...	১১
পুষ্করিণী খনরের ব্যবস্থা	...		২৩
বেড়া দিবার প্রণালী	...	...	৩৬
দফাদারের সহিত হিসাব নিকাস	...		৪৩
গৃহ নির্ম্মাণের স্থান নির্ণয়	...	...	৪৬
বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা	...		৫১
রাস্তা করিবার প্রণালী	...	...	৬৪
বৃক্ষাদি রোপণের সময় নিরূপণ	...		৬৮
বৃক্ষাদি খরিদের পক্ষে সতর্কতা	...	...	৭১
নর্শরি হইতে বৃক্ষাদি খরিদ	...		৭৮
আম্রবৃক্ষ রোপণের প্রণালী	...	...	৮৩

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগার
৪৪১১

কৃষিপ্রণালী।

তৃতীয় খণ্ড।

বহুদিনের পর শিষ্যের বাটীতে গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন পাইয়া অতি নম্রভাবে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন,—"প্রভো! এ দাসের বাটীতে পদার্পণ করিতে এত বিলম্ব কেন—শ্রীপাটের কুশল সংবাদ না পাইয়া আমরা অতিশয় ভাবিত ছিলাম, এক্ষণে ঈশ্বর ইচ্ছায় শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্ভাবনা সমস্তই দূরীভূত হইল"। শিষ্য গুরুদেবকে এইরূপে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া, পদ ধৌতের জল আনয়ন পূর্ব্বক উপবেশনের জন্য মনোরম্য আসন প্রদান করিলেন।

গুরুদেব বলিলেন,—দেখ, সংসারে আপদ বিপদ বিঘ্ন বাধা ইত্যাদি নানা কারণ অবশ্যই আছে, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন; তবে যতক্ষণ সুস্থ থাকিতে পারা যায় ততক্ষণই ভাল, অতএব, আমি যে, কারণ বশতঃ সত্বর উপস্থিত হইতে পারি নাই, তাহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। যাহা হউক, তোমরা যে সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছ, তাহাতেই আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

এইরূপে স্বল্পক্ষণ বাক্যালাপ করিয়া, শিষ্য, গুরুদেবের সন্ধ্যা, পূজা ও পাকাদি কার্য্যের আয়োজন করাইবার জন্য অন্দরবাটীর

ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বেলা দুই প্রহরের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ হওয়ায়, ক্ষণেক বিশ্রামের পর বেলা অপরাহ্ণ, এমন সময় উভয়ে বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

প্রথম অধ্যায়।

উদ্যান সম্বন্ধীয় প্রস্তাবনা।

গুরুদেব শিষ্যকে বলিলেন, কেমন বাপু! তুমি যে কৃষি-বিষয়ে ব্রতী হইয়াছ, তাহাতে কিছু লাভ দেখিতে পাইতেছ কি?

শিষ্য। মহাশয়! চাষ আবাদের বিষয় আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম ভালই হইতেছে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে; বিশেষ আপনি পরম পূজনীয় গুরুদেব, আপনার শ্রীমুখের বাক্য অলঙ্ঘনীয়; তবে সেরূপ আমার সৌভাগ্য নহে যে, যে বিষয়েই হউক না কেন তাহার সম্পূর্ণরূপে ফলভোগী হইব; তবে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহে; ফল কথা, লোক্‌সান্ না হইয়া বরং লাভই হইয়াছে; বিশেষ, সংসারের পক্ষে বড়ই উপকার পাইয়াছি।

গুরু। ভাল, ভাল, লোক্‌সান না হইলেই মঙ্গলের বিষয়! একে ত অনেকে পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে, "এক ব্রাহ্মণ নাকি এক উকীলকে উকীলগিরী ছাড়াইয়া কৃষিকার্য্য

শিখাইতেছেন” তাহার উপর যদি আবার লোক্‌সান্ হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ বড়ই লজ্জিত হইতে হইবে।

শিষ্য। হাঁ প্রভো, ঐরূপ কথা আমিও কিছু কিছু শুনিয়াছি বটে, যাহা হউক, জগদীশ্বর মুখ রক্ষা করিয়াছেন।

গুরু। এক্ষণে আর কোন রকম কৃষিপ্রণালী জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা আছে কি?

শিষ্য। আপনি যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ দাসের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন মাঙ্গলিক বিষয় পুনর্ব্বার যে আলোচনা হইবে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে আশানুযায়ী বিষয় আলোচনাই প্রার্থনীয়। যে যাহা ভালবাসে তাহাই দেখিতে ও শুনিতে ইচ্ছা করে, সুতরাং শ্রোতার অভিপ্রায়ানুসারে বক্তার ব্যক্তব্য বিষয় অবশ্যই আলোচনা করা সিদ্ধান্ত।

গুরু। বটে, বটে, তোমার মনের ভাব আমি বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু বিশেষ করিয়া না বলিলে, উপদেশ দিতে পারিতেছি না। যদি অন্য বিষয় শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, প্রকাশ করিলে অবশ্যই বলিতে পারি।

শিষ্য। এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, অনেকেই নানাবিধ মনোরম্য ফল ও পুষ্পের বাগান প্রস্তুত করিয়া বহুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু বাগান প্রস্তুতের কার্য্যকালে তাহার সুপ্রাণালী অবগত না থাকায়, ভবিষ্যতে মনস্তাপে দগ্ধীভূত হয়েন। কারণ, যাহার মূল ভিত্তিতেই দোষ জন্মিয়া যায়, তাহাতে আশানুযায়ী ফল কিরূপে পাওয়া যাইবে? এবং কি ধনী, কি সামান্য ভদ্র গৃহস্থ, কি চাষী ইত্যাদি অনেক প্রকার লোকের

উদ্যানাদিতে স্পৃহা থাকাতেও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমি নিজেই বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছি; তবে, আমার ভরসা একমাত্র আপনি, আপনার কৃষি সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ই জানা আছে, তজ্জন্যই বাসনা করিয়াছি যে, উদ্যান সম্বন্ধীয় সুপ্রাণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া সুখী করুন।

গুরু। তাহার আর চিন্তা কি বাপু! এ কথা ত মঙ্গলের বিষয়! চাষ বাস বাগান, পুষ্করিণী খনন করা ইত্যাদি সৎকর্ম্মই ত গৃহস্থের ধর্ম্ম। তন্মধ্যে পারক অপারক বুঝিয়া কার্য্য করিলে ভাল হয়। যে যেমন ক্ষমতাপন্নব্যক্তি, সে তদ্রূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে পরিণামে কোন কথান্তরে পড়িতে হয় না। সামর্থ্য বুঝিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সকল কার্য্যেই ব্রতী হওয়া যাইতে পারে। অবস্থানুসারে কার্য্য যে, সর্ব্বসম্মত তাহার আর সন্দেহ নাই।

শিষ্য। প্রভো! এক্ষণে আমার যেরূপ অবস্থা, তাহা আপনি সমস্তই জ্ঞাত আছেন; আমরা যে ভাবেই কালযাপন করি না কেন, সততই আপনি অনুধাবন করিছেন। অতএব আমার অবস্থানুযায়ী আদেশই এক্ষণে প্রার্থনা।

গুরু। তুমি যে ভাবের কথা উত্থাপন করিয়াছ, তদুপযুক্ত আদেশই ব্যক্ত করিতেছি। তোমার একখানি বাগান করিবার ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা অতীব আনন্দের বিষয়! কিন্তু আপাততঃ আশানুযায়ী খানিক জমী নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। বাগান করিবার প্রণালী নানা প্রকার আছে, তৎ সমস্ত বর্ণন

না করিয়া, তোমার বাঞ্ছনীয় বিষয়ই বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

শিষ্য। আমার প্রার্থনা এই যে, ধনী লোকেরা যেরূপ মনোরম্য ফল ও পুষ্পের বাগান প্রস্তুত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ করিতে ইচ্ছা করি না; কারণ, আমরা সামান্য গৃহস্থ ব্যক্তি, আমাদের সততই উপার্জ্জনের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। যেরূপ বাগান প্রস্তুত করিলে ভবিষ্যতে বেশ দশ টাকা লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়েরই উপদেশ দিউন।

গুরু। "শুভস্য শীঘ্রং" শুভকর্ম্মে আর বিলম্ব করিও না, মনোমত খানিক জমী ঠিক করিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। জমী জমার বিষয় আপনি বিশেষরূপ অবগত আছেন, যেরূপ জমী ঠিক করিতে বলিবেন, তাহাই ঠিক করিব।

গুরু। আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বাগানখানিতে কলমের চারা বসাইবে? না, (বীজাদি) আঁটীর চারা বসাইবে?

শিষ্য। তাহা আমি এক্ষণে স্থির করিতে পারিতেছি না।

গুরু। না বাপু! তাহা অগ্রে স্থির না করিলে, জমীর ও কার্য্যের বন্দবস্ত করা হইবে না।

শিষ্য। কলমের চারার বাগান ও (বীজাদি) অর্থাৎ আঁটীর চারার বাগান উভয়ে কোন প্রভেদ আছে কি?

গুরু। কলমের চারার বাগানে এবং আঁটীর চারার বাগানে অনেক রকমে প্রভেদ হইয়া থাকে, এবং খরচা সম্বন্ধেও অনেক প্রকারে কম বেশী।

শিষ্য। উভয়ের মধ্যে সহজ উপায়ে এবং কম ব্যয়ে কোন্‌টী ভাল হইতে পারে?

গুরু। আমার বিবেচনায় কলমের চারার বাগান করাই ভাল; যদিচ ইহাতে পূর্ব্বাহ্নে কিছু অর্থ ব্যয় হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা পূরণ হইয়া যায়, এবং আশু ফলপ্রদ।

শিষ্য। উভয়বিধ বাগানের আয়, ভবিষ্যতে কাহাতে কিরূপ হয় প্রভো?

গুরু। তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক্ষণে বলিতে পারি না, তবে বোধ হয় যে, যাহাতে বেশী ব্যয় হয়, তাহারই পরিণাম ভাল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আঁটির চারার বাগান কি কলমের চারার বাগান হইবে, তাহা পরে স্থির করা যাইবে, এক্ষণে পূর্ব্বকার কার্য্য কিরূপ করিতে হইবে, তাহা বলুন।

গুরু। এখনও বুঝিতে পারিলে না বাপু!

শিষ্য। আজ্ঞা,—না।

গুরু। আমার কথার মর্ম্ম এই যে, কলম ও আঁটীর চারার বাগান করিতে হইলে, শুরু হইতেই পৃথক্ বন্দবস্ত করিতে হয়। আঁটীর চারার বাগানে প্রথমতঃ স্বল্প ব্যয় করিয়া ক্রমশঃ ব্যয় করিলে চলিতে পারে, কিন্তু কলমের চারার বাগান করিতে হইলে, তদ্রূপ ব্যয় হয় না; প্রথম সূত্রপাত হইতেই বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয়।

শিষ্য। তাহার কারণ কি? প্রভো!

শিষ্য। তাহার কারণ এই যে, আঁটীর চারার বাগান করিতে হইলে, প্রথমে পুষ্করিণী খনন না করিলেও চলিতে পারে; এবং ২।১ বৎসর পরে করিলে বরং ভাল হয়। কিন্তু কলমের চারার বাগান করিতে হইলে, সেই বাগানে পূর্ব্ব হইতে একটী পুষ্করিণী খনন করা নিতান্ত আবশ্যক।

শিষ্য। পুষ্করিণী খনন না করিয়া যদি কলমের বাগান করা যায়, তাহতে কিছু হানি আছে কি ?

গুরু। এমন কিছু দোষ হয় না বটে, তবে পুষ্করিণী খনন করিয়া রীতিমত বাগান করিতে পারিলে বাগান সম্বন্ধীয় কোন দোষ থাকে না, এবং জলস্থলযুক্ত বাগানে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ আয় হইতে পারে, এবং মান বৃদ্ধির আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; বিশেষ বাগান একটী আরামের স্থান, আরাম শব্দের অর্থ সুখ, সেই সুখভোগ্য জিনিষগুলি বাগানে না থাকিলে আরাম বোধ হয় না। ফল কথা, অগ্রে পুষ্করিণী খনন করিলে সহজে শীঘ্রই বাগান প্রস্তুত হইয়া যায়, যদিও প্রথমে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয় বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাহাতে বিশেষ উপকার ও আরাম পাওয়া যায়। আর এক কথা, বাগান করাই হউক, কিম্বা চাষ আবাদ করাই হউক, জলের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যেই বিশেষ সুবিধা করিতে পারা যায় না ; অগ্রে পুষ্করিণী খনন না করিয়া আঁটীর চারার বাগান করা যায় বটে, তাহার কারণ এই যে, আঁটীর চারা রোপণ করিয়া ২।১ বৎসর পরে পুষ্করিণী কাটাইয়া ঐ মাটী বাগানে ছড়াইয়া বাগান সমতল করিলে গাছের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু কলমের চারার পক্ষে তাদৃশ উপকার হয় না, বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। তাহার কারণ কি দেব ?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, কলমের চারা রোপণ করিয়া তৎপরে ঐ চারার মূলদেশে অধিক মাটী ব্যবহৃত হইলে, গাছ কিছু অতিরিক্ত তেজস্কর হওয়ায় ফল ফুল ধরিতে বিলম্ব হইয়া

পড়ে; এবং ঐ মাটী পাইয়া সমস্ত গাছ তেজ পূর্ব্বক ফল ফুল উৎপন্ন না করিয়া সাঁড়িয়া যায়।

শিষ্য। সাঁড়িয়া যাওয়া কিরূপ? এবং কলমের চারার বাগান করিতে হইলে, পূর্ব্ব হইতে যে সকল কার্য্য আরম্ভ করা উচিত তদ্বিষয় বর্ণনা করুন।

গুরু। সাঁড়িয়া যাওয়া কথাটি সংক্ষেপ কথা মাত্র, বিশেষ কথা এই যে, যে সকল গাছ তেজপূর্ব্বক ফলফুল উৎপন্ন করিতে না পারে, তাহাদিগকে সাঁড়িয়া যাওয়া বলে। আর, প্রথমতঃ গ্রামের নিকটবর্ত্তী আশপার্শ্বে একটু জমী স্থির করিতে হইবে।

শিষ্য। গ্রামের মধ্যস্থলে যদি জমী স্থির করা যায়, তাহা হইলে কি হয়?

গুরু। গ্রামের মধ্যস্থলের জমী হইলে, বড়ই ভাল হয়, যদি বেশ পরিষ্কার পাওয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! কত পরিমাণ জমী হইলে বাগান হইতে পারে?

গুরু। তাহার কিছু নিশ্চয় নাই, তবে বাগান করিতে হইলে একটু প্রশস্ত জমী অর্থাৎ পাঁচ বিঘা হইতে কুড়ি বিঘা পর্য্যন্ত হইলে ভাল হয়।

শিষ্য। তাহাও পাওয়া যাইতে পারে, মুখুয্যে মহাশয়-দিগের ষ্টেটভুক্ত এই গ্রামের মধ্যস্থলে খানিক বাঁশবাগান আছে, ঐ বাঁশবাগানের মধ্যস্থলের ফাঁকা জমী সমস্ত জমা ধরাইয়া দিতেছেন, তাহার চেষ্টা করিব?

গুরু। না বাপু! তাহা সুবিধা হইবে না, কারণ, চতুর্দ্দিকে বাঁশগাছ যে জমীতে থাকে, তাহাতে ফল ফসল বা গাছপালা নিরাপদে জন্মাইতে পারে না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, বাঁশগাছের ছায়া যে জমীতে সমভাবে পতিত হয়, তাহাতে ফল ফসল ভালরূপ উৎপন্ন হয় না। বাঁশের পাতা বাগানে পতিত হইলে; জমী লবণাক্ত গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং বাঁশের সিকড় বড়ই টান; এমনকি যতদূর পর্য্যন্ত সিকড় বিস্তারিত হইয়া যায়, ততদূর মাটীর সত্ত্ব এত শোষণ করে যে, তাহাতে অন্য কোন উদ্ভিজ্জাদি জন্মে না। আর একটী কথা এই যে, যে স্থানে বাগান করিতে হইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে কোনরূপ বড় বা পুরাতন গাছপালা না থাকিলে বড় ভাল হয়।

শিষ্য। তবে, গ্রামের পশ্চিম মাঠে চৌধুরী মহাশয়দিগের ষ্টেটের অনেক জমী আছে, তাহার চেষ্টা দেখা যাউক। বোধ হয় তাঁহাদিগের নিকট কোনরূপ বন্দবস্ত করিয়া লইলে হইতে পারে।

গুরু। তাহারই চেষ্টা কর। তাঁহারা পাকা বন্দবস্ত করিয়া দিবেন কি?

শিষ্য। তাহা বলিতে পারি না।

গুরু। তবেই ত!—কেননা—বাগান, ভদ্রাসন বাটী, এবং পুষ্করিণী যে জমীতে করা যায়, তাহা দস্তুরমত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করিয়া লওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

শিষ্য। দস্তুরমত বন্দবস্ত ত অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে কোন্ প্রকার করিতে হইবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। আমার কথার ভাবার্থ এই যে, কোন কালে সেই জমীর উপসত্ব ভোগে বঞ্চিত হইতে না হয়। যথা, এক রকম

মালেকান সত্ব খরিদ, বা মৌরস লওয়া, বা মৌরস স্বত্ব খরিদ করা বা মৌরসদারের নিকট দর মৌরসী করিয়া লওয়া ইত্যাদি পাকা বন্দবস্ত করিয়া বাগান করিলে ভাল হয়। তন্মধ্যে আর একটী কথা আছে বাপু! নিকটবর্ত্তী পুরাতন পতিত পুষ্করিণী সহিত খানিকটা জমী দেখিতে পার?

শিষ্য। তাহা হইলে ভাল হয় কি?

গুরু। হাঁ বাপু! পুরাতন পুষ্করিণী সহিত যদি জমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে অপর আচট জমীতে বাগান করিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে বাগান ও পুষ্করিণী তৈয়ারী হইতে পারে, কেননা, পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার সহজেই অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়, এবং আরও একটী বিশেষ উপকার পাওয়া যায় যে, ঐ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া সমুদায় জমীতে ছড়াইয়া দিলে, গাছ পালা এবং ফল ফসল আশার অতিরিক্ত হইয়া পড়ে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি। চেষ্টা করি, যদি পাওয়া যায়।

গুরু। না বাপু! তুমি নিজে পারিবে না,—যদিও পার কিন্তু শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না; তাহা না করিয়া একজন অপর লোককে চেষ্টা করিতে বলিলে ভাল হয়।

শিষ্য। তবে দিরূকে একজন দালালের চেষ্টা করিতে বলি গিয়ে।

গুরু। যাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জমীর অনুসন্ধান ও বন্দবস্ত।

শিষ্য, গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে দিরুকে ডাকাইয়া বলিলেন,—দিরু, তুমি একটী কর্ম্ম করিতে পার্‌বে কি ?

দিরু। হেমন কম্ম কি আছে মশা! ঝে মুই পার্‌বো না!

বাবু। দিরুর কথায় বিশেষ সন্তোষ হইয়া বলিলেন,—একজন দালালের মত লোক আমাকে ডাকিয়া দিতে পার ?

দিরু। আজ্ঞা হাঁ, পারবো——মদের পাড়ায় উমো নেপ্তে আছে, সে দালালের ছাওয়াল দালাল হয়েছে, সে সব কাযে দালালগিরী ভাল কর্‌তে পারে।

বাবু। তবে তাহাকেই ডাকিয়া আনো।

দিরু। ছেলাম! তাকে সাতে করে মুই কাল সকালে আস্‌বো।

পরদিন প্রাতঃকালে, দিরু, উমো-দালালকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইল। বাবু উভয়কে দেখিয়া বলিলেন,—তোমার নাম উমাচরণ ?

উম। আজ্ঞা, হাঁ।

বাবু। তুমি দালালী করিতে পার ?

উম। কিসের দালালী মশাই ?

বাবু। এম কিছু নয়—এই গ্রামের মধ্যে কি কোন পার্শ্বে একটি পুরাতন পুষ্করিণী সহ আন্দাজী ১০।১২ বিঘা কি ততোধিক জমী খরিদ কিম্বা মৌরসী বন্দবস্তে ঠিক করিয়া দিতে পার ?

উম। আজ্ঞা, হাঁ; আমাকে খুসী কর্‌বেন ত ?

বাবু। আমি তোমায় ১০৲ টাকা দিব, আর অপর পক্ষে যাহা পাইবে, তাহা লইবে।

উম। তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই; জমী ঠিক করিয়া শীঘ্রই সংবাদ দিব।

কএকদিন পরে হটাৎ এক জন লোক আসিয়া বাবুকে বলিল, মহাশয়! আমি শুনিলাম, আপনি না কি বাগান করিবার জন্য খানিক জমী খরিদ করিবেন?

বাবু। হাঁ, করিব, কিন্তু মনোমত চাই।

সে বলিল,—আমার একবন্দে ১০।১১ বিঘা জমী আছে সুবিধা হইলে বিক্রয় করিতে পারি।

শিষ্য এইরূপ কথা শ্রুত হইয়া গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! একজন লোক খানিক জমী বিক্রয় করিবার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে।

গুরু। আচ্ছা, তাহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা কর, সুবিধা হইলে লইতে হানি নাই। কিন্তু জমীখানি গ্রামের মধ্যস্থলে কি অন্য দিকে তাহা জানিতে পারিলে ভাল হইত।

শিষ্য। অগ্রেই আমি তাহার তদন্ত লইয়াছি—গ্রামের উত্তরাংশে মাঠের ধারে।

গুরু। বটে! তবে অন্য জমীর চেষ্টা করিবার আবশ্যক নাই, বোধ হয় ভাগ্যক্রমে ভাল জমীই পাওয়া গিয়াছে, শীঘ্র বন্দবস্ত করিয়া লও।

শিষ্য। জমীর অবস্থা ভাল কি মন্দ, তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গুরু। গ্রামের পূর্ব্বাংশে বা উত্তরাংশের জমী বড়ই ভাল।

শিষ্য। তাহার কারণ কি দেব!

গুরু। গ্রামের দক্ষিণ বা পশ্চিম মাঠ অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ হইয়া থাকে, এ কারণ উচ্চ জমীতে বাগান করিলে গাছ সকল তেজস্কর হইতে কিছু বিলম্ব হয়।

শিষ্য কেন প্রভো?

গুরু। জমী উচ্চ হইলে তাহার উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস হয় বলিয়া, গাছ সকল শীঘ্র তেজস্কর হইতে পারে না। উচ্চ জমীতে ঘাস, খড়, নানা প্রকার লতা পাতা, বিষ্ঠা ও গোময় পচিয়া যে সকল সার জন্মে, তাহা বর্ষার জলে ধৌত হইয়া নিম্ন ভূমিতে চলিয়া যায়। সুতরাং সার বিহীন জমীতে উদ্ভিজ্জাদি কিরূপে শীঘ্র তেজস্কর হইবে? এতাবতা গ্রামের দক্ষিণ বা পশ্চিম প্রান্তে বাগান করিলে, ভবিষ্যতে আরও ২।১টি দোষ উদ্ভাবন হইতে পারে। যথা,—দৈব দুর্ব্বিপাকে পশ্চিমে ঝড় বাতাস আরম্ভ হইলে, দক্ষিণ পশ্চিমদিকে সমভাবে অত্যন্ত তেজের সহিত লাগিতে পারে, সুতরাং ছোট ছোট কোমল ও নিস্তেজী বড় বড় গাছ সকল, ঐ মহামারীর ঘাতপ্রতিঘাতে একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়; এমন কি সমূলে বিনষ্ট হইতেও দেখা গিয়াছে। হামেসা ঝড় বাতাস, এবং উভয়দিকের প্রখর সূর্য্যোত্তাপ জনিত ফল ফুলের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাৎ জন্মে। আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঐ উভয়দিকের গাছ সকল শীঘ্র ফলবান্ হয় বটে, কিন্তু রীতিমত পুষ্ট হইতে না হইতে পাকিয়া যায়, সুতরাং অকালপক্কতা জনিত তাদৃশ সু-আস্বাদন হয় না; আর এক কথা,—ঐ উভয়দিকে বাগানের গাছে ফলের ভাগ সংখ্যায় বেশী জন্মে বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হয়। তজ্জন্যই

বলিতেছি যে, যদি গ্রামের পূর্ব্ব কি উত্তরদিকে ভাল জমী পাওয়া যায়, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।

শিষ্য। তবে গ্রামের পূর্ব্ব বা উত্তরদিকে জমী যাহাতে পাওয়া যায়, তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা যাউক। কিন্তু তন্মধ্যে একটী কথা আছে এই যে, আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, পুরাতন পুষ্করিণী সহিত জমী হইলে ভাল হয়; কিন্তু পশ্চিম বা দক্ষিণদিকের জমী যদি পুরাতন পুষ্করিণী সহিত পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি করা যাইবে?

গুরু। তাহাও লইতে পারা যায়, কেননা, পুরাতন পুষ্করিণীর মাটী অনেকাংশে সারবান্ এবং প্রথমতঃ খরচা সম্বন্ধেও কম হয়।

এইরূপে গুরুশিষ্যে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সেই জমী-বিক্রয়কর্ত্তা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়া বলিল, মহাশয়! আপনি যে জমী খরিদ করিবেন বলিয়াছিলেন, তাহার কি হইল?

শিষ্য। হাঁ, আমার লইবার ইচ্ছা আছে বটে, তবে বিষয় সম্বন্ধীয় কথা একটু বিবেচনা পূর্ব্বক কহিতে হইবে। যাহা হউক, অদ্য বড় ব্যস্ত আছি, এক্ষণে তোমার সহিত বেশী কথা কহিতে পারিতেছি না, যদিও আমার শীঘ্রই আবশ্যক বটে, কিন্তু কার্য্যগতিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। তুমি দুই চারি দিনের মধ্যে আর একবার আসিবে। আর তোমার জমীর ঠিকানা বলিয়া যাও, আমরা কল্যই বোধ হয় দেখিতে যাইব।

জমী-বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, আমিও বড় ব্যস্ত হইয়াছি, যত শীঘ্র পারি বিক্রয় করিব। এক্ষণে আমার জমীর ঠিকানা

ও চৌহদ্দি বলিয়া দিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া আসিবেন। যথা,—এই গ্রামের উত্তরাংশে নিমু রায়ের জোল নামক স্থানে—পূর্ব্বে উমানাথ রায়ের জমী, দক্ষিণে সরকারী রাস্তা, পশ্চিমে দিগম্বর ঘোষের জমী, উত্তরে কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জমী তন্মধ্যে আমার ১১/ বিঘা জমী আছে, তাহা যদি আপনাদের মনোমত হয়, তবে কাল বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র লইবেন।

বাবু বলিলেন, আমরা কল্যই যাইব, তাহার কোন অন্যথা হইবে না।

জমী-বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, নমস্কার, তবে আজ আমি আসি।

বাবু বলিলেন, এস।

অনন্তর শিষ্য, গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! আপনি একবার জমীখানি দেখিয়া আসিবেন কি?

গুরু। হাঁ, দেখিতে হইবে বই কি!

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত নহে, কল্যই দেখিয়া আসা যাউক।

গুরু। সুবিধা যদি হয়, তাহাতে আমার বিশেষ মত আছে।

পরদিন প্রাতঃকালে গুরুশিষ্য উভয়ে জমী দেখিতে চলিয়া গেলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া জমীর অনুসন্ধান করিলেন। পূর্ব্ব উল্লেখিত মত জমীর চৌহদ্দি মিলাইয়া, শিষ্য বলিলেন, কেমন প্রভো, এ জমীখানি কি ভাল?

গুরু। হাঁ বাপু! বেশ জমী, উত্তর দক্ষিণে লম্বা আছে, এবং সরকারী রাস্তার ধারে। তোমার ভাগ্যে ভালই জুটিয়াছে, মূল্য ঠিক করিয়া শীঘ্রই লও, কাল বিলম্ব করিও না।

এইরূপে জমী দেখিয়া উভয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া, শিষ্য, গুরুদেবের সেবাশুশ্রূষার জন্য বিধিমতে আয়োজন করাইয়া, বিশ্রামান্তে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে শিষ্য বলিলেন, প্রভো! বাগানখানি প্রস্তুত করিতে আপাতত কত টাকা ব্যয় হইবে?

গুরু। এক্ষণে তাহা কিরূপে বলিব বাপু! তবে রীতিমত বাগান করিতে হইলে, পূর্ব্ব হইতে কার্য্যের বন্দবস্তানুসারে যত টাকা ব্যয় হয়, তাহা অনর্থক নষ্ট হয় না।

শিষ্য। তবু আন্দাজী কত টাকা?

গুরু। জমীর মূল্য বাদে আপাতত তিনশত টাকা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

শিষ্য। তিনশত টাকা কি এককালীন আবশ্যক হইবে প্রভো?

গুরু। না বাপু! ক্রমশঃ তিন মাসে খরচ করিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। কি কি কার্য্যোপলক্ষে খরচ করিতে হইবে?

গুরু। প্রথমতঃ-পুষ্করিণী খননে খরচ করিতে হইবে।

শিষ্য। পুষ্করিণী খননের সূত্রপাত কি এখনই করিতে হইবে?

গুরু। হাঁ বাপু!

শিষ্য। তিনশত টাকা পুষ্করিণী খননে খরচ না করিয়া, কিছু কম ব্যয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট রকমের পুষ্করিণী করিলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। না বাপু! বাগানের পুষ্করিণী বিশেষ আবশ্যকীয়, পরিমাণে ও গভীরতায় ছোট হইলে, বারমাস জল থাকিবে না; এবং তাহাতে মৎস্য সকল বড় না হইয়া জলাভাবে নষ্ট হইয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত অপর অপর কার্য্যেরও ক্ষতি হইতে পারে।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, কিন্তু মৎস্য বড় না হইলে, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিব না, ফল ফুল গাছের গোড়ায় জল পাইলেই যথেষ্ট হইবে।

গুরু। কেবল ফলফুল গাছের গোড়ায় জল দিবার জন্য জলের আবশ্যক হইবে, এমত নহে—তুমি নিজে গৃহস্থ লোক; গৃহস্থ লোকের বাগান স্বতন্ত্র। ধনী লোকের মতন বাগান করা গৃহস্থ লোকের পোষায় না। লাউ, কুমড়া, শাক্ শবজী, কফি প্রভৃতি নানা প্রকার আশু ফলপ্রদায়ক দ্রব্যের চাষ করিতে হইলে, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলের আবশ্যক হইবে। ফলতঃ ঐ সকল ফসল রীতিমত উৎপন্ন হইলে, তাহা বিক্রয় করিয়া যাহা আয় হইবে, তাহাতে পুষ্করিণী খননের ব্যয়টাও উঠিয়া যাইতে পারিবে। আর, পুষ্করিণীতে রীতিমত মৎস্য বড় হইলে, ভবিষ্যতে জলকর বৃদ্ধি এবং আয়ের প্রধান কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এবং পুষ্করিণীর জল জীবজন্তুতে বারমাস পান করিলে, তাহাতে পুণ্যপুঞ্জ লাভ হইয়া, ইহ জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রহিয়া যায়।

শিষ্য। পুষ্করিণী খনন করা ত বড়ই সৌভাগ্যের কথা!

গুরু। সৌভাগ্য বইকি! তাহা না হইলে, বলিবইবা কেন?

শিষ্য। পুষ্করিণী খননের ব্যয়টা কত দিনে উঠিতে পারে?

গুরু। রীতিমত বাগান করিতে পারিলে, সমস্ত কার্য্যে

যত টাকা ব্যয় হয়, তিন বৎসরের মধ্যে মায় সুদ সমেত তত টাকা উঠিতে পারে।

শিষ্য। তবে পুষ্করিণী খনন করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা বিস্তারিত রূপে বলিয়া দিউন।

গুরু। তাহার জন্য তোমার কিছু চিন্তা নাই বাপু! আমি ক্রমশঃ সমস্তই বলিয়া দিব, জমীটা অগ্রে স্থির হইয়া যাউক।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই ভাল।

এমন সময় পুনর্ব্বার সেই জমী বিক্রয়কর্ত্তা উপস্থিত হইয়া বলিল, নমস্কার বাবু!

বাবু বলিলেন, সেদিন তোমার জমী দেখিয়া আমরা আসিয়াছি, কিন্তু তত ভাল বোধ হইল না, যাহা হউক, এক্ষণে কত টাকা হইলে বিক্রয় করিতে পার?

বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, ছয়শত টাকা।

বাবু বলিলেন, এ সকল স্থানের ১১/ বিঘা জমীর উচিত মূল্য কি ছয়শত টাকা হইয়া থাকে কর্ত্তা! ঠিক্ কথা বল, তাহা হইলে কল্যই আমরা লেখাপড়া করিব।

বিক্রয়কর্ত্তা বলিল, আমি বড়ই নাচারে পড়িয়াছি, তাহা না হইলে ঐ জমীর দর আটশ টাকা হইত; বিশেষ টাকার আবশ্যক হওয়ায় আটশর স্থানে ছ-শ বলিতেছি, তাহাতে যদি আপনাদের মত না হয়, তবে লইয়া কাজ নাই।

বাবু বলিলেন, তবে এক্ষণে আমি মূল্য অবধারিত করিতে পারিতেছি না, তুমি কাল একবার এস।

বি। আচ্ছা, বলেন ত আসি।

বাবু। এস, এস।

তৎপরে শিষ্য মহা আনন্দিত হইয়া গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! সেই জমী-বিক্রয়কর্ত্তা আসিয়াছিল। দরের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে ছয়শত টাকা বলিল, আপনি কি বলেন?

গুরু। ছয়শত টাকা অধিক দর হচ্ছে না? টানাটানি করিয়া আর একশত কমাতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। কাল ত তাহাকে আসিতে বলিয়াছি, দেখি যদি কিছু কমাতে পারি।

তৎপরদিন বিক্রয়কর্ত্তা আসিল, অনেক রকম চেষ্টা করিয়া পাঁচশত টাকা জমীর মূল্য অবধারিত হওয়ায়, বিক্রয়-কর্ত্তা নিম্ন লিখিত বিক্রয়-কবালা লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া দিল।

শ্রীশ্রীহরি শরণং।

বিক্রয়কবলা।

ক্রেতা—
মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, পিতা ৺ ঠাকুর চরণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেষা কৃষিকার্য্য, সাং বলাগড়, পুলিশ ষ্টেশন কলারাও, ডিষ্ট্রীক্ট আলিপুর, সবডিষ্ট্রীক্ট বারাসৎ, জেলা ২৪ পরগণা, পং আমিরাবাদ, সবরেজেষ্টরী দম্‌দমা। মহাশয় বরাবরেষু—

বিক্রেতা—
লিখিতং শ্রীরাজচন্দ্র দাস, পিতা ৺ হরিহর দাস, জাতি কৈবর্ত্ত, পেষা কৃষিকার্য্য, সাং লওদা, পুলিশ ষ্টেশন গাইঘাটা, জেলা ২৪ পরগণা সব ডিষ্ট্রীক্ট বসীর হাট, পরগণে উথুড়া সব রেজেষ্টরী দম্‌দমা।

শ্রীরাজচন্দ্র দাস

কস্য লাখেরাজ নিষ্কর ভূমির মৌরসস্বত্ব বিক্রয় কবলা পত্রমিদং সন ১২৯৯ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যনঞ্চাগে, জেলা ২৪ পর-

গণা, পরগণে কলিকাতা, পুলিশষ্টেসন দমদমা, সবরেজেষ্টরি রাণা-ঘাটের এলাকাধীন মৌজে আলমপুরের জমীদার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল রায়চৌধুরী মহাশয়দিগের অধিকারে আমার পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত যে সমস্ত জমী জমা আছে, তন্মধ্যে গ্রামের উত্তরাংশে নিমুরায়ের জোল নামক, নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত একবন্দ সালি জমি ১১/ বিঘা, আমি মোকাম খড়দহর শ্রীউমা-নাথ বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট বার্ষিক (৩) তিন টাকা হারে খাজনা অবধারিতে মৌরসী কায়েমীপাট্টা লইয়া ঠিকা প্রজা বিলির দ্বারা এ নাগায়েত নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিয়া আসি-তেছি। এইক্ষণ আমার কিছু টাকার আবশ্যক হওয়ায়, উপ-রোক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করণের ইচ্ছুক হইয়া মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব করায়, মহাশয় খরিদ করিয়া লইতে প্রস্তুত হওয়ায় নিম্নের চৌহদ্দিস্থিত কমবেশী ১১/ বিঘা জমী ও তদোপরিস্থিত আকর আওলাৎ সহ দরবস্তো হকুক এইক্ষণকার সময়োচিত মূল্য কোং (৫০০) পাঁচশত টাকা অবধারিতে মহাশয়ের নিকট বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইলাম। মহাশয় অদ্য তারিখ হইতে প্রাগুক্ত সম্পত্তিতে আমার স্বত্বে স্বত্ববান্ ও দান বিক্রয়ের স্বত্বাধিকারী হইয়া উল্লিখিত বাচস্পতি মহাশয়দিগের সরকারে আমার নাম খারিজে, নিজ নামে জমা জমী লেখাইয়া সন সন দেয় খাজনা আদায় পূর্ব্বক, পুত্রপৌত্রাদি (স্থলাভিসিক্তগণ) ক্রমে, ভোগ দখল করিতে রহেন। কস্মিনকালে আমি কি আমার ওয়ারিসন্ বা স্থলাভি-সিক্তগণ আপনি কিম্বা আপনার ওয়ারিসন্ বা স্থলাভিসিক্তগণের নিকট কোন দাবি দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না। যদি করি কিম্বা করে, সে সর্ব্বতোভাবে বাতিল ও ঝুটা ও না

মঞ্জুর। এতদর্থে আপন খুসিতে, বিনা অনুরোধে, সুস্থ শরীরে, বহাল তবিয়তে, হুঁষ মেজাজে, বিলক্ষণ বুজসমজে, উপরের লিখিত পণবাহার, মবলগ মজকুর দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া এবং জমীর দলিলাৎ যাহা কিছু আমার নিকট ছিল, মহাশয়কে অর্পণ করিয়া, অত্র সাফ বিক্রয়-কবলা লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর-তারিখ ২০শে কার্ত্তিক।

চৌহদ্দি।

আসামী জমী	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর
মোট ১১/ বিঘা।	উমানাথ রায়ের জমী	সরকারী রাস্তা	দিগম্বর গোষের জমী	কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের জমী

ইসাদি।

শ্রীনিমাইচাঁদ মণ্ডল।
সাং জঙ্গল।

শ্রীদিননাথ রায়।
সাং বলাগড়।

নবিসিন্দা।
শ্রীকালীকৃষ্ণ দাস।
সাং বলাগড়।

শিষ্য। প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে জমীর ত বন্দবস্ত হইয়া গেল, এক্ষণে পুষ্করিণী খনন করিতে কি কি আবশ্যক হইবে, তাহা বর্ণনা করুন।

গুরু। জমীখানি যেমন ঠিক হইল, তাহার মত একটী সুবন্দবস্ত করা আবশ্যক হইতেছে।

শিষ্য। কি রূপ বন্দবস্ত প্রভো?

গুরু। কথাটা এই,—যেস্থানে পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, সেই স্থানটী বাদ রাখিয়া বক্রী সমস্ত জমীতে একবার কি দুইবার লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। কেন প্রভো! যেস্থানে মাটী চাপা পড়িবে, সেই স্থানে অগ্রে চাষ দিয়া বৃথা খরচ বাড়াইবার আবশ্যক কি?

গুরু। তাহার কারণ এই যে,—পুষ্করিণী হইতে যে মাটী তুলিয়া বাগানে ছড়ান হইবে, তাহা বোধ হয় ১ বা ১॥ দেড় হস্ত উচ্চ হইবে, যদি দুই হস্ত পরিমাণে উচ্চ হয়, তাহা হইলে চাষ না দিলেও চলিতে পারে।

শিষ্য। সে কি প্রভো! এতবড় পুষ্করিণীর মাটীতে জমীখানি দুই হস্ত উচ্চ হইবে না?

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু! তুমি ত লেখা পড়া জান, কালি করিয়া দেখ না কেন। কত হাজার ফিট মাটী উঠিবে ও সমস্ত জমীতেই বা কত লাগিবে।

শিষ্য। তাহা সময়ানুসারে দেখা যাইবে। এক্ষণে মোটের উপর কথা এই যে, পূর্ব্বে জমীতে চাষ না দিয়া তিন ফিটের কম মাটী ফেলিয়া যদি ঘাস ইত্যাদি চাপা দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ কোন হানি হয় কি?

গুরু। বিশেষ হানি হয় বইকি! আচট জমীতে যে সমস্ত ঘাস চাপা পড়িবে, তাহা বৎসরাবধি মরিবে না, এবং যদি উলু কিম্বা কেশেঘাস থাকে, ভবিষ্যতে তাহা নিশ্চয় ফুটিয়া উপরে ভাসিয়া

উঠে। এবং আচটজমীতে ও ফেলা মাটীতে ২।৩ বৎসরেও সংলগ্ন হয় না। কারণ, পতিতজমী লোকজন ও পশু প্রভৃতির পায়ের চাপে মাটী রীতিমত জমাট বাঁধিয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! লাঙ্গল দ্বারা চাষ না দিয়া কোদাল দ্বারা চাষ দিলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। হাঁ, হইতে পারে, বরং ভাল হয়।

শিষ্য। তবে দিরূকে এই সময় লাগাইয়া দি।

গুরু। কিন্তু দিরূকে একটা কথা বলিয়া দিও—কোদাল দ্বারা কোপাইবার সময় জংলি গাছের গোড়াগুলি যেন রীতিমত বাছিয়া ফেলে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে পুষ্করিণী খননের বিষয় বিস্তারিত-রূপে উল্লেখ করুন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা।

গুরু। পুষ্করিণী খনন করিবার জন্য, প্রথমতঃ একশত ঝুড়ি ও পঁচিশখানি কোদাল খরিদ করিয়া আনিতে হইবে। তৎ-পরে কোন লোক দ্বারা কোড়ার দফাদার অর্থাৎ মাটী কাটার সর্দ্দারকে ডাকাইয়া তাহার সহিত রীতিমত চুক্তি করিয়া পুষ্ক-রিণী খননে নিযুক্ত করিতে হইবে।

শিষ্য। মাটী কাটার সর্দ্দার কোথায় থাকে তাহা আমি জানিনা, ও কাহাকেই বা ডাকিতে বলি, কেইবা তাহাকে চিনে তাহাও বলিতে পারি না। সুতরাং এ কার্য্য কিরূপে সমাধা হইবে?

গুরু। কেন, দিরে জানে, সে চাষার ছেলে, মাটী কাটা সর্দ্দারের খবর বেশ রাখে, তাহাকেই ডাকিয়া দিতে বল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে দিরুকে ডাকাইয়া আনাই।

গুরু। কাহাকে পাঠাইবে?

শিষ্য। রাখালকে।

গুরু। ভাল, ভাল, রাখালকে পাঠাইলেই ঠিক্ হইবে।

যথা সময় দিরু, বাবুর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিল, ছেলাম গো বাবু! আমাকে খবর করেছেন কেন?

বাবু। তোমাকে আর একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। শীঘ্র একজন মাটী কাটার সর্দ্দার (যাহাকে দফাদার বলা যায়) তাহাকে ডাকিয়া আন।

দিরু। মুই না করিলে এ কাজ কে কর্‌বে বাবু! তাকে কিসের লেগে খবর কর্‌ছেন?

বাবু। আমি একটী পুষ্করিণী কাটাইব।

দিরু। বেশ, বেশ, তবে আমি একজন দফাদারকে ডেকে আন্‌ছি।

বাবু। তবে আর বিলম্ব করিও না—শীঘ্র যাও।

দিরু। ছেলাম বাবু! তবে মুই চল্লাম।

তৎপরে পুষ্করিণী সম্বন্ধীয় আর আর আবশ্যকীয় বিষয় আলোচনা হওয়ায়, গুরুদেব বলিলেন, পুষ্করিণী খনন করিবার জন্য একটী শুভদিন আবশ্যক হইতেছে।

শিষ্য। আপনি গুরুদেব, শুভ অশুভ আপনিই স্থির করিবেন, আজ্ঞা করুন, যে দিন শুভ হইবে, সেই দিনেই কার্য্য আরম্ভ করিব।

গুরু। তবে পঞ্জিকাখানা আনিয়া দাও, দিন্‌টা স্থির করিয়া ফেলা যাউক।

শিষ্য। পঞ্জিকা আনয়ন পূর্ব্বক গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিলেন। গুরুদেব পঞ্জিকা পাঠ করিয়া বলিলেন, উপস্থিত পুষ্করিণী খনন করিবার শুভদিন পাওয়া যাইতেছে না। অগ্রহায়ণ মাহার ৪ঠা তারিখে যে শুভদিন আছে, তাহা খুব ভাল। আমার মতে ঐ দিনে পুষ্করিণী খননের কার্য্য আরম্ভ করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য।

এমন সময় দিরু, একজন দফাদারকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল; এবং বলিল, ছেলাম গো বাবু! এই দফাদার আসিয়াছে।

বাবু। বেশ, বেশ, তুমি কি পুকুর কাটার কাজ করিয়া থাক?

দফাদার। আজ্ঞা হাঁ মশাই!

শিষ্য। দফাদারের সহিত আর কোন কথা না কহিয়া, গুরুদেবকে সংবাদ দিলেন।

তৎপরে গুরুদেব বাহিরে আসিয়া বলিলেন, কোই দফাদার? এই দিকে এস।

দফাদার নিকটবর্ত্তী হইয়া, প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, মশাই কি আজ্ঞা হয় বলুন।

গুরুদেব বলিলেন, তুমি কি মাটীকাটার সর্দ্দারী কাজ করিয়া থাক? তোমার নাম কি?

দফাদার বলিল, আজ্ঞা হাঁ মশাই, আমার নাম ছিষ্টিধর চোং।

গুরুদেব বলিলেন, তুমি কি জাত বাপু?

সৃষ্টিধর। আমি দক্ষিণ-আড়ি কৈবর্ত্ত।

গুরু। ভাল, ভাল, বস, আশীর্ব্বাদ করি সুখে থাক। তামাক খাও। আচ্ছা সৃষ্টিধর! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি পারিয়া উঠিবে কি?

সৃষ্টিধর। কি কথা মশাই?

গুরু। কথা এই—আমার শিষ্য একটী পুষ্করিণী কাটাইবে, সেই কার্য্যের ভার তোমাকে লইতে হইবে।

সৃষ্টিধর। তাহার জন্য আপনাদের ভাবনা কি! আমাকে যেমন পুকুর কাটাইয়া দিতে বলিবেন, ঠিক্ সেইরূপ কাটাইয়া দিব। আমি কত বড় বড় লোকের ঝিল, পুকুর কাটাইয়া দিয়া আসিয়াছি, আপনাদের ত বোধ করি, ছোট পুকুর হইবে, তাহার জন্য চিন্তা কি? এখন দরদামে বনাবনি হলেই হয়।

গুরু। কি হিসাবে দর লইবে বল।

সৃষ্টি। আপনি বিজ্ঞলোক, আপনার কাছে আমি আর কি দর দিব মশাই!

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু! তোমার যাহাতে পোষাইবে, তাহাই বলিবে। আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে মিথ্যা কথা কহিওনা, পাঁচ জায়গায় উচিত দর যাহা পাইতেছ তাহাই বল, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি।

সৃষ্টিধর। আমি মিথ্যা কথার লোক নয় মশাই! এ কাজ করি আর নাই করি, ঠিক কথা বলিব। কেননা, আজকাল চালের

বাজার বড়ই আক্রা, কুলি মজুর অল্প দরে পাওয়া যায় না, লাভ করিতে এসে, শেষে কি লোক্‌সান্ দিয়ে যাব মশাই!

গুরু। সে কি কথা! লোক্‌সান্ দেবে কেন, বাপু! তুমি একজন পাকা লোক, তোমার কি কোন কার্য্যে লোক্‌সান হইয়া থাকে, কাঁচা লোকেরই লোক্‌সান হয়।

সৃষ্টিধর। আপনার আশীর্ব্বাদে তাহা না হইলেই ভাল। কিন্তু আর একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি, যে স্থানে পুষ্করিণী হইবে, সেই পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক পাড়ের উপর কেবল মাটী কাঁড়ি করিয়া রাখিতে হইবে, না বাগানে সমস্ত ছড়াইয়া দস্তুরমত সমান করিয়া দিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, হাঁ, তাইত বলি কার্য্যের লোক না হইলে কি কার্য্যের কথা বুঝিতে পারে!

সৃষ্টিধর। আপনারা যাহা বলিবেন, তাহাই করিয়া দিব, কিন্তু ঠাকুর! তাহার মধ্যে আর একটী কথা আছে।

গুরু। কি কথা বাপু?

সৃষ্টিধর। কথাটা এই, পুকুর হইতে মাটী তুলিয়া, সমস্ত বাগানে ছড়াইয়া সমান করিয়া দিতে হইলে, তাহার মজুরী স্বতন্ত্র। মাটীর দৌড় না বুঝিয়া দর ঠিক করিতে পারিতেছি না।

গুরু। হাঁ, হাঁ, বটে, বটে! আচ্ছা, তবে কল্য বৃহস্পতি বার, বার বেলাও পড়িতে পারে, শুক্রবার দিন প্রাতঃকালে এখানে উপস্থিত হইও, আমি সঙ্গে করিয়া তোমাকে বাগানে লইয়া যাইব। মাটী কিরূপে বাগানে ছড়াইয়া ফেলিতে হইবে, তাহাও দেখাইয়া দিব। তুমি মাটীর দৌড় বুঝিয়া আপনার মজুরীগণ্ডা ধার্য্য করিয়া লইবে।

সৃষ্টিধর। যে আজ্ঞা, তবে আজ আমার আর কোন কথা নাই, আপনার কথামত শুক্রবারে আসিয়া দর ঠিক করিয়া লইব; আজ বেলা নাই, অনেক দূরে যাইতে হইবে, প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ করুন।

গুরু। কল্যাণ হউক।

তৎপরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! আপনি যে, দফাদারের সহিত কথা বার্ত্তা করিলেন, উহার দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সমাধা হইবে কি?

গুরু। হাঁ বাপু! দফাদারটী একজন পাকা লোক, ও এ কাজের কাজী বটে, এক্ষণে তোমার ভাগ্য।

শিষ্য। কিরূপ নিয়মে দর লইবে তাহার কিছু চুক্তি হইল কি?

গুরু। না বাপু! চুক্তি না হইবার কারণ এই যে, সে এই কথা বলিল, "মাটীর দৌড় বিবেচনায় চুক্তি হইবে" একথাটা অসঙ্গত নহে, মাটী কাটার দরচুক্তির নিয়ম ঐ রূপই হইয়া থাকে বটে। স্থানান্তরে থাকিয়া পাকা চুক্তি হইতে পারে না, সারে জমীতে উপস্থিত হইয়া মাটীর বৌনি বিবেচনায় দর চুক্তি হইলে ভবিষ্যতে আর কোন গোলযোগ করিতে হইবে না। তজ্জন্যই তাহাকে শুক্রবারে প্রাতঃকালে আসিতে বলিয়াছি, সেই দিনে সকলে বাগানে উপস্থিত হইয়া, সকল কার্য্যের মীমাংসা করিয়া ফেলিব। তুমি কিছু টাকা, ও আট আনা দামের ষ্ট্যাম্প এক খানা সংগ্রহ করিয়া রাখ।

শিষ্য। টাকার যোগাড় একরকম করা হইয়াছে, তবে ষ্ট্যাম্প খানা আনাইতে হইবে। আর অন্য যাহা

আবশ্যক, তাহা এই সময় বলুন, তাহাও আনাইয়া রাখিব।

গুরু। ভাল কথা মনে পড়েছে বাপু! কিছু বেটের দড়ি আনাইতে হইবে।

শিষ্য। বেটের দড়ি কেন প্রভো?

গুরু। হায় আমার অদৃষ্ট! বেটের দড়ি কি হইবে তাহাও জান না। দড়ি ফেলিয়া জমীর অংশ করিয়া, পুষ্করিণীর স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। এবং পুষ্করিণীর সূত্রপাত করিতেও কিছু দড়ির আবশ্যক হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাহার অভাব কি প্রভো! চিন্তের মা দিবারাত্র বেটে কাটে, প্রাতঃকালে রাখালকে পাঠাইলেই আনিয়া দিবে। তবে ষ্ট্যাম্প খানার জন্যই বড় গোলযোগ দেখিতেছি। ভেণ্ডার ত নিকটে নাই, যে শীঘ্র আনাইয়া দিব; এখান হইতে প্রায় এক ক্রোশ যাইতে হইবে, ষ্ট্যাম্প না হইলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। না বাপু! ষ্ট্যাম্পখানি বিশেষ আবশ্যক হইতেছে, কেন না, দফাদারকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে হইবে, আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে হটাৎ কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় না, পাকা বন্দবস্ত না করিয়া কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে ভবিষ্যতে গোলযোগে পড়িতে হয়, তজ্জন্য বলিতেছি যে, একখানি আট আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প আনাইয়া দফাদারকে যে অগ্রিম টাকা দেওয়া হইবে, তাহার রসিদ ও এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া লইতে হইবে।

শিষ্য। তবে ত ষ্ট্যাম্প খানার বিশেষ আবশ্যক দেখিতেছি, সুতরাং কল্য প্রাতঃকালে আমি নিজে গিয়া খরিদ করিয়া

আনিব। আর আপাততঃ কল্য কত টাকার আবশ্যক হইবে, তাহা বলিয়া দিন, আমি মজুত করিয়া রাখিব।

গুরু। পঞ্চাশ টাকা।

তৎপরে শুক্রবার দিন সৃষ্টিধর আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, ঠাকুর মহাশয়! আশীর্ব্বাদ করুন।

গুরু। এস বাপু! সুখে থাক।

সৃষ্টিধর। তবে আজ মাটী কাটার দরটা চুক্তি করিয়া দিবেন কি?

গুরু। হাঁ তার আর দুই কথা আছে কি! চল তবে বাগানে যাই। আর এই দড়ি ও কাটারীখানি লইয়া অপর একজন লোক ডাকিয়া সঙ্গে করিয়া লও।

সৃষ্টিধর। আচ্ছা, আপনারা অগ্রসর হউন, আমি সমস্ত যোগাড় করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছি।

গুরু। তবে শীঘ্র এস, বিলম্ব করিও না।

সৃ। যে আজ্ঞা, চলুন।

ক্ষণেক পরে সকলে বাগানে উপস্থিত হইয়া, জমী দীর্ঘে প্রস্থে মাপ করতঃ, পুষ্করিণীর স্থান চিহ্নিত করিলেন, এবং যথা রীতিতে পুষ্করিণীর সূত্রপাত করিয়া, গুরুদেব বলিলেন, এই ত বাপু! পুষ্করিণীর সূত্রপাত হইয়া গেল, এক্ষণে সৃষ্টি-ধরের সহিত মজুরীর চুক্তি হইলেই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে।

সৃ। দরের বিষয় ত চুক্তি হইবেই, কিন্তু অগ্রে কিছু টাকা দিতে হইবে ঠাকুর!

গুরু। তাহার জন্য চিন্তা নাই, পাবে—পাবে।

স্থ। না তাই অগ্রে বলিয়া রাখিতেছি। তবে পুকুর কাটার সমস্ত মাটী কিরূপে ফেলিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত রূপে বলিয়া দিউন।

গুরু। পুষ্করিণী হইতে যে সমস্ত মাটী উঠিবে, তাহা এমন ভাবে বাগানে ফেলিতে হইবে যে, যেন উচু নিচু সমস্ত জমী ভরাট হইয়া সমান হয়।

স্থ। তাহার জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই, আমি সমস্তই ঠিক্ করিয়া দিব। কিন্তু আর একটী কথা নিবেদন করি এই যে, পুকুরের ঢাল কিরূপে মানাইতে হইবে?

গুরু। হাঁ বাপু! ভাল কথা মনে করিয়াছ বটে,—পুষ্করিণীর ঢাল বেশী পরিমাণে খাড়া করা হইবে না, কারণ, বাগানের মধ্যস্থলের পুষ্করিণী, চারিদিকে গাছপালা, শাক্‌শবজী করিলে, তাহাতে যথা সময়ে জল দিতে হইবে, তজ্জন্যই একটু বেশী পরিমাণে গড়ানে ঢাল করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। এক ফুটে সওয়া দুই ফিট ঢাল রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! একফুটে সওয়া দুই ফিট ঢাল রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছিনা।

গুরু। এক ফুট গভীর স্থানে সওয়া দুই ফিট ঢাল থাকিলে তাহাকে এক ফুটে সওয়া দুই ফিট ঢাল কহে।

স্থ। যে আজ্ঞা, ওরূপ কার্য্য অনেক স্থানেই করিয়াছি। এক্ষণে দেখিতেছি যে, মাটীর বৌনি অনেক পড়িবে, চতুর্দ্দিকের দূরতা স্থির করিয়া একটা চুক্তি করিলে ভাল হয়।

গুরু। তুমি এককালে ঠিক করিয়া বল, পরে যেন দশ জনে অন্যায় না বলে।

স্থ। গভীর কত ফুট করিতে হইবে।

গুরু। এ সকল স্থানের প্রথা যেরূপ সেইরূপ করিতে হইবে।

স্থ। এ সকল স্থানে এক রকম নিয়মে পুষ্করিণী খনন করা হয় না। যে পুষ্করিণী এক বিঘা কি দেড় বিঘা হইবে, তাহার গভীর ১৫।১৬ ফিট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এ পুষ্করিণীর গভীর ২০ ফিট না করিলে চলিবে না, যেহেতু মাপে দুই বিঘা পুষ্করিণী হইতেছে। আর এককথা, আমরা এক নিয়মে কার্য্য না করিয়া ২।৩ নিয়মে করিয়া থাকি। যথা, উপর হইতে ৫ ফিট গভীর পর্য্যন্ত এক দর। ৫ ফিটের নিচে ১০ ফিট পর্য্যন্ত উপরের দেড়া দর। ১০ ফিটের নিচে হইতে ১৫ ফিট পর্য্যন্ত উহারও দেড়া দর। ১৫ ফিট হইতে ২০ ফিট পর্য্যন্ত তাহারও দেড়া দর। আর এক রকম পৃথক্ নিয়ম, আগাগোড়া একদর।

গুরু। হাঁ বাপু! তোমার পুষ্করিণী খনন প্রণালী আমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে আগাগোড়া দরের কথা যাহা উল্লেখ করিলে, তাহাতেই আমাদের মত আছে, তুমি সেইরূপ দর ঠিক করিয়া পাকা বন্দবস্ত করিয়া লও।

স্থ। তাই ভাল ঠাকুর! ঢাল ছাড়া প্রতি হাজার ফিট (যাহাকে একটী পাকা চৌকা বলা যায়) তাহা ৩৲ (তিন) টাকার কমে করিতে পারিব না। আর ঢাল মানান, ঘাস বসান, প্রতি হাজার ফিট ৪৲ টাকার হিসাবে পড়িবে।

গুরু। আচ্ছা বাপু, তাহাই পাইবে, কিন্তু কার্য্যগুলি যেন বেশ পরিষ্কাররূপে করা হয়। আর কত দিনের মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিতে পারিবে?

স্থ। তাহার জন্য আপনাদের কোন চিন্তা নাই, পরে দেখিলেই জানিতে পারিবেন। আর দুই মাসের মধ্যে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া দিব।

গুরু। তবে আর আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, টাকার যদি কিছু আবশ্যক হয় অগ্রে লইতে পার।

স্থ। যে আজ্ঞা, টাকার বিশেষ আবশ্যক হইবে বইকি, আপাততঃ কোড়াদিগকে অন্ততঃ ২।১ টাকা করিয়া অগ্রিম দিতে হইবে।

গুরু। তবে বাটীতে চল, আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা দিব।

স্থ। যে আজ্ঞা, তবে চলুন।

তৎপরে গুরুদেব বাটী আসিয়া স্থষ্টিধরকে কহিলেন, এই পঞ্চাশটী টাকা অগ্রিম লইয়া দুই মাস মেয়াদে একখানি এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া দাও।

স্থ। তাহা ত উভয়েরই পক্ষে ভাল। কিন্তু দরদাম গুলি একটু পাকা করিয়া লেখা পড়া করিলেই ভাল হয়। আর বাকী টাকাটা কয় ওয়াদায় পাইব তাহার একটা ঠিক হওয়া চাই।

গুরু। তাহা সমস্তই ঠিক হইবে বইকি।

স্থ। তবে আর আমার কোন আপত্য নাই।

গুরু। তবে এগ্রিমেণ্ট পত্র লেখা হউক, তুমি সহী করিয়া দিও।

স্থ। যে আজ্ঞা, লেখা হউক।

শ্রীশ্রী৺কালী মাতা-
শ্রীচরণ ভরসা।

এগ্রিমেণ্ট পত্র।

শ্রীসৃষ্টিধর চৌং
সাং গৌরীপুর

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র ঘোষ, পিতা ৺ ঠাকুর-চরণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেসা কৃষিকার্য্য ও জমীজমার উপস্বত্ব-ভোগী, সাং বলাগড়, জেলা ২৪ পরগণা, পরগণে আমিরাবাদ, ডিষ্ট্রীক্ট আলিপুর, সব ডিঃ বারাসত, পুলিশষ্টেসন ও সব রেজেষ্টরী দমদমা। মহাশয় বরাবরেষু।—

লিখিতং শ্রীসৃষ্টিধর চৌং, পিতার নাম ৺ গৌরগোবিন্দ চৌং, জাতি কৈবর্ত্ত, পেসা মাটীর কার্য্য, সাং গৌরীপুর, জেলা ২৪ পং পরগণে আনরপুর, ডিষ্ট্রীক্ট আলিপুর, সব ডিষ্ট্রীক্ট বারাসত, পুলিশ-ষ্টেসন ও সব রেজেষ্টরী দমদমা।

কস্য পুষ্করিণী খননের এগ্রিমেণ্ট চুক্তিপত্র মিদং সন ১২৯৯ সালাব্দে লিখিতং কার্য্যানঞ্চাগে আমি আপনার নূতন বাগানের মাটীর কার্য্য অর্থাৎ পুষ্করিণী খনন এবং ঐ সমস্ত মাটী, সামু-দায়িক বাগানক্ষেত্রে চৌরসকার্য্য করণাভিপ্রায়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া, মাটী কাটাই, ঢোলাই এবং ছড়ান প্রতি হাজার ফিট মজুরী ৩৲ (তিন) টাকা ও ঢালমানান, ঘাস বসান ৪৲ হিঃ অবধারিত করিয়া, অত্র এগ্রিমেণ্টপত্র লিখিয়া, প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, দুইশত ফিট লম্বা এবং দেড়শত ফিট চৌড়া এবং কুড়ি ফিট গভীর এই পুষ্করিণীর মাটী সমস্ত অদ্য হইতে দুই মাসকাল মধ্যে

জন মজুর, কোড়া লাগাইয়া কাটাইয়া লেবেল করিয়া দিব, মাটী কাটিতে এবং ঢোলাই করিতে, ঝুড়ি এবং কোদাল ও সিউনি তক্তা ও রসী যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা মহাশয়ের সরকার হইতে পৃথক পাইব। ইহা ব্যতীত মহাশয়ের অন্য কোন খরচ লাগিবেক না, তবে মাটী কাটার কোড়াদিগের জলখাবার ও তামাক পৃথক্ সরকার হইতে নিত্য পাইব। ৮ না করুন, যদি পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে আকাশের বৃষ্টিপাত হইয়া খাদে জল হয়, কিম্বা সরানি জল চৌকা হইতে নির্গত হয়, তাহা আমি নিজ খরচে সেচাই করিয়া কার্য্য সমাধা করিয়া দিব। দুই মাস মেয়াদ মধ্যে প্রাগুক্ত মাপমত পুষ্করিণী সমস্ত কাটিয়া বাগানসমুহে সমস্ত মাটী ছড়াইয়া ফিট করিয়া না দিই, তবে মেয়াদান্তে হজুর, আমার নিকট খেসারতের দাবী করিতে পারিবেন, এবং হজুরের যে কোন ক্ষতি খেসারত হইবে, তাহা আমি দিতে বাধ্য হইব। মজুরির টাকা যাহা কিছু হইবে, তাহা পাঁচ ওয়াদায় লইব। এবং যখন যে টাকা পাইব, তাহা পৃথক হাত চিঠায় উঠাইয়া দিবেন, পুষ্করিণী খনন শেষ হইলে আগাগোড়া মাপ করিয়া সমুদায়ই টাকা চুকাইয়া লইব, এই করারে সমস্ত কার্য্য বুজ সমুজে অদ্য অগ্রিম ৫০৲ (পঞ্চাশ) টাকা পৃথক্ হাতচিঠাতে উঠাইয়া লইয়া, এই এগ্রিমেণ্ট পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন সদর-তারিখ ৪ঠা অগ্রহায়ণ।

নবিসিন্দা। ইসাসী।

শ্রীরাধারমণ সরকার। শ্রীহরেকৃষ্ণ নন্দী। শ্রীনন্দলাল ঘোষ।

সাং গৌরীপুর। সাং উলা। সাং তেঘরিয়া।

চতুর্থ অধ্যায়।

বেড়া দিবার প্রণালী।

শিষ্য। প্রভো! পুষ্করিণী খননের যেমন সুবন্দবস্ত করিলেন, তেমনি বাগানের একটি সুবন্দবস্ত করিয়া দিন।

গুরু। তাহার জন্য কোন চিন্তা নাই, চতুর্দ্দিকে অগ্রে বেড়া দেওয়া হইয়া যাউক।

শিষ্য। প্রভো! আমি আনরপুর মোকামে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেখানে দেখিলাম, কোন বাগানেই বেড়া দেওয়া নাই, কেবল চতুর্দ্দিকে পগার কাটা মাত্র আছে, তদ্রূপ পগার কাটিলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। আমিও তাই বিবেচনা করিতেছি যে, পগার কাটা ভাল বটে, কিন্তু তাহাতে ২।৩টা অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ এক অসুবিধা এই যে, অনেক জমী নষ্ট হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ যেসমস্ত গাছ ধারে বসান হয়, তাহা রীতিমত বৃদ্ধি হয় না। আর চির-স্থায়ী বেড়া দিতে হইলে, (জেওল, ভ্যারেণ্ডা, সজিনা ও হিজোল-ডাল) এই সমস্ত গাছ বসাইতে হয়, কিন্তু ক্রমে তাহারা বড় হইলে, আওতা প্রযুক্ত কিয়দ্দংশ জমী নষ্ট করিতে পারে; আর যতদূর পর্য্যন্ত উহাদিগে শিকড় বিস্তারিত হইয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত জমীর স্বত্ব শোষণ করে।

শিষ্য। তবে অন্য কোন উপায় দ্বারা বেড়া দেওয়া যাইতে পারে না কি?

গুরু। উপায় আছে বই কি। কিন্তু প্রতি বৎসর বৃথা কতকটা খরচ করিয়া নূতন বেড়া দিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! আপনি এ পর্য্যন্ত যত বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, সমস্তই আমার পক্ষে হিতজনক, চাষ আবাদ, বাগান পুষ্করিণী ইত্যাদি কোন বিষয়েই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই, আজ সামান্ত বেড়া বাঁধিয়া যে অনর্থক অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা আমার মনে তিলার্দ্ধ স্থান পাইতেছে না, অবশ্যই এমন কোন কারণ উদ্ভাবন হইতে পারিবে যে, ভবিষ্যতে তাহা পূরণ হইয়া যাইতে পারে।

গুরু। বেড়া বাঁধা নানা প্রকার উপায় দ্বারা হইতে পারে, তন্মধ্যে বাঁশের খোবা ও বাখারী দিয়া যে সকল বেড়া বাঁধা যায়, তাহা উপস্থিত ভাল দেখিতে হয় বটে, কিন্তু প্রতি বৎসর নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয় এবং খরচাও অধিক পড়িয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! আমি কোন কোন সংবাদ পত্রে নর্শরির বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি যে, এক রকম অসেজ অরেঞ্জ বেড়ার বীজ আছে, ঐ বীজ আনাইয়া বাঁশের বেড়ার ধারে বপন করিলে, ভবিষ্যতে ভালরূপ বেড়া তৈয়ারি হইতে পারে না কি?

গুরু। হাঁ, কোন কোন নর্শরিতে অসেজ অরেঞ্জ বেড়ার বীজ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার নিয়ম পৃথক রূপ; অসেজ অরেঞ্জের বেড়া ফুল বাগানে দিলে বড়ই শোভা হয়, এরূপ (বাউণ্ডরীতে) দেওয়া ভাল হয় না। আর এক কথা, অসেজ অরেঞ্জের বীজ অঙ্কুরিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, মাঘ ফাল্গুন মাসে বীজগুলি গরম জলে ভিজাইয়া অনেক রকম তাকতদ্বির করিতে পারিলে যথাসময়ে কতক অংশ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। যদিও অসেজ অরেঞ্জের বেড়া দেখিতে অতিশয় সুন্দর হয় বটে, কিন্তু গাছগুলি বড় হইয়া বেড়ায় পরিণত হইতে বহুদিন লাগে,

এবং সকল স্থানে ব্যবহার যোগ্য নহে। যেরূপ বেড়া দিলে গরু, ছাগল ও দুশ্চরিত্র মনুষ্যদিগের উৎপাত নিবারণ হইতে পারে, সেইমত বেড়া এই বাগানে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আম্র ও নিচুর কলম, নারিকেল ও সুপারি ইত্যাদি গাছ, এবং নানা-প্রকার (কফি) বিলাতী ও দেশী শাক্ শবজী যাহাতে সততই নিরাপদে রক্ষা হইতে পারে, তদ্বিষয়ই যুক্তি স্থির করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা। বহুকষ্টে, অনেক যত্ন সহকারে চারা সকল রোপণ করিয়া, একরকম আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্তান সন্ততির মত লালন পালন করিয়া, আশানুযায়ী ফল গ্রহণ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে আনন্দের সীমা থাকে না, তাহা যদি উক্তরূপ বিবিধ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাতে উৎ-কট মনোবেদনা অবশ্যই উৎপন্ন হইতে পারে। তজ্জন্যই বলি-তেছি যে, অসেজ অরেঞ্জের বেড়া না করিয়া, এক রকম দেশী একেসিয়া চায়নান্সিস্ নামক গাছ আছে, তাহার বীজে চারা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, গাছগুলি বড় হইতেও অধিক দিন লাগে না, প্রায় দুই বৎসরের মধ্যে বেড়াতে সংলগ্ন হইয়া রীতিমত আবর্ত্তন কারক হইয়া উঠে। দেখিতে সুন্দর, কার্য্যেও বেশ ফলদর্শে, এবং চিরস্থায়ী বলিলেও অসঙ্গত হয় না। মূল্যও সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ।

শিষ্য। প্রভো! একেসিয়া চায়নান্সিস্ গাছের বীজ কি প্রকারে বপন করিতে হইবে, তাহা আমি জানি না।

গুরু। একেসিয়া চায়নান্সিসের বীজ যথা সময়ে একবার রীতিমত অঙ্কুরিত হইয়া যদি বেড়ায় সংলগ্ন হয়, আর কোন উপদ্রবের ভয় থাকিবে না। প্রথমতঃ বাঁশ কাটিয়া খোবা ও

বেথারী প্রস্তুত করতঃ, তাহা দ্বারা ভালরূপে বেড়া দিয়া, উহার পার্শ্বে সারিমত বীজ বপন করিতে হয়, পরে দুই বৎসর গত হইয়া গেলে, আর বাঁশের বেড়া রাখিবার আবশ্যক হইবে না। তবে উহার মধ্যে মধ্যে ২।১টী বাঁশের খুটিমাত্র পুতিয়া বাখারীর বাতা দিলেই রীতিমত বেড়া হইয়া যাইবে। যখন গাছ সমস্ত বহু শাখা পল্লব বিস্তারিত করিয়া চতুর্দ্দিক জঙ্গলময় করিয়া ফেলিবে, তখন খুব বড় কাঁচি বা কাটারীর দ্বারা উহার মাথা ছাঁটিয়া দিলে, তাহাতে গাছ সকল বিলক্ষণ মোটা হইয়া পড়ে, এমন কি ৩।৪ বৎসরের মধ্যে খুব মজবুত চিরস্থায়ী বেড়া হয়। তন্মধ্যে আর একটী কথা আছে বাপু! বৎসরান্তে অর্থাৎ প্রতি কার্ত্তিক মাসে (ফুল অবস্থায়) উহার মাথা ছাঁটিয়া না দিলে বড় লম্বা হইয়া পড়ে, এবং বীজ সমস্ত পাকিয়া চতুর্দ্দিকে পড়িয়া যায়, সুতরাং ঐ বীজের চারা অধিকন্তু বাহির হইয়া আসপার্শ্বের অনেক খানি জমী জঙ্গলময় করিয়া তুলে, নতুবা আর কোন দোষ উহাতে লক্ষিত হয় না।

শিষ্য। ঐ বীজ কত পরিমাণে আনাইলে সমস্ত জমী ঘেরা হইতে পারে?

গুরু। তাহার কোন স্থিরতা নাই, তবে জমীর চতুর্দ্দিক বা (যে পর্য্যন্ত বেড়া দেওয়া আবশ্যক হইবে), তাহা অগ্রে মাপিয়া পরিমাণ মত বীজ আনাইতে হইবে। কিন্তু ঐ বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময় এক্ষণে নহে। মাঘ মাসের শেষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বপন করিতে পারা যায়। শীতকালে ঐ বীজ বপন করিলে সমস্ত অঙ্কুরিত হইবে না, বৃথা পণ্ডশ্রম ও খরচান্ত হইয়া পড়িবে। তবে আপাততঃ সামান্য খরচ করিয়া, বাঁশের

বেড়া দিয়া রাখিতে পার—তাহাই বা এক্ষণে কেন—যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই দুই মাস পুষ্করিণী কাটা হইতেছে, চতুর্দ্দিকে লোক জন ছুটাছুটী করিয়া মাটী ফেলিতেছে, তখন তাহার মধ্যে বেড়ার কার্য্য আরম্ভ করিয়া বৃথা একটা গোলযোগ করা উচিত নহে। বড় বেলা হউক, জন মজুর খাটাইতে বড়ই সুবিধা হইবে, দশ টাকার স্থানে সাত টাকায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যইবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনার আশীর্ব্বাদে আমার নিয়তই মঙ্গল হইতেছে। সংসারের সার, ইহ-পর-কালের সার, ইত্যাদি সকল কার্য্যেরই সার আপনি—আপনার মুক্তকণ্ঠ, পবিত্র দেহ, অটল স্নেহে শীষ্যবর্গকে রক্ষা করিতেছেন; আমার সম্বল কিছুই নাই, একমাত্র আপনার শ্রীচরণই সম্বল, সুতরাং আপনাকে উপহার দিবার এমন বস্তু কিছুই নাই। আপনার অনন্ত যুক্তি, দুশ্ছেদ্য কৌশল, মেঘাচ্ছাদিত প্রভাকরের ন্যায় সময়ে সময়ে রশ্মি বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে; রাজা প্রজা পাপী তাপী সকলেই তদ্দর্শনে ঊর্দ্ধমুখে আপনার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন, দয়া মায়া শ্রদ্ধা ভক্তি আপনাতে যেরূপ সততই লক্ষিত হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। এক্ষণে অধিক বেলা হইয়াছে, সন্ধ্যা ও পূজার আয়োজন করিয়া দিই, আপনি তৎকার্য্য ব্রতী হউন।

গুরু। আচ্ছা বাপু! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল কার্য্যেই মঙ্গল হউক।

ক্ষণেক পরে শিষ্য, গুরুদেবকে বলিলেন, এক্ষণে বেড়া বাঁধার কার্য্য বন্ধ রাখিয়া দেওয়াই কি ভাল প্রভো?

গুরু। ভাল মন্দ আমার পূর্ব্ব কথানুসারে অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। যদি কোনরূপ উপদ্রব নিবারণ ও সীমা বজায় জন্য নিতান্তই বেড়া দিবার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আপাততঃ কোনরূপ আলাপালা দ্বারা সামান্য বেড়া দিয়া এই দুই মাস কাটাইয়া দিতে পার, পরে মাঘ ফাল্গুনমাসে নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে তাহাই করা যাইবে।

এইরূপে গুরুশিষ্যে কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় ডাক হরকরা আসিয়া, গুরুদেবের শিরোনামীয় পত্র একখানি শিষ্যের হস্তে অর্পণ করিল। পত্রখানির মর্ম্ম এই যে, "গুরুদেবের ব্রাহ্মণী জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব সমস্ত কার্য্য ফেলিয়া যত শীঘ্র তিনি বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে পারেন ততই ভাল" এইরূপ পত্র পাইয়া গুরুদেব বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সুতরাং গুরুদেব বাটী যাইবার জন্য নিতান্তই উৎসুক হইয়া শিষ্যকে বলিলেন,—এক্ষণে আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, বাটীতে বড়ই বিপদ উপস্থিত, ব্রাহ্মণী পীড়িতা হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার জন্য আপনি বিশেষ উতলা হইবেন না, জগদীশ্বর নিয়তই আপনার সাপেক্ষ—তাঁহার কৃপায় যেরূপেই হউক অবশ্যই তিনি আরোগ্য হইবেন।

গুরু। তাই বাপু তোমাদিগের কল্যাণে শীঘ্র আরোগ্য হইলেই ভাল হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে কাল যাপন কর।

শিষ্য। তবে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, যে দুইমাস পুষ্করিণী খনন করা হইবে, ঐ দুই মাস গত হইলেই যত শীঘ্র

ঐ বাটীতে পদার্পণ করিতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টিত থাকিবেন। কারণ, আমি অনেক বিষয়েই অনভিজ্ঞ, যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহে, অতএব প্রভো! এই উদ্যান সম্বন্ধীয় অন্যান্য প্রস্তাবনা যাহা আলোচনা হইল না, তাহা যেন অতি সত্বরেই শ্রুতিগোচর হয়।

গুরু। সে কি কথা! বাটীর অবস্থা একটু ভাল দেখিলেই আমি আসিয়া এখানে উপস্থিত হইব; উদ্যান সম্বন্ধীয় কথা বড় ছোটখাট নহে—সম্প্রতি পুষ্করিণী খনন করিতেই দুইমাস লাগিয়া গেল, আবার ফল ফুল শাক শবজী বাঁধা আওলাৎ করিতে কত দিন লাগিবে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না, তাহাতে আমি নিশ্চিন্ত থাকিলে তুমি কি পারিয়া উঠিবে বাপু! সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই—আমি সমস্ত কার্য্যেই সুচারুরূপে ব্যবস্থা করিয়া দিব। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস পুষ্করিণী খনন হইবে, ফলতঃ ঐ সময় কোন কার্য্যেরই সুবিধা করিতে পারা যাইবে না, এবং আমারও বাটীতে একটা বিপদ উপস্থিত।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তবে আর আমার এক্ষণে কোন কথা নাই, যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করুন।

গুরু। যাহা হউক, এ সময় বড়ই উপকার করিলে বাপু, আর টাকার জন্য বড় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে না, জগদীশ্বর রক্ষা করিয়াছেন, তোমার সকল কার্য্যেই উন্নতি হউক, উদ্যম, সাহস উভয় পদার্থ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হউক।

তৎপরে, গুরুদেব বাটীতে চলিয়া গেলেন। এ দিকে শিষ্য গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে পুষ্করিণী খনন যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দফাদারের সহিত হিসাব নিকাস।

পুষ্করিণী খনন শেষ হইতে না হইতে গুরুদেব বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। শিষ্য সবিশেষ কুশল জ্ঞাত হইয়া যথোচিত অভ্যর্থনাও করিতে ত্রুটী করিলেন না। তৎপরে দুই এক দিন গত হইয়া গেলে, পূর্ব্বমত উদ্যান সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় সৃষ্টিধর আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, ঠাকুর মহাশয় আপনার বাটীর সকলে ভাল আছেন ত? উপস্থিত যাঁহার বেয়ারাম হইয়াছিল, তিনি কেমন আছেন?

গুরু। হাঁ বাপু! এক রকম সকলে প্রাণগতিক ভাল আছে, ব্রাহ্মণী বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি আরোগ্য লাভ করিয়াছে, তোমার পুষ্করিণী খনন কার্য্য কত দূর শেষ হইল?

সৃষ্টি। আপনার আশীর্ব্বাদে তাহা প্রায় এক রকম শেষ হইয়াছে, তবে বাগানের স্থানে স্থানে অল্প মাটী চৌরস হইতে যাহা বাকী আছে, তাহা বোধ হয় ২।৪ দিনের মধ্যেই সমস্ত ঠিক হইয়া যাইবে।

গুরু। ভাল, ভাল, শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি পুত্র পৌত্রাদি লইয়া সুখে থাক। কল্য প্রাতঃকালে তুমি নিজে বাগানে উপস্থিত থাকিবে, কার্য্য সমস্ত কিরূপ হইয়াছে তাহা আমরা দেখিতে যাইব।

সৃষ্টি। যে আজ্ঞা, প্রণাম, তবে এক্ষণে আমি চলিলাম।

গুরু। এস বাপু!

তৎপরদিন গুরুশিষ্যে বাগান দেখিতে চলিয়া গেলেন ; এবং তথায় উপস্থিত হইয়া বাগানের চতুর্দ্দিক ও পুষ্করিণী খনন কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সৃষ্টিধর, পুষ্করিণী ও উদ্যানাদি সম্বন্ধীয় কার্য্য যাহা করিয়া রাখিয়াছে, তাহা এক রকম নিখুঁৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং গুরুদেব কোন কার্য্যেই প্রায় দোষ ধরিতে পারিলেন না।

সৃষ্টি। কেমন প্রভো, সমস্ত ঠিক হইয়াছে ত ?

গুরু। হাঁ, সমস্তই ঠিক হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব কোণে যাহা সামান্য একটু গোলযোগ দেখিয়া আসিলাম, তাহা বোধ হয়, তোমাদের দোষে হয় নাই, জমীটাই পূর্ব্বে বড়ই নাবাল ছিল। যাহা হউক, তাহাতে বড় দোষ নাই, কার্য্যগুলি বড় পসন্দসই হইয়াছে। এক্ষণে যে কার্য্যটুকু বাকী আছে সত্বরই সারিয়া ফেল, তোমার হিসাব নিকাস হইবে। এক্ষণে আমরা চলিলাম।

তৎপরে, ২।৪ দিনের মধ্যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। দেখিতে সুন্দর, অতি পরিপাটীতে যে কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সৃষ্টিধর আপনার কার্য্যের হিসাব নিকাস করিবার জন্য বড়ই উতলা হইল ; আর বিলম্ব করিতে পারিতেছে না, কোড়ারা নিয়তই টাকা চাহিতেছে, যদিও কাহার বেশী টাকা পাওনা হইবে না বটে, তথাচ যাহা প্রাপ্য হইবে, তাহার জন্যই দফাদারকে জ্বালাতন করিতেছে, কি করে, গরীব লোক, দারুণ দুর্ভিক্ষ, দেশে চাষ আবাদ তত ভাল হয় নাই, পরিবারবর্গ উদর পুরিয়া আহার পাইতেছে না, ঘন ঘন দেশ হইতে পত্র আসিতেছে, সুতরাং সামান্য টাকার জন্য বড়ই উতলা।

এ দিকে গুরুশিষ্যে উদ্যান সম্বন্ধীয় আর আর বিবিধ প্রকার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। পুষ্করিণী ও জমী মাপ করিতে সময় পাইতেছেন না, সুতরাং অন্যান্য কার্য্য স্থগিত রাখিয়া অগ্রে দফাদারের সহিত হিসাব নিকাস করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। মাঘ মাসের ৫।৭।১০ দিন হইয়া গিয়াছে, শুভ দিন শুভলগ্নে বাগানে যাত্রা করিয়া, গুরুদেব দফাদারকে বলিলেন, এই ফিতাটা লইয়া সমস্ত মাপ কর। দুইজনে রীতি-মত ফীতা ফেলিবে, যেন কোনদিকে গোলযোগ না থাকে।

গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে, পুষ্করিণী নিম্ন লিখিত নিয়-মানুসারে মাপ হইতে লাগিল। দীর্ঘের দুইদিক্, নীচে উপর, চারি মাপ একত্রিত করিয়া, মোট চতুর্থ অংশের এক অংশ ধরিয়া লইলেন, এবং প্রস্থেও ঐ রূপ তলা উপরের চারি মাপ একত্রিত করিয়া মোট চতুর্থ অংশের এক অংশ ধরিয়া এবং গভীরে তিন স্থানে তিনটী মাপ দিয়া একত্রিত করতঃ উহার তিন অংশের এক অংশ লইয়া কালি করা হইল। তাহাতে জানা গেল যে, সৃষ্টিধরের মোট ৩৩৭।৵৫ টাকা পাওনা হইয়াছে। যাহা হউক সৃষ্টিধর পূর্ব্বে যাহা ক্রমশঃ খরচ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা উহা হইতে বাদ দিয়া বাকী টাকা প্রাপ্ত হইল। আর ৫৲ টাকা পুরস্কার স্বরূপ পাইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহাদি নির্ম্মাণের স্থান নির্ণয়।

পুষ্করিণী খনন শেষ হওয়ায় শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্! ইহ জগতে বৈষয়িক উপার্জ্জনের প্রণালী শিক্ষা করিতে সকলেই উৎসুখ, কিন্তু সৎশিক্ষাভাবে উপার্জ্জন করা দূরে থাক্ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই দেখুন, চাষ আবাদ পুষ্করিণী খনন করিতে আমি কত টাকা ব্যয় করিতেছি, তাহা সৎশিক্ষারই প্রভাবে, সৎশিক্ষাই আমাকে, উপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করাইয়া দিতেছে, যতই কেন আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই না, ততই সৎশিক্ষা আমাকে দ্বিগুণতর লাভ দেখাইয়া দিতেছে। অতএব সৎশিক্ষা উপার্জ্জনের মূলভিত্তি মানবীয় সংস্কারের সহিত জড়িভূত থাকায় শাখা প্রশাখা অটল ভাবে রহিয়াছে। সহসা কুসংস্কার বায়বীয় প্রবলতায় ছিন্ন করিতে পারে না; যেমন শাখা তেমনই সতেজিত থাকে। সুতরাং আশাতীত ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। যাহা হউক, দেব! পুষ্করিণী খনন সম্বন্ধে যেমন সৎশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তদ্রূপ উদ্যান সম্বন্ধে সৎযুক্তি প্রদান করিয়া সুখী করুন।

গুরু। উদ্যান সম্বন্ধীয় কথা বড়ই প্রীতিকর। যেমন শুনিতে মধুর তদ্রূপ ফলপ্রদ; ফলের বাগান যেমন ফুলের বাগানের সমতুল্য, তেমন, ফুলের বাগান ফলের বাগানের সমতুল্য, কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারে না, ফলের বাগানে যেমন দশটাকা লাভ হইয়া থাকে, ফুলের বাগানেও সেইরূপ দশ

টাকা লাভ হইয়া থাকে। উভয়ই প্রীতিকর ও আনন্দ জনক; তবে ফলের বাগান যেমন চিরস্থায়ী, ফুলের বাগান তদ্রূপ চির-স্থায়ী নহে, মধ্যে মধ্যে নূতন করিতে হয়। বড় লোকেরা যে ফুলের বাগান করিয়া থাকেন, তাহা কেবল বিলাসের জন্য নহে, ইচ্ছা করিলে তাহা হইতেও বেশ দশ টাকা লাভ করিতে পারা যয়। বর্ত্তমান সময়ে ফুলের বাগান বড়ই আদরণীয় হইয়া উঠি-য়াছে। কি ধনী, কি নির্ধনী, কি ব্যবসায়ী সকলেই ফুলের বাগা-নের জন্য ব্যাকুলিত। ফুলের বাগান করিতে পারিলে ফলের বাগান করিতে ইচ্ছা করেন না, করুন, তাহাতে নিষেধ করি না, কিন্তু রীতিমত ফুলের বাগান না করিতে পারিলে শীঘ্র আয় করা যায় না, কেবল বৃথা কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ করা হয় মাত্র।

শিষ্য। আপনি যে ফল ফুলের বাগান করিবার কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহা অতীব আনন্দজনক। ফল ফুলের বাগান উভয়ই তুল্যানুতুল্য, এ কথা অসঙ্গত হইলেও সঙ্গত; কারণ, আমি প্রতিবাদক নহি; আপনি যাহা আমাকে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাই আমি শিখিতেছি। উপস্থিত যেরূপ বাগান করিলে পুত্র পৌত্রাদি তাহার উপস্বত্ব হইতে সুখ সচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, সেই মত বাগান খানি করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি গুরুদেব, আপনার নিকট সুখ দুঃখের সমস্ত কথাই ব্যক্ত করিতে পারা যায় বলিয়াই বলিতেছি। এক্ষণে কিরূপে ঐ ফল ফুলের সুন্দর বাগান করিতে পারা যায়, তদ্বিষয় বর্ণনা করুন।

গুরু। ফল ফুলের রীতিমত বাগান করিতে হইলে প্রথমে লাঙ্গল দ্বারা সমস্ত জমীতে চাষ দিতে হইবে।

শিষ্য। জমীতে চাষ দিতে হইবে এ কথাটা অসঙ্গত নহে, কিন্তু এমন পুষ্করিণী খননের পরিষ্কার মাটীর উপর চাষ দিতে হইবে, তাহার কারণ আমি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

গুরু। উহার উপর দুই এক বার চাষ দিতে হইবে, তাহা বলিতেছি কেন শুন্‌বে? কোড়ারা যখন মাথা হইতে যে সমস্ত মাটী সজোরে নিঃক্ষেপ করিয়াছিল, তখন সেই সমস্ত মাটী আঁটিয়া চাপ বাঁধিয়া আছে, আরও, তাহাদিগের যাতায়াতে বিশেষ জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, একারণ উহার উপর বেশ বাই-লাঙ্গল দ্বারা ২।৩ বার চাষ দিলে ঐ চাপা মাটী সমস্ত নাড়াচাড়া পাইয়া আল্‌গা হইবে এবং রৌদ্র, শিশির ও বায়ু ঐ মাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলে উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি হইবে।

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, দিরুকে কল্যই চাষ দিতে বলিব।

গুরু। হাঁ, তাহার আর কথা আছে কি! আগামী বর্ষার মধ্যে সমস্ত গাছপালা ও শাক শবজী বসাইতে হইবে, এ সময় জমীতে চাষ না দিলে আর কবে দেবে বাপু!

শিষ্য। প্রভো! জমীতে চাষ দেওয়া হইলে তাহার পরে কি চারা বসাইতে হইবে?

গুরু। চারা রোপণ যখন ইচ্ছা, তখনই করিতে পারা যায়, তবে এটী নূতন বাগান বলিয়াই নূতন বন্দবস্ত করিতেছি। সমস্তগুলি ঠিক না হইলে চারা রোপণের বন্দবস্ত করা যায় না। কল্য প্রাতঃকালে উভয়ে বাগানে গিয়া, গৃহাদি কোন্ কোন্ স্থানে আরম্ভ করিলে ভাল হয়, অগ্রে তাহার স্থান নির্ণয় করিয়া সূত্রপাত করিব।

শিষ্য। মালির ঘর ও বৈঠকখানা কোন্ স্থানে হইলে ভাল হয় প্রভো ?

গুরু। তাহা এখান হইতে বলিতে পারা যায় না। কল্য বাগানে গিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক দেখাইয়া দিব।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আজ তবে বিশ্রাম করুন, কল্য বাগানে গিয়া সমস্ত দেখাইয়া দিবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে গুরুশিষ্যে উভয়ে বাগানে চলিয়া গেলেন। সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া গুরুদেব বলিলেন, মালি থাকিবার ঘরখানা এই পশ্চিমদিকে করা হউক। আর ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্ত যে ঘর করা হইবে, তাহা এই পুষ্করিণীর উত্তরাংশে মধ্যস্থলে করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। প্রভো! মালি থাকিবার ঘরখানি দক্ষিণদিকে দরজায় নিকট করিলে ভাল হয় না কি ?

গুরু। হইতে পারে বটে, কিন্তু আমার মতে তত ভাল বোধ হয় না, কারণ, মালির ঘরখানি এমন স্থানে বাঁধা উচিত যে, মালি ঘরে বসিয়া যেন বাগানের চতুর্দ্দিক সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পায়; এবং পূর্ব্ব দোয়ারী ঘর হইলে প্রাতঃকালে রৌদ্র পাওয়া যাইবে।

শিষ্য। প্রভো! শীতকালে রৌদ্রের বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে, সর্ব্ব সময় রৌদ্র না পাইলে কি ক্ষতি হয় ?

গুরু। রৌদ্র না পাইলে কোন ক্ষতি হইবে তাহা নহে, তবে মালী সময় সময় ঐ ঘরের দাবায় বসিয়া টবে বীজ ফেলিয়া চারা প্রস্তুত করিবে, তজ্জন্ত ঐ ঘরের পত্তন পশ্চিমদিকে ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। তবে বৈঠকখানার ব্যবস্থা কোন্ দিকে করিবেন? আমার মতে মালিরঘর ও বৈঠকখানা একস্থানে পাশাপাশি করিলে ভাল হয়, কারণ, সদাসর্ব্বদা মালিকে ডাকিতে সুবিধা হইবে।

গুরু। মালিরঘর ও বৈঠকখানা নিকটানিকটী করিলে মন্দ হয় না বটে, কিন্তু তন্মধ্যে একটী কথা আছে বাপু! বাগান-পুষ্করিণী বল, আর বৈঠকখানাই বল, সমস্তই চির-ভোগ্যবস্তু; সেই ভোগ্যবস্তুতে যদি কোন কারণ বশতঃ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিরানন্দের সীমা থাকে না। বৈঠকখানা অট্টালিকা বিলাসীর চিরসুখের জিনিষ; কোন ব্যক্তি বহু-শোকার্ত্তা হইয়া কোন মনোরম্য হর্ম্মে অবস্থান করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই দারুণ মনোবেদনা দূরীভূত হইয়া যায়। তজ্জন্যই আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, বৈঠকখানাটী পুষ্করিণীর উত্তরাংশে স্থাপিত করিতে হইবে; এবং দক্ষিণের বায়ু বড়ই তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যপ্রদ; গ্রীষ্মকালে ঐ পুষ্করিণীর জল-বায়ু নিয়ত বৈঠকখানায় লাগিলে তাহাতে শরীর বড়ই সুস্থ হইবে।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনি যে সকল যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া গৃহাদি স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন, তাহা সকলই ভাল হইয়াছে, ভরসা করি বৃক্ষাদি রোপণেরও ঐ রূপ সুব্যবস্থা হইবে।

গুরু। বৃক্ষাদি রোপণের সুব্যবস্থা, নানা প্রকার হইয়া থাকে। তবে মোটের উপর কথা এই যে, গৃহস্থলোক সংসারের পক্ষে যেমন নানাপ্রকার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখে—হটাৎ অন্যের নিকট চাহিতে যায় না, তদ্রূপ বাগান করিতে হইলে, নানাপ্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করা বিধেয়; বাগানবাটী

গৃহস্থলোকের থাকিলে, সাধারণের নিকট পরিচয় দিতে ভাল, এবং মানেরও বৃদ্ধি হয়। বাগানবাগিচা, গৃহ আওলাৎ, পুষ্করিণী, কিছু কিছু থাকিলে, সহসা দাসত্ববৃত্তি না করিলেও চলিতে পারে। যদিও পারিশ্রমিক অর্থ আশু সুখকর বটে, কিন্তু তাহাপেক্ষা বাগান বাটী পুষ্করিণী, আওলাৎ, অধিক সুখকর। এ কথা বোধ হয় অনেকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। যাহা হউক, বাগানটী গৃহস্থালী মত সাজাইতে হইলে, বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ভাবে করিতে হইবে। ভবিষ্যতে যাহাতে বেশ দশ টাকা লাভ হইতে পারে, সেইমত গাছপালার আয়োজন করা উচিত হইতেছে।

শিষ্য। তবে এক্ষণে কোন্ কোন্ গাছের আবশ্যক হইবে, এবং কি প্রণালীতে রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবে না, এবং আয় হইবে, তাহারই কথা উত্থাপন করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৃক্ষাদি রোপণের ব্যাবস্থা।

গুরু। যে সকল বৃক্ষ বহুদিনে ফলবান্ হইবে তাহাই অগ্রে রোপণ করা স্থিরকৃত হইতেছে। যথা,—নারিকেল, সুপারী, আম, জাম, নিচু, কাঁটাল, তাল ইত্যাদি সুবন্দবস্তানুসারে বাগানের স্থান বিশেষে বসাইলে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থ আয় হইতে পারে। বাস্তবিক নারিকেল গাছে আমাদের দেশে অধিকন্তু আয় হইয়া থাকে, এ কারণ উহা পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে সারিমত রোপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শিষ্য। প্রভো! নারিকেল গাছ পুষ্করিণীর ধারে না বসাইয়া বাগানের প্রান্তসীমায় (ধারে, ধারে) বা অন্য কোন নিরূপিত স্থানে বসাইলে ভাল হয় না কি?

গুরু। নারিকেল গাছ, সকল স্থানেই রোপণ করিলে ভাল হয় বটে, কিন্তু পুষ্করিণীর ধারে বসাইলে ২।৩টী বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, অন্য স্থানে বসাইলে তাহা পাওয়া যায় না। পুষ্করিণীর ধারে যতগুলি গাছ রোপণ হইবে শীঘ্রই ফলবান্ হইয়া উঠিবে, এবং বারমাস সমভাবে যেরূপ ফল পাওয়া যাইবে, অন্য স্থানে তদ্রূপ পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, নরিকেল গাছের সিকড়ে পুষ্করিণীর পাড়ের মাটী এমন আঁটিয়া রাখে যে, কস্মিন্ কালেও তাহা ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণী ভরাট হইয়া যায় না। তৃতীয়তঃ পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছ বসাইলে, ঐ গাছের পাতা, বাতাসে খড়মড় করিয়া সর্ব্বদা নড়িলে, মৎস্যের শত্রু ভোদড় প্রভৃতি জন্তু, তাড়া পাইয়া পলায়ন করে, তাহাতে পুষ্করিণীর মৎস্য হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হয়।

শিষ্য। পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছ বসাইলে যেমন বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, তেমনি অন্য কোন প্রকার গাছ বসাইলে তদ্রূপ উপকার পাওয়া যায় না কি?

গুরু। পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল ও তাল গাছ ব্যতীত অন্য প্রকার গাছ বসাইলে, উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশেষ হানি হইয়া পড়ে। কারণ, অন্যান্য গাছের পাতা সহসা ঝরিয়া পুষ্করিণীতে পতিত হইলে, ঐ জল অপেক্ষাকৃত ভারি হয়, এবং ক্রমশঃ গাছের পাতা পচিয়া, এরূপ দুর্গন্ধ উপস্থিত হয় যে, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট সম্পাদন করে। পানীয় জল

মনুষ্যের ও জীব জন্তুর জীবন স্বরূপ; তাহা যদি ঐরূপ বিষ্মতা প্রযুক্ত পান ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে পরিণামে স্বাস্থ্যের পক্ষে একটা গোলযোগ অবশ্যই উপস্থিত হয়। আরও দেখ, ঐ পাতা কিছুকাল ক্রমশঃ পতিত হইলে, পুষ্করিণী ভরাট হইয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। দেব! আপনার অকাট্য যুক্তি জ্ঞাত হইয়া আমি বড়ই প্রীতি লাভ করিলাম। পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছ বসাইলে পরিণামে কোন অনিষ্ট হইবে না, বরং উপকার পাওয়া যাইবে, এ কথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিতে পারেন, অতএব তাহাই বিধি। কিন্তু চারাগুলি বসাইবার সময় পুষ্করিণীর পাড় হইতে কত দূর অন্তরে বসাইলে ঠিক রীতিমত কার্য্য করা হয়, তাহা আমি অবগত নহি।

গুরু। পুষ্করিণীর কিনারা হইতে ২॥ বা ৩ হস্ত ব্যবধানে, এবং পার্শ্বে ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইয়া, অবশিষ্ট বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়ার ধারে ঐ রূপ ৩ হস্ত ব্যবধানে, পার্শ্বে ১৬ হস্ত অন্তর অন্তর, এক একটী চারা রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! পুষ্করিণীর ধারে যে সকল চারা রোপণ করিতে হইবে, তাহা পার্শ্বে ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে, আর বেড়ার ধারে যে সকল চারা বসাইতে হইবে, তাহা ১৬ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইলে ভাল হয়, এ কথার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তাইত বলি, কথার ভাব, কার্য্যের ভাব হঠাৎ যে ব্যক্তি অবগত হয়, তাহাকে এক রকম চতুর বলিলেও বলা যাইতে পারে; তোমাকে ত বাপু তত চতুর বলিয়া বোধ হয় না,

সেই জন্য হঠাৎ কোন কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না। যাহা হউক, পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল চারা ১২ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে, তাহার কারণ এই যে, ঐ চারার মধ্যে মধ্যে সমভাগে ৩টী করিয়া সুপারী চারা বসাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আর বেড়ার পার্শ্বে যে সকল চারা বসাইতে হইবে, তাহা ১৬ হস্ত অন্তর বসাইবার কারণ এই যে, উহার মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ সুপারী গাছ না বসাইয়া এক একটী টীম্বার (অর্থাৎ মেহগ্নি, সেগুন, আবলুষ, সিশু, গাম্ভীর) ইত্যাদি ভাল ভাল চিরস্থায়ী কাষ্ঠের গাছ বসাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।

শিষ্য। প্রভো! আপনি যে সমস্ত গাছের রোপণের কথা উল্লেখ করিলেন, ঐ সমস্ত গাছ বাগানের চারিদিকে না বসাইয়া পৃথক্ ভাবে কতক অংশ জমীতে বসাইলে কি চলিতে পারে না?

গুরু। হাঁ, তাহাও হইতে পারে, তবে আমার কথার মর্ম্ম এই যে, টীম্বার প্রভৃতি বড় জাতীয় গাছ বাগানের চতুর্দ্দিকে রোপণ করিলে ভবিষ্যতে তাহাদিগের দ্বারা দুই একটী বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যথা, ঝড় বাতাস প্রবল হইয়া নানা প্রকার ফল ফুলের গাছ সহসা নষ্ট করিতে পারে না; এ কারণ বাগানের চতুর্দ্দিকে ঐ সমস্ত বড় জাতীয় গাছ বসাইলে যত ঝড়ঝাপ্টা উহাদিগের উপর দিয়া কাটিয়া যায়। ভিতরের গাছপালার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। আরও দেখ, ঐ সমস্ত গাছ প্রাচীন অবস্থায় ছেদন করিলে, বাগানের বহির্দ্দেশে অনায়াশে ফেলিয়া দিতে পারা যায়, তাহাতেও ভিতরের গাছপালার পক্ষে হঠাৎ কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

শিষ্য। আজ্ঞা, তাহাই করা কর্ত্তব্য; কিন্তু পুষ্করিণীর ধারে ৩ হস্ত অন্তর নারিকেল ও সুপারী চারা বসাইলে, ক্রমশঃ বর্ষার জলে পুষ্করিণীর পাড় ভাঙ্গিয়া কোন কোন গাছ জলমগ্ন হইতে পারে ত?

গুরু। তাহা তোমায় অগ্রেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, নারিকেল গাছের সিকড়ে পুষ্করিণীর পাড়ের মাটী অতিশয় আঁটিয়া রাখে; সেই জন্য ঐ ৩ হস্ত ব্যবধানে চারা সকল বসাইলে ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

শিষ্য। যাক্ প্রভো, ঐ কথাটা না হয় আমার ভুল হইয়াছে, কিন্তু চতুর্দ্দিকে বেড়ার ধারে যে সকল গাছ বসিবে, তাহা ৩ হস্ত জমী না ছাড়িয়া একেবারে বেড়ার ধারে একহাত কি আধ হাত ছাড়িয়া বসাইলে কি ভাল হইতে পারে না?

গুরু। হাঁ ঐ রূপ বেড়ার গায়ে অথবা এক আধ হাত ছাড়িয়া অনেকেই গাছ বসাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বিবেচনা না করিয়া গাছ বসাইলে ভবিষ্যতে ২।৩টী দোষ ঘটিতে পারে। যথা,—প্রথমতঃ এই এক দোষ,—যদি কোন সময়ে বাগানের বেড়া উঠাইয়া ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর দিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত গাছ সমূলে বিনষ্ট না করিলে প্রাচীরের স্থান পাওয়া বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ,—নিতান্ত বেড়ার নিকটবর্ত্তী গাছ রোপণ করিলে, তাহার ডালপালা সকল ঝুলিয়া পার্শ্বে অপরের জমীতে পড়িলে একটা গোলযোগ (বিবাদ) উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য ঐ ডাল সকল যদি কোন গতিকে কাটিয়া ফেলিতে হয়, তাহাতে গাছ সকল অবশ্যই নিস্তেজিত হইতে পারে। তাই বলিতেছি যে, বেড়া হইতে ৩ হস্ত অন্তর গাছ

বসাইলে সর্ব্বতোভাবে ভাল হয়। যদি বল, ঐ সকল গাছের ডাল বৃদ্ধি হইয়া অপরের জমীতে যাইবারও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ ক্ষতি হইতে পারে না। কারণ, যে সকল ডাল বৃদ্ধি হইয়া অপরের জমীতে গিয়া পড়িবে, তাহার অগ্রভাগ মাত্র যাইবে—মূলদেশ অন্ততঃ ৩।৪ হস্ত বাগানের ভিতর থাকিবে, সুতরাং কাটিয়া ফেলা কি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হঠাৎ হইতে পারে না। যদিও কাটিয়া ফেলে, অগ্রভাগ মাত্র কাটিবে, তাহাতে গাছের পক্ষে কিছুই হানি হইবে না।

শিষ্য। প্রভো! আপনার অকাট্য যুক্তি অবগত হইয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে উদ্যান সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিতে ইচ্ছা করি না, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমি করিতে প্রস্তুত আছি।

গুরু। তাহা কি হইয়া থাকে বাপু। জিজ্ঞাসা না করিলে কোন বিষয়ই অবগত হওয়া যায় না। আর বাগান বাটী প্রস্তুত করিতে হইলে নিজের পসন্দমত কতকটা হওয়া আবশ্যক। যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ জন্মিবে, অবশ্যই তাহা প্রশ্ন করিতে পার, তাহাতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ প্রভো, কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে আমি নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়াই প্রত্যেক কাজেরই তথ্যাতথ্য লইয়া থাকি। যে বিষয়ের যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম সত্বরে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ আপনি গুরুদেব, কতকটা জানা শুনা থাকিলেও আপনার আজ্ঞা ব্যতীত কোন কার্য্যেই ব্রতী হওয়া যায় না। অতএব আমার প্রশ্ন নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

গুরু। তুমি যে সকল বিষয় আমাকে প্রশ্ন করিয়া থাক, তৎ-সমস্ততেই একটা না একটা কারণ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য অন্যায় প্রশ্ন হইলেও ন্যায় বলিয়া শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। অতএব তাহা সাদরে গ্রহণীয়।

শিষ্য। তবে এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই উদ্যানাদিতে অন্যান্য ভাল ভাল ফল ফুলের কলম ও নানা প্রকার কফি, শাকশবজী বাগানের কোন্‌দিকে কি প্রকারে রোপণ করিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত রূপে ব্যক্ত করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। হাঁ, অন্যান্য চারা রোপণের প্রণালী যাহা উল্লেখ করিলে, তৎসম্বন্ধে অগ্রেই স্থির করা হইয়াছে যে, পুষ্করিণীর পশ্চিমে, উত্তর দক্ষিণ লম্বা, যে কতকটা জমী আছে, তাহাতে নানা প্রকার ভাল ভাল অম্রের কলম বসাইতে হইবে। কারণ, পশ্চিমদিকে সূর্য্যোত্তাপ বেশী লাগিলেও অম্রের বাগানের কোন অনিষ্ট হইবে না। আর পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, উত্তর দক্ষিণ লম্বা যতটা জমী আছে, উহাতে নানা প্রকার উৎকৃষ্ট নিচুর কলম এবং অন্যান্য দেশীয় বিদেশীয় ফলের গাছ বসাইতে হইবে। আর নানা প্রকার পিয়ারা ও গোলাপ জাম, ঐ বৈঠকখানার পশ্চাতে জমী সমূহে রোপণ করিয়া দাও। ভাল ভাল লেবুর চারা যদি বসাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে অবশিষ্ট জমী আছে তাহাতে বসাইলে ভাল হইতে পারে। কিন্তু বাতাবী লেবুর চারাগুলি পুষ্করিণীর ধারে ধারে বসাইতে হইবে। আর পুষ্করিণীর দক্ষিণ-দিকে যে খানিকটা জমী আছে, উহাতে নানা রকম ফুল গাছ বসাইলে অতিশয় সুন্দর দেখিতে হইবে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি যাহা স্থির করিলেন তৎসমস্ত ভাল হইয়াছে, কিন্তু ঐ সমস্ত গাছ যদি পৃথক ভাবে না বসাইয়া একত্রিত করিয়া বসান হয়, তাহাতে পরিণামে কোন দোষ ঘটে কি?

গুরু। না, না, অমন কাজ করিও না বাপু। ঐরূপ সমভাবে গাছ বসাইলে, দেখিতে বড় ভাল হইবে না,—আরও অনিষ্ট হইতে পারে। অম্রগাছ সর্ব্বাপেক্ষা বড় জাতীয় গাছ, ঐ বড় জাতীয় গাছের মধ্যে মধ্যে ছোট জাতীয় গাছ রোপণ করিলে, ছোট জাতীয় গাছের পক্ষে বড়ই হানি হইয়া থাকে। কারণ, রৌদ্র, শিশির ও বায়ু বৃক্ষাদির এক রকম জীবন স্বরূপ, তাহা যদি ঐ বড় জাতীয় গাছের আচ্ছাদন কর্ত্তৃক ছোট জাতীয় গাছ সমভাবে ভোগ করিতে না পায়, তাহাতে উহারা জীবিত থাকিলেও তাদৃশ ফুল ফল প্রসব করিতে পারে না। তজ্জন্য বড় ছোট ও মাজারী পৃথক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইতে হয়। অম্রের গাছ ইচ্ছামত অন্তর অন্তর স্থান বিশেষে বসাইলে কোন অনিষ্ট হয় না; কিন্তু নিচু, বিলাতী কুল, গোলাপজাম, সপেটা ও পিয়ারা ইহাদিগকে এক স্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া না বসাইলে, ফলের সময় ফল রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। যে হেতু ঐ সকল গাছ, ফল অবস্থায় কোন রকম দড়ির আচ্ছাদন বা জাল দ্বারা ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়; সেই জন্য গাছগুলি এক স্থানে (অর্থাৎ নিকটানিকটী) না থাকিলে উক্তরূপ আবর্ত্তন করা যায় না, সুতরাং নানাপ্রকার পশু পক্ষীতে খাইয়া অনিষ্ট করিতে থাকে। এ জন্য অন্তর অন্তর না বসাইয়া এক স্থানে বসাইবার বিধি হইয়াছে। আর নিচু গাছের বৌল অবস্থায়

যদি বাতাস বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে বোল সমস্ত ঝরিয়া যায়। এজন্য পশ্চিমদিকে বড় বড় অম্র গাছ থাকিলে পশ্চিমে ঝড় বাতাসে পূর্ব্বদিকের নিচু গাছের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না। আর নানাপ্রকার ফুল গাছ, রৌদ্র না পাইলে, শীঘ্র বৃদ্ধি ও তেজস্কর হয় না, এজন্য বাগানের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে রোপণ করা স্থিরকৃত হইয়াছে। আর এক কথা,—গোলাপজাম ও পিয়ারা অপেক্ষাকৃত শীতল স্থানে বসাইলে, ফলগুলি রীতিমত উৎপন্ন হইয়া বেশ বড় বড় হয়। সেই জন্য উত্তরদিকে বা পূর্ব্বদিকে রোপণ করা বিধি হইয়াছে।

শিষ্য। মহাত্মন্! আপনার রোপণ প্রণালী অবগত হইয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। এক্ষণে কদলি গাছ কোন্ স্থানে কি ভাবে বসাইতে হইবে, তাহা বর্ণন করুন।

গুরু। কদলিগাছ সকল স্থানেই রোপণ করা যাইতে পারে। এক্ষণে যে বেড়ার ধারে নারিকেল গাছ বসান হইবে, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী কলার গাছ বসাইলে ভাল হয়। সমস্ত বাগানময় গাছের ভিতর কলারগাছ রোপণ করিলে, তাহাতে বিশেষ কোন হানি হয় না, বরং কলা গাছের শীতল বাতাসে অপর অপর গাছ, প্রথমতঃ দেখিতে বেশ যুতসই হইয়া উঠে, কিন্তু ভবিষ্যতে একটী দোষে পরিণত হয়, কলাগাছ বাগানের মধ্যস্থলে রোপণ করিলে বাগান শীঘ্রই ছায়াময় হইয়া পড়ে। তাহাতে অন্যান্য তরিতরকারী শাক শবজী কিছুই ভাল রূপ উৎপন্ন হয় না। এ জন্য কলার গাছ বাগানের মধ্যস্থলে (অর্থাৎ যেখানে সেখানে) না বসাইয়া বেড়ার ধারে বসাইলে ভাল হয়।

শিষ্য। আপনি বৃক্ষাদি রোপণের সুব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু কোন্ গাছ কত অন্তরে রোপণ করিতে হইবে, তাহা ত কোই বলিলেন না!

গুরু। রোপণের নিয়ম যে এক মাপমত না হইলে, বিশেষ কোন হানি হইবে, কি কোন একটা বিধিবদ্ধ আছে তাহাও নহে। আবশ্যক বিবেচনায় স্থান বিশেষে রোপণ করা হইয়া থাকে; তবে গাছ সকল যত পাতালা ভাবে রোপণ করিতে পারা যায়, ততই ভাল—ঘন হইলে, ভবিষ্যতে ফুল ফল উৎপন্ন হইবার পক্ষে বিশেষ হানি হয়।

শিষ্য। দেব! আর একটী কথা আপনাকে নিবেদন করি যে, রোপণ-প্রাণালী সম্বন্ধে একটা বাঁধা নিয়ম অবশ্যই থাকিতে পারে, কিন্তু আপনার বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে যে, রোপণ প্রণালীর কিছুই নিয়ম নাই, তজ্জন্য আমি সন্দিহান হইয়া উক্ত বিষয় পুনর্ব্বার অবগত হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা বর্ণন করুন।

গুরু। কোন নিয়মানুসারে রোপণ প্রণালী হইতে পারে না, তাহা আমি পূর্ব্বে বলি নাই। আবশ্যক "বিবেচনায় স্থান বিশেষে রোপণ করিতে পারা যায়" ইহাই বলিয়াছি। যাহা হউক, আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা সচরাচর নানা প্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া তদ্বিষয়ে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কোন একটা বাঁধা নিয়মের বশীভুত না হইলে, কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে করিতে পারেন না। বৃক্ষাদি রোপণ কালে সাধারণতঃ যে সকল নিয়ম উদ্ভাবন হইয়া থাকে তাহা ব্যক্ত করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক অবগত হও।

যথা, আম্রবৃক্ষ রোপণ করিতে হইলে, দীর্ঘে প্রস্থে ২০ হস্ত হইতে ২৫ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ করা যাইতে পারে।

শিষ্য। আপনার কথিত নিয়ম হইতে যদি কিছু কম (অর্থাৎ ১০।১১।১৬ হস্ত অন্তর) আম্রবৃক্ষ রোপণ করা যায়, তাহাতে কোন দোষ উৎপন্ন হয় কি?

গুরু। ভাল মন্দ প্রত্যেক কার্য্যেই লক্ষিত হইয়া থাকে, তবে কম আর বেশী। যাহাতে কম দোষ লক্ষিত হয় তাহাই ভাল। তোমার কথা অপেক্ষা আমার কথায় কম দোষ লক্ষিত হইতে পারে। তোমার কথানুযায়ী আম্রগাছ রোপণ করিলে প্রথমতঃ দেখিতে সুন্দর হয় বটে, কিন্তু ১০।১২ বৎসর পরে ঐ সমস্ত গাছের আসপাশের ডাল বৃদ্ধি হইয়া পরস্পর জড়তাপ্রযুক্ত ফল সমূহ উৎপন্নের পক্ষে বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে। এ কারণ, ২০ হইতে ২৫ হস্ত অন্তর অন্তর পাতলা ভাবে রোপণ করিলে, গাছ বেশ সতেজিত হইয়া অধিক পরিমাণে বৌল ও ফল প্রসব করে।

শিষ্য। আম্রবৃক্ষ রোপণ সম্বন্ধে আপনি যাহা স্থির করিলেন, তাহা অন্যের পক্ষে অসঙ্গত হইলেও আমার পক্ষে সঙ্গত, কিন্তু প্রভো, অনেক অন্তর অন্তর চারাগুলি বসাইবার কথা শ্রুত হইয়া আমার মনে অধিক ফাঁক্ ফাঁক্ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, আপনি যখন এ বিষয় বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ, তখন আপনার সকল কথা বজায় রাখা, আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এক্ষণে অন্যান্য গাছের রোপণ প্রণালী বলিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করুন।

গুরু। নিছু ও কুলগাছ রোপণ করিতে হইলে দীর্ঘ প্রস্থে ১২ হস্ত হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ করিতে পারা যায়। আর

পিয়ারা বসাইতে হইলে ১০ হস্ত অন্তর অন্তর রোপণ বিধি। গোলাপজাম ও জামরুল, নিছু ও কুল গাছের ন্যায় ১২ হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সপেটা বসাইতে হইলে আম্র গাছের ন্যায় ২০।২৫ হস্ত অন্তর অন্তর রোপণ করিলে ভাল হয়। আর বাতাবী লেবু ঐ নিছু, কুল গাছের ন্যায় ১২ হস্ত হইতে ১৬ হস্ত পর্য্যন্ত রোপণ বিধি। কিন্তু অন্যান্য লেবুর চারা বসাইতে হইলে, ৮ হস্ত হইতে ১০ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইতে হইবে। আতা ও নোন চারাগুলি বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়ার ধারে ৮ হস্ত অন্তর অন্তর বসাইলে ভাল হয়।

শিষ্য। আতা ও নোনারচারাগুলি বাগানের মধ্যে মধ্যে বসাইলে কি কোন দোষ ঘটিয়া থাকে?

গুরু। না বাপু, তাহাতে কোন দোষ নাই। তবে বেড়ার ধারে বসাইবার তাৎপর্য্য এই যে, আতা ও নোনা গাছ বিশেষ যত্ন না করিলেও সমভাবে ফল পাওয়া যায়। এজন্য উহাদিগকে বেড়ার ধারে রোপণ করিবার যুক্তি দিতেছি।

শিষ্য। সে যাহা হউক প্রভো, সুপারী চারাগুলি পুষ্করিণীর ধারে নারিকেল গাছের ভিতরে না বসাইয়া বেড়ার ধারে ধারে বসাইলে যেন ভাল হয়।

গুরু। হাঁ, তাহাও হইতে পারে বটে, কিন্তু সুপারী চারা বসাইবার সম্বন্ধে যে ২।৩টী নিয়ম আছে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি শ্রুত হও। সুপারী গাছ যেখানে সেখানে অন্তর অন্তর রোপণ করিলে, তাহাতে গাছ সকল কিছু মোটা হইবার সম্ভাবনা এবং ফলও কম ধরে। আর এক গাছে উঠিয়া পার্শ্বের গাছের সুপারী পাড়া যায় না। এ কারণ, সুপারীগাছ শ্রেণীবদ্ধ করিয়া বসাইবার প্রথা হইয়াছে।

বাগানের যে যে স্থান দিয়া রাস্তা করা যাইবে, তাহার দুই ধারে ২॥ হস্ত হইতে ৩ হস্ত অন্তর অন্তর সুপারী চারা বসাইলে বড়ই সুন্দর দেখিতে হইবে, এবং আশানুযায়ী ফলও পাওয়া যাইবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাই করা যাইবে। যাহা হউক, দেশীয় বৃক্ষাদির রোপণ প্রণালী শ্রুত হইয়া অতিশয় আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইল। এক্ষণে যে বিদেশীয় কতকগুলি ফলের চারা রোপণ করিতে হইবে, তাহার প্রণালী না জানিতে পারিলে, কিরূপে বসাইব প্রভো?

গুরু। বিদেশীয় ফল গাছের রোপণ-প্রণালী উহা হইতে পৃথক্‌রূপ; তবে মোটের উপর কথা এই যে, বিদেশীয় ফলের চারা একটু শমশীতল স্থানে বসাইলে ভাল হয়। অগ্রে দেশীয় ফলের চারা রোপণ করিয়া, পরে বিদেশীয় ফলের চারার স্থান নির্ণয় করিব।

শিষ্য। প্রভো! কথিত নিয়মানুসারে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হইলে, রাস্তার স্থান রাখিয়া সমস্ত জমী মাপ করিতে হইবে, নতুবা কোন্ স্থানে কত গাছ রোপণ করা সম্ভবতঃ তাহা জানা যাইবে না।

গুরু। হাঁ, অগ্রে সমস্ত জমী মাপিয়া তৎপরে পৃথক্ পৃথক্ মাপিয়া কোন্ স্থানে কত গাছ বসাইলে ভাল হয়, তাহা ঠিক করিয়া একটী ফর্দ্দ করিতে হইবে। এবং সময়মত ঐ ফর্দ্দ দৃষ্টে গাছ সকল আনাইয়া যথানিয়মে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। এক্ষণে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, আপনার পূর্ব্ব কথানুযায়ী চারা বসাইবার সময়ও প্রায় হইয়া আসিল, আপনি ২।১ দিনের মধ্যে বাগানে পদার্পণ করিলে ভাল হয়।

গুরু। অবশ্য বাগানে যাইব বইকি বাপু। আমি না দেখিলে তুমি কি সকল কার্য্য করিয়া উঠিতে পার? বাগানবাটী প্রস্তুত করিতে হইলে নিজে নিজে না দেখিলে কোন কার্য্যেই সুবিধা করিতে পারা যায় না।

অষ্টম অধ্যায়।

রাস্তা করিবার প্রণালী।

তৎপরে, গুরুশিষ্য বাগানে উপস্থিত হইয়া, গুরুদেব বলিলেন সমস্তই ঠিক হইয়াছে, এক্ষণে মালীকে ডাকিয়া রাস্তার বন্দবস্ত করিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ঐ যে মালী আসিতেছে, উহার হস্তে এক্ষণে অনেকগুলি কার্য্য পড়িয়াছে, আবার এই রাস্তা নির্ম্মাণের কার্য্য পড়িলে, দ্বিগুণতর বাড়িয়া যাইবে।

গুরু। মালীর হাতে যে সকল কার্য্য হইতেছে, তাহা বন্ধ রাখিয়া অগ্রে রাস্তাগুলি তৈয়ারী করা বিশেষ আবশ্যক হইতেছে। কারণ, সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হইবে, নিত্য নূতন নূতন স্থান দিয়া গমনাগমন করিলে আবাদী জমীর মাটী সমস্ত বসিয়া যাইবে, এবং কিছু কিছু শাকশবজী যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও পায়ের চাপে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। তবে এই সময় মালীকে রাস্তা নির্ম্মাণের প্রণালী অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিউন।

তৎপরে, গুরুদেব মালীকে বলিলেন, মালী! তোমাকে এই রাস্তাগুলি অগ্রে তৈয়ারী করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু

যাতায়াতের সুবিধা ও সুন্দর দেখিতে না হইলে মাহিয়ানা বাড়াইয়া দিব না।

মালী। আমি কলিকাতায় অনেকানেক সাহেব বাগানে কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। আপনি যেরূপ রাস্তা তৈয়ারী করিতে বলিবেন, সেইরূপ তৈয়ারী করিয়া দিব, কিন্তু রাস্তা, চানকা, ও পটী পাকা হইবে, কি কাঁচা হইবে?

গুরু। এক্ষণে আপাততঃ কাঁচা হইবে।

মালী। তবে কোন্ কোন্ স্থান দিয়া রাস্তা বাহির করিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া দেখাইয়া দিন।

গুরু। এই পুষ্করিণীর কিনারা হইতে ৪ হস্ত জমী মাপিয়া (বাদ রাখিয়া) চৌড়া ২॥ হস্ত একটী রাস্তা পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে বাহির করিতে হইবে। আর ঐ রূপ বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়া হইতে ৪ হস্ত জমী মাপিয়া (বাদ রাখিয়া) ঐ রূপ ২॥ হস্ত একটী রাস্তা বাহির করিতে হইবে। তৎপরে পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকের রাস্তার কোণ হইতে উভয়দিকে ঐ রূপ ২॥ হস্ত পরিমাণ রাস্তা সকল বেড়ার ধারের রাস্তার সহিত মিলাইয়া দিতে হইবে।

মালী। আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি ভালরূপ বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু। তবে আমার সঙ্গে আইস, যে যে স্থান দিয়া রাস্তা হইবে, সেই সেই স্থানে গিয়া দেখাইয়া দিতেছি।

মালী। তাই ভাল ঠাকুর।

গুরুদেব, মালীকে সঙ্গে লইয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন, এই যে রাস্তার কোণ পড়িয়াছে,

এই কোণ হইতে বরাবর দক্ষিণদিকে বেড়ার ধারের রাস্তার সহিত এক একটী রাস্তা মিলাইয়া দিতে হইবে। এবং এই কোণ হইতে পূর্ব্বদিকে বরাবর ঐ ধারের রাস্তার সহিত এক-একটী রাস্তা মিলাইয়া দিতে হইবে।

মালী। আজ্ঞা হাঁ ঠাকুর, এইবারে বুঝিতে পারিয়াছি।

গুরু। চল তবে অপর কোণে যাই—দক্ষিণ পশ্চিম কোণে যাইয়া—এই রাস্তার কোণ হইতে পশ্চিমদিকে ঐ ধারের রাস্তার সহিত মিলাইয়া একটী রাস্তা হইবে, এবং এই কোণ হইতে দক্ষিণদিকের ধারে মিলিত করিয়া একটী রাস্তা করিতে হইবে। তৎপরে উত্তর পশ্চিম কোণে যাইয়া—এখানেও ঐ রূপ দুইদিকে দুইটী রাস্তা বাহির হইবে। পূর্ব্ব উত্তর কোণে যাইয়া—এই কোণ হইতে উভয় দিক্ অমনি দুইটী রাস্তা বাহির হইবে। এখন ভালরূপ বুঝিতে পারিলে ত?

মালী। আজ্ঞা হাঁ মশাই, সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছি, আর আপনাকে কিছুই বলিতে হইবে না।

গুরু। আর দুই একটী কথা বলিয়া দিই, যেন ভুলিয়া যাইও না। যখন রাস্তাগুলি তৈয়ারী করিবে, সেই সময় এই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ চৌকার জল বাহির হইবার জন্য এক একটী নর্দ্দামা রাখিয়া দিবে। আর এই বাগানের উত্তরাংশে ৫ হস্ত দীর্ঘে প্রস্থে, ২ বা ২॥ হস্ত গভীর ৪টী গর্ত্ত করিয়া রাখিবে।

মালী। যে আজ্ঞা, আপনি যাহা যাহা বলিয়া দিলেন, তাহার একটীও তফাৎ হইবে না।

শিষ্য। আপনি যে মালীকে ৪টী গর্ত্ত করিয়া রাখিতে বলিলেন, তাহার কারণ কি?

গুরু। ঐ গর্ত্তে সার তৈয়ারী করিতে হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, সারের কথাটা আমার মনে ছিল না। সার প্রস্তুত করিবার জন্য ৪টী গর্ত্তই কি কাটিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, তাহার কমে সুশৃঙ্খলা হইতে পারে না। চারিটীতে যত সুবিধা হইবে, দুই তিনটিতে তত সুবিধা হইবে না, কারণ, যে বৎসরের পাতা সেই বৎসর পচিয়া সার প্রস্তুত হয় না। আরও এক বৎসর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসরে) পচিয়া সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই জন্য পাতার সারের দুইটী গর্ত্ত কাটিয়া রাখিতে হইবে। আর ঐ রূপে গোময় সার প্রস্তুত করিবার জন্য আরও দুইটী গর্ত্তের আবশ্যক হইবে, সুতরাং ৪টী গর্ত্ত না কাটিলে সুবিধা কি হইয়া থাকে বাপু?

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে, পাতা ও গোময়ের জন্য একটু চেষ্টিত থাকিতে হইবে।

গুরু। একটু চেষ্টা বড় নয় বাপু, বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে হইবে। সার না হইলে কোন কার্য্যেই সুবিধা করিতে পারিবে না। তাহার জন্য চিন্তা নাই, গোয়ালার বাড়ী হইতে গোময় আনাইতে পারিবে, কিন্তু পাতাটা প্রথম এক বৎসর অন্যান্য স্থান হইতে আনাইতে হইবে, তৎপরে এই বাগানেই সমস্ত পাতা পাওয়া যাইতে পারিবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, বাটীতে প্রত্যাগমন করা যাউক।

গুরু। তবে চল, সন্ধ্যা ও পূজা করিবার সময় হইয়াছে বটে।

নবম অধ্যায়।

বৃক্ষাদি রোপণের সময় নিরূপণ।

পরদিন গুরুদেব আহারাদির পর বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন, এমন সময় শিষ্য আসিয়া বলিলেন, উপস্থিত কোন্ কার্য্যের ব্যবস্থা করা যাইবে প্রভো ?

গুরু। বর্ত্তমান সময়ের কার্য্য! কোন্ কোন্ গাছ কতগুলি বসাইতে হইবে, তাহার একখানি ফর্দ্দ করা আবশ্যক হইতেছে।

শিষ্য। তবে প্রভো বাগানে গিয়া সমস্ত জমী মাপ করিলে ভাল হয় না ?

গুরু। জমী না মাপিয়া গাছের সংখ্যা করা হইবে না বটে, তুমি কি মাপিয়া আসিতে পারিবে, না আমাকে যাইতে হইবে ?

শিষ্য। আপনি একবার যাইলে বড় ভাল হয়।

গুরু। তবে চল, যাই না হয়।

উভয়ে বাগানে উপস্থিত হইয়া জমী মাপ করিয়া কোন্ গাছ কত পরিমাণে আবশ্যক হইবে, তাহার একখানি ফর্দ্দ করিয়া লইয়া আসিলেন। এবং শিষ্য বলিলেন, এই ফর্দ্দানুযায়ী গাছ সকল কোন্ সময় আনান হইবে প্রভো ?

গুরু। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত গাছ রোপণের প্রশস্ত সময়। কিন্তু আম্রগাছ, সকল সময়ে রোপণ করিতে পারা যায়, তাহা এক্ষণে আনাইলে কোন হানি হইবে না।

শিষ্য। তবে আম্রগাছগুলি এই সময় আনাইতে পারিলেত ভাল হয়।

গুরু। হাঁ বাপু, আম্রগাছগুলির পৃথক্ একখানি ফর্দ্দ করিতে হইবে। কারণ, ফর্দ্দে একত্রিত নানা প্রকার গাছ আছে, সমস্ত এক সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হইবে না।

শিষ্য। আপনি আজ্ঞা করেনত, এক্ষণেই পৃথক্ ফর্দ্দ করিতেছি।

গুরু। আমি আর কি বলিয়া দিব, বাগান হইতে যে ফর্দ্দ-খানা করিয়া আনা হইয়াছে, উহা হইতে আম্রের কলমগুলি বাছিয়া লইয়া আর একখানি স্বতন্ত্র ফর্দ্দ করিতে পার।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, তাহাই করিতেছি। কিন্তু ১৭৫ রকম আম্রের গাছ আনাইতে হইবে?

গুরু। পার ত বড় ভাল হয়।

তবে এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, যে সময়ে যে গাছ রোপণোপযোগী হইতে পারে এবং যথা সময়ে রোপণ করিলে, বাঁচিবে কি মরিয়া যাইবে, তাহা আমাকে অবগত করিয়া সুখী করুন।

গুরু। তুমি যে কথা উল্লেখ করিলে তন্মধ্যে একটী বিশেষ কথা আছে। স্থান বিশেষে রোপণের সময় প্রশস্ত হইয়া থাকে। যে বাগানে প্রায়ই চাষ আবাদ হইয়া থাকে, (অর্থাৎ পুরাতন বাগান যাহাকে বলা যায়), তাহাতে সকল সময় সকল গাছই রোপণ করা যাইতে পারে, কারণ, পুরাতন বাগান একরকম শম-শীতল স্থান বলিলেও বলা যায়। তাঁহাতে নূতন গাছ রোপণ করিলে সহজেই কার্য্যে পরিণত হয়, ইহাই নিশ্চয় জানিবে। আর নূতন বাগানে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে হইলে, যে গাছ যে সময়ের রোপণোপযোগী তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অবশ্যই দেখা কর্ত্তব্য। কিন্তু আম্রগাছের পক্ষে কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন

করিবার আবশ্যক নাই; সকল মাসেই রোপণ করা যাইতে পারে। পুরাতন, বাগানই হউক, আর নূতন বাগানই হউক সকল সময়েই আম্রগাছ রোপণ করিলে প্রায়ই ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। আর নিছুগাছ রোপণ করিতে হইলে, বর্ষার সময় ভিন্ন রোপণ করা যায় না। নারিকেল ও সুপারী চারাও ঐ বর্ষার সময় রোপণ করিলে ভাল হয়। অন্য সময় রোপণ করিলে নিত্য জল ব্যবহার করিয়াও জীবিত রাকা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ফলের গাছ জৈষ্ঠ মাসের শেষে কিম্বা আষাঢ় মাসের প্রথমে (বর্ষার প্রারম্ভে) রোপণ করা বিধি। ঐ সময় রোপণ করিলে সম্মুখ বর্ষার জল ভোগ করিয়া গাছ সকল অতিশয় তেজস্কর হইয়া উঠে। আর নানা প্রকার ফুল গাছ রোপণ করিতে হইলে, কার্ত্তিক মাসে (বর্ষার অন্তে) রোপণ করিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ফুলগাছ বর্ষায় রোপণ করিলে, কোন দোষ ঘটে কি?

গুরু। অনেক প্রকার ফুল গাছ বর্ষার সময় রোপণ করিলে, অধিক বর্ষার জলে সিকড় সমস্ত পচিয়া গাছ নষ্ট হইয়া যায়। তবে বেল, জুই, মল্লিকা ইত্যাদি ফুলের গাছ বর্ষার সময় রোপণ করিলে বিশেষ কোন হানি হয় না, বরং ভাল হয়। আর গোলাপফুলের গাছ রোপণ করিতে হইলে, বর্ষাকালে রোপণ করা বিধি নহে। অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত গোলাপচারা রোপণ করিবার প্রসস্ত সময়। এই রূপে গুরু শিষ্যের কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর হইয়া গেল। তৎপরে বিশ্রাম করিবার জন্য উভয়ে যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

দশম অধ্যায়।

বৃক্ষাদি খরিদের পক্ষে সতর্কতা।

তৎপরে দুই একদিন পরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্! সৌভাগ্য বশতঃ আমি অনেক বিষয়ই অবগত হইয়া কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলাম। উপস্থিত বাগানের অবস্থা যেরূপ কার্য্য-কারক হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনার অবিদিত নাই, বাস্তবিক এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার নব-শিক্ষার্থীর পক্ষে কত দূর অসহ্য হইয়াছে, তাহা আপনিই বিবেচনা করিতে পারেন। এক্ষণে নানা স্থান হইতে নানা প্রকার চারা আনাইয়া রোপণ করিতে হইবে—জন মজুর লাগাইয়া গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে,—চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার রীতিমত বেড়াটাও দেওয়া আবশ্যক হইতেছে, ইত্যাদি নানা কার্য্য এক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় আমি সাতিশয় ভাবিত হইয়াছি।

গুরু। তাহার জন্য চিন্তা কি বাপু! আমি যখন তোমার বিশেষ সহায়তা করিতেছি, তখন সমস্ত কার্য্যই সহজে সম্পন্ন হইয়া যাইবে; তজ্জন্য বিশেষ উতলা হইবার কোন কারণ নাই। প্রথমে কলিকাতার কোন জানিত নর্শরি হইতে ভাল ভাল আম্র চারা আনাইবার চেষ্টা কর। আম্রগাছ প্রধান ফলকর গাছ, রোপণও সকল সময়ে করা যাইতে পারে, সুতরাং উহারই ব্যবস্থা এই সময় করিলে, অনেকেই দোষ ধরিতে পারিবেন না। কিন্তু একটা বিষয়ে বড় সন্দেহ হইতেছে যে, কোন কোন নর্শরির গাছ বীজাদি প্রায়ই মন্দ হইয়া থাকে; যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ খারাপ গাছ আসিয়া পড়ে, ভবিষ্যতে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

শিষ্য। কেন প্রভো, আমি অনেক সংবাদপত্রে দেখিয়াছি যে, গাছ কিম্বা বীজাদির জন্য নর্শরির অধ্যক্ষগণ সম্পূর্ণ ভাবে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন; বিশেষ লেখা থাকে যে, "গাছ কিম্বা বীজাদি মন্দ হইলে, পুনর্ব্বার ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকি" এ কথাগুলি কি সত্য নহে?

গুরু। তুমি কি ক্ষেপেছ বাপু? হায় আমার অদৃষ্ট!! "যত গর্জ্জায় তত বর্ষায় না" "ধুম্‌ধড়াক্কা সকলই ফক্কা" চক্ষে ধূলি দিয়া কীর্ত্তন করিবার সুযোগ সংবাদ পত্রে ভিন্ন আর কিছুতেই তত ভাল হয় না। যাহা হউক, কোন জানিত নর্শরি (অর্থাৎ যাঁহাদিগের নিজের বাগান আছে), তাঁহাদিগের নিকট হইতে গাছ সকল আনানই উচিত।

শিষ্য। গাছ সকল মন্দ হইবার পক্ষে যদি ঐ রূপ সন্দেহ হয়, তাহা হইলে যে নর্শরি হইতে গাছ সকল লওয়া হইবে, তাহার অধ্যক্ষের নিকট এইরূপ পাকা বন্দবস্ত করিয়া লেখাইয়া লইলে হয় না?—যে, "বীজ ও ফল খারাপ হইলে খেসারতের জন্য দায়ী থাকিব।"

গুরু। ঐ রূপ কথা, তাঁহারা সহজেই লিখিয়া দিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

শিষ্য। আমি দস্তুরমত আইনানুসারে লেখাইয়া লইব, তাহাতে কোনরূপ কথার খেলাপ হইলে বিচারে অবশ্যই দণ্ডনীয় হইতে পারেন।

গুরু। তুমি যেরূপ যুক্তি স্থির করিতেছ, তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না; কারণ, তুমি বহুদিন ওকালতী করিয়া বিশেষ আইনজ্ঞ হইয়াছ, কিন্তু ঐ লেখাপড়ার ভিতরে যে কোন

রূপ কল কৌশল আছে, তাহা কি তুমি জান না? এক কথায় সমস্ত মকর্দ্দমা ফাঁসাইয়া দিতে পারিবেন।

শিষ্য। সে কি প্রভো! আমি অনেক রকম লেখাপড়া করিয়া আসিয়াছি, এবং ঐ সম্বন্ধে অনেক রকম কল কৌশলও শিক্ষা করিয়াছি, ঐ লেখাপড়ার ভিতর এমন কৌশল কি আছে, যে, আমার অবিদিত নাই? তবে আপনি যদি তাঁহাদের কোনরূপ গুপ্ত চতুরতা অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলুন।

গুরু। তাঁহাদের কৌশল এই যে, গাছ ও বীজাদি খারাপ হইলে, তখন বলিয়া বসিবেন "আপনার বাগানের মাটী ও জল বায়ু ভাল নহে, সেই জন্য ফল অন্য রকম হইয়াছে" তখন তুমি কি উত্তর দিবে বাপু?

শিষ্য। তাই ত প্রভো, ঐ কথার উত্তর দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাহা হউক, যদি ঐরূপ জল, বায়ু ও মাটী দোষিত হয়, তাহাতে কি সত্য সত্যই ফল খারাপ হইয়া থাকে?

গুরু। জল, বায়ু ও মাটীর দোষে কোন কোন জাতি ফল কেবল আস্বাদনে যেটুকু তফাৎ, তাহা পরীক্ষিত প্রকৃত ফলে বুঝা সুকঠিন। ন্যায্য মূল্য লইয়া সঠিক জিনিষ দিলে কখনই মন্দ হইতে দেখা যায় না।

শিষ্য। প্রভো! গাছ সকল ঐরূপ খারাপ দিবার কারণ কি?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, যাঁহাদিগের নিজের কোন রকম ফল ফুলের বাগান নাই, (ফল কথা, যাঁহাদিগের "বীজ-গাছের" সম্পূর্ণ অভাব) তাঁহারাই ঐ অভাব সত্ত্বে রীতিমত কলমের চারা

প্রস্তুত করিতে পারেন না, সুতরাং ঐরূপ নকল চারা সকল (বাজার বা) অন্যান্য স্থান হইতে আনাইয়া দিয়া গ্রাহকগণের নিকট প্রবঞ্চক হইয়া পড়েন।

শিষ্য। এরূপ যাঁহাদিগের নিজের পুঁজিপাটা কিছুই নাই, তাঁহারা কেন বেলেঘাটায় যাউন না? মিছা কতকগুলি বাক্য ব্যয় করিয়া নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তালিকা (ক্যাটলগ) ছাপাইয়া একটা বাগাড়ম্বরের সহিত ঘনঘটায় শঙ্খধ্বনি করিবার আবশ্যক কি?

গুরু। তাহাও কি তুমি জান না? আজ কাল একরকম ঘরে ঘরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে বলিলেও কথাটা বড় মন্দ হয় না, ট্রিটেগড় ওবালির কাগজ প্রচুর পরিমাণেও আমদানী হইতেছে, আবার কলিকাতায় নানা প্রকার আজগোবি কথাও অনেক পাওয়া যায়, তাহাতে কোনরূপ ছাপাছুপি করিবার ভাবনা কি বাপু? তুমিও অনায়াসে তা' বড়, তা' বড়, নানাপ্রকার নাম দিয়া সুন্দর ক্যাটালগ ছাপাইতে পার।

শিষ্য। আমি ঐরূপ অলীক ক্যাটালগ ছাপাইয়া কি করিব?

গুরু। কেন, যখন তোমায় কেহ গাছের জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইবে, তখন তুমি হাতাড় পাতাড় করিয়া সাত জায়গায় হইতে নানাপ্রকার গাছপালা আনয়ন পূর্ব্বক ষ্টিমারে বা রেলেওয়ে পাঠাইয়া দিয়া আপাততঃ তাঁহার মনস্তুষ্টি করিবে, ভবিষ্যতে ফলাদি মন্দ হইলে, বলিবে যে, জল, বায়ু ও মাটীর দোষে ফল মন্দ হইয়াছে।

শিষ্য। কেহ যদি এমন ভাবে পত্র লেখেন যে, "আপনি যে আম্রগাছ পাঠাইয়াছেন, তাহার ফলের গুণ কিরূপ?"

গুরু। সেই সময় তুমি অম্লানবদনে একটানা উত্তর দিবে যে "ছোট, বড়, মাঝারী ও লম্বা ধরণের খুব মিষ্ট ফল হইবে"।

শিষ্য। ঐ কথাগুলি কি প্রকৃত উত্তর হইল প্রভো?

গুরু। তুমি স্থানান্তর হইতে যে সকল আম্রের গাছ আনয়ন করিয়া গ্রাহকগণের নিকট পাঠাইয়া দিবে, তাহার ফলের তারতম্য তুমি নিজেই কিছু জাননা, সুতরাং ঐরূপ সাপ্‌টা উত্তর প্রদান না করিয়া আর কি উত্তর দিবে?

শিষ্য। তাই ত প্রভো, প্রকৃত অবস্থায় ফলের তারতম্য না জানিয়া উত্তর দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার বটে?

গুরু। হাঁ এইবারে ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছ? প্রকৃত গাছ ও বীজাদি না দেওয়াতে সাধারণতঃ নর্শরির পক্ষে বড়ই দুর্নাম হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষতঃ আম্র ফল মধুফল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে, এমন প্রিয়ফলের প্রকৃত তারতম্য হইতে যদি প্রতারকের দ্বারা বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি মধুর মতন অজস্র গালিবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারেন? বাস্তবিক নিরীহ গ্রাহকগণকে মনোমত বৃক্ষাদি পাঠাইতে পারিলে গালি খাওয়া দূরে থাক্, ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারা যায়।

শিষ্য। নর্শরির অধ্যক্ষগণ বিশেষ চেষ্টা করিলে গ্রাহকগণের আদেশানুযায়ী আম্রের সঠিক কলম দিতে পারেন না কি?

গুরু। যাঁহারা নিজে বাগান করিয়া "বীজগাছ" হইতে সচরাচর কলম চারা উৎপন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা গ্রাহকগণের আদেশানুযায়ী চারা সকল অবশ্যই সরবরাহ করিতে পারেন, নতুবা (না থাকা স্বত্বে) ঐরূপ অন্য স্থান হইতে যাহা হউক কতকগুলি চারা আনাইয়া গ্রাহকগণের চক্ষে ধুলি দিয়া বিক্রয় করেন।

শিষ্য। বলেন কি প্রভো! আপনার অনুসন্ধিৎসু-বাক্য শুনিয়া আমি বিশেষ সতর্ক হইলাম। তবে না হয় আমি নিজে কোন নর্শরিতে গিয়া আবশ্যকীয় গাছ সকল দেখিয়া লইয়া আসিব।

গুরু। হাঁ, তাহাতে কতকটা সুবিধা হইতে পারে বটে, কিন্তু সকল স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, তাহা বোধ হয় না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি দেব?

গুরু। কারণ এই যে, তুমি কোন নর্শরিতে উপস্থিত হইয়া, আবশ্যকীয় বৃক্ষাদির কথা উত্থাপন করিলে, উত্তর পাইবে যে "এক্ষণে উপস্থিত সর্ব্ব রকম চারা আমাদের এখানে নাই, আমাদের বাগানে আছে, আপনি অর্ডার দিয়া কিছু টাকা বায়না ও ঠিকানা লিখিয়া দিয়া যাউন, সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয় সমস্ত গাছ পাঠাইয়া দিব"।

শিষ্য। ঐ রূপ কথা উত্থপান করিলে, আমি বলিব যে, "আমার বিশেষ আবশ্যক, চলুন অদ্যই আপনাদের বাগানে গিয়া চারা সকল লইয়া আসি"।

গুরু। তুমি ঐ রূপ কথা বলিবামাত্র, উত্তর পাইবে যে, "আপনি আমাদের বাগানে গিয়া আবশ্যকীয় চারা সকল লইতে পারেন বটে, কিন্তু বাগান এখান হইতে অনেক দূর, বিশেষ চারা সকল সাবধান পূর্ব্বক আয়োজন করিতে হইবে, তাড়াতাড়ির কার্য্য নয় মহাশয়। আপনার কিছুই চিন্তা নাই, যেরূপ অর্ডার দিয়া যাইবেন, ঠিক সেইরূপ আপনাকে দিব, খারাপ হইলে বা মরিয়া গেলে, পুনর্ব্বার তাহা বদলাইয়া দিব।" এই রূপ দোকান-দারীর কথা শুনিলে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিবে না, সুতরাং তাঁহাদের কথায় মত দিয়া আসিতে হইবে।

শিষ্য। যে নর্শরিতে ঐ রূপ দোকানদারীর কথা শুনিব, সেথান হইতে চলিয়া আসিয়া অন্ত নর্শরিতে যাইব।

গুরু। হাঁ, তবে যদি দুই চারি দিন তথায় থাকিয়া, বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক (যেখানে সমস্ত খাঁটি গাছ পাওয়া যায়) এমন কোন নর্শরিতে উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলে ভাল ভাল আম্রের চারা অনায়াসে আসিতে পারে। বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে হইবে যে, কোন্ নর্শরির অধীনে ভাল বাগান আছে, এবং বাগানে কত প্রকার স্থায়ী বীজ-গাছ আছে, এবং ঐ সকল গাছে প্রকৃতরূপে কলম বাঁধা আছে কি না, কিম্বা কলম বাঁধা হইয়াছিল কি না, এইরূপে নিজে যতদূর অবগত হইতে পারা যায় তাহা করিবে। তৎপরে গুপ্তভাবে ঐ বাগানের মালীদিগের নিকট (কোন্ গাছ কোন্ প্রকারের) ইত্যাদি অনুসন্ধান লইয়া, যে সকল ভাল ভাল চারা পাইবে, (অবিলম্বে) সংগ্রহ করিবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা; তাহার আর অন্য কথা কি আছে। এক্ষণে নিবেদন এই যে, আপনি ত অনেক রকম আম্রের বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু কোন্ আম্রের কি প্রকার আস্বাদন তাহা সমস্ত বলিতে পারেন কি ?

গুরু। তাহা কি সমস্ত বলা যায় বাপু! মোটের উপর বলিতেছি প্রায় ৪।৫ শত রকম আম্র আছে, তৎ সমস্তের গুণাগুণ বা আস্বাদন এক ব্যক্তি জানিবে, এ কথা সম্ভব হয় না। তবে আমার বাগানে যে সকল রকম আম্র আছে তাহারই গুণাগুণের কথা ব্যক্ত করিতে পারি, তাহাও নিতান্ত কম নয়।

শিষ্য। তবে আর চিন্তা কি প্রভো! সেইগুলি আমার ফর্দ্দে চিহ্নিত করিয়া দিন, কোন কোন নর্শরিতে গিয়া পরীক্ষা করিব।

গুরু। ঐ সমস্ত আম্রের গুণাগুণ বর্ণন করিয়া তোমার ফর্দ্দে চিহ্নিত করিতে সময় অনেক লাগিবে, তাহা এক্ষণে সহজে ঘটিয়া উঠিবে না। তবে এই একটা কর্ম্ম করিতে পার। যে নর্শরিতে গিয়া গাছ খরিদ করিবে, তাঁহাদের সহিত এইরূপ বন্দবস্ত করিবে যে, "আমি গাছগুলি লইয়া গিয়া কোন স্থানে পরীক্ষা করাইয়া দেখিব, তাহাতে যদি ভাল হয়, তবে গ্রহণ করিব, নতুবা ফেরত করিব, ও খরচার দায়ী আপনারা থাকিবেন"। এই রূপ কথা উল্লেখ করিলে, যে সকল গাছ বিশেষ ভাল বলিয়া তাঁহাদিগের জানা আছে, তাহাই দিতে প্রস্তুত হইবেন; কৃত্রিম গাছ দিতে কখনই সাহসিক হইবেন না?

শিষ্য। তাহা হইলে আপনি কি পরীক্ষা করিয়া লইতে পারিবেন?

গুরু। হাঁ অবশ্যই পারিব, তাহাতে তোমার চিন্তা নাই।

শিষ্য। তবে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, কল্যই কলিকাতায় রওনা হইব।

গুরু। আচ্ছা যাইতে পার।

একাদশ অধ্যায়।

নর্শরি হইতে বৃক্ষাদি খরিদ।

কয়েকদিনের মধ্যে কলিকাতা হইতে গাছ লইয়া শিষ্য, ফিরিয়া আসিলেন। গুরুদেব বলিলেন কেমন বাপু, কার্য্য সফল হইয়াছে ত?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে এক রকম সফল হইয়াছে।

গুরু। আমি যাহা যাহা বলিয়া ছিলাম, তাহার প্রমাণ পাইয়াছ ত?

শিষ্য। আপনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্তই ঠিক হইয়াছে।

গুরু। তবে কোথায় কি রূপ দেখিয়া আসিলে বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

শিষ্য। আমি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রায় সকল নর্শরিতেই পদার্পণ করিলাম, এবং আপনার কথা সকলই সপ্রমাণ করিয়া, তৎপরে একটী সামান্য নর্শরিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তাঁহাদের বাগান খানি প্রায় কুড়ি বিঘা হইবে। আম্র, নিছু, লেবু, কুল, পিয়ারা, পিছ, জামরুল, গোলাপজাম, নারিকেল ও সুপারী ইত্যাদি নানাপ্রকার ফলফুলের কলমের গাছ, প্রায় সমস্ত রকমই প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, এবং ঐ সমস্ত গাছেরও মধ্যে মধ্যে কোন কোন গাছে (যাহাকে বীজগাছ বলে।) রীতিমত কলম বাঁধাও আছে। আরও দেখিলাম যে সমস্তগাছ প্রকৃত নিয়মানুসারে রোপিত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে একএকটী চৌকাতে এক এক রকম চারা পৃথক্ ভাবে রোপিত রহিয়াছে। এইরূপ তাঁহাদের কার্য্যের সুপ্রণালী দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তৎপরে কর্ত্রীপক্ষদিগকে বলিলাম, "আমার কতকগুলি গাছের প্রয়োজন আছে, আপনারা ন্যায্য মূল্য লইয়া প্রকৃত গাছ কি দিতে পারিবেন?" তাহাতে প্রধান কর্ত্রীপক্ষ বলিলেন, "অবশ্যই পারিব, আপনার যত প্রকার গাছের

আবশ্যক হয়, উচিত মূল্য দিয়া বাছাই করিয়া লইতে পারেন।” আমি বলিলাম, “আমার অনেক রকম গাছের আবশ্যক হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সময় যে সকল গাছ রোপণোপযোগী হইবে, তাহাই লইতে ইচ্ছা করি”। তিনি বলিলেন, “এ সময় সমস্ত ফলের মধ্যে আম্রগাছ ও ফুলের মধ্যে গোলাপগাছ রোপণ করা যাইতে পারে, তবে অন্যান্য ফল ফুলের গাছ যদি অন্য সময় লইতে নিতান্ত অসুবিধা হয়, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে ২।৪টা করিয়া লউন”। তাহাতে আমি বলিলাম, “এ সময় অন্য গাছ রোপণ করিলে কি মরিয়া যাইবে”? তাহাতে তিনি বলিলেন, “তবে আপনাকে সমুদায় খুলিয়া বলিতেছি যে, সকল গাছই সকল সময় রোপণ করিতে পারা যায়, কিন্তু সময়মত রোপণ করিলে বিনা যত্নে জীবীত থাকে, অসময়ে বিশেষ যত্ন করিতে হয়। এক্ষণে আপনার ইচ্ছা!” এইরূপ দুইজনে অনেক রকম কথাবার্ত্তা করিয়া, আপনার সমস্ত কথার সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলাম, সমস্তই ঠিক হইল। সুতরাং আর কোন বিষয়ে সন্দেহ করিতে পারিলাম না—মনোমধ্যে ঐকান্তিক বিশ্বাস জন্মিয়া গেল। তৎপরে আমি পাকা বন্দবস্তের কথা উল্লেখ করায়, তাহাতে তিনি স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, “আমার নিজের বাগান এবং স্বচক্ষে দেখিয়া সমস্ত ফল ফুলের বৃক্ষাদি পরীক্ষা করিয়া রাখিয়াছি, এমন কি স্বহস্তেও কতক কতক তৈয়ারী করিয়াছি, তাহাতে কোন বস্তুই মন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই; অবশ্যই পাকা বন্দবস্তে লেখাপড়া করিয়া দিতে পারি”। এইরূপ তাঁহার সাহস-পূর্ণ কথা শ্রুত হইয়া ফর্দ্দখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। তিনি বলিলেন, “আপনার ফর্দ্দানুসারে সমস্তই দিতে পারিব, কিন্তু

তন্মধ্যে ৪।৫রকম কলম ঐ ভারার উপরে আছে, নীচে নামান হয় নাই, আপনি এই ষ্টকবুক লইয়া প্রত্যেক গাছের নম্বর মিলাইয়া ইচ্ছামত সমস্ত গাছ পসন্দমত বাছিয়া লইতে পারেন"। আমি তাঁহার কথার ভাব সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া—স্বচক্ষে দেখিয়া পসন্দমত গাছ সকল লইয়া আসিয়াছি। আপনি দৃষ্টি করিলে ভাল মন্দ অবশ্যই জানিতে পারিবেন।

গুরু। কোই গাছ—কোথায় ?

শিষ্য। ষ্টেশনে আছে।

গুরু। মুটে করিয়া লইয়া আইস।

শিষ্য। আমি যেন বিবেচনা করিতেছি যে, গোরুর গাড়ি করিয়া লইয়া আসিব।

গুরু। না বাপু, তাহাতে আনিলে সুবিধা হইবে না, মুটে করিয়া আনিলে ভাল হয়।

শিষ্য। কেন প্রভো, গাড়ি করিয়া আনিতে কি কিছু হানি আছে ? কিন্তু নর্শরির অধ্যক্ষ মহাশয় তাই বুঝি বলিয়াছিলেন যে, মুটে নিতান্ত না পাইলে গাড়ি করিয়া লইয়া-যাইবেন।

গুরু। আমাদের ঐ কথা বলিবার কারণ এই যে, গাড়ি করিয়া গাছ আনিলে গাড়ির নাড়া পাইয়া, গাছ সমস্ত জখম হইতে পারে।

শিষ্য। তবে কি মুটে করিয়া আনা হইবে ?

গুরু। হাঁ, তাহাই কর।

তৎপরে শিষ্য ষ্টেশন হইতে মুটে করিয়া সমস্ত গাছ আনা-ইয়া বলিলেন, এই প্রভো গাছ আসিয়াছে। গুরুদেব গাছের

বাক্সগুলি দেখিয়া বলিলেন, গাছগুলি ছায়া ও বাতাস পায় এমন স্থানে রাখিয়া অল্প অল্প জল দ্বারা স্নান করাইয়া দাও।

শিষ্য। যে অজ্ঞা। মালীকে তবে জল আনিতে বলি।

গুরু। ঐ যে মালী আসিতেছে।

শিষ্য। মালী! জল আনিয়া গাছগুলিকে ভালরূপে স্নান করাইয়া দাও।

মালী। আজ্ঞা হাঁ, দি-ই।

গুরু। আর একটা কথা বলি শুন। গাছগুলিকে স্নান করাইয়া যেমন গাছ বাক্সতে আছে, সেইরূপ বাক্স সহিত ২।১ দিন শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে।

শিষ্য। কেন প্রভো! আর রাখিয়া দিবার আবশ্যক কি? যখন গাছ আনা হইয়াছে তখন শীঘ্রই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। আপনি ত দৃষ্টিপাত করিলেন, গাছগুলি কি মন্দ হইয়াছে?

গুরু। গাছগুলি মন্দ নয়—অকৃত্রিম বটে। তবে গাছগুলি ৫।৭ দিন পথিমধ্যে (রেলওয়ে) নাড়া চাড়া পাইয়াছে, জলের বিন্দুমাত্রও পায় নাই, হঠাৎ বাক্স হইতে নামাইয়া জমীতে রোপণ করিলে ২।৪টী মরিয়া যাইতে পারে। আর ২।১ দিন রাখিয়া রোপণ করিলে একটীও মরিবে না। যাহা হউক এক্ষণে মালীকে দিয়া বাগানে পাঠাইয়া দাও।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, মালী! গাছ সমস্ত ক্রমে ক্রমে বাগানে লইয়া যাও।

মালী। যে আজ্ঞা, যাই বাবু।

গুরু। দেখ, সাবধান! সাবধান! আস্তে আস্তে লইয়া যাইবে।

মালী। আপনার কিছুই চিন্তা নাই, আমি সাবধানে লইয়া যাইতেছি।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আম্রবৃক্ষ রোপণের প্রণালী।

তৎপরদিন শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! কতকগুলি সারমাটী ও খইল আনাইতে হইবে কি?

গুরু। কি জন্য।

শিষ্য। এই সকল গাছের গোড়ায় দিয়া রোপণ করিলে বোধ করি ভাল হয়।

গুরু। না বাপু, এক্ষণে কোন প্রকার সারের আবশ্যক নাই। কেবল এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রোপণ করিয়া বেশী পরিমাণে জল দিতে হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে গর্ত্তে সার দিয়া বৃক্ষাদি রোপণ করিলে তাহাতে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। প্রথমতঃ গর্ত্তে সার দিয়া বৃক্ষাদি রোপণ করিলে, তাহাতে যে ২।৩টী দোষ ঘটে, তাহা ব্যক্ত করিতেছি। প্রথমতঃ, গাছের গোড়ায় বেশী পরিমাণে সার ব্যবহার করিলে, সম্মুখ বর্ষার সময় ঐ সারে জলে একত্রিত হইয়া গাছ সকলের মূলদেশ জল সপ্‌সপে হইয়া একটা বিশেষ হানিকর হইয়া উঠে। (অর্থাৎ গাছের পাতা সমস্ত ঝরিয়া গাছগুলি এমন নিস্তেজিত হইয়া পড়ে যে, মৃত্যুপ্রায় হয় এবং কতক কতক মরিয়াও যায়)। দ্বিতীয়তঃ প্রথমেই গাছের গোড়ায় সার দিয়া রোপণ করিলে, তাহাতে বেশী

পরিমাণে নিত্য দুইবার জল ব্যবহার করিতে হয়। বাস্তবিক ঐ রূপ দুই বেলা গাছের গোড়ায় জল দেওয়া অনেকে পরিয়া উঠে না; এবং ঐ নিয়মে জল না দিলেও গোড়া সকল শীঘ্র শুষ্ক হইয়া অনেক গাছ নষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে এমন সতর্ক হওয়া চাই যে, গাছ সকলের গোড়ায় জল ব্যবহারের পক্ষে কোনরূপ প্রতিবন্ধক না পড়ে। তৃতীয়তঃ, এই এক দোষ—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাহায় জলাভাবে গাছগুলি নিতান্ত কষ্ট ভোগ করিলে, সমস্ত পাতার (অর্দ্ধাংশ প্রায়ই) রৌদ্রে শুষ্ক হইয়া যায়। ইত্যাদি দোষ ঘটে বলিয়া প্রথম অবস্থায় গাছের গোড়ায় সার ব্যবহার করা নিষেধ হইয়াছে। রোপণের পর বৎসর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর) গাছ সকলের একটু শ্রীবৃদ্ধি হইলে, কার্ত্তিক মাসে ঐ সকল গাছের গোড়ার চতুর্দ্দিক অর্দ্ধহস্ত গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়া, ২।৩ স্থানে গোময় এবং অন্য কোন রকম তেজি মৃত্তিকা (এই দুইটী প্রত্যেকে অর্দ্ধাংশ পরিমাণ লইয়া একসঙ্গে মিশ্রিত করতঃ) ঐ সকল গাছের গোড়ায় পরিমাণমত পূর্ণ করিয়া দিয়া জল ব্যবহার করিতে হয়।

শিষ্য। তবে এক্ষণে এই সকল গাছ কিরূপে রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট হইবে না, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন, রোপণ কার্য্য আরম্ভ হউক।

গুরু। এক্ষণে কেবল এক একটী গর্ত্ত করিয়া গাছগুলি রোপণ করিতে হইবে। তৎপরে যে গাছের গোড়ায় যত জল আবশ্যক হইবে, তাহা পুনর্ব্বার ঢালিয়া দেওয়া বিধি। আর এক কথা, গাছগুলি রোপণ করিবার সময় অতি সাবধানে মূলের থলবাঁধা পাতাগুলি খুলিয়া রোপণ করিতে হইবে, যেন ভিতরের মাটীর কিয়দংশও ঝরিয়া না পড়ে, তাহা হইলে বিশেষ হানি হয়।

শিষ্য। গাছের মূলদেশে মাটীর উপরে যে পাতা বাঁধা আছে, তাহা খুলিয়া ফেলিলে মাটী সকল ঝরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

গুরু। হাঁ, অসাবধানে পাতার বন্ধন খুলিবামাত্র মাটী ঝরিয়া পড়িবে তাহার আর বিচিত্র কি? অসাবধানতায় সকল কার্য্যেই বিশৃঙ্খল ঘটিতে পারে। তবে এ কার্য্যে যে ব্যক্তি বিশেষ পারদর্শী, তাহা দ্বারা হঠাৎ কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকাকে জননী যেমন যত্নপূর্ব্বক শোয়ায়, বসায়, নাড়ে চাড়ে, চারা বৃক্ষাদিকে মালী তদ্রূপ যত্নপূর্ব্বক উত্তোলন, রোপণ, ও নাড়া চাড়া করিতে সক্ষম হয়। উত্তোলন রোপণ উভয় কার্য্যই গুরুতর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। কেন প্রভো! গাছ রোপণ করা অপেক্ষা উত্তোলন করা সহজ হইতে পারে, আমি নর্শরিতে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহারা সহজেই গাছ সকল উত্তোলন করিয়া দিল।

গুরু। গাছ সকল রোপণ করা অপেক্ষা উত্তোলন করা বিশেষ গুরুতর ও বুদ্ধির কার্য্য কি না, তাহা যদি শুনিতে ইচ্ছা কর অবশ্যই বলিতে পারি।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো, আমি নর্শরিতে চারা উত্তোলন কার্য্য যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আপনার নিকট ব্যক্ত করি শ্রুত হউন। তাহারা যে সকল গাছ উত্তোলন করিল, সেই সকল গাছের চতুর্দ্দিকে খোন্তা দ্বারা সামান্য একটু একটু খুঁড়িয়া অল্প চাড় দেওয়াতেই, গাছ সকল সহজেই উঠিয়া পড়িল; ইহা যে অতিশয় কঠিন কার্য্য তাহা আমার বোধ হইল না।

গুরু। তবে শুনিবে বাপু? যে সকল মালী চারা গাছ উত্তোলন করিতে সক্ষম হয়, তাহাদিগের বেতন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কারণ, চারা উত্তোলন কার্য্য অতিশয় হুঁসিয়ারী কার্য্য। অর্থাৎ তাহাদের এমন বিবেচনা শক্তি থাকা চাই যে, এই গাছটী এত বড়, এবং এই গাছটী (কটিং কলম) এইটী (গুটীং কলম) কি জোড় কলম, এইটী (লেয়ারিং কলম) এবং প্রথম হইতে এক নাড়া, কি দুই নাড়া, কি তিন নাড়া, কি আ-নাড়া, ইত্যাদি বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া যে যেমন গাছ তাহার মূলদেশে তদুপযুক্ত মাটী রাখিয়া উত্তোলন করিতে হয়। ইহা কি বড় সহজ কার্য্য বাপু? গাছ তুলিয়া যে ব্যক্তি বাঁচাইতে পারে, তাহাকেই কার্য্যক্ষম বলিতে পারা যায়।

শিষ্য। আপনি যে উত্তোলন সম্বন্ধে নিগূঢ় অভিসন্ধি অবগত আছেন, তদ্রূপ আমি জ্ঞাত নহি, আমি মোটামুটী যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাই উল্লেখ করিয়াছি। গাছ উত্তোলন করা যে অতিশয় গুরুতর কার্য্য, তাহা আমি এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম।

আর এক কথা, যেসকল গাছের গোড়ায় জোড় বাঁধা আছে, তাহা রোপণ কালীন মাটীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে—না, বাহিরে মাটীর উপর ভাসিয়া থাকিবে?

গুরু। জোড়গুলি অর্দ্ধাংশ মাটীর ভিতর, অর্দ্ধাংশ বাহিরে রাখিয়া রোপণ করিলে বড় ভাল হয়। কিন্তু সকল গাছের পক্ষে ঐ রূপ নিয়মে রোপণ করা বিধি নহে; কারণ, যে সকল গাছের জোড় অর্দ্ধ হস্তের নিম্নে আছে, সেগুলি ঐ নিয়মে রোপণ করিলে ভাল হইতে পারে। আর যেগুলির জোড় অর্দ্ধ হস্তের

উপরে আছে, সে গুলি ঐ নিয়মে রোপণ করিলে, গাছগুলি শীঘ্র তেজস্কর হয় না এবং তেজস্কর হইতে বিলম্ব হইলে ২।১টী মরিয়া যাইতেও পারে।

শিষ্য। আপনি যেরূপ নিয়মানুসারে গাছ সকল রোপণ করিতে বলিলেন, তাহা মালীকে বলিয়া দিতেছি। কিন্তু ঐ গাছগুলি রোপণ করা হইলে প্রতিদিন কিরূপ নিয়মে (অর্থাৎ কয়বার) করিয়া জল ব্যবহার করিতে হইবে?

গুরু। প্রতিদিন গাছের গোড়ায় যেরূপ নিয়মে জল দিতে হইবে তাহা বলিতেছি শুন। গাছগুলি রোপণ করিয়া তাহার চারিদিকে অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে সিকি হস্ত পরিসর ও উর্দ্ধ, এক একটী মাটীর আইলমত করিয়া, পরক্ষণেই কলসী কিম্বা বোমা দ্বারা জল ঢালিয়া দিতে হইবে; এমন কি যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাছের মূলদেশের মৃত্তিকা, জল পান করিয়া ঐ আইল সমান জল না দাঁড়াইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল ঢালিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে সেই দিন কিম্বা পরদিন ঐ জল যেমন শুষ্ক হইয়া মাটী ঝর্‌ঝরে (অর্থাৎ জো হইয়াছে এমত বোধ হইলে, সেই সময় নিড়ান দ্বারা ঐ আইলের মধ্যস্থিত গাছের গোড়ার চতুষ্পার্শ্বের মাটী অতি সাবধান পূর্ব্বক খুসিয়া দেওয়া উচিত। আর এক কথা, গাছ সকল রোপণ করা হইলে, ঐ দিন হইতে আগামী ১৫।১৬ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অপরাহ্নে বোমা দ্বারা অল্প অল্প জলে গাছ সকলকে স্নান করাইয়া দেওয়া বিধি। কিন্তু ঐ সময় বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে যে, গাছের গোড়ায় যেন বেশী জল না পড়ে। তৎপরে ৫।৭।৮ দিন গত হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার পুর্ব্বোক্ত নিয়মে ঐ আইল সমান জল দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, গাছ সকল রোপণ করিয়া প্রতিদিন দুই তিন বার জল দিতে হইবে।

গুরু। না, না, তাহা হইলে গাছগুলির পক্ষে বিশেষ হানি হইবে। নিত্য দুই বেলা জল ব্যবহার করিলে, কলমের চারার নূতন সিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হইয়া পড়ে, সুতরাং গাছ সকলের পত্র হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ক্রমশঃ এক একটী করিয়া ঝরিয়া যায়।

শিষ্য। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি ভাল রূপ বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, গাছের গোড়ার মাটী শুষ্ক হইতে না হইতে পুনর্ব্বার উহাতে জল দিলে, অপকার ভিন্ন উপকার হয় না, এমন কি ঐ গাছের গোড়ার মাটী কর্দ্দম প্রায় হইয়া সমশীতল গুণটুকু একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়। আর একটু শুষ্ক হইলে, তাহাতে জল দিলে ঐ শমশীতল গুণ টুকু উৎপন্ন হইয়া গাছগুলির পক্ষে বিশেষ উপকার করে। অর্থাৎ গাছগুলি শীঘ্রই সতেজিত হইয়া শ্রী লাভ করে। যাহা হউক, এক্ষণে মালীকে আর একটী কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া দিও।

শিষ্য। কি কার্য্য, বলুন না।

গুরু। যে সকল গাছ রোপণ করা হইবে, সেই সকল গাছের মূলদেশের মাটীর আইলের পার্শ্ব হইতে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর পাতলা ভাবে চতুর্দ্দিকে এক এক খানি বাখারী পুতিয়া ঘেরা করিয়া দিতে বলিবে, তাহা হইলে, ঐ সকল গাছের পক্ষে হঠাৎ কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারিবে না।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, অবশ্যই বলিয়া দিব। এক্ষণে তবে গাছ রোপণ করিবার জন্য আয়োজন করা হউক।

গুরু। হাঁ, মালীকে অদ্য সমস্ত গর্ত্ত করিয়া রাখিতে বল, কল্য অপরাহ্নে আমি উপস্থিত থাকিয়া গাছ বসাইব।

শিষ্য। তাহাই ভাল প্রভো। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, গাছের চতুষ্পার্শ্বে বাথারী দ্বারা ঘেরা করিয়া দিতে হইবে, রৌদ্র নিবারণ জন্য উহার উপরে কোনরূপ আচ্ছাদন করিয়া দিলে কি ভাল হয় না?

গুরু। এক্ষণে উহার উপরে আচ্ছাদন করিয়া দিবার আবশ্যক নাই, তবে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে যদি বৃষ্টি না হয়, অথচ সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি রাখে, সেই সময় গাছের অবস্থা বুঝিয়া যে গাছগুলিতে ছায়ার বিশেষ আবশ্যক হইবে, সেই গুলির উপরে নারিকেল পত্র বা (যাহার ভিতর দিয়া সামান্য পরিমাণে জল, বায়ু, রৌদ্র, শিশির প্রবেশ করিতে পারে) এমত কোনরূপ পত্র কিম্বা হোগলা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া বিধি। নতুবা আম্র গাছের উপরে আচ্ছাদন কোন সময়েই আবশ্যক হয় না।

পরদিন গুরুদেব বাগানে উপস্থিত হইয়া সুবন্দবস্তানুসারে প্রত্যেক গাছ রোপণ করাইয়া বলিলেন, আম্র গাছ রোপণের কার্য্য এক রকম ঠিক হইয়া গেল। আর তোমার মালীটী নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহে, বাগানের কর্ম্ম বেশ জানে, আরও একটী বিষয় পরীক্ষা করিয়া বোধ হইল যে, যথার্থই সাহেবদিগের বাগানে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোন বাঙ্গালী গৃহস্থের বাগানে কাজ করে নাই।

শিষ্য। প্রভো! মালী যে সাহেব বাগানে কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, আপনি তাহা কিরূপে জানিতে পারিলেন?

গুরু। কার্য্যের নিপুণতা দেখিয়া জানিতে পারিলাম। মালী ও কৃষক পসন্দ করিতে হইলে, বিশেষ কোন পরীক্ষার আবশ্যক করে না, কার্য্য দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, অপর অপর গাছের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছ?

শিষ্য। অপরাপর গাছের এই রূপ বন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছি যে, আবশ্যকীয় গাছ সকলের একখানি ফর্দ্দ এবং কিছু খরচার টাকা পাঠাইয়া দিলে, তাঁহারা সমস্ত গাছ রেলওয়ে পাঠাইয়া রসিদখানি ভ্যালুপেএবেলে পাঠাইয়া দিবেন। আরও কথা আছে যে, পূর্ব্ব চালানের গাছের মধ্যে যদি ২।১টী মারা যায়, তাহা হইলে ঐ মরা গাছের ফর্দ্দ, পুনর্ব্বার নূতন অর্ডারের সহিত পাঠাইয়া দিলে, ঐ মরা গাছের পরিবর্ত্তে গাছ কয়টী বিনা মূল্যে নূতন অর্ডারের গাছের সহিত পাঠাইয়া দিবেন।

গুরু। বেশ, বেশ, ঠিক্ বন্দবস্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এক্ষণে আর একটী কথা নিবেদন করি, আপনি অবগত আছেন কি?

গুরু। কি কথা? যাহা ইচ্ছা হয়, অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পার।

শিষ্য। এমন কোন বিশেষ কথা নয় প্রভো। কথাটা এই যে, কোন কোন দেশে আম্রের ভিতর পোকা ধরিয়া থাকে, তাহার কোন প্রকার (প্রতিকার) ঔষধ অবগত আছেন কি?

গুরু। ঔষধ সম্বন্ধীয় কথা এক্ষণে শ্রুত হইবার আবশ্যক নাই, ফলোৎপন্ন সময় সমস্ত বলিয়া দিব। তবে একটী কথা

এক্ষণ হইতেই বলিয়া রাখি এই যে, আম্র গাছে ফলোৎপন্ন হইবার সামান্য পূর্ব্বে ঐ গাছের নীচে হরিদ্রা গাছ রোপণ করিয়া দিবে, তাহার পর যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিব।

শিষ্য। আম্রবৃক্ষ রোপণপ্রণালী শ্রুত হইয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। কিন্তু অপর গাছের রোপণপ্রণালী কি আম্র গাছের ন্যায় করিতে হইবে?

গুরু। হাঁ, এক প্রকার ঐ নিয়মই বটে, তবে বর্ষার সময় রোপণ করিতে হইলে পৃথক্ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়, তাহা এক্ষণে জানিবার আবশ্যক নাই, সেই সময় বলিয়া দিব।

এইরূপে বাগানে আম্রগাছ বসাইয়া গুরু শিষ্যে বাটী আসিলেন। তৎপর দিন গুরুদেব বলিলেন, বর্ত্তমান সময়ে বাগানে যে সকল কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা তুমি নিজেই কতক কতক করিতে সক্ষম হইবে। বর্ষা আসিয়া পড়িলে আর তুমি সামলাইতে পারিবে না, সেই সময় আমি উপস্থিত না থাকিলে অনেক কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। সুতরাং এই অবসরে একবার বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিলে ভাল হয়, তাহাতে তুমি কি বল?

শিষ্য। আমি আর কি বলিব প্রভো, আপনি যাহা স্থির করিবেন, তাহাই আমার শিরোধার্য্য। ইচ্ছা করিলে অবশ্যই বাটী যাইতে পারেন। এক্ষণে বাগানের কার্য্য অনেক সুবিধা হইয়া আসিয়াছে, আপনার আশীর্ব্বাদে অনেক কার্য্যেই আমি শিক্ষা লাভ করিয়াছি; সামান্য কার্য্যোপলক্ষে আপনি উপস্থিত না থাকিলেও বিশেষ কোন হানি হইবে না।

গুরু। তবে আমি কল্যই বাড়ী রওয়ানা হইব। তোমরা চিরজীবী হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে থাক।

শিষ্য। আপনি বাড়ী যাইতেছেন, এক্ষণে বাড়ীতে কোন বিশেষ কার্য্য আছে কি?

গুরু। এমন কোন বিশেষ কার্য্য নাই বটে, তবে দেখিয়া আসিয়াছিলাম বাহ্মণীর পীড়া তত সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় নাই, ঐ সম্বন্ধে মধ্যেও একখানি পত্র পাইয়াছিলাম। আরও একটা কথা এই যে, আগামী বৈশাখ মাসের মধ্যে কনিষ্ঠ কন্যার বিবাহ হইবার কথা আছে, যদি ভাল পাত্র উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ শুভকর্ম্মটী সম্পন্ন করিতে হইবে, নতুবা আর কোন কার্য্য নাই।

শিষ্য। কন্যাটীর বিবাহ যদি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই সময় আমাকে একখানি পত্র লিখিবেন, আমার সঙ্গত্যনুসারে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব। আর আপাততঃ এই ৫০টী টাকা গ্রহণ করুন।

গুরু। এক্ষণে যাহা অর্পণ করিলে, তাহাতে আমার বিশেষ উপকার হইল; আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

অধুনা অনেকেই কৃষিকার্য্যে মনোযোগী হইয়া দেশী ও বিদেশী বীজ ও চারা আনয়ন করিয়া আপন উদ্যানাদিতে রোপণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ আমাদিগের নিকট হইতে ঐ সকল বীজ ও চারা লইবার সময় উহাদিগের রোপণ-প্রণালী পাঠাইতে আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, গ্রাহক মহোদয়গণের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারি না, পরন্তু প্রত্যেক গ্রাহককে এক একখানা রোপণপ্রণালী হস্তদ্বারা লিখিয়া পাঠাইতে হইলে কতদূর সময় ও পরিশ্রম অপেক্ষা করে, তাহা সহৃদয় গ্রাহকগণ সহজে বিবেচনা করিতে পারেন, বাস্তবিক ঐ কার্য্য সাধন করা এক ব্যক্তির অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহাতে অনেক স্থানে বীজ ও চারা লইয়াও তাহার যথোচিত রোপণাভাবে ঐ সকল নষ্ট হইয়া থাকে। অতএব আমি কৃষিকার্য্যের সুসম্পাদনার্থে এবং গ্রাহক মহোদয়গণের আগ্রহে, পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া, কৃষিকার্য্যে সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত, গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে, "কৃষিপ্রণালী" নামক পুস্তক সরল বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়া খণ্ডাকারে প্রকাশ করিতেছি।

এই পুস্তকে জমীর আবাদ, সার ও মাটি নির্ব্বাচন, বীজরক্ষণ, দেশী ও বিদেশী বীজ বপন চারা রোপণ ও প্রতিপালন, বাগান প্রস্তুত করিবার সুপ্রণালী এবং কিরূপে কলম প্রস্তুত করিতে হয়, ও কত প্রকার কলম আছে, অর্থাৎ কটিং (Cutting) বডিং (Budding) গ্রাফাটিং (Grafting) গুটীং (Gooting) লেয়ারিং (Lairing) পুরুনিং (Prunin এবং ফল ফুল গাছ ও ফল ইত্যাদির আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত সহ, বিশদরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

এইক্ষণ সাধারণের নিকট সানুনয়ে নিবেদন এই যে, আমি যে গুরুতর কার্য্যের ভার মস্তকে ধারণ করিয়াছি, তাহা সাধারণের সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে উক্ত ভার বহন আমার পক্ষে অসাধ্য, অতএব সাধারণের সাহায্য প্রাপ্তিতে বঞ্চিত না হই, এই প্রার্থনা।

যাঁহারা এই পুস্তকের প্রকৃত গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা ১২ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২৸৵০ আনা পাঠাইয়া দিবেন, স্বতন্ত্র ডাক মাশুল লাগিবে না। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা ডাক মাশুল ৵১০ আনা, ইতি।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।

প্রোপ্রাইটার।

চিপেষ্ট দমদম্ নর্শরি।

দমদম্ পোষ্ট, কলিকাতা।

কৃষিপ্রণালী

চতুর্থ খণ্ড।

চিপেষ্ট দমদম্ নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা :

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫ :

নব বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রাবণ—১৩০০ সাল।

ত খণ্ডের নগদ মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল ১০ আনা।

নিয়মিত গ্রাহকগণের প্রাপ্তব্য।

জানুয়ারি মাহা (অর্দ্ধ পৌষ হইতে) দেশী শাকশবজি যথা,—চৈত্র ঝিঙ্গা, শশা, ফুটী, কাঁকুড়, লক্ষ্ণৌ খরমুজ, বীরভূমের খেঁড় ও কাঁকুড়ি, চ্যাড়স, লাউ, কুমড়া, কুলিবেগুন, নানাজাতী তরমুজ, চাঁপানটে, পদ্মনটে কন্‌কানটে ইত্যাদি ২০।২৫ রকমের ১ পেকেট, এই সকল বীজের ফশল চৈত্র পর্য্যন্ত হয়।

এপ্রেল মাহা (অর্দ্ধ চৈত্র হইতে) দেশী শাকশবজি যথা,—পালাঝিঙ্গা, শশা, কুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, করলা, চ্যাড়স, শাঁখ-আলু, বরবটি, নানা-জাতীয় চিকরি, সীম, বড় বেগুন ও পুঁই, চাঁপানটে, পদ্মনটে, কাঁচড়াদাম, মিষ্ট পাঠ, ডেঙ্গ ইত্যাদি ২০।২৫ রকমের ১ পেকেট; এই সকল বীজের ফশল বর্ষাকাল পর্য্যন্ত পাওয়া যায় ও বাগান সাজান সুন্দর সুন্দর ও মনোহর নানা বর্ণের ফুলের বীজ যথা,—ডবল জিনিয়া, বালসম্, সানফ্লায়ার, কেলি এস্থস, গিলার্ডিয়া, গমফ্রিনা, সিলোসিয়া ইত্যাদি ১৫ রকমের ১ পেকেট।

জুলাই মাহা (অর্দ্ধ শ্রাবণ হইতে) বিলাতী শাকশবজি, যথা, নানা রকম বাঁধাকফি, ফুলকফি, ওলকফি, গাজর, বীট, মূলা, পিজ, সালগম্, সিলারি, ছালাদ, ফুটি, কাঁকুড়, তরমুজ, কিউকম্বর, বিন, টমেটো, করন, স্কোয়াস, লঙ্কা, লিক ও পিয়াজ ইত্যাদি এই সকল বীজ টিন প্যাকেট সমেত দেওয়া হয়।

২০ রকমের মনোহর ও রমণীয় নানা বর্ণের ডবল মর্শমী ফুলের বীজ যথা, এষ্টার, হাট্‌স্‌ইজ, ভরবিনা, ডালিয়া, পিঙ্ক, পটুলেকো, পিটুনিয়া, পপি, লাক্‌স্পর, এণ্টারহিনাম ইত্যাদি ১ পেকেট।

অক্টোবর মাহা (অর্দ্ধ আশ্বিন হইতে) দেশী শাকশবজি যথা, মিষ্ট ও টক-পালম্, পিড়িং, সুল্ম, মেতি, কনকা, মিষ্ট বেতুয়া ও পাট শাক ও লালশাক, কুমড়া, নানাজাতী মূলা, মটর, উচ্ছে ইত্যাদি ২০ রকম ১ প্যাকেট।

উপরি-উক্ত বীজ সকল তাজা ও পরীক্ষিত। যদি কোন কারণ বশতঃ কোন বীজ অঙ্কুরিত না হয়, সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বিনা মূল্যে পুনর্ব্বার সেই জাতীয় বীজ দিয়া থাকি।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।
প্রোপ্রাইটার।
চিপেষ্ট দমদম নর্শরি।

সংখ্যা ৪৪১৮

কৃষিপ্রণালী।

চতুর্থ খণ্ড।

চিপেষ্ট দমদম নর্শরি হইতে

শ্রীভুবনচন্দ্র কর দ্বারা

প্রণীত ও প্রকাশিত।

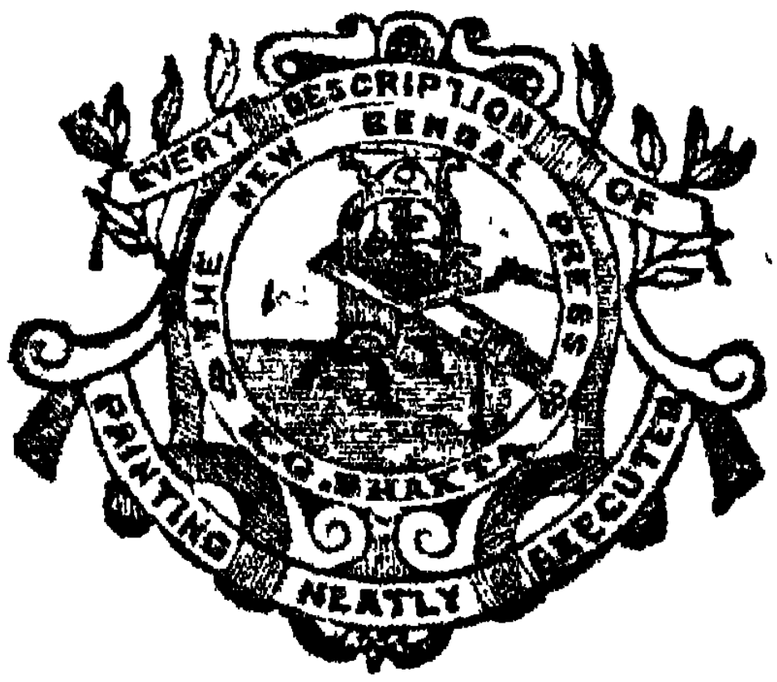

কলিকাতা:

গোপীকৃষ্ণ পালের লেন নং ১৫:

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রাবণ—১৩০০ সাল।

গুরু। শিষ্য।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বশক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, ক্রমে কৃষি-প্রণালীর চতুর্থ খণ্ড প্রচার হইল। দিন দিন গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায়, আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া, যাহাতে স্বল্পকাল মধ্যে দ্বাদশ খণ্ড পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে যার পর নাই চেষ্টা করিতেছি। পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ; ভরসা করি, ৺ঈশ্বরী শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বেই সহৃদয় গ্রাহক মণ্ডলীর করকমলে অর্পণ করিতে পারিব। চতুর্থ খণ্ডে দেশীয় অনেক প্রকার কৃষিপ্রণালী যেরূপ বর্ণিত হইল, পঞ্চম খণ্ডেও তদ্রূপ দেশীয় অনেক প্রকার কৃষিপ্রণালী বর্ণিত হইবে। অনেক কৃতবিদ্য কৃষিবিদ্যা-বিশারদ মহাত্মগণ এই কৃষিপ্রণালী প্রচার জন্য কায়িক পরিশ্রম ও অন্যান্য প্রকার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। অতএব সাধারণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই, যাঁহারা চতুর্থ খণ্ড পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা পঞ্চম হইতে দ্বাদশ খণ্ডের মূল্য ১৸৵০ আনা প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন।

৭ই শ্রাবণ।
১৩০০।

শ্রীভুবনচন্দ্র কর।
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাময়িক প্রবন্ধ	১
বৃক্ষাদির পাইট করিবার প্রণালী ...	৭
নর্শরি হইতে টবের গাছ আনাইবার মন্তব্য	৯
নারিকেল চারা রোপণ সম্বন্ধীয় কথা ...	১৩
পেপের বীজ রক্ষা ও আবাদ প্রণালী ...	১৯
কদলীবৃক্ষ রোপণ করিবার প্রণালী ...	৩৫
কতকগুলি ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪৮
দেশী বেগুনের চাষ করিবার প্রণালী ...	৬৩
অসেজ অরেঞ্জ (কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ) ...	৮৯
অপরের বাগান পরিদর্শন	৯০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ভাণ্ডার
সং না ৪৪১০

সাময়িক প্রবন্ধ।

(প্রথম প্রস্তাব)

ভারতবর্ষ দেবমাতৃক দেশ, তাই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা। কোন দেশ কোন এক উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য অহঙ্কার করিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের লেখাজোখা নাই বলিলেই হয়। অভিধান যেমন শব্দ-সমুদ্র, ভারতবর্ষ তেমনি প্রকৃতি-ভাণ্ডার। এ ভাণ্ডারে যাহা নাই, তাহা অন্যত্রে দুর্লভ। কেবল প্রকৃতির ক্ষেত্র বলিয়া নহে—কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কে বলিতে পারে ভারত কোন বিষয় উন্নত নহে? আজি উন্নতির পর অবনতির অবস্থা—ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত, তাই আমরা দরিদ্র, এত রত্নের দেশে থাকিয়াও নিরভরণ! কেন, তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। অপরিমিত বিষাদ, আজি বিষাদরাশির মধ্যে একটু আহ্লাদের শান্তি-চ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—লোকে আপনার অভাব বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতির এই বিশাল শ্যামলক্ষেত্র অযত্নে শ্রীহীন হইয়া যাইতেছে—ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিতেও প্রকৃতির সন্তান আহারাভাবে উপবাসী! আরও এক আহ্লাদের বিষয় আছে, পূর্ব্বে (বহু-পূর্ব্বে নহে) লোক বুঝিত কৃষিকার্য্য নিতান্ত ঘৃণিত জাতিরই এই ব্যবসা। (তাই "চাষা" অদ্যাপি ঘৃণিত উপাধি মনে করি।) লোকে এখন বুঝিয়াছে কৃষিকার্য্য ঘৃণিত নহে, জীব জগতের ইহা নিত্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে দর্শন বিজ্ঞান আছে, ইহাতে কাম, অর্থ আছে, মনুষ্যের যাহা প্রয়োজনীয় তাহা আছে।

আরও আজি শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য করিতে লজ্জিত নহেন, ইহা হইতে আনন্দের সমাচার আর কি আছে?

কৃষি বিষয়ে যেমন সাধারণের মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে তেমন অনুষ্ঠান বড় বেশী দেখা যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্য্য করিতে লজ্জিত নহেন বটে, কিন্তু স্বহস্তে ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কেহ উদ্যোগী এরূপ দেখা যায় না, এমন দিন এখনও সুদূর পরাহত। তবে কৃষি ব্যবসায়ীদিগকে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে যত্ন পূর্ব্বক উপদেশ দেওয়া এবং এতৎ সম্বন্ধে সহজ ও পরীক্ষিত উপায় পুস্তক দ্বারা বা মৌখিক উপদেশ দ্বারা প্রচার এবং সর্ব্বস্থানের "সামান্য লেখা পড়া জানা" কৃষক দিগকে উৎসাহ দিলে সমধিক উপকার হইতে পারে। কৃষকগণ আপনা হইতে যে নূতন পন্থা অবলম্বন করিবে বিশ্বাস হয় না। ভূস্বামিগণ আপন আপন ক্ষেত্রে অথবা প্রজাগণ মধ্যে কার্য্য পরীক্ষান্তে সাধারণকে তাহার ফলাফল জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের সহজ উপায় প্রচার করেন, তাহা হইতে সহজ উপায় আর কি হইতে পারে? আমরা সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনুরোধ করি, তাঁহারা এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

আমরা কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে সহজ উপায় এবং পরীক্ষান্তে তাহার ফলাফল প্রভৃতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ভরসা করি তাহার সূচনা স্বরূপ এতগুলি কথা পাঠকগণের বিরক্তির কারণ হইবে না।

সাধারণতঃ জল, বায়ু ও উত্তাপই উদ্ভিজ্জদিগকে জীবিত রাখে। তদ্ব্যতীত অম্লজান, যবক্ষারজান, অঙ্গারিকাম্ল, জলজান প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ এবং পটাস, ম্যাগনেসীয়া, ফস-

ক্ষারস, চুণ প্রভৃতি কতকগুলি পার্থিব পদার্থ উদ্ভিজ্জশরীর পোষণার্থ প্রয়োজনীয়। উদ্ভিজ্জগণ বায়বীয় পদার্থগুলি আপনা হইতেই বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে। পার্থিব পদার্থগুলি বৃক্ষাদির অবস্থা ও ভূমি ভেদে প্রদান করিতে হয়। আমরা "সার" বলিয়া যাহা ভূমির উর্ব্বরতা সাধনার্থ প্রদান করি, ঐ পার্থিব পদার্থগুলি উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। কোন্ উদ্ভিজ্জে কোন্ প্রকার "সার" ব্যবহার করিতে হয়, ইউরোপীয়গণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা তাহা স্থির করিয়া থাকেন। আমাদিগের দেশে সেরূপ প্রণালী প্রচলিত নাই। বহুকাল পূর্ব্বে যে প্রণালী প্রচলিত ছিল, এক্ষণে তাহাই চলিতেছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অভ্যাসজাত গুণেই আমাদিগের দেশের কৃষকগণ কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই রূপ কারণেই যে প্রকৃত বিষয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই চির-প্রচলিত নিয়মের যাহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংশোধন নিতান্তই প্রয়োজন।

হিন্দুগণ চিরকালই প্রকৃতির উপাসক। সমস্তই তাঁহারা প্রকৃতি হইতে শিক্ষা করিতেন এবং তদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতেন। আমাদিগের দেশে "উদ্ভিজ্জ-সার" যে সমধিক প্রচলিত, তাহা ইহা দ্বারাই সহজে অনুমান করা যায়। বাস্তবিক উদ্ভিজ্জগণের পোষণোপযোগী প্রায় সমস্ত পদার্থই উদ্ভিজ্জ শরীরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুদিনের পতিত ভূমি, বা যে সমস্ত স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ঐ সমস্ত স্থান 'আবাদ' হইলে, তাহাতে যাহা জন্মে, তাহা অতিশয় তেজস্কর হয়। আরও দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমস্ত নিম্ন প্রদেশ বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া

যায় ঐ সমস্ত স্থান সমধিক উর্ব্বরতা লাভ করে। তাহার কারণ নানাবিধ তৃণলতা উদ্ভিজ্জাদি ও জলজ উদ্ভিদ পচিয়া সেই সমস্ত স্থানকে অনায়াসে কৃষিকার্য্যোপযোগী করিয়া তুলে। যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকগণ যেরূপে কৃষিকার্য্য করে, পশ্চিম বঙ্গে সেইরূপ কৃষিকার্য্য দ্বারা কোনই ফল লাভ হয় না। পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষকগণ যেরূপ অলস তাহাতে ভগবান যদি ভূমিতে ঐ রূপ স্বাভাবিক উর্ব্বরতা গুণ না দিতেন তাহা হইলে তাহাদিগের যে কি উপায় হইত, তাহা বিধাতাই জানেন।

আমরা আগামীতে ভূমিতে "সার" দেওয়া, মৃত্তিকা নির্ব্বাচন উদ্ভিজ্জ ভেদে সার দেওয়ার প্রচলিত এবং পরীক্ষিত নূতন প্রণালী প্রভৃতির বিস্তৃত আলোচনা করিব, ইচ্ছা রহিল। বক্তব্য প্রস্তাবের সূচনা এই রূপেই সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি পাঠকগণের নিকট বিরক্তির কারণ হইবে না।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য—

কৃষিপ্রণালী।

চতুর্থ খণ্ড।

দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস গত হইয়া গেল। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাতা অর্চ্চনার দিন অতিবাহিত করিয়া, গুরুদেব বাটী হইতে রওয়ানা হইলেন। তৎপরে ২।৪ দিনের মধ্যে শিষ্যের বাটীতে আসিয়া পৌছিলেন। শিষ্য অতি নম্র ভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, দেব! শ্রীপাটের সমস্ত মঙ্গল ত? কন্যাটীর শুভ বিবাহ হইবার যে কথা ছিল, তাহার কি হইয়াছে? শ্রীমতী মাতা ঠাকুরাণী ভালরূপ সুস্থ হইয়াছেন ত?

গুরু। আপাততঃ বাটীর সমস্তই মঙ্গল; কন্যাটীর বিবাহ হইবার যে কথা ছিল, তাহা এক্ষণে ঘটিয়া উঠে নাই, কারণ, উপস্থিত পাত্রটী দেখিতে তত ভাল নহে, এবং দেনা পাওনায় বিশেষ সুবিধা হইল না। যাহা হউক, অকাল গত হইয়া গেলে, আষাঢ় মাসে শুভকালে বিবাহ দিলে সকল কার্য্যই সুবিধা হইতে পারিবে। এক্ষণে তোমরা ভাল আছ ত?

শিষ্য। আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা শারীরিক সুস্থ থাকিয়া নিরাপদে কালযাপন করিতেছি। আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন করুন, ক্রমশঃ বেলা হইতেছে, সন্ধ্যা ও পূজার আয়োজন করাইয়া দিতেছি।

গুরু। তাই ত! বেলাটাও হইয়াছে বটে। তবে যাও, বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, প্রণাম।

গুরু। চিরজীবী হও।

তৎপরে পাকাদি কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইয়া গেল। পরদিন শিষ্যকে গুরুদেব বলিলেন, এক্ষণে বাগানের অবস্থা কিরূপ? এই সম্মুখ বর্ষার সময় যে সকল গাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহার কিছু আয়োজন করিয়াছ কি?

শিষ্য। না প্রভো, কিছুই আয়োজন করা হয় নাই; কারণ, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলে, আপনার মতানুযায়ী আবশ্যকীয় গাছ সকলের এক খানি ফর্দ্দ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নর্শরি হইতে আনাইব, এক্ষণে আপনি উপস্থিত হইয়াছেন, সমস্ত দেখিয়া অনুমতি করুন, কল্যই ফর্দ্দ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিব। আর, রোপিত আম্রগাছগুলির অবস্থা মন্দ নহে; প্রায় সমস্ত গাছই জমীর সহিত সংলগ্ন হইয়াছে বোধ হয়, ফল কথা একটীও মরে নাই। তবে ২।১টী যাহা খারাপ বোধ হইতেছে, তাহা অনুমান হয় এই বর্ষার মধ্যে সতেজিত হইবে।

গুরু। আচ্ছা, ভাল! ভাল! শুনিয়া আমি অতিশয় অহ্লাদিত হইলাম। যাহা হউক, কল্য আমি বাগানে গিয়া কোন্ কোন্ স্থানে, কোন্ রকমের গাছ কয়টী করিয়া বসাইলে ভাল হয়, তাহা ঠিক করিয়া দিব।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো।

তৎপর দিন গুরুশিষ্য বাগানে গিয়া বাগানের অবস্থা পরিদর্শন পূর্ব্বক গাছ ও বীজাদির যথাসম্ভব দুইখানি ফর্দ্দ করিয়া লইয়া আসিলেন। এবং পূর্ব্বোক্ত নর্শরির সহিত যেরূপ বন্দ-

বস্তের কথা ছিল, সেই রূপ বন্দবস্তানুসারে ফর্দ্দসহ এক খানি পত্র ও কিছু টাকা আপাততঃ পাঠাইয়া দিলেন!

প্রথম অধ্যায়।

বৃক্ষাদির পাইট করিবার প্রণালী।

তৎপরে, শিষ্য, গুরুদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্! পরম করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান মঙ্গলাস্পদ জগদীশ্বর আমাদিকে নিয়তই সুখে রাখিতেছেন, তাঁহার কৃপায় ইহ জগতে আমাদের কিছুরই অভাব নাই; যখন যাহা প্রার্থনা করি, তখনই তাহা সম্মুখে জাজ্জ্বল্যমান দেখিতে পাই; এই যে আমরা বাগান করিয়া নানা প্রকার গাছ রোপণ করিতেছি, ইহাতে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি না থাকিলে কখনই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিতাম না। শীতের সময় শীত, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম, বর্ষার সময় বর্ষা ইত্যাদি ষড়ঋতু তাঁহার কৃপায় পরস্পর প্রচলিত হইতেছে; তন্মধ্যে বর্ষা ঋতুই প্রধান ঋতু; এই ঋতুতে নানা প্রকার বৃক্ষাদি রোপণ করিতে যেমন সুবিধা হয়, অন্য সময় রোপণ করিতে তত সুবিধা হয় না। কারণ, জলই উদ্ভিজ্জাদির একমাত্র জীবন স্বরূপ; সেই জল দৈব কর্ত্তৃক পৃথিবীতে পতিত না হইলে, জলাভাবে সমস্ত উদ্ভিজ্জাদি বিনষ্ট হইতে পারে। অতএব এই বর্ষার সময় কোন্ কোন্ গাছ রোপণ করা বিধি; এবং তাহাদের পাইটবা কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। এই বর্ষার সময় অনেক রকম গাছ রোপণ করা যায়, কিন্তু মাটী সর্ব্বক্ষণ আর্দ্র থাকা প্রযুক্ত গাছ সকল রোপণ করিয়া মূলদেশে অধিক পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হয় না। তবে, স্থান-বিশেষে অর্থাৎ জমী উচ্চ নিম্ন বিবেচনায় জল ব্যবহার করিলে ভাল হইতে পারে। যে জমী সামান্য নীচু অর্থাৎ একটু নাবাল বোধ হইবে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সেই স্থানস্থ গাছের গোড়ায় মাটী ভরাট এবং সামান্য ঢালু করিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত, কারণ, ঐ সকল গাছের গোড়ায় নিয়তই জল বসিলে, ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

শিষ্য। বর্ষাকালে যে সকল গাছ রোপণ করা হইবে, সেই সকল গাছের পক্ষে ঐ রূপ নিয়ম অবলম্বন করিলে ভাল হয়, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু যে সকল গাছ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে রোপণ করা হইয়াছে, সেই সকল গাছের পাইট এই বর্ষার সময় কিরূপ নিয়মে করা উচিত?

গুরু। যে সকল গাছ বর্ষার পূর্ব্বে রোপণ করা হইয়াছে, ঐ সকল গাছের পাইট এমন কিছু বেশী নহে; তবে পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত যে, বর্ষার সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় বেশী পরিমাণে জল না বসিতে পারে। আর বর্ষাকালে ঐ সকল গাছের গোড়ায় নানা প্রকার ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইলে, তাহা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই নিড়াইয়া পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য; এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষ পরিদর্শন করা উচিত যে, ঐ সকল গাছে কোনরূপ কীট বা পিপীলিকা ধরিয়া গাছগুলিকে নষ্ট করিয়া না ফেলে, কারণ, আম্র ও নিছু গাছের গোড়ায় বর্ষার সময় পিপীলিকার বাসস্থান হওয়া অসম্ভব নহে।

শিষ্য। ঐরূপ পিপীলিকা ও কীটের আঘাত দ্বারা গাছ সকল নিস্তেজিত হইলে, তাহার উপায় কি প্রভো ?

গুরু। গাছের পক্ষে ঐ রূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে, কিছু ঘুঁটের ছাই গুঁড়া করিয়া গাছের মূলদেশে রাখিয়া দিবে, তাহাতে সমস্ত পিপীলিকা দূরীভূত হইয়া যাইবে। আর যদি এক রকম কালো কালো ছোট ছোট কীট (পোকা) আম্র গাছে ধরিয়া সমস্ত নূতন কচিপাতা কাটিয়া গাছকে নিস্তেজিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে (পূর্ব্ব উল্লেখিত) এক মোণ জলে এক ভরি হিং গুলিয়া ঐ জলে গাছগুলির সর্ব্বাঙ্গ রীতিমত ধৌত করিয়া দেওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নর্শরি হইতে টবের গাছ আনাইবার মন্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! একটী কথা নিবেদন করি এই যে, গাছের জন্য নর্শরিতে ফর্দ্দ পাঠান হইয়াছে, যদি শীঘ্র বৃষ্টি না হয়, তাহাতে গাছ সকল রোপণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে কি ?

গুরু। অর্ডার পাঠাইলেই যে গাছ সকল শীঘ্র আসিবে, তাহা নহে—অন্ততঃ ১০।১৫ দিন বিলম্ব হইবে, দেবচরিত্রের কথা বলা যায় না, ইতি মধ্যে কোন দিন বৃষ্টি হইলেও হইতে পারে। নিতান্ত যদি বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে, নর্শরির অধ্যক্ষগণ গাছ পাঠান বন্ধ রাখিয়া দিতে পারেন, কারণ, তাঁহারা পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়া আছেন যে, "কোন গাছ মরিয়া গেলে, তাহার

পরিবর্ত্তে বিনা মূল্যে নূতন গাছ পাঠাইয়া দিব"। এই কথা বজায় রাখিতে হইলে, বৃষ্টির অবস্থা না বুঝিয়া কোন ক্রমেই তাঁহারা গাছ পাঠাইবেন না।

শিষ্য। তাঁহারা গাছ সকল পাঠাইবার সময় যদি বড় বড় গাছ না পাঠাইয়া ছোট ছোট গাছ পাঠাইয়া দেন, তাহার উপায় কি প্রভো? পত্রে কিন্তু একথাটী বিশেষ করিয়া লেখা হয় নাই।

গুরু। নাই বা লিখিয়াছ, তাহাতে বিশেষ কোন দোষ হয় নাই। বড় বড় গাছ মজুত থাকা সত্বে ছোট ছোট গাছ কোন ক্রমেই তাঁহারা পাঠাইয়া দিবেন না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি প্রভো?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, বড় বড় গাছ শীঘ্র বিক্রয় না হইলে, তাহার জন্য বড়ই ভাবিত হইতে হয়, কিন্তু ছোট ছোট গাছ বিক্রয় জন্য তাদৃশ ভাবিত হইতে হয় না। ছোট ছোট গাছ বৎসরাবধি রাখিয়া যেমন বিক্রয় করিতে পারা যায়, তেমন বড় বড় গাছ রাখিয়া বিক্রয় করিতে হইলে, লাভাংশ পাওয়া দূরে থাকুক, আরও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

শিষ্য। কেন প্রভো, গ্রাহকেরা বড় বড় গাছ পাইলে ত বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন!

গুরু। গ্রাহকেরা সন্তুষ্ট হইলে কি হইবে বাপু! এ দিকে যে, বড় বড় গাছ তুলিয়া দূরদেশে পাঠাইলে, অধিকাংশ মরিয়া যাইবে। তাহার ক্ষতিপুরণ ত গ্রাহকেরা করিবেন না! এই কারণে গাছ-ব্যবসায়িগণ গাছ সকল সম্বৎসরের মধ্যে ২।৩ বার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নাড়িয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

শিষ্য। ঐ রূপে গাছ সকলকে নাড়িয়া বসাইলে, তাহাতে গাছের পক্ষে কি কোন উপকার হইয়া থাকে ?

গুরু। হাঁ, (যথাসম্ভব) নাড়াচাড়া করিলে, গাছ সকলের সাভাবিক কষ্ট ভোগ করা অভ্যাস জন্মিয়া যায়, তাহাতে কোন সময়ে সমধিক কষ্ট পাইলেও অনেকানেক গাছ বাঁচিয়াও যাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনায় গাছ সকলকে মধ্যে মধ্যে স্থানান্তরিত করা তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। বাস্তবিক যাঁহারা এইরূপ সুপ্রণালী অনুসারে গাছ রাখিয়া জোরের সহিত গ্রাহকগণের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন, অবশ্যই তাঁহারা গ্রাহকগণের নিকট প্রশংসিত হইবেন, তাহার আর কথা কি আছে ? নতুবা যে সমস্ত গাছ ঐ রূপে কখন নাড়াচাড়া করা হয় নাই, তাহাদিগকে আবশ্যকমত হঠাৎ এককালীন তুলিয়া কোন স্থানে পাঠাইতে পারেন না, এবং ঐ রূপ আ-নাড়া গাছ পাঠাইলেও নিরাপদে পৌছে না, পথি মধ্যে প্রায় সমস্তই শুষ্ক হইয়া যায়।

শিষ্য। আ-নাড়া গাছ হঠাৎ তুলিয়া কোন স্থানে পাঠাইলে অধিকাংশ নষ্ট হয়, তাহার কারণ কি ?

গুরু। ঐ সম্বন্ধে হঠাৎ তোমাকে বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন, তবে সংক্ষেপে বলিতেছি, হৃদয়ঙ্গম কর। গাছ সকল যে স্থানে প্রথমতঃ রোপণ করা থাকে, সে স্থানে অবশ্য উহাদিগের মূল সিকড় মাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহাতে যদি আবার ৫।৬ মাস কাল মধ্যে উহাদিকে একবারও উত্তোলন করা না হয়, মূল সকল মোটা হইয়া পড়ে ; এ জন্য ঐ মোটা সিকড় কাটিয়া গাছ সকল উত্তোলন করিতে হয়, সুতরাং ঐ রূপ সাংঘাতিক আঘাত পাইলে, গাছ সকল শুষ্ক হইয়া নিশ্চয়ই

মরিয়া যায়। এই হেতু ২।৩ মাসের মধ্যেই গাছ সকলকে স্থানান্তরিত করা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তজ্জন্য প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িগণ প্রায়ই বহু মূল্যের গাছগুলি টবে বসাইয়া রাখেন।

শিষ্য। প্রভো! আমি কোন কোন নর্শরিতে দেখিয়া আসিয়াছি যে, অনেক গাছ চৌকাবন্দী ভাবে জমীতে রোপণ করা রহিয়াছে।

গুরু। যে সকল গাছ অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহাদিগকে জমীতে চৌকাবন্দী করিয়া রাখিতে হানি নাই। আর যে সকল গাছ বেশী মূল্যবান্ তাহাদিগকে টবে রাখিলে ভাল হয়। টবের গাছ দূরবর্ত্তী স্থানে পাঠাইলে, একটীও নষ্ট হয় না। টব হইতে নামাইয়া জমীতে যে ভাবেই রোপণ করা হউক না কেন, শীঘ্রই জমীতে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ শ্রীধারণ করে। হটাৎ জমি হইতে তোলা গাছ অপেক্ষা টবের গাছ যে সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। প্রভো! গাছ সকল টবে বসাইয়া রাখিলে, বেশ শোভা হয় ত?

গুরু। শোভার জন্যই যে টবে গাছ রাখা হয়, তাহা নহে। টবে গাছ রাখা অধিক ব্যয়সাধ্য; সুতরাং অনেকেই পারিয়া উঠেন না। যাঁহারা অধিক লাভের প্রত্যাশা করেন না, এবং গ্রাহকগণ কি রূপে সন্তুষ্ট হইবেন, ইহাই যাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা, তাঁহারাই টবে গাছ বসাইয়া রাখেন।

শিষ্য। তবে টবের গাছ আনাইলে কি ভাল হয় না?

গুরু। হাঁ, তাহাই আনয়ন করা উচিত।

তৃতীয় অধ্যায়।

নারিকেল চারা রোপণ সম্বন্ধীয় কথা।

শিষ্য। নর্শরিতে পূর্ব্বে যে ফর্দ্দ পাঠান হইয়াছে, তাহার ভিতর নারিকেল চারা নাই, আপনি বলেন নাই, আমিও লিখি নাই—বাস্তবিক উহা যে বিশেষ আবশ্যকীয় গাছ তাহাও আমার স্মরণ হয় নাই।

গুরু। এ সকল কাজ ত কখন কর নাই বাপু! তাহা হইলে অবশ্যই স্মরণ হইত। যে কার্য্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ লিপ্ত থাকে তাহার উপস্থিত একটা স্মরণ শক্তি জন্মিয়া যায়। যাহা হউক, নারিকেল গাছ যে ফর্দ্দে লেখান হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, বিষয়টা বড় গুরুতর, এবং উহার সম্বন্ধে কতকগুলি কারণও উপলব্ধি হইয়া থাকে।

শিষ্য। তাই বুঝি আপনি ফর্দ্দে লেখান নাই? তবে বিশেষ করিয়া বলুন, শীঘ্রই আনাইবার চেষ্টা করিব।

গুরু। প্রথমতঃ নারিকেল গাছ ২।৩ রকম দেখা উচিত। একরকম, রোপণ করিলে শীঘ্র গাছবৃদ্ধি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ফল ধরিতে বেশী দিন বিলম্ব হইবে না,। তৃতীয়তঃ, খোল গুলি বড় বড় হইবে।

শিষ্য। তবে ঐ ভাবই লিখিয়া দিব।

গুরু। লিখিয়া দাও, কিন্তু নারিকেল-চারা যে, সমস্ত মনোমত ভাল পাইবে, তাহা বোধ হয় না। কারণ, সাধারণতঃ অনেকেরই জানা আছে যে, নারিকেল চারার মূলের নারিকেল (অর্থাৎ যেটী মাটীর ভিতর রোপণ করা হইবে সেইটী) আকারে বড় হইলে,

ফলও তদ্রূপ বড় হইয়া থাকে, এই রূপ সংস্কারে নারিকেল চারা খরিদ করিলে ভাল না হইয়া মন্দ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। তবে কিরূপ নারিকেল চারা আনাইলে ভবিষ্যতে কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। ভাল মন্দের বিষয় আর কি বলিব বাপু? কাঁকলী গাছের ফলের চারা হইলে ভাল হয়।

শিষ্য। কাঁকলী গাছ কাহাকে বলে ও কিরূপ প্রভো?

গুরু। কাঁকলী (অর্থাৎ বহুদিনের প্রাচীন [বুড়] গাছে যে, নারিকেল হয়), ঐ নারিকেলের চারা করিলে, তাহা অমর ও অল্প দিন মধ্যে ফলবান হয়; এবং ফলও অধিকন্তু জন্মিয়া থাকে ও ভিতরে খোলগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বড় হয়।

শিষ্য। বহুদিনের প্রাচীন গাছের নারিকেলের চারা যে, তাহা কিরূপে চিনিতে পারা যায়?

গুরু। চিনিবার উপায় আছে। যে চারাগুলি ছোট অবস্থায় বেশ মোটা মোটা হইবে তাহাই ঐ প্রাচীন (বুড়) গাছের ফলের চারা, নিশ্চয় জানিবে।

শিষ্য। তবে, পত্রে ঐ কথাগুলি বিশেষ করিয়া লিখিয়া বেশ মোটা মোটা ও বড় সাইজের কতকগুলি চারা আনয়ন করা যাউক।

গুরু। লেখ, আর নাই লেখ, ফলকথা, সমস্ত এক ভাবের চারা কখনই পাইবে না। পত্রে লিখিয়া খুব বড় বড় নারিকেল চারা আনাইলে অধিকাংশ মরিয়া যাইবে। আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, বড় চারা সকল উত্তোলন করিবার সময়,

তাহাদের সিকড় অধিকন্তু কাটিয়া যায়, সুতরাং বেশী সিকড়-কাটা গাছ সকল অসময়ে পঞ্চত্ব পাইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! আর ছোট ছোট চারা আনাইলে একটীও মরিবে না, এবং গাছ সকল শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া অচিরে ফুল ফল প্রসব করিবে। যাহা হউক, সকল কথা তোমার মনে নাও থাকিতে পারে। তজ্জন্য মেমো বহিতে স্মরণার্থে কথাগুলি টুকিয়া রাখ, পত্র লিখিবার সময় ভালরূপে লিখিয়া দিবে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আপনি নর্শরি সম্বন্ধে যখন যে কোন আবশ্যকীয় কথা উল্লেখ করিবেন, (তখনই তাহা) আমি এই মেমো বুকে টুকিয়া রাখিব। কারণ, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় বিস্মরণ হইবার সম্ভাবনা।

গুরু। হাঁ, ঐ সমস্ত কার্য্যপ্রণালী তোমার মনোমত করিয়া রাখিবে। তবে এই সময় আর একটী কথা বলি, টুকিয়া রাখ। ছোট ও মাঝারী ধরণের চারা বলিয়া লিখিয়া দিও। আর নারিকেল গুলি বড় হউক, আর নাই হউক, দেখিতে যেন বেশ গোলাকার হয়; এবং চারাগুলি মোটা মোটা, ও উর্দ্ধে ১ বা ১॥ হস্ত পরিমাণের অধিক উচ্চ হইবে না, এ কথাগুলিও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবে, তাহা হইলে নর্শরির কর্ম্মচারিগণ মনোযোগ পূর্ব্বক আদেশানুযায়ী অবশ্যই ভাল চারা বাছিয়া পাঠাইয়া দিবেন। এই সময় আর একটী কথা বলিয়া রাখি বাপু! নারিকেল চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি ধান্যের চিটা বা আগড়া জোগাড় করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ধান্যের চিটা কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, এবং কোথায় পাওয়া যায়, তাহা আমি জানি না।

গুরু। নারিকেল চারা রোপণ করিয়া ঐ গর্ত্তের ভিতর প্রত্যেক চারার গোড়ায় (অর্থাৎ নারিকেলটীর চতুর্দ্দিকে) অর্দ্ধ সের কি তিন পোয়া আন্দাজ (এমত পরিমাণে যাহাতে নারিকেলটী ঢাকা পড়ে) ধান্যের চিটা দিয়া তাহার উপর মাটী চাপা দেওয়া বিধি। আর ধান্যের চিটা এ সময় বিশেষ চেষ্টা করিলে, কোন না কোন চাষার বাটীতে (আবশ্যক মত) ২।৪ চারি মোণ পাইতে পার। কিছু মজুরী খরচ করিয়া আনাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে কিম্বা জালার ভিতর পুরিয়া রাখিতে হইবে।

শিষ্য। জালা যদি না পাওয়া যায়, বাহিরে কাঁড়ি করিয়া রাখিয়া দিলে ত চলিতে পারিবে?

গুরু। না বাপু, যেখানে সেখানে কাঁড়ি করিয়া রাখিলে, চলিবে না, কারণ, রৌদ্র, শিশির, জল ও বায়ু ধান্যের চিটায় লাগিলে, লবণাক্ত গুণ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

শিষ্য। প্রভো! নারিকেল চারার গোড়ায় ধান্যের চিটা দিয়া রোপণ করিলে, তাহাতে যে সকল উপকার পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। উহাতে যে ২।৩টী উপকার পাওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রুত হও। প্রথমতঃ, মাটী-বিশেষে উইপোকা নারিকেলে ধরিয়া ছোবড়া ও সিকড় গুলি নষ্ট করিয়া ফেলে। ধান্যের চিটা ব্যবহারে সে দোষ ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ, ধান্যের চিটা মাটীর ভিতর থাকিলে লবণাক্ত গুণ দূরীভূত হয় না। এ কারণ উহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ধান্যের চিটা মাটীর ভিতরে

থাকিলে, মাটী ফাঁপ রাখে, তাহাতে নূতন সিকড় স্বচ্ছন্দে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত উপকার প্রযুক্ত চারা সকল অবিলম্বে তেজস্কর হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

শিষ্য। কিন্তু নারিকেল চারার রোপণের পক্ষে সাধারণে বলিয়া থাকেন যে, "রোপণ করিবার সময় উহার গোড়ায় কিছু কিছু লবণ দিয়া রোপণ করিলে চারা সকল শীঘ্র বলবান হয়, এবং ফলও অধিকাংশ ধরে"।

গুরু। হাঁ, সাধারণের কথা মত লবণ দিয়া রোপণ করিলে ২।১টী উপকার হয় বটে, কিন্তু প্রথমতঃ লবণে যেরূপ ব্যয় করা হয়, ভবিষ্যতে ফলোৎপন্ন হইলে সেরূপ আশানুযায়ী ফল পাওয়া যায় না। নারিকেল গাছ লবণাক্ত দেশের গাছ বলিয়া রোপণ করিবার সময় উহার গোড়ায় লবণ দিয়া রোপণ করিতে হয়, এরূপ অনেকেই মনে করেন, কিন্তু আমরা তাহা প্রধান যুক্তি বলিয়া অনুমোদন করিতে পারি না। জল, বায়ু ও মৃত্তিকার গুণেই উপকারিতা প্রতীয়মান হইতে পারে। নচেৎ কেবল গোড়ায় লবণ দিয়া রোপণ করিলে কি হইবে? বাস্তবিক আমরা ভাল রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, লবণ ব্যব্যহারে ভবিষ্যতে কিছু ফল পাওয়া যায় না, আশু যাহা কিছু চারা অবস্থায় পাওয়া যায়।

শিষ্য। তবে এখন হইতে দিরুকে দিয়া কণ্ডকগুলি ধান্যের চিটা আনাইয়া রাখিব না কি?

গুরু। হাঁ, আবশ্যকীয় কার্য্য যত তৎপর হয়, ততই ভাল।

শিষ্য। যে আজ্ঞা।

গুরু। এক্ষণে আর একটী কথা বলি এই যে, এই নূতন বাগানের পুষ্করিণী কাটা তোলা মাটীতে পেপের আবাদ করিতে পারিলে, ২।৩ বৎসর বেশ লাভ হইতে পারে।

শিষ্য। পেপের আবাদ কোন্ সময়ে কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা আমি কিছুই অবগত নহি।

গুরু। কেন, পেপের আবাদের বিষয় পূর্ব্বে বার মাসের তালিকায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বিস্মরণ হইয়াছ না কি? বিশেষ চেষ্টা করিলে অনেক বিষয়ই শিক্ষা লাভ করিতে পার, ইহাতেও চেষ্টিত হও, অবশ্যই শিখিতে পারিবে।

শিষ্য। কেবল আমার চেষ্টায় কিছুই ফল হইবে না প্রভো! আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কার্য্যেই সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিব না।

গুরু। চারা সম্বন্ধীয় কথা যাহা যাহা উল্লেখ করিলাম, বোধ হয় অনেকই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এক্ষণে পেপের আবাদের কথা ব্যক্ত করি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

শিষ। আপনি যাহা ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আমার মঙ্গলার্থ। অতএব মনস্থ বিষয় অবশ্যই প্রকাশ করিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পেপের বীজ রক্ষা ও অবাদ প্রণালী।

(PREPARATION, DESCRIPTION AND CULTIVATION OF PAPPYA SEEDS.)

গুরু। আমাদের দেশে বোম্বাই ও গোলা এই দুই জাতি পেপে জন্মিয়া থাকে। এবং একটী পেপের বীজে চারা করিলে, উহাতে ৪।৫ রকম পেপে জন্মে।

শিষ্য। সে কি প্রভো! এ কথাত কখন শুনি নাই!

গুরু। ঈশ্বরই জানেন, বড়ই আশ্চর্য্য বাপু!

শিষ্য। উক্ত বিষয়ের কারণ আপনি কি কিছু অবগত নহেন?

গুরু। হাঁ, আমি যে পর্য্যন্ত অবগত আছি অবশ্যই বলিব বই কি। পেপের ভিতরে বোটার দিকে যে সকল বীজ থাকে, ঐ বীজে চারা হইলে, তাহার ফল লম্বাকৃতি হয়। আর মধ্যাংশের বীজে যে চারা উৎপন্ন হয়, তাহার ফল ঈষৎ লম্বাকৃতি নীচে উপর সমান গোলাকার হয়। আর নীচের দিকে যে সকল বীজ থাকে, ঐ বীজে চারা করিলে, তাহার ফল সম্পূর্ণ গোলাকার এবং পরিমাণে বড় অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। এই জন্য উহার নাম "গোলা পেপে" হইয়াছে।

শিষ্য। গোলা পেপের বিষয় যাহা অবগত ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন, বোম্বাই পেপে কাহাকে বলে প্রভো? উহা কি বোম্বাই দেশ-জাত?

গুরু। তাহা নহে। যেমন গোলা একটী জাতি, তেমনি বোম্বাই একটী স্বতন্ত্র জাতি। তবে সাধারণে, যে কোন ফল হউক, একটু বড় দেখিলেই বোম্বাই বলিয়া বিশেষণ দিয়া থাকেন।

শিষ্য। বোম্বাই ও গোলাতে প্রভেদ কি ?

গুরু। তোমায় আমায় যেমন প্রভেদ।

শিষ্য। আপনাতে আমাতে যে কত পরিমাণে প্রভেদ তাহার কিছু স্থিরতা নাই, উহাতেও কি তাই প্রভো ?

গুরু। এক রকম তাহাই বটে। আমি যে যে বিষয়ে প্রভেদ আছি, তাহা তুমি জানিতে পার নাই, সুতরাং এই গোলা বোম্বাই পেপের পার্থক্য কিরূপে জানিতে পারিবে ? বোম্বাই যতই কেন পাকিয়া উঠুক না, স্বাভাবিক গুণ বশতঃ থস্‌থসে হয় না ; যেমন অবস্থায় ভক্ষণ করা যাউক না কেন, কচ্‌কচ্‌ করিবেই করিবে। তার অতিশয় সুমধুর, অনেক পাকিলে যে (পান্‌সে বা) তারের হ্রাস হইবে তাহা নহে, বরং মিষ্টতার বৃদ্ধি রাখে। গোলা পেপে পাকিতে আরম্ভ হইলে, এক মাসের মধ্যেই এক থাক্‌ পেপে সমস্তই যেমন পাকিয়া উঠে, বোম্বাই সেরূপ পাকিয়া উঠে না। বোম্বাই পেপে পরস্পর বারমাস উৎপন্ন হইয়া থাকে, তজ্জন্য ঐ বারমাস অগ্রপশ্চাৎ করিয়া পর পর ২।১টী পাকিতে আরম্ভ হয় ; এই সকল বিশেষ গুণ থাকাতেই ব্রাহ্মণ শূদ্র তফাৎ বলিয়া অনেকেই বোম্বাইকে প্রশংসা করেন। তবে গোলা পেপে যেমন ওজনে ৴৫ পাঁচ সের পর্য্যন্ত দেখা যায়, বোম্বাই সেরূপ দেখা যায় না। যদিও ঐ রূপ হওয়ার সম্ভব, তাহা লম্বাকৃতি ; এক ফুট, (অর্থাৎ মুটম হস্ত পর্য্যন্ত) লম্বা হইয়া থাকে। ওজনেও প্রায় আড়াই সের পর্য্যন্ত হয়। ইহার বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইলে, পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন এই তিন মাসের মধ্যে যে সকল পেপে গাছে সুপক্ক হইবে, ঐ পেপে পাড়িয়া কোনরূপ যন্ত্র অর্থাৎ ছুরিকা দ্বারা ৩।৪ ফালি নিয়মে কাটিয়া, অঙ্গুলি বা

কোনরূপ কাঠির দ্বারা উহার ভিতরের বীজগুলি যত্ন পূর্ব্বক টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে। তৎপরে বিলম্ব না করিয়া ঘুঁটে পোড়া কাল ছাই গুঁড়া করিয়া ঐ বীজগুলির উপর উপর বেশ করিয়া মাখাইতে হইবে। বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, যেন ছাই মাখাইবার সময় বেশী নাড়াচাড়ায় চট্‌কান মত না হয়। তৎপরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! পেপের বীজ ছাই মাখাইয়া শুষ্ক করিবার আবশ্যক কি?

গুরু। পেপের বীজে ছাই মাখাইয়া শুষ্ক করিতে হয় কেন, এ কথাটা অতিশয় গুরুতর, কিন্তু সাধারণতঃ সামান্য কথা বলিলেও বলা যাইতে পারে। বিধাতার অনন্ত কৌশল কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই; সামান্য বীজ কেন, মহা মহা জীব জন্তু ও পক্ষী প্রভৃতির পর্য্যন্তও ঐ রূপ দুর্দ্দশা, তাহা কি তুমি কখন দেখ নাই,—শুন নাই? লালীয় সংযোগে যে বীজের উৎপত্তি তাহা শুষ্ক করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে। এ কারণ সেই লাল যাহাতে শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্য ঐ ছাই মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়।

শিষ্য। আপনি যেরূপ যুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে, কিন্তু আমি বলি যে, সহজে যাহা হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ঐ বীজগুলি কোন একটা পাত্রে রাখিয়া তাহাতে জল দিয়া রগড়াইয়া ধৌত করিয়া রৌদ্রে দিলে, শীঘ্র শুষ্ক হইতে পারে ত।

গুরু। আমার যুক্তি অপেক্ষা তোমার যুক্তি আরও গুরুতর কিন্তু তাহা সকল বীজের পক্ষে নহে, বিশেষ পেপের বীজের পক্ষে ত হইতেই পারে না।

শিষ্য। তাহার কারণ কি প্রভো ?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, পেপের বীজ জলে ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিলে, অনেকগুলি দোষ ঘটে। প্রথমতঃ এই এক দোষ, ৬ মাসের অতিরিক্ত তুলিয়া রাখিলে, চারা উৎপাদিকাশক্তি এক রকম হ্রাস হইয়া যায়। দ্বিতীয় দোষ—কচিৎ ঐ বীজে যে সকল চারা উৎপন্ন হয়, তাহাতে ফল উৎপন্ন হইলে, সেই ফলের তাদৃশ তার (মধুরতা) পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে ইত্যাদি দোষ লক্ষিত হয় বলিয়াই ধৌত করা নিষেধ হইয়াছে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এইবারে বিশেষ অবগত হইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলাম। যাহা হউক, শুষ্ক করিবার প্রণালীটা ভাল রূপে বলিয়া দিউন।

গুরু। শুষ্ক করিবার প্রণালী—বীজগুলি শুষ্ক করিবার সময় দিনের মধ্যে ২।৩ বার নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে। একাদি-ক্রমে ঐ রূপে ৮।১০ দিবস শুষ্ক করিতে পারিলে, রীতিমত শুষ্ক হইবে।

শিষ্য। পেপের বীজ শুষ্ক করিতে ৮।১০ দিন বিলম্ব হয় কেন ?

গুরু। পেপের বীজ শুষ্ক করিতে বিলম্ব হইবার কারণ এই যে, (বোধ হয় তুমিও দেখিয়া থাকিবে) ঐ বীজের উপরে, অতি পাতলা শ্বেতবর্ণের পীত (মসৃণ আবর্ত্তন কারক) আচ্ছাদন থাকে, এবং ঐ অচ্ছাদনের ভিতর জলের ন্যায় যে সামান্য রস থাকে, ঐ রসের সহিত বীজ শুষ্ক না হইলে, সুশৃঙ্খালায় চারা উৎপন্ন হয় না। এই কারণে ঐ রস ধৌত করা নিষেধ। সুতরাং ঐ রস গায়ে মারিয়া শুষ্ক করিতে হইলে, ৮।১০ দিন বিলম্ব হইয়া পড়ে।

শিষ্য। পেপের ভিতর যে এত কারিকুরী আছে, তাহা আমি এতদিন জানিতে পারি নাই, আপনার অনুগ্রহে বিশেষ বিবরণ শ্রুত হইয়া যথোচিত জ্ঞান লাভ করিলাম।

গুরু। বীজ সংগ্রহের কথা শুনিয়া কিছু শিক্ষা লাভ করিলে। এক্ষণে উহার আবাদ প্রণালী কিছু বলি শুন। পেপের আবাদ প্রায় সকল মাটীতে করা যাইতে পারে। কিন্তু পোলি ও দো-আঁশ মাটীতে যেমন ভাল হয়, অন্য মাটীতে তাদৃশ ভাল হয় না। যে জমীতে পেপের আবাদ করিবার ইচ্ছা হইবে, সেই জমীখানি সামান্য উচ্চ হওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। পেপের আবাদ নিম্ন জমীতে করিলে কোন দোষ ঘটিয়া থাকে কি?

গুরু। নিম্ন জমীতে পেপের আবাদ করিলে ভাল রূপ ফল পাওয়া যায় না। বিশেষ কথা, স্বল্প দিনের মধ্যেই গাছ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। পেপের বীজ বপন করিতে হইলে, পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস বাদে অন্যান্য সকল মাসেই বীজ বপন করা যাইতে পারে। কিন্তু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পেপের বীজ বপন করিবার নিয়মিত সুসময়।

শিষ্য। আপনি যে পৌষ ও মাঘ মাস বাদ দিয়া পেপের বীজ বপন করিতে বলিলেন কেন?

গুরু। পৌষ ও মাঘ মাস বাদ দিয়া পেপের বীজ বপন করিতে হইবে, এ কথাটা অসঙ্গত নহে। কেবল পেপের বীজ কেন, ঐ দুই মাসে কোন প্রকারেরই বীজ বপন করা যায় না। ঐ দুই মাসে দারুণ শীত উপস্থিত হয় বলিয়া শীত প্রযুক্ত কোন প্রকারের বীজ অঙ্কুরিত হয় না। তবে নিতান্তই যদি কোন

প্রকারের বীজ বপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোত্তাপিত ঈষৎ গরম জলে বা অগ্নিতে জল সামান্য গরম করিয়া তাহাতে বীজগুলি ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। তৎপরে পূর্ব্ব উল্লেখিত নিয়মানুসারে পুট্টলী বাঁধিয়া রাখিতে হয়। পুট্টলীর ভিতর বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে, জমীতে বপন করা বিধি। নতুবা ঐ দুই মাস বীজ বপন করিয়া যতই কেন জল দেওয়া যাউক না, কিছুতেই অঙ্কুরিত হইবে না। এই জন্য পূর্ণ শীত ঋতুতে কোন প্রকার বীজ বপন করা অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিমূলক।

অতএব পেপের আবাদ করিতে হইলে, চৈত্র কিম্বা বৈশাখ মাসে যে স্থানে সময়ে সময়ে কতক রৌদ্র ও কতক ছায়া পাওয়া যায়, এমত শমশীতল স্থানে একটী হাপর প্রস্তুত করিয়া ঐ হাপ-রের মাটী কোদাল দ্বারা কোপাইতে হইবে। তৎপরে যে কোন প্রকারের ছাই হউক না কেন, তাহা দুই অঙ্গুলি পরিমাণ উহার উপর ছড়াইয়া নিড়ান দ্বারা খুসিয়া ঐ ছাই হাপরক্ষেত্রের মাটীর সহিত মিশ্রিত করা বিধি। তৎপর দিন প্রাতঃকালে বীজগুলি ভিজাইয়া অপরাহ্নে ঐ হাপরক্ষেত্রে বপন করিলে সর্ব্বতোবাবে ভাল হয়।

শিষ্য। প্রভো! না ভিজাইয়া যদি শুষ্ক অবস্থায় বপন কবা যায়, তাহাতে কোন দোষ ঘটে কি?

গুরু। না ভিজাইয়া বপন করিলে, এমন কিছু বিশেষ দোষ ঘটে না বটে, তবে, শুষ্ক বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিছু দিন বিলম্ব হয়। বীজ সমস্ত বপন করার পূর্ব্বে কোনরূপ অনিয়ম হইলে, নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হয় না। যাহা হউক, ঐ রূপে

বীজগুলি বপন করা হইলে, তাহার উপর সতর্কতার সহিত হস্ত দ্বারা আল্‌গা ভাবে চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে স্বল্প পরিমাণে কতকগুলি ছাই ও কতকগুলি মাটী এক সঙ্গে মিশ্রিত করতঃ ঐ হাপরক্ষেত্রের বীজের উপর পুনঃ ছড়াইয়া হস্ত দ্বারা বেশ করিয়া ঢাকিয়া দেওয়া উচিত। বপন কার্য্য শেষ হইলে, ২।৩ তাড়ি বিচালী খুলিয়া খুব পাতলা ভাবে ঐ হাপর ক্ষেত্রের বীজের উপর বিছাইয়া উহার উপর ধীর-ভাবে (সাবধান পূর্ব্বক) কলসী কি বোমা দ্বারা জল ছড়াইয়া দেওয়া বিধি; এবং যতদিন পর্য্যন্ত বীজগুলি অঙ্কুরিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আবশ্যক মত ঐ প্রণালীতে জল ব্যবহার করিতে হইবে। আর এক কথা,—পেপের বীজের হাপরে পিপীলিকার বাসস্থান হওয়া অসম্ভব নহে, যদি ঐরূপ দুর্ঘটনা দৃষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ হাপরের আচ্ছাদিত বিচালীগুলি ধীর ভাবে উঠাইয়া পুনর্ব্বার উহার উপর কিছু টাট্‌কা ঘুঁটের ছাই গুড়া করতঃ ছড়াইয়া দিলে ঐ বীজের শত্রু পিপীলিকাগুলি অচিরে দূরীভূত হইয়া যাইবে। নিতান্ত যদি ঐ রূপ উপকরণের দ্বারা প্রতিকার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে, (পূর্ব্ব উল্লেখিত) কিছু নারিকেল ভাঙ্গা ঐ হাপরক্ষেত্রের এক পার্শ্বে রাখিয়া (উহার উপর পিপীলিকাগুলি আসিয়া জমিলে) অগ্নি দ্বারা সবংশে সংহার করা উচিত।

শিষ্য। পেপের বীজ অঙ্কুরিত হইতে কত দিন বিলম্ব হয় প্রভো?

গুরু। ৮।৯ দিনের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। পরে ২।৪টী বীজ অঙ্কুরিত হওয়া দৃষ্ট হইলে, অতি সাবধান পূর্ব্বক হাপরের

আচ্ছাদিত বিচালীগুলি উঠাইয়া ২।১ দিন বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে হইবে। তৎপরে বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হইয়া চারাগুলি ক্রমশঃ ২।৩ পাতা সমন্বিত দৃষ্ট হইলে, আবশ্যক মত সামান্য জলের ছিটা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। যদি কেহ অনবধান প্রযুক্ত বেশী জল দিয়া ফেলে, তাহা হইলে কি হয় প্রভো?

গুরু। এই সময় বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করিলে, কোচি চারা পচিয়া যাইতে পারে। তৎপরে চারাগুলি ৮।১০ পাতা (অর্থাৎ একটু বড়) হইলে জমীতে রোপণ করা কর্ত্তব্য:

শিষ্য। পেপের চারা জমীতে রোপণোপযোগী কত দিনে হইতে পারে? আর, এক বিঘা জমীতে কতগুলি চারা রোপণ করা বিধি?

গুরু। চারাগুলি দৃষ্ট হওয়া দিন পর্য্যন্ত প্রায় এক মাসের মধ্যেই ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হয়। এক বিঘা জমীতে ২৭০টী চারা রোপণ করা যাইতে পারে। যে জমীতে পেপের চারা রোপণ করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে এক চাষ বা দোয়ার (অর্থাৎ দুই চাষ) দিয়া এক প্রস্থ মোই দেওয়া আবশ্যক। চাষ দেওয়া হইলে, দীর্ঘে ও প্রস্থে ৫ হস্ত অন্তর অন্তর (মুটম হস্ত দীর্ঘে প্রস্থে) এক হস্ত গভীর এক একটী গর্ত্ত কাটিয়া ঐ প্রতিগর্ত্তের মৃত্তিকার সহিত এক এক মালসা ঘুঁটের বা অন্য কোন পাতা পোড়ান ছাই মিশ্রিত করিয়া ঐ গর্ত্তগুলির তিন অংশ বোঝাই করতঃ উহাতে কলসী দ্বারা বেশী পরিমাণ জল ঢালিয়া দেওয়া উচিত। এমন কি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গর্ত্তের মৃত্তিকা ইচ্ছানুরূপ জল শোষণ করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জল ঢালিতে হইবে। তৎ-

পর দিন অপরাহ্নে ঐ গর্ত্তে এক একটী চারা রোপণ করিয়া আবশ্যক মত জল দেওয়া বিধি। কিন্তু চারাগুলি রোপণ করিবার সময় দেখিতে হইবে যে, চারাগুলি হাপরক্ষেত্রে যে ভাবে রোপণ করা ছিল, ঠিক সেই ভাবে যেন রোপণ করা হয়।

শিষ্য। উল্লেখিত কথাটীর ভাব আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

গুরু। এই কথাটীতে কিছু ঘোরফের আছে বাপু, সেই জন্য বুঝিতে পার নাই, যাহা হউক, পুনর্ব্বার বলি শুন। হাপরক্ষেত্রে যে চারার পাতা, যে দিকে থাকিবে, তাহা উত্তোলন করিবার সময় ঠিক রাখিয়া তোলা আবশ্যক, কারণ জমীতে রোপণ করিবার সময় পূর্ব্বমত পাতা ঠিক সেইদিকে রাখিয়া রোপণ করা বিধি। এইবারে বুঝিতে পারিলে কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, পারিয়াছি। কিন্তু ঐ সম্বন্ধীয় একটা কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ রূপ নিয়মে চারা সকল রোপণ করিতে হইলে, এককালীন অধিক চারা উত্তোলন করা যাইতে পারে না। স্বল্প পরিমাণে ২।৪টী উত্তোলন করিয়া জমীতে রোপণ করা হইলে, পুনর্ব্বার ২।৪টী উত্তোলন করা আবশ্যক।

গুরু। হাঁ বাপু, ঐ নিয়মে কার্য্য করিতে যদি সুবিধা বোধ হয়, তাহাই করিবে। কিন্তু উল্লেখিত নিয়ম বজায় রাখা চাই।

শিষ্য। যদি ভ্রমবশতঃ উল্টাপাল্টা হইয়া যায়, তাহা হইলে কি কোন দোষ হয় প্রভো?

গুরু। পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বহির্ভূত হইলে, যে সকল দোষ ঘটে, তাহা বলি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—গাছ অধিকাংশ

অফলা বা রাঁড়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিও কোন গাছে ফুল ফল হয় বটে, কিন্তু বিলম্বে হয়। তৃতীয়তঃ কোন কোন গাছে ফুল হইলেও ফল হয় না। অতএব ভ্রমবশতঃ বিপরীত ভাবে রোপণ না করিয়া ঠিক হাপরে যে ভাবে স্বাভাবিক ছিল, সেই ভাবে পুনর্ব্বার জমীতে রোপণ করিয়া এক সপ্তাহ অপরাহ্নে অল্প অল্প পরিমাণে প্রত্যেক গাছের মূলদেশে জল দেওয়া উচিত। তৎপরে চারাগুলির অবস্থা একটু ভাল বোধ হইলে, নিড়ান দ্বারা উহার মূলদেশের মাটী সামান্য গভীরতায় (অর্থাৎ ১ অঙ্গুলি পরিমাণে) খুঁচিয়া ২।১ দিন বাদে পূর্ব্বমত জল দেওয়া বিধি। যে পর্য্যন্ত চারাগুলি উর্দ্ধে ১ হস্ত পরিমাণ বৃদ্ধি না হইবে, ততদিন, মধ্যে মধ্যে গোড়া খুসিয়া দেওয়া এবং আবশ্যকমত জল ব্যবহার করিতে হয়। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত ছাই ও মাটী মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক গাছের মূলদেশের গর্ত্তে কিছু কিছু দেওয়া আবশ্যক এবং মধ্যে মধ্যে (মাসে ১বার কি দুইবার) কোদাল দ্বারা সমস্ত জমী কোপাইতে হইবে, কারণ, বর্ষাকালে জমীতে ঘাস জঙ্গল হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য ঐ রূপ মধ্যে মধ্যে কোপাইবার ব্যবস্থা করিলে অপরিষ্কার হইতে পারিবে না। কিন্তু, নিয়ত বৃষ্টি হওয়া প্রযুক্ত যদি জমীতে জল সপ্‌সপ অর্থাৎ কর্দ্দম প্রায় বোধ হয়, তাহা হইলে, কোপান কার্য্য বন্ধ রাখিয়া যে সময় আকাশের বেশ ভাব গতিক ভাল বুঝিবে (বৃষ্টির ধরণ অবস্থায়) জমীতে কোপান কার্য্য আরম্ভ করা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! দেব চরিত্রের কথা বলা যায় না। যদি একাদিক্রমে নিয়তই বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য।

গুরু। একাদিক্রমে বৃষ্টি হইলেও পেপে গাছের পক্ষে কোন অনিষ্ট হইবে না। তবে কোপান কার্য্য বন্ধ রাখা প্রযুক্ত জমীতে ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইলে, পেপেগাছের পক্ষে যাহা একটু অনিষ্ট হইবে, তাহার উপায় নিড়ান দ্বারা সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে, যে সময় (অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষে কিম্বা আশ্বিন মাসে) পেপে-গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময় (পূর্ব্ব উল্লেখিত) মিশ্রিত ছাই-মাটী পুনর্ব্বার কিছু কিছু প্রত্যেক গাছের মূলদেশে দিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু তন্মধ্যে আর একটী কথা এই যে, যে সকল গাছে রাঁড়া ফুল ধরিবে তাহাদিগকে অবিলম্বে কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। রাঁড়া ফুল ধরিলে কি রূপে চিনিতে পারা যাইবে?

গুরু। রাঁড়া ফুল ও ফল হইবার ফুল সহজেই চিনিতে পারা যায়। যে সকল ফুলে ফল উৎপন্ন হয়, তাহারা বেঁটে বেঁটে মোটা ধরণের হয়। আর যে সকল ফুলে ফল উৎপন্ন হয় না, (অর্থাৎ রাঁড়া) তাহারা অল্প লম্বাকৃতি (অর্থাৎ চলিত ভাষায় যাহাকে ঢেঙ্গা কহে)।

শিষ্য। প্রভো! রাঁড়া পেপের গাছ কাটিয়া ফেলিতে হয় কেন?

গুরু। উহার সম্বন্ধে অনেকগুলি কারণ আছে, তবে মোটের উপর কথা এই যে, যে সকল গাছ অকর্ম্মণ্য তাহাদিগকে নিয়ত চক্ষের উপর দেখিতে হইলে মনোমধ্যে একটা বেদনা উপস্থিত হয়, এ কারণ, তাহাদিগকে সম্মুখ হইতে দূরীভূত করা নিতান্ত আবশ্যক। কেবল গাছের পক্ষেই যে ঐ রূপ নিয়ম হইয়াছে, তাহা নহে জীব জন্তু প্রভৃতি করিয়া (যে কেহ অকর্ম্মণ্য

হইলে) আদরণীয় হয় না। যাহা হউক, তৎপরে কার্ত্তিক মাসে যখন পূর্ণভাবে ফল উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইবে, তখন দেখা উচিত যে, যে সমস্ত ফল গায়ে গায়ে, কিম্বা ক্রমশঃ স্থানের অনাটনে (অর্থাৎ স্থানাভাব প্রযুক্ত) বাড়িতে পারিতেছে না এমত বোধ হইলে, সেই সমস্ত ফলের, মধ্যে মধ্যে যেগুলি অতি ছোট ছোট এবং যাহাদের আর বেশী বড় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, সেই গুলিকে অতি সাবধান পূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়া উচিত। ভাঙ্গিয়া দিবার সময় যেন পার্শ্বের ভাল ভাল ফলে আঘাত লাগিয়া বৃথা অপচয় না হয়।

শিষ্য। যদি ঐ রূপে মধ্যের মধ্যের ছোট ছোট পেপেগুলি ভাঙ্গিয়া স্থান প্রশস্ত করিয়া না দেওয়া হয়, তবে তাহাতে কোন বিশেষ দোষ ঘটে কি?

গুরু। এমন কিছু বিশেষ দোষ ঘটে না বটে, তবে, অতিরিক্ত ফল ধরিয়া স্থানের অভাব হইলে, কতকগুলি ফল ঠেসাঠেসিতে বাড়িতে পারে না। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হয়। তৎপরে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফলগুলি পাকিতে সুরু হইলে, (যে ফল-গুলি বেশ সুপক্ক হইয়াছে) এমত বিবেচনা করিয়া দুই এক দিন অন্তর অন্তর তাহাদিগকে পাড়িয়া লইতে হয়। কিন্তু পাড়িবার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত যে, ফলটী হস্ত হইতে প্রসারণ হইয়া মৃত্তিকায় না পড়ে। কারণ, যে কোন ফল হউক না কেন, ঐ রূপ পক্ক কি ডসক অবস্থায় মৃত্তিকায় পতিত হইয়া, যে স্থানেতে আঘাত লাগিবে, সেই স্থানটী অভক্ষ হইয়া পড়িবে। বিশেষ পেপে ফল পক্ক অবস্থায় অতিশয় নরম হয়। তাহা হঠাৎ মৃত্তিকায় সজোরে পড়িলে সহসা ফাটিয়া যাইতে

পারে; যদি নাও ফাটে, কিন্তু থেঁৎলাইয়া যায়। পেপে ফল উচ্চ শ্রেণীর ফলের মধ্যে গণ্য; উহা দেবদেবীর পূজায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ভক্ষণ করিলে শরীর শীতল হয়, সুতরাং ছোট বড় প্রভৃতি সকলেই প্রিয় ফল বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন।

এক বিঘা জমীর পেপের আবাদে বৎসরান্তে প্রায় দেড়শত টাকার ফল বিক্রয় হইয়া, প্রতি বৎসরে খরচা ও খাজানা বাদে একশত টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! পেপে গাছ কতদিন স্থায়ী হয়?

গুরু। পেপে গাছ ৫।৭।১০ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

শিষ্য। ঐ ৫।৭।১০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ভাল ফল পাওয়া যায় কি?

গুরু। না বাপু! তিন বৎসর পর্য্যন্ত যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, সে সকল ফল সচরাচর ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। তৎপরে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহা অতিশয় নিকৃষ্ট।

শিষ্য। তিন বৎসরের পর যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহা নিকৃষ্ট হইবার কারণ কি?

গুরু। প্রথম বৎসরের পেপে খুব বড় বড় হয়। দ্বিতীয় বৎসরে তাহার অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। তৃতীয় বৎসরে তাহা অপেক্ষা ছোট হয়। এই রূপে প্রতিবৎসর কমিয়া কমিয়া অতি ক্ষুদ্র হইয়া অব্যবহার্য্যের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য তিন বৎসর পরে কাটিয়া ফেলা উচিত।

শিষ্য। প্রথম বৎসরে পেপের আবাদ ও পাইট যেরূপে করিতে হয়, তাহা বিশেষ রূপে অবগত হইলাম। দ্বিতীয় বৎসর

কিরূপ প্রণালীতে জমী ও গাছের পাইট করিতে হইবে, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। দ্বিতীয় বৎসর বৈশাখ মাসে ঐ জমী সমস্ত একবার কি দুইবার কোদাল দ্বারা কোপাইয়া জমীর ঘাস জঙ্গল মারিয়া পরিষ্কার করিতে হয় এবং সমস্ত পেপেগাছে যে সকল শুষ্ক পাতা থাকিবে, তাহা কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়া গাছ সকল পরিষ্কার রাখা উচিত। আর এক কথা, পেপে গাছের গাত্রে যে সকল নূতন শাখা বাহির হইবে, তাহাও কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এবং প্রথম বৎসরের ন্যায় ছাই-মিশ্রিত-মাটী প্রত্যেক গাছের মূলদেশে ব্যবহার করা উচিত হয়। এই পর্য্যন্ত পেপে গাছের পাইট করিলে যথেষ্ট হয়; নতুবা আর কোনরূপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই।

প্রথম বৎসর যেরূপ অগ্রহায়ণ মাস হইতে পেপে পাকিতে সূচনা হয়, দ্বিতীয় বৎসর সেরূপ না হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে সূচনা হয়। প্রথম বৎসর ৫ মাসে যে পরিমাণে ফলোৎপন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বৎসর ১২ মাসেও সেরূপ উৎপন্ন হয় না; এমন কি প্রায় অর্দ্ধাংশ কমিয়া যায়। কিন্তু লাভালাভের বিষয় প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রায় সমান; তবে প্রথম বৎসরাপেক্ষা তৃতীয় বৎসর কিছু কম।

শিষ্য। প্রথম বৎসরাপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসর অর্দ্ধেক ফল প্রাপ্ত হইয়া সমান লাভ কিরূপে করা যায় তাহা আমার বোধগম্য হয় না।

গুরু। প্রথম বৎসর চাষ আবাদ করিতে যেরূপ অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে সেরূপ করিতে হয় না। আর প্রথম বৎসর কেবল পাঁচ মাস সময়ে পাকা ফল পাওয়া যায়, কিন্তু

দ্বিতীয় বৎসর সময় অসময় ১২ মাস পাকা ফল পাওয়া যায়, সুতরাং অসময়ের জিনিষ বলিয়া বেশী দরে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই কারণে পূর্ব্ব বৎসরের লাভের সহিত প্রায় তুল্যানুতুল্য হইয়া থাকে।

শিষ্য। উক্ত দুই বৎসর পেপের আবাদে সমভাবে লাভ হইয়া থাকে, তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে তৃতীয় বৎসর পেপের আবাদের পাইট কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমার উৎসাহ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। পাইট সম্বন্ধে অন্য কোন রকম ভেদাভেদ নাই, দ্বিতীয় বৎসরের ন্যায় পাইট করিলেই চলিবে।

শিষ্য। তৃতীয় বৎসরের লাভাংশ পূর্ব্বোক্ত দুই বৎসরের সমকক্ষ কেন হয় না?

গুরু। তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে! তৃতীয় বৎসরের ফলগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ছোট হয়, তজ্জন্য বিক্রয় করিয়া খরচা বাদে প্রায় ৫০।৬০ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! পেপের আবাদ প্রণালী অতিশয় হিতজনক ও লাভের কার্য্য বলিয়া বোধ হইল। আমি এই বৎসরই দুই বিঘা জমীতে পেপের আবাদ করিব।

গুরু। ভাল, ভাল, নূতন নূতন কৃষি বিষয়ে যতই তোমার মন আকর্ষিত হইবে, ততই সংসারের কষ্ট দূরীভূত হইবে।

শিষ্য। প্রভো! দুই বিঘা জমীতে পেপের চাষ করিতে হইলে, বীজ কত ভরি আবশ্যক হইবে?

গুরু। প্রায় ৫ ভরি হইলেই যথেষ্ট হইবে।

শিষ্য। তবে কোন্ সময় পেপের বীজ আনাইলে ভাল হয়।

গুরু। ফাল্গুন মাসের শেষ নাগাইত আনাইতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ফাল্গুন মাস ব্যতীত অপর কোন মাসে পেপের আবাদ কি করা যায় না?

গুরু। শীত কয় মাস বাদে সকল সময়ই পেপের বীজ বপন করা যাইতে পারে, তবে ফাল্গুন মাসে বীজ বপন করিলে, যেমন সমভাবে ফল পাওয়া যায়, অন্য মাসে সেরূপ পাওয়া যায় না।

শিষ্য। প্রভো! অন্যান্য গাছে যেরূপ কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে, পেপে গাছে সেরূপ কলম প্রস্তুত হয় না কি?

গুরু। হাঁ, হইয়া থাকে, কিন্তু উহাতে কতক সুবিধা কতক অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। তাহা শুনিবার এক্ষণে আবশ্যক নাই সময়ানুসারে ব্যক্ত করিব।

শিষ্য। পেপের আবাদ সম্বন্ধীয় কথা শ্রুত হইয়া অতীব সন্তোষ লাভ করিলাম। এক্ষণে কদলীবৃক্ষের রোপণ-প্রণালী শ্রুত হইতে বাসনা করি।

গুরু। ভালই ত! কলার চাষ মন্দ নয় বাপু! এক্ষণকার সময়োপযোগী চাষও বটে। আচ্ছা, উহার রোপণ-প্রণালী যদি শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, অবশ্যই বর্ণন করিব।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, প্রণাম হই, আশীর্ব্বাদ করুন।

গুরু। প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

কদলীবৃক্ষ রোপণ করিবার প্রণালী।

গুরু। কদলী ফল আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এবং ফলের মধ্যে যে বিশেষ আবশ্যকীয় ফল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কোন গৃহস্থের বাটীতে গাভী না থাকিলে বাটী যেমন শ্মশান তুল্য হয়, সেইরূপ কদলীবৃক্ষ না থাকিলে বাগানের অমঙ্গল হয়। মাঙ্গলিক কার্য্যের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাতে কদলী বৃক্ষ ব্যবহৃত হয়। এতৎসম্বন্ধীয় অনেক প্রকার বচন কোন কোন পুস্তকে প্রায়ই লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরা কালে মুনিঋষি ও মহা মহা রাজাধিরাজ এই কলার চাষ লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতেন। যাহা হউক, কদলীর চাষ যে ভারতের অগ্রগণ্য তাহা অনেককেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

কলার চাষ প্রায় সকল মাটীতেই করা যাইতে পারে। কিন্তু দো-আঁশ মৃত্তিকায় যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুরস ফল ফলে, সেরূপ বালি মাটীতে কিম্বা কড়ে এঁটেল মাটীতে ফলে না।

শিষ্য। উল্লেখিত দুই প্রকার মৃত্তিকায় কলার চাষ করিলে সুরস ফল উৎপন্ন হয় না কেন?

গুরু। তাহার কারণ এই যে, এঁটুলে মাটী সামান্য বৃষ্টি পাইলে সহজেই আর্দ্র হয়, এবং ৫।৭।১০ দিন অনাবৃষ্টি হইলে এককালে ৪।৫ হস্ত গভীর পর্য্যন্ত মাটী ফাটিয়া যায়। আর বালি মাটীতে যতই কেন বৃষ্টি হউক না ক্ষণেক কাল পরেই স্বাভাবিক ঝরঝরে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যতই কেন অনাবৃষ্টি রৌদ্র হউক না

নিম্নের ৮।১০ অঙ্গুলি অধিক নিরস কখনই হয় না। একারণ উক্ত দুই প্রকার মৃত্তিকায় কলার চাষ ভাল হয় না। যে জমীতে কলার আবাদ করা স্থির হইবে, সেই জমীতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস মধ্যে মধ্যে দুই বার লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা চাষ দিয়া জমীর ঘাস জঙ্গল মারিয়া ফেলা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! কলা গাছ কোন্ সময় রোপণ করিতে হয়?

গুরু। ১২ মাসের মধ্যে ১ মাস বাদে ১১ মাস রোপণ করা যায়। কিন্তু আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারি মাস বেশী অংশ রোপণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে "ডাক্ দিয়া বলেন রাবণ, কলা পোত আষাঢ় ও শ্রাবণ" এই বাক্য প্রমাণ করিতে হইলে, কদলীবৃক্ষ রোপণের প্রশস্ত কাল আষাঢ় ও শ্রাবণ। আর এক কথা,—"বিভীষণ বলেন ভাই, কলা কিরূপে রোপিত হয়, তাহা শিখি নাই" রাবণ বলেন,— "শুন হে ভাই, আট হাত পাই, এক হাত বাই, কলা গাছ রোপণ করগে ভাই। "কলা পুতে না কাট পাত, ঐতে কাপড় ঐতে ভাত" এই কথাগুলির মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিলে বাপু?

শিষ্য। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কলা গাছ রোপণ করিলে ভাল হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আট হাত পাই, আর একহাত বাই" ঐ কথা দুইটীর মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু। ঐ কথা দুইটীর মর্ম্ম এই যে, পাইয়ের অর্থ অন্তর, আর বাইয়ের অর্থ গভীর, আট হস্ত অন্তর অন্তর এক হস্ত গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া উহাতে এক একটী কলার তেউড় রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! কলার চারাকে তেউড় বলে কেন?

গুরু। বীজ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে "চারা" বলা যায়। আর এঁটে অর্থাৎ মূলদেশ হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে "তেউড়" বলা যায়।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, এই বারে বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে উহার পাইট কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। ক্রমশঃ সমস্তই বর্ণন করিব, ধৈর্য্য হও, উতলা হইও না। ইহার চাষ ২।৩ রকম প্রণালীতে করা যাইতে পারে, কিন্তু বর্ষার রোপণ-প্রণালী অনেকাংশে ভাল বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি—আষাঢ় মাসের প্রথমে, কোন্ কোন্ স্থানে কলার গাছ আছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। কারণ, চারাগুলি নির্দ্দিষ্ট না করিয়া সংগ্রহ করিলে প্রথমতঃ ভাল ভাল কলা উৎপন্ন হয় না।

শিষ্য। কলার তেউড় ভাল মন্দ কিরূপে পরীক্ষা করিতে পারা যায়?

গুরু। কলার তেউড় ভাল মন্দ পরীক্ষা করিবার অবশ্যই উপায় আছে। কলা গাছ যে বৎসর রোপণ করা যায়, সেই বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত রোপিত স্থানে, যে সকল গাছ বেশ সতেজিত থাকে, তাহাকে "নূতন যুবা ঝাড় কহে"। আর তিন বৎসরের পরে চারি বৎসরের ঝাড় হইলে, তাহাকে "পুরাতন বুড়া ঝাড়" কহে। ঐ নূতন ঝাড়ের তেউড় লইয়া রোপণ করিলে, তাহাতে যে কলা উৎপন্ন হয়, তাহা মন্দ হয় না, অপেক্ষাকৃত ভাল হয়; এবং গাছও বেশী দিন স্থায়ী হয়। আর পুরাতন

(বুড়া) ঝাড়ের তেউড় রোপণ করিলে কলা তাদৃশ ভাল হয় না এবং গাছও বেশী দিন স্থায়ী থাকে না।

শিষ্য। প্রভো! উহা পরীক্ষা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন বোধ হইতেছে।

গুরু। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজ কার্য্যও জটিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু জ্ঞাত হইলে তত অধিক কঠিন বোধ হয় না। তুমিও বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইলে, জাতি-বিশেষ ভাল ভাল কলার তেউড় অবশ্যই চিনিতে পারিবে; পুরাতন ঝাড় ও নূতন ঝাড় উভয়ে যে অনেকাংশে ভেদাভেদ আছে, তাহা দৃষ্টি করিলেই অবশ্যই চিনিতে পারা যায়; এবং ঐ উভয় ঝাড়ের তেউড়ে যে অনেকাংশ প্রভেদ আছে, তাহাও সহজে চিনিতে পারা যায়।

শিষ্য। কোন্‌গুলি বুড়া ঝাড়ের, ও কোন্‌গুলি নূতন ঝাড়ের তেউড় আপনি তাহা অবশ্যই চিনিতে পারিবেন; যে হেতু উক্ত বিষয়ে আপনি বিশেষ পরিপক্ক হইয়াছেন। আমি কৃষি-বিষয় সম্প্রতি পর্য্যালোচনা করিতেছি, তাহাতে অনেক বিষয়েই অজ্ঞাত আছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। সুতরাং ভালমন্দ কলার তেউড় বাছিয়া লওয়া আমার পক্ষে কঠিন বোধ হইবে; তবে আপনার অনুগ্রহে যদি বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে পারি, তখন যে যেমন কলার তেউড় অবশ্যই চিনিয়া লইতে পারিব।

গুরু। কলার তেউড় চিনিয়া লইবার সম্বন্ধে যে সহজ সঙ্কেত আমি জ্ঞাত আছি, তাহা ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল তেউড়ের গোড়া মোটা, অগ্রভাগ তাহা অপেক্ষা সোরু

(এমন কি পরিমাণে অর্দ্ধেক) এবং ঐ তেউড়ের বাল্‌দো অতিশয় লম্বা, পাতাও খুব বড় বড়, চৌড়া, ও সামান্য পাতলা হয়, সেই সমস্ত নূতন ঝাড়ের তেউড় নিশ্চয় জানিবে। আর, বেশী পুরাতন ঝাড়ের তেউড়ের আগা গোড়া প্রায়ই সমভাবে মোটা হয়, এবং বাল্‌দো ও পত্র, কিছু ঘন, অপেক্ষাকৃত ছোট হয়।

শিষ্য। ঐরূপ হয় কেন প্রভো? উহার কারণ আপনি কিছু জ্ঞাত আছেন কি?

গুরু। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, তত্ত্ববিৎ মহাত্মগণ কার্য্যের কারণই প্রমাণ করিয়া থাকেন। কদলীবৃক্ষ রূপান্তরের যে কারণ আছে, তাহা অবশ্যই প্রামাণ্য। অতএব উক্ত সম্বন্ধীয় কারণ আমি যাহা জ্ঞাত আছি, বিবৃত করিতেছি। কলার চারা যৎকালে রোপণ করা হয়, তৎকালে এক হস্ত বা কিছু বেশী পরিমাণ গর্ত্ত খুঁড়িয়া বসান উচিত। তৎপরে উহা হইতে প্রথম চারা উৎপন্ন হইবার সময় প্রায় অর্দ্ধ হস্ত উপর হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে।

শিষ্য। আমি দেখিয়াছি, যেন (খুব নীচে) কলাগাছের মূল দেশ হইতে চারা বাহির হইয়া থাকে।

গুরু। কলাগাছের সিকড়েতে তেউড় উৎপন্ন হয় না; সিকড় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই তেউড় উৎপন্ন হয়। ঐ তেউড় উৎপন্নের স্থানকে চলিত ভাষায় "এঁটে" কহে। ঐ এঁটের উপরে পর পর তিন বৎসর তেউড় বাহির হইলে, ক্রমশঃ উপরে ভাসিয়া উঠে। যত নিম্ন হইতে উপরে তেউড় ভাসিয়া উঠিতে থাকে, ততই তেউড় নিস্তেজিত হইয়া উক্ত রূপ

শ্রী ধারণ করে, সুতরাং ঐ দুর্ব্বল তেউড়ের ফল তাদৃশ ভাল হয় না। কেমন বাপু! আমার কথাগুলি মনে লাগিল কি?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ প্রভো। আপনি যে কারণ দর্শাইলেন, তাহা আমার মনঃপূত হইয়াছে। এক্ষণে একটী কথা নিবেদন করি এই যে, প্রথমে এক হস্ত গভীর গর্ত্তে চারা রোপণ না করিয়া দুই হস্ত বা ততোধিক গভীর গর্ত্ত করিয়া চারা রোপণ করিলে, পরিণামে ভাল হইতে পারে, ঝাড়ও বেশী দিন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা।

গুরু। না বাপু, তাহা নিয়ম নহে, কারণ কলার তেউড় বেশী বড় রোপণ করা বিধি নহে। ঊর্দ্ধে দেড় হস্ত হইতে দুই হস্ত পর্য্যন্ত লম্বা কলার তেউড় রোপণ করা বিধি। (অর্থাৎ ৫ হইতে ১২ পাতা পর্য্যন্ত) চারা রোপণের সুনিয়ম।

শিষ্য। প্রভো! ১২ পাতা কাহাকে বলে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। বুঝিতে পারিলে না বাপু, তবে আর এক ভাবে বলি শুন। প্রথমে এঁটে হইতে তেউড় বাহির হইলেই একটী শলাকার ন্যায় দৃষ্ট হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে, এক একখানি করিয়া পাতার বাইল বাহির হইতে থাকে, ঐ ১২ পাতা বাইল বাহির হইলেই সেই তেউড় উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করা বিধি। উহার অধিক (অর্থাৎ ১৪।১৫।১৬ কি ২০ পাতা) বড় গাছ রোপণ করা বিধি নহে।

শিষ্য। আমি দেখিয়াছি যে, অনেকে খুব বড় বড় (অর্থাৎ কুড়ি পাতা পর্য্যন্ত) কলাগাছ রোপণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা কি অবিধি কার্য্য?

গুরু। খুব বড় বড় কলার তেউড় উত্তোলন করিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলে, তাহার কলা তাদৃশ ভাল হয় না, তবে উহার এঁটে হইতে যে তেউড় উৎপন্ন হয়, তাহাতে রীতিমত কলা জন্মাইয়া থাকে। আর ছোট ছোট কলার তেউড় তুলিয়া স্থানান্তরে রোপণ করিলে ক্রমশঃ তাহারা তেজস্কর হইয়া রীতিমত কলা প্রসব করে। এই সকল দোষ ঘটে বলিয়াই ছোট ছোট তেউড় রোপণ করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

শিষ্য। কৃষি-সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ই যে, আপনার কণ্ঠস্থ তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে উহার রোপণ প্রণালী কিরূপ, তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। রোপণ প্রণালীর নিয়ম—খোন্তা কি সাবল দ্বারা নির্দ্দিষ্ট চারাগুলিকে উত্তোলন করাইয়া ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে ২।৩ দিন রাখিয়া দেওয়া বিধি। তৎপরে চতুর্থ দিনে ঐ সকল চারার গোড়ায় এঁটে ও সিকড় যাহা বেশী বোধ হইবে, তাহা কোনরূপ শাণিত অস্ত্র বা কাটারী দ্বারা চাঁচিয়া ফেলা উচিত; এবং উহার শিরোভাগের প্রত্যেক বাল্‌দোর পাতা খানিক খানিক কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

শিষ্য। চারা সকলের গোড়ায় এঁটে ও সিকড় যাহা বেশী বোধ হইবে, তাহা চাঁচিয়া ফেলিবার আবশ্যক কি?

গুরু। পুরাতন এঁটে ও সিকড় সহিত চারা রোপণ করিলে, নূতন সিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হয়, এবং যদি জলবসা জমী হয়, তাহা হইলে, ঐ পুরাতন এঁটেতে পচা ধরিয়া, গাছ সকল বিনষ্ট হইতে পারে। উক্ত কারণ বশতঃ পুরাতন এঁটে ও সিকড় কতক কতক চাঁচিয়া ফেলিয়া রোপণ করিতে হয়, তাহা না হইলে শীঘ্র

নূতন সিকড় বাহির হয় না, সুতরাং গাছসকল ক্রমশঃ নিস্তেজিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর কথিত প্রণালী অনুসারে রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে অনিষ্টের পক্ষে আর কোন সন্দেহ থাকে না। গাছ সকল বেশ সুডৌল হইয়া দিন দিন শ্রী ধারণ করিতে থাকে, এবং অচিরে ফলোন্মুখী হইয়া মোচা প্রসব করে। আর এক কথা,—পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি যে, দীর্ঘে প্রস্থে ৮ হস্ত অন্তর অন্তর ১ এক হস্ত গভীর এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহাতে এক একটী কলার চারা রোপণ করিতে হইবে; এবং রোপণ কালে চারাগুলির মূলদেশে মাটী বেশ করিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, বর্ষার জল মূলদেশে প্রবেশ করিলে, এঁটেতে পচা ধরিয়া গাছ সকল নষ্ট হইতে পারে। প্রথম দিন উক্ত নিয়মে রোপণ-কার্য্য শেষ করিয়া, ২।৪ দিন পরে পুনর্ব্বার ঐ রোপিত চারাগুলির মূলদেশের মাটী, বাঁশ বা কোনরূপ কাষ্ঠের নাদ্‌না দ্বারা রীতিমত ঠাসিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। প্রভো! চারাগুলি রোপণ করিবার সময় একবার গোড়ায় মাটী রীতিমত চাপিয়া দিতে হইবে, বলিলেন, পুনর্ব্বার ঐ মাটী ঠাসিয়া চাপিয়া দেওয়ার আবশ্যক কি?

গুরু। যত দিন না ঐ সকল রোপিত চারার নূতন পাতা বাহির হইবে, সেই পর্য্যন্ত ৪।৫ দিন অন্তর অন্তর একবার মাটী ঠাসিয়া চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, চারাগুলি যৎকালে রোপণ করা হয়, তৎকালে চারা সকল স্বাভাবিক হৃষ্টপুষ্ট থাকে, তৎপরে ক্রমশঃ রৌদ্র পাইয়া আন্তরিক রস মরিয়া গায়ে শুষ্ক প্রায় হইয়া অতিশয় কৃশ হয়, সুতরাং লোল পড়িয়া গোড়ার

মাটী ক্রমশঃ ফাঁক হইয়া আসিলে, বর্ষার জল তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে এক একবার মাটী ঠাসিয়া চাপিয়া দিলে উক্তরূপ মারত্য ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না। তৎপরে চারা সকল মাটীতে রীতিমত সংলগ্ন হইয়া ২।৪টী নূতন পাতা উৎপাদন করিলে, আর সহসা কোনরূপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই; তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা উচিত যে, নানা প্রকার ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হইয়া চারাগুলির মূলদেশ অপরিষ্কার না করিতে পারে। তৎপরে আশ্বিন মাসের শেষ কি কার্ত্তিক মাসে (অর্থাৎ বর্ষা অন্তে) সমস্ত কদলী-ক্ষেত্র কোদাল দ্বারা কোপাইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু মাটী উচ্চ-ভাবে নীচে ঢালু রাখিয়া ভরাট করিয়া দিতে হইবে। আর এক কথা,—গাছগুলি যখন বেশ সতেজিত হইয়া মোচা ফেলিবার উপক্রম হইয়া আসিবে, তাহার পূর্ব্ব হইতে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে যে, কেহ যেন গাছের পাতা কাটিতে না পারে।

শিষ্য। প্রভো! কলাগাছের পাতা কাটা একেবারে বন্ধ করিতে হইবে, এ কথার ভাব আমি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না।

গুরু। আমার কথার ভাবার্থ এই যে, নিতান্ত আবশ্যক বিধায় খুব বড় বড় গাছ হইতে স্বল্প পরিমাণে (অর্থাৎ ২।১ খানির অর্দ্ধাংশ করিয়া কাটিয়া লইলে তাদৃশ হানি হয় না; নতুবা স্বল্প বয়স্ক চারা গাছ হইতে পাতা কাটিয়া লইলে, অঙ্গচ্ছেদন বেদনায় তাহারা ক্রমশঃ নিস্তেজিত হইয়া মৃত্যুপ্রায় হয়। সুতরাং অতিশয় দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভাল কলা প্রসব করিতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে বচন পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, "কলা পুতে না কাট

পাত, ঐতে কাপড় ঐতে ভাত।" বাস্তবিক এই বচনের অনুসরণ করিতে হইলে, কলা গাছের পাতা কাটা কখনই সঙ্গত হয় না।

শিষ্য। প্রভো! কলা গাছ রোপণ করা হইলে, কত দিন পরে ফলবতী হয়?

গুরু। তাহা নির্ণয়ের একটী নিয়ম আছে বাপু, কলাগাছ রোপণ করা হইলে, তাহা মাটীতে সংলগ্ন হইয়া যখন নূতন মাইজ পাতা বাহির হইবে, সেই অবধি প্রায় ১২ মাসে কলাগাছ ফলবতী হয়, তবে জমীর উর্ব্বরতা অনুর্ব্বরতা বিধায় ২।১ মাস অগ্র পশ্চাতেও ফল উৎপন্ন হইতে পারে। মোচা বাহির হওয়া দৃষ্ট হইলে, পুনর্ব্বার ঐ সকল গাছের মূলদেশের সমস্ত ঘাস জঙ্গল মারিয়া ক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে ফেলিয়া দেওয়া উচিত।

শিষ্য। কার্য্যগতিকে ঐ সময় যদি ঘাষ জঙ্গল না মারিতে পারা যায়, তাহা হইলে, গাছের পক্ষে কি কোন অনিষ্ট হয়?

গুরু। বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা নহে, তবে ঐ অবস্থায় গোড়ায় ঘাস জঙ্গল থাকিলে, কলার গাত্রে এক রকম কালো কালো ফুট ফুট চিহ্ন হয়, তৎকারণে কলাগুলি দেখিতে কদর্য্য হয়, এবং আস্বাদনেও একটু তফাৎ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, মোচা হইতে ক্রমশঃ সমস্ত কলা বাহির হইলে, আর যখন বাহির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, এমত বিবেচনা হইলে, কোন প্রকার অস্ত্র দ্বারা মোচটী কাটিয়া ফেলা উচিত। মোচাটী কাটিবার সময় যে একটু গোলযোগে পতিত হইতে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন; সেই জন্য মোচা ভাঙ্গিবার প্রণালী আর এক রকম যাহা আছে, ব্যক্ত করিতেছি। মোচাটী যত পরিমাণে উর্দ্ধে থাকিবে, সেই পরি-

মাণে এক খানি বাঁশ কি কোন রূপ শক্ত কাষ্ঠ লইয়া মোচাটীর উপর দিয়া এমন ভাবে ঠেলা মারিতে হইবে যে, মোচার বোঁটা ধনুকের মত দোমড়াইয়া মাতৃ ক্রোড়োন্মুখী হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বোঁটাটী পুট করিয়া ভাঙ্গিয়া ভূতলশায়ী হইবে। আর এক যুক্তি এই যে, বাঁথারীর অগ্রভাগে একখানি কাস্তে বাঁধিয়া কাটিয়া ফেলিতে পারা যায়।

শিষ্য। প্রভো! মোচা না কাটিয়া যদি স্বাভাবিক রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহাতে কি কিছু দোষ ঘটে?

গুরু। মোচা যথাসময়ে না কাটিয়া ফেলিলে, কিছু বিলম্বে কলাগুলি পুষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়।

শিষ্য। মোচা কাটিয়া ফেলিবার উপযুক্ত সময় কিরূপে জানিতে পারা যায়?

গুরু। তাহা সহজেই জানিতে পারা যায় যে, মোচা বাহির হওয়া হইতে যে পর্য্যন্ত কলা ধরিবার বিধি আছে, তাহা ধরে, তৎপরে যখন সমস্ত ফুল ঝরিতে আরম্ভ হইবে, সেই সময়ের মধ্যেই মোচা কাটিয়া ফেলিলে ভাল হয়।

শিষ্য। ঐ রূপ মোচা কাটার পর কলাগুলি কত দিনে খাদ্যোপযোগী হইয়া থাকে?

গুরু। ব্যঞ্জনে যে কলা ব্যবহৃত হয়, (অর্থাৎ যাহাকে কাঁচ্‌কলা কহে) উহা মোচা কাটার দিন হইতে প্রায় ২ মাসে ব্যবহারোপযোগী হইয়া উঠে। আর, যেসকল কলা পাকা অবস্থায় ভক্ষণ করা যায়, উহা মোচা কাটার দিন হইতে প্রায় ৪ মাসে খাদ্যোপযোগী হয়; কিন্তু শীতকালে, ৫।৬ মাস লাগিয়া থাকে?

শিষ্য। শীতকালে এত বিলম্বে কলা পুষ্ট হয় কেন?

গুরু। শীত ঋতুতে কলা শীঘ্র পুরিয়া উঠে না, তাহার কারণ এই যে, শীতকালে উত্তরদিকস্থ বায়ু নিয়তই বহিতে থাকে, ঐ বায়ুর এমন স্বাভাবিক শৈত্যতা গুণ আছে যে, তাহা দ্বারা পৃথিবীস্থ অনেক বস্তুই জড়িভূত হইয়া সহজে বৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব কলাগুলি কাঁদিতে বেশ পুষ্ট (অর্থাৎ ২।১টী পাকিতে আরম্ভ হইলেই কাঁদি সহিত গাছ কাটিয়া ফেলা উচিত, এবং উহার গোড়ায় যে এঁটে থাকিবে, তাহাও কোদাল বা সাবল দ্বারা তুলিয়া সেই স্থানে মাটী বেশ করিয়া চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শিষ্য। এঁটে যদি থাকিয়া যায়, তাহাতে কিছু দোষ ঘটে কি?

গুরু। হাঁ বাপু, উহাতে বিশেষ দোষ ঘটিতে পারে। কলা সহিত গাছ কাটা হইলে, উহার গোড়ার এঁটেও তৎক্ষণাৎ তুলিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে হয়। নতুবা এঁটে পড়িয়া থাকিলে, ক্রমশঃ পচিয়া উহাতে এক রকম সাদা সাদা কীট (পোকা) জন্মাইয়া ক্রমশঃ তাহারা পুরাতন এঁটে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন এঁটেতে প্রবেশ করে। তাহাতে অন্যান্য কলাগাছের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। এমন কি অনেক গাছে কলা পর্য্যন্তও উৎপন্ন হয় না, কতক মরিয়াও যায়। তৎপরে প্রতি বৎসর (বর্ষা অন্তে) অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসে কলা-ক্ষেত্র ঢালা কোপাইবার সময় প্রতি ঝাড়ে ফলকর গাছ বাদে অফলা ছোট, বড় ও মাজারী তেজস্কর ৩টী গাছ বাছিয়া রাখিয়া, অতিরিক্ত গাছ সকল তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। প্রভো! ঝাড়ে বেশী পরিমাণ কলাগাছ জন্মাইলে কতক অংশ তুলিয়া ফেলিতে হয় কেন?

গুরু। ঝাড়ে নিয়মের অতিরিক্ত গাছ থাকিলে, উহাতে বিশেষ হানি হইতে পারে। কারণ, এক স্থানে ২।৪টি গাছের অতিরিক্ত থাকিলে, তাহাতে যে কলা উৎপন্ন হয়, তাহা সংখ্যায় কম ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয় এবং আস্বাদনও তত ভাল হয় না। আর এক দোষ ঘটে এই যে, অল্প কাল মধ্যেই ঝাড় জঙ্গলময় হইয়া সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কথিত প্রণালী অনুসারে কলার চাষ করিতে পারিলে প্রতি বৎসর বিঘা প্রতি খরচা বাদে প্রায় দেড় শত টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। কলার আবাদ-প্রণালী শ্রুত হইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। এক্ষণে একটি কথা নিবেদন করি এই যে, কল্য কোন নর্শরির এক খানি ক্যাটালগের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কতকগুলি ফলের গাছ চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি, আপনি যদি সেই সকল ফলের বিবরণ কোনরূপ জ্ঞাত থাকেন, তাহা আমাকে বলিয়া সুখী করুন।

গুরু। ক্যাটালগে নানা প্রকার ফল ফুলের গাছের তালিকা যাহা লেখা থাকে, তৎসমস্তের গুণাগুণ ও রোপণ-প্রণালী বর্ণন করা এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন, তবে যেগুলি নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছ, তাহা উল্লেখ কর, তদ্বিষয় কিছু বর্ণন করি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, ক্রমশঃ উল্লেখ করিতেছি শ্রুত হউন।

গুরু। আচ্ছা বল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কতকগুলি ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

শিষ্য। নানা প্রকার পিচ কিরূপে জন্মায়?

গুরু। উহা পশ্চিমে কোন কোন স্থানে বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, তবে এখানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক যত্নে হইয়া থাকে। সকল স্থানে সকল মৃত্তিকাতে পিচের আবাদ করিতে পারা যায়। পিচের আস্বাদন অতিশয় মধুর ও উচ্চ শ্রেণীর ফলের মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু মৃত্তিকার গুণে ছোট বড় আকারে জন্মিয়া থাকে। ইংরাজেরা পিচকে অতি সুখাদ্য ফল বলিয়া অধিক মূল্য দিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। বাস্তবিক পিচ অতি মূল্যবান্ ফল।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো, নাশপাতি কিরূপ ফল, উহার বৃত্তান্ত কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। নাশপাতি বিদেশীয় ফল, উচ্চ জমীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সকল স্থানে সকল মৃত্তিকায় আবাদ করিলে রীতিমত ফল জন্মায় না। তবে যদি ঠিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া আবাদ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সম্পূর্ণ না জন্মাইলেও কম পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নাশপাতি এক প্রকার মেওয়া ফলের মধ্যে পরিগণিত; আস্বাদন খুব ভাল, অধিক মূল্যবান্ ফল।

শিষ্য। সেফ ফল কি রকম প্রভো?

গুরু। সেফ নাশপাতির ন্যায় একরূপ ফল, তবে নাশপাতির সহিত যে ২।১ রকমে প্রভেদ আছে, তাহা সময়ানুসারে বলিয়া দিব।

শিষ্য। আলুবোখারা কেমন ফল ও কিরূপ জন্মে, এবং কি প্রকারে ব্যবহার করা যায়?

গুরু। আলুবোখারা সকল স্থানে সকল মাটীতে উৎপন্ন হয় না। উচ্চ জমীতে রোপণ করিতে পারিলে, রীতিমত ফল জন্মিয়া থাকে। যেখানে সেখানে উহার চাষ করিলে, গাছ সকল ততোধিক সতেজিত হইয়া যথাসময়ে ফল প্রসব করে না। আলু-বোখারা ফলে বেশ অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে; অন্যান্য প্রকারে খুব কম পরিমাণে ব্যবহার হয়।

শিষ্য। আঙ্গুর ফলের বৃত্তান্ত কিছু জ্ঞাত আছেন কি?

গুরু। আঙ্গুর, শীত প্রধান দেশের ফল। দ্রাক্ষালতা যাহাকে কহে, তাহা হইতেই ঐ ফল উৎপন্ন হয়। দ্রাক্ষালতার আবাদ সকল স্থানে করিতে পারা যায়, এবং ফল বিস্তর জন্মায়। কিন্তু উহার আবাদ-প্রণালী স্বতন্ত্ররূপ, তাহা রীতিমত না জানিতে পারিলে, বৃথা পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হয়; তবে আমি যে পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছি, তাহা আর এক সময় উল্লেখ করিব। উহার আবাদ যদি করিতে পার, বড়ই সুখের বিষয়।

শিষ্য। এননা মিরিকেটার বিষয় কিছু বলিতে পারেন কি?

গুরু। এননা মিরিকেটা, এমেরিকা দেশের মেওয়া ফল। ভারতবর্ষে উহার আবাদ করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্তু ফল তত পূর্ণ পরিমাণে জন্মায় না; কিছু কম পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এবং স্থান-বিশেষে অনেক গাছ অফলা হইয়া পড়ে। ঐ ফলের আকার ছোট ছোট কাঁটালের ন্যায়; পাকিলে বেশ সুগন্ধযুক্ত। আস্বাদন ঠিক মেওয়া ফলের ন্যায়।

শিষ্য। আমি যে সকল ফলের কথা উল্লেখ করিলাম, উহার মধ্যে কোন্ কোন্ ফলে অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে ?

গুরু। উক্ত সকল ফলেই অম্ল প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

শিষ্য। না, না, প্রভো, আমার বলিবার ভ্রম হইয়াছে, আমি বলি যে, কোন্ কোন্ ফল অম্ল-রসাত্মক বা অম্লমধুর ?

গুরু। অম্ল-স্বাদ অনেক ফলেতেই কিছু কিছু থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল ফল অম্ল-রসাত্মক, তাহাকে সুখাদ্য ফল বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো! আমিও কোন কোন গ্রন্থে এই রূপ কথা পাঠ করিয়াছি যে, "যে সকল ফলে অম্ল রস থাকে, তাহাতে সহসা কোন উপকার হয় না, বরং অপকার হয়।"

গুরু। হাঁ বাপু, সেই জন্য বলিতেছি যে, নানা প্রকার ফলের গুণাগুণ অগ্রে বিশেষ রূপে অবগত হইয়া রোপণ করিতে পারিলে ভাল হয়।

শিষ্য। যে সকল ফলে প্রকৃত অম্ল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাদিগের নামোল্লেখ করুন।

গুরু। আম্র, তেঁতুল, চাল্‌তা, আমড়া, কৎবেল, জলপাই, পেনেড়া, কেওড়া, নানা প্রকার লেবু, বঁইচ, বিলম্বি, সর্ব্ব রকম কুল, মাদার, আনারস, দেশী করমচা, চীনের করমচা, দেশী কামরাঙ্গা, চীনের কামরাঙ্গা, চীনের পেয়ারা, আলুবোখারা, আঙ্গুর, টেপারী, টমেটো, চিকুরী, আম্‌লকী নউড় ইত্যাদি।

শিষ্য। উল্লেখিত ফল সকলের চারা কিরূপে রোপণ করিতে হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করুন।

গুরু। উল্লেখিত ফল সকলের চারা রোপণ করিতে হইলে, কঠিন মাটীতে রোপণ করিতে হয়, সেইজন্য এ দেশে বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক রোপণ ও আলন পালন করিলেও অধিক দিন পরে গাছ সকল ফলবান হইয়া উঠে। এই সকল ফলের গাছ যদি বাগানে রোপণ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, অবশ্যই আনাইতে পার, রোপণ করিবার জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না; রোপণ, প্রতিপালন, এবং ফল ধরিবার কৌশল সহজ প্রণালীতে উল্লেখ করিব; কিন্তু এই সমস্ত ফলের কলমচারা আনাইতে পারিলে ভাল হয়। যাহাই হউক, আপাততঃ আবশ্যকমত চারাগুলি আনাইয়া বাগানের স্থানে স্থানে যথারীতিতে বসাইয়া দাও, পরে নিয়মমত পাইট করিলেই হইবে।

শিষ্য। ঐ সকল গাছ এক্ষণে রোপণ করিয়া, পাইট কত দিন পরে আবশ্যক হইবে?

গুরু। এই বর্ষার সময় যে সমস্ত গাছ রোপণ করিতে হইবে, তাহাদিগের গোড়ার পাইট আগামী কার্ত্তিক মাসে করা বিধি। এক্ষণে গাছগুলি রোপণ করিয়া, যাহাতে জীবীত থাকে, তদ্বিষয়ে কেবল চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, তবে উল্লেখিত গাছগুলির একখানি ফর্দ্দ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নর্শরিতে পাঠাইয়া দেওয়া যাউক।

গুরু। হাঁ, দিতে পার, কিন্তু উহার মধ্যে ২।৪ রকম গাছ এক্ষণে আনাইবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। কোন্ কোন্ গাছ এক্ষণে আনাইবার আবশ্যক হইতেছে না, তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। চীনের আনারস, নাশপাতি, পেক, আলুবোখারা, আপেল এবং আঙ্গুর।

শিষ্য। ঐ কয়েক প্রকার গাছ এক্ষণে রোপণ করা যাইতে পারে না কি?

গুরু। না বাপু।

তৎপরে শিষ্য পূর্ব্বোক্ত নর্শরিতে পত্র লিখিয়া অন্যান্য কয়েক প্রকার গাছ আনাইয়া গুরুদেবকে বলিলেন, "পত্রের লিখিত সর্ব্বপ্রকার গাছ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আপনি একবার দৃষ্টিপাত করিলে ভাল হয়। পরে বাগানে পাঠাইয়া রোপণের বন্দবস্ত করা যাইবে"। গুরুদেব গাছগুলি দেখিয়া বলিলেন, "গাছগুলি হঠাৎ উত্তোলন করা হইয়াছে, যাহা হউক, নিতান্ত মন্দ নহে, এক্ষণে বাক্স হইতে উঠাইয়া কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে।

শিষ্য। বৈঠকখানার সম্মুখে, গাছের নিম্নে, ছায়া স্থানে, (যেখানে পূর্ব্বে একবার গাছ রাখা হইয়াছিল সেই স্থানেই) রাখিয়া দেওয়া যাউক।

গুরু। না বাপু, এক্ষণ বর্ষাকাল, সদা সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হইতেছে, ঐ স্থানে গাছ রাখিয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; কারণ, এই গাছগুলি বাক্সে বোঝাই অবস্থায় জল পাইয়া নিতান্তই খারাপ হইয়া আসিয়াছে, তাহার উপর পুনঃ জল পাইলে সমস্ত গুলিই শীঘ্রই মরিয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। তবে যেস্থানে রাখিয়া দিলে ভাল হয়, আপনি আজ্ঞা করুন, মালীকে রাখিয়া দিতে বলি।

গুরু। ঐ যে বাটীর ঘরের পার্শ্বে ৩ দিক্ খোলা লম্বা চালা বাঁধা হইয়াছে, ঐ চালার মেজেতে কিছু শুষ্ক মাটী বিছাইয়া তাহার উপর গাছগুলি বসাইয়া রাখা উচিত। পরে ৪।৫ দিন গত হইলে রোপণ করা যাইবে।

শিষ্য। প্রভো! ঐ রূপ অবস্থায় গাছগুলিকে ৪।৫ দিন ঘরের ভিতর ঐ রূপে না রাখিয়া হঠাৎ রোপণ করিলে কি দোষ হয়?

গুরু। বিশেষ দোষ না ঘটিলে নিষেধ করিবইবা কেন। পথিমধ্যে বর্ষার জল পাইয়া গাছের মূলদেশের মাটী প্রায় গলিত হইয়া পড়িয়াছে, ঐ অবস্থায় গাছ সকল রোপণ করিলে, যে ২।৩টী গুরুতর দোষ ঘটে, তাহা বিশেষ করিয়া বলি শ্রুত হও। প্রথমতঃ এই এক দোষ,—গাছগুলি রোপণ করা হইলে, ঐ দিন বা উহার পরদিন, যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে, ঐ রোপিত গাছের গোড়ার মাটী নিতান্ত নরম হইয়া পড়ে, সুতরাং ঐ অবস্থায় সামান্য বাতাস পাইলেই গাছ সকল সহজেই কাইত হইয়া পড়িতে পারে; কাইত গাছকে খাড়া করিতে হইলে, গাছের সমস্ত সিকড় টানপ্রযুক্ত নাড়াচাড়া পাইয়া ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে ঐ গাছে সামান্য রৌদ্র লাগিলে, পাতা সকল ক্রমান্বয়ে হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ঝরিয়া পড়ে, ও গাছের অগ্রভাগ হইতে পচা ধরিয়া ক্রমান্বয়ে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ আর এক দোষ, ঐরূপ অবস্থায় গাছ রোপণ করিয়া গাছের গোড়ার মাটী বেশ করিয়া যদি চাপিয়া দেওয়া হয়, এবং ঐ স্থানের মাটী যদি আঁটুলে হয়, তাহা হইলে বর্ষা অন্তে ঐ গাছের মূলদেশের মাটী চাপা-দোষে পাথরের ন্যায় কঠিন হয়, সুতরাং তাহার ভিতর বিন্দু মাত্রও

জল প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না, ও গাছের শিকড় ঐ কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে পারে না, তাহাতে ঐ গাছের অগ্রভাগ ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয়। তৃতীয়তঃ অপর এক দোষ, ঐ রূপ অবস্থার গাছ রোপণ করিলে, কথিত দুইটী দোষের হস্ত হইতে এড়াইলেও, এড়ান যাইতে পারে, কিন্তু শীঘ্র বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল মারাত্মক দোষ ঘটে বলিয়া বর্ষার সময় গাছ সমস্ত ঘরের ভিতর শুষ্ক মাটীতে কাঁড়ি-হাপরে ৪।৫ দিন রাখিয়া রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, এক্ষণে বিশেষ কারণগুলি ভালরূপ জানিতে পারিলাম, কিন্তু অপর সাধারণে বলিয়া থাকেন যে, বর্ষাকালে, গাছ উত্তোলন ও রোপণ করার প্রশস্ত সময়।

গুরু। হাঁ, বাপু, কথাটী সত্য এবং চির প্রথাও বটে, কিন্তু কোন কোন বীজের চারার পক্ষে সঙ্গত হয়, (কলমের চারার পক্ষে নহে;) তাহাও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি না, কেন না, বীজের চারার পক্ষেও পাক্‌প্রকারে ঘোর বর্ষার সময় নিষেধ করা রহিয়াছে। শুনিয়াছি (বলিতে পারি না) কোন কোন দেশে ভাদ্র মাসে গাছ রোপণ করিতে নাই, এবং কোন কোন দেশে শ্রাবণ মাসে রোপণ করিতে নাই, এ কথা প্রকাশ থাকিলেও শ্রাবণ ভাদ্রমাসে গাছ রোপণ করিলে যে বিশেষ দোষ ঘটে, তাহা কিন্তু কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, নিতান্ত বর্ষার সময় গাছ রোপণ করিলে, অবশ্যই একটা না একটা দোষ ঘটিয়া মরিয়া যায়; বাস্তবিক ভাদ্রমাসে পচানী বর্ষার সময় গাছ রোপণ করিলে মরিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এবং দেখা যায় যে, পূর্ব্বকার রোপিত

অনেক গাছের মূলদেশে জল বসিয়া সিকড় পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য। প্রভো! ঘরের ভিতর শুষ্ক মাটীর উপরে গাছগুলি কাঁড়ি করিয়া রাখার কারণ এই যে, ঐ শুষ্ক মাটী গাছের মূলদেশের নরম মাটীর রস গ্রহণ করিয়া উহাকে নিরস করিয়া ফেলিবে, কিন্তু ২।৩ দিক্ খোলা, চালা-ঘরের ভিতর গাছ রাখিবার প্রথা হইল কেন?

গুরু। ২।৩ দিক্ ফাঁকা এমত ঘরে না রাখিয়া যদি চতুর্দ্দিক আবদ্ধ এমত ঘরে গাছ রাখা হয়, তাহা হইলে বাহিরের সুমিষ্ট সমীরণে বঞ্চিত হইয়া গাছগুলি গরমে হাফ্‌সে দারুণ কষ্ট ভোগ করে। তজ্জন্যই বলিতেছি যে, ২।৩ দিক্ খোলা ঘরে নিরাপদ স্থানে যত্নপূর্ব্বক গাছগুলিকে রাখিয়া দিলে, সহসা কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারিবে না।

তৎপরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! গাছ সকল বাগানে লইয়া যাওয়া হউক।

গুরু। হাঁ, পাঠাইয়া দাও।

উল্লেখিত নিয়মে ৪।৫ দিন গাছ রাখিয়া তৎপরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, প্রভো! অদ্য গাছগুলি রোপণ করা যাইতে পারে না কি?

গুরু। হাঁ, রোপণ করিবার সময় হইয়াছে বটে, তবে আমি এই সময় আর একবার দেখিয়া রোপণের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, অবশ্যই দেখিতে পারেন; তাহাই প্রার্থনীয়।

তৎপরে গুরুদেব গাছগুলি দেখিয়া বলিলেন যে, আরও ২।৩ দিন গাছগুলি এইরূপ অবস্থায় রাখিয়া দিলে ভাল হয়।

শিষ্য। এখনও কি গাছগুলি রোপণোপযোগী হয় নাই প্রভো?

গুরু। হাঁ, এক রকম হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলদেশের মাটীতে এখনও সামান্য রস আছে।

শিষ্য: ঐ মাটী রীতিমত নীরস হওয়া, কিরূপে জানিতে পারা যায়?

গুরু। তাহা জানিতে পারার সহজ সঙ্কেত এই যে, যখন ঐ সকল গাছের ২।১টী পাতা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ঝরিতে আরম্ভ হইবে, তখন জানিবে যে, গাছ সকলের মূলদেশের মাটী রীতিমত শুষ্ক হইয়াছে, এবং ঐ সময় রোপণ করিলে, সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। কথিত অবস্থা জ্ঞাত হইয়া গাছগুলি রোপণ করিলে, ৭।৮ দিনের মধ্যেই গাছের নূতন (কচি) পাতা এবং সিকড় বাহির হইতে আরম্ভ হইবে।

শিষ্য। তবে গাছ সকল যে যে স্থানে রোপণ করা হইবে, সেই সেই স্থান আপনি চিহ্ন করিয়া দিউন, এক একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখা হউক।

গুরু। গাছ রোপণের পূর্ব্বে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিলে রাখিতে পারা যায় বটে, কিন্তু বর্ষাকালের নিয়ম নহে, কারণ,ঐ গর্ত্তে জল জমিলে পূর্ব্ব পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া যাইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখা অনুচিত।

তৎপরে আরও ২।৩ দিন গত হইয়া গেলে, শিষ্য গুরুদেবের কথানুসারে মালীকে গাছ সকল রোপণ করিতে আদেশ

করিলেন। মালীও গাছ সকল রোপণ করিবার জন্য তৎপর হইল। যদিও মালী অনেক কার্য্যে বিশেষ দক্ষ, তথাচ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া হঠাৎ কোন গুরুতর কার্য্যে সাহসিক হয় না, তাহা গুরুশিষ্যে উভয়েই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু অদ্য এই রোপণ কার্য্যের জন্য মালী তত ভীত হয় নাই; পূর্ব্বে যেরূপ শিক্ষা করিয়াছিল, সেইরূপ প্রণালীতে নিজে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় গুরুদেব বলিলেন, মালী! এই গর্ত্তগুলি কিছু প্রশস্ত হইয়াছে উহাতে বড়ই অসুবিধা হইবে, যাহা হউক যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে একটা কর্ম্ম কর, যে যে স্থানে যে যে গাছ রোপণ করা হইবে, সেই সেই স্থানের সন্নিকট অগ্রে এক একটী গাছ রাখিয়া দেখিতে হইবে (যে, ঐ গাছের মূলদেশের মাটীর থোল কি পরিমাণ বড়) যে পরিমাণে থোল বড় হইবে, তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত ৪।৫ অঙ্গুলি ফাঁদে ও গভীরে গর্ত্তগুলি খুঁড়িবে, এবং পাতার বন্ধনগুলি খুলিয়া অতি সাবধানে (ধীরভাবে) রোপণ করিয়া চতুর্দ্দিকের মাটি টানিয়া গর্ত্তগুলি ভরাট করতঃ হস্ত দ্বারা রীতিমত চাপিয়া দিবে। সমতল জমী অপেক্ষা রোপিত গাছের গোড়ার মাটী সামান্য উচ্চ ভাবে রাখিয়া নিম্নে ঈষৎ ঢালু মানাইয়া এমন ভাবে চাপিয়া দিবে, যেন বর্ষার জল পড়িবা মাত্র অনায়াশে গড়াইয়া যাইতে পারে। তৎপরে ঝোমা দ্বারা অল্প অল্প জলে, সাবধানে গাছগুলির সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া দিবে।

এই সময় আর একটী কথা বলিয়া দিই শুন। ইহার মধ্যে নানা জাতীয় যে সকল লেবু গাছ আছে, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত গাছ রোপণ করিবার সময়, তাহাদের অগ্রভাগের শাখা প্রশাখা

ঊর্দ্ধমুখে ঠিক সোজা ভাবে রাখিয়া রোপণ করিবে; গোড়া বা মধ্যস্থল বাঁকা কি হেলা থাকিলে, কোন ক্ষতি হইবে না। আর নানা জাতীয় লেবু গাছ যত আছে, সকলই উক্ত ভাবে রোপণ করা বিধি। এবং দক্ষিণদিকে সামান্য কাইত ভাবে বসাইবে। আর জ্যৈষ্ঠ মাসে যেসকল আম্রের কলম রোপণ করা হইয়াছে, উহার মূলদেশে জল দাঁড়াইবার জন্য যে আইল বাঁধা আছে, উক্ত আইল সমস্ত ভাঙ্গিয়া জমী সমতল করিয়া দিবে, এবং ঐ আইলের ভাঙ্গা মাটী কতকগুলি লইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় এমন ভাবে হস্ত দ্বারা চাপিয়া দিতে হইবে যে, বর্ষার জল ঐস্থানে কোন মতে বসিতে না পারে।

মালী। আপনি যাহা যাহা অনুমতি করিলেন, সমস্তই ঠিক হইবে, তাহার জন্য কোন ভাবিত হইবেন না। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ হইতেছে যে, যে সকল গাছ উপস্থিত বসান হইয়াছে, তাহা পরিমাণ মত মাটীর ভিতর ডুবাইয়া বসান হইয়াছে কি না?

গুরু। হাঁ, আর একটু তুলিয়া (তাসা ভাবে) বসাইতে পারিলে ভাল হইত, যাহা হউক উহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, আর যেন ঐরূপ না হয়।

শিষ্য। মালী যেরূপ প্রণালীতে যে কয়টী গাছ বসাইয়াছে, উহাতে ভবিষ্যতে কি কোন অনিষ্ট হইবে?

গুরু। ভবিষ্যতে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই, তবে উপস্থিত নূতন পাতা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইবে, তাহাতে কিছু হানি হইবে না। জগদীশ্বরের কৃপায় গাছগুলি যেমন নির্ব্বিঘ্নে রোপণ করা হইল, তেমনি উহাদিগকে লালন পালন বা পাইট করিবার

নিয়ম যথারীতিতে শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। তুমি এ পর্য্যন্ত যত কলম দ্বারা রোপণ করিয়াছ, রীতিমত পাইট করাতে সকল গুলিই জীবীত আছে, একটীও শুষ্ক কি মরে নাই। গাছ রোপণ করিলেই ফলোৎপন্ন হইবে, এ জ্ঞান সাধারণতঃ সকলেরই আছে, কিন্তু পালন-শিক্ষা অভাবে আশা পূর্ণ করিতে পারেন না, পরিশেষে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গাছ ব্যবসায়ীদিগকে অযথা মন্দোক্তি করেন।

শিষ্য। যদি পাইট অভাবে গাছ সকল মরিয়া যায়, তাহা হইলে, রোপিত গাছের পাইট কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ব্যক্ত করুন।

গুরু। এই বর্ষার সময় কোন রূপ পাইট করিবার আবশ্যক নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দেখা উচিত যে, কোন গাছের গোড়ায় বা তাহার ৩।৪ ফিট নিকটে বর্ষার জল জমিয়া না থাকিতে পারে।

শিষ্য। বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া গাছের গোড়ায় জল জমিয়া থাকিলে তাহাতে কি অপকার হয়?

গুরু। অল্পবয়স্ক গাছের মুলদেশে জল জমিয়া থাকিলে; নূতন সিকড় বাহির হয় না, এবং পুরাতন সিকড়ে পচা ধরিয়া গাছ নষ্ট হইতে পারে। আরও এক দোষ ঘটে এই যে, ভাদ্র মাসের চট্‌কা রৌদ্রের সময় ঐ সকল গাছের গোড়ার মাটী নরম থাকিলে, তাহাদিগের পাতা উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়।

শিষ্য। আপনি আমাকে অনেক কথা এমন ভাবে বলেন যে, তাহা আমি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। অতএব "চট্‌কারৌদ্র" কিরূপ তাহা বিশেষ করিয়া বলুন।

গুরু। ঐ রূপ অস্বাভাবিক ভাষা কোন কার্য্য গতিকে নিঃসৃত হইয়া পড়ে। কথাটী মন্দ নয় বাপু, সংক্ষেপ কথা; উহার ভাবার্থ অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শিষ্য। যাহা হউক, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। আচ্ছা, বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রুত হও। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র যেমন সমভাবে খরতর তেজে প্রকাশ পায়, ভাদ্র মাসে সেরূপ প্রকাশ হয় না; ক্ষণেক বৃষ্টি, ক্ষণেক রৌদ্র হয়। বৃষ্টির পরক্ষণেই যে রৌদ্রটুকু প্রকাশ হয়, তাহা বড়ই আদরের জিনিষ। কিন্তু কৃষিকার্য্যের পক্ষে চট্‌কারৌদ্র কতদূর উপকারক তাহা বলিতে পারি না, অনুভবে বোধ হয় যে, উদ্ভিজাদি সম্বন্ধে অনিষ্ট কারক হইতে পারে। আর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইলেও কিন্তু কোন বস্তু নষ্ট হয় না। আর দেখ, ভাদ্র মাসের চট্‌কা রৌদ্রে বাঁশের গাঁইট শুষ্ক হইয়া চট্ চট্ শব্দে ফাটিতে থাকে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো। চট্‌কা রৌদ্রের বিবরণ শ্রুত হইয়া ভ্রম দূরীভূত হইল। এক্ষণে বর্ষা গত হইলে রোপিত গাছের পাইট কিরূপ সম্ভবে তাহাই শ্রোতব্য।

গুরু। বর্ষা অন্তে, শীতের প্রারম্ভে, কার্ত্তিক মাসে ঐ সমস্ত গাছের মূলদেশের মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে, তাহার চারিদিকে এক হস্ত পর্য্যন্ত নিড়ান বা সাবল দ্বারা মাটী খুড়িয়া সামান্য অন্তরে রাখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে ২।৩ বৎসরের পচা গোময় সার এবং পুরাতন পুষ্করিণী ঝাড়ান মাটী এই দুইয়েতে সমান অংশে মিশ্রিত করিয়া প্রখর সূর্য্যোত্তাপে শুষ্ক করা আবশ্যক। রীতিমত শুষ্ক হইলে, গাছের গোড়ায় দিয়া গর্ত্তগুলি ভরাট করা উচিত।

পরে উহার উপরে জল ব্যবহার করিতে হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এখনও বলিতেছি যে, জল ব্যবহারের পর দিন ঐ গাছের গোড়ার মাটী নিড়ান বা খোন্তা দ্বারা খুঁচিয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু মাটী বেশ শুষ্ক না হইলে পুনর্ব্বার জল দেওয়া উচিত নহে। এক্ষণে আর একটী কথা বলিয়া রাখি এই যে, যে কয়টী বিলাতী কুল গাছ রোপণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত যেন কোনরূপে রূপান্তর হইয়া অপ্রকৃত ফল প্রসব না করে। বাস্তবিক অনেকেই বিলাতী কুল গাছ রোপণ করিয়া ভবিষ্যতে তাহা হইতে দেশী কুল প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। বিলাতী কুলগাছ রোপণ করিলে তাহা হইতে দেশী কুল উৎপন্ন হয়, এমন অসম্ভব কথা কখন শুনি নাই, অতএব উহার গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করুন।

গুরু। উহার গুহ্য কথা এই যে, বিলাতী কুলগাছ দুই প্রকার কলমে প্রস্তুত হইয়া থাকে, যথা,—এক প্রকার চোং কলম, একপ্রকার বডিং কলম, (অর্থাৎ চোক কলম), কিন্তু উভয় কলমই প্রথম হইতে দেশী কুল চারা হইতে করিতে হয়। একারণ গাছ রোপণ করিলেই দেশী কুল গাছের অংশটুকু নিম্নে আছে বলিয়াই উহা হইতে ক্রমাগত নূতন শাখা বাহির হয়, ঐ শাখা বলবান হইয়া বিলাতী শাখাটুকুকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। সে কি প্রভো, তবে উপায় কি!

গুরু। উপায় আছে বই কি, অগ্রে জ্ঞাত হওয়া উচিত যে, প্রকৃত বিলাতী কুলের শাখা বাহির হইয়াছে কি না, যদি তাহা না হয়, তবে দৃষ্ট মাত্রই দেশী অংশের শাখা কাটিয়া ফেলা উচিত।

গুরু। কোন্‌টী বিলাতী ও কোন্‌টী দেশী কুলের শাখা কি প্রকারে চিনিতে পারা যাইবে?

গুরু। পূর্ব্বে জানা না থাকিলে হঠাৎ চিনিতে পারা যায় না, তবে ফল ধরিলে জানা যায়।

শিষ্য। তাহা ত বুঝিয়াছি, তবে প্রথমে যখন কচি কচি ডাল বাহির হইবে, তখন কিরূপে চিনিয়া কাটিয়া ফেলা যাইবে।

গুরু। হাঁ, তাহাই আমার কথার নিগূঢ় ভাবার্থ, ঐ কচি ডালগুলি চিনাই ত বিশেষ আবশ্যক। চিনিবার সহজ উপায় যাহা আছে, তাহা বলি শুন। মূল কলমের বিলাতী অংশ হইতে যে ডাল বাহির হয়, উহাতে সামান্য ১।১টী কাঁটা থাকে। আর নিম্নের দেশী অংশটুকু হইতে যে ডাল বাহির হয়, তাহাতে অধিক কাঁটা থাকে, এবং পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়। আর এক সঙ্কেত,—যে স্থানে কলম বসান হইয়াছিল, সে স্থানটী অপেক্ষাকৃত মোটা ইষৎ গাঁইটের ন্যায় দৃষ্ট হইবে।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো, আপনার কৃষি-বিদ্যার জ্যোতিতে ভারত সমুজ্জ্বল; পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়া জগৎকে অম্লান বদনে শিক্ষা দিতেছে। নীতি শিক্ষা অপেক্ষা কৃষি শিক্ষা আদরের জিনিষ; হাজার আমি নীতিজ্ঞ হই, কিন্তু কৃষি-বিদ্যা অভাবে সমস্তই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কৃষিতে ধর্ম্ম আছে, অর্থ আছে, আশার পূর্ণতা আছে, দারুণ জঠরানল নির্ব্বাণের উপায় আছে।

গুরু। হাঁ বাপু ভাবিয়া দেখিলে, কৃষি-বিদ্যাতে যে জগৎ রক্ষা হইতেছে, তাহা নিশ্চয়। এই দেখ, সামান্য বেগুনের চাষ

করিয়া কতশত লোক প্রতিপালন হইতেছে; সকল সময়েই বেগুনের আবাদ করিতে পারা যায়, ফলে খুব, লাভও অধিকাংশ হইয়া থাকে।

শিষ্য। বেগুনের চাষ এতই যদি হিতজনক, তবে এতদিন উল্লেখ করেন নাই কেন প্রভো!

গুরু। বাপুরে! যে সময়ে যে কথা উল্লেখ করিলে কার্য্যে পরিণত হইবে, সেই সময়ে সেই কথা উল্লেখ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে বেগুন আবাদের প্রশস্ত সময় বলিয়াই উল্লেখ করিতেছি।

শিষ্য। তবে বেগুন চাষের প্রণালী কিরূপ বলুন, কিছু চাষ করিতে ইচ্ছা করি।

সপ্তম অধ্যায়।

দেশী বেগুনের চাষ করিবার প্রণালী।

গুরু। দেশী বেগুন বঙ্গদেশে বহুল প্রচলিত। উহার চাষ করিলে, বেশ দশ টাকা লাভ হইয়া থাকে। আউস, আমন ও কুলি এই তিন প্রকার বেগুনের মধ্যে যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, তাহারই আবাদ করিতে পার। রীতিমত চাষ করিতে পারিলে তিন প্রকারেই সমভাবে লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। তবে আউসে বেগুনের আবাদ কিরূপে করিতে হয়, অগ্রে তাহাই ব্যক্ত করুন।

গুরু। আচ্ছা তাহাই বলি শ্রুত হও। আউসে বেগুন ৫।৭ রকম আছে, যথা,—মাকড়া, গোলা, কুঁদো, গাংনি, সম্বলা, নেকো, দুধে, গুড়্মো ইত্যাদি।

শিষ্য। আপনি যে কয়েক প্রকার বেগুনের নাম উল্লেখ করিলেন, উহাদিগের গুণাগুণের প্রভেদ আছে কি?

গুরু। গুণাগুণের প্রভেদ না থাকিলে নামের প্রভেদ হইবে কেন। বর্ণ ও আস্বাদন পৃথক্ আছে বলিয়াই, পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়াছে।

শিষ্য। নাম হইতে গুণ, কি গুণ হইতে নাম, তাহার কিছু নির্ণয় আছে কি না?

গুরু। তাহা আলোচনা করিবার আমাদের আবশ্যক নাই। তবে মোটের উপর বলিতে পারি এই যে, কার্য্যগুণেই নাম হইতে পারে। যেমন শিক্ষার্থিগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, কোন প্রকার উপাধি প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ কোন বস্তুর গুণ না দেখিলে উপযুক্ত নাম দেওয়া যায় না।

শিষ্য। পৃথিবীস্থ সকল বস্তুরই নাম ও গুণ আছে, তন্মধ্যে কৃষি সম্বন্ধীয় বস্তুরই নাম ও গুণ আমাদের পক্ষে সম্প্রতি আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে রাসয়নিক কথা উত্থাপিত করা অভিপ্রেত নহে। তবে প্রত্যক্ষ বস্তুর সহায়তা করিতে গেলে গুণেরও কথা কিছু কিছু উত্থাপন করিতে হয়। অতএব যাঁহাদিগের কর্ত্তৃক বস্তুর গুণ প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করুন।

গুরু। হাঁ বাপু, মোটামুটি কথা আলোচনা করাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। রাসয়নিক পণ্ডিতগণ বস্তুবিচার করিয়া

গুণাগুণের প্রভেদ করিয়াছেন। বস্তুবিচার হইতেই গুণাগুণ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অপ্রকৃত নহে। পুরাকালের কৃষক ও মুনিঋষিগণ কৃষিকার্য্য সাধন জন্য সততই চেষ্টিত থাকিতেন, ফলে কৃষিকার্য্যের সমধিক বিস্তার হইলে, প্রত্যেক বস্তুর গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া সকলকেই উপযুক্ত নাম দিয়াছেন ইহাই রাষ্ট্র।

শিষ্য। যাহা হউক, আপনি যে সমস্ত বেগুনের নাম উল্লেখ করিলেন, তৎসমস্তের অবয়ব ও বর্ণ কিরূপ?

গুরু। প্রত্যেক বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে হইলে, অনেক সময় সাপেক্ষ। পরন্তু, বিশেষ আলোচ্য বিষয় হইলেও সময়ের অনুগামী হইতে হয়। যে বিষয়ই হউক না কেন, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতে হইলেই ২।৪টী কথা অতিরিক্ত না বলিলে, সহজে বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব, তোমার ইচ্ছানুসারে বলিতেছি যে, যাহাকে মাকড়া বেগুন বলা যায়, তাহার চেহারা, সবুজবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে সফেদ আভাযুক্ত, গোল, ওজনে প্রায় অর্দ্ধ সের হইয়া থাকে। আর গোলা বেগুন যাহাকে বলা যায়, তাহার চেহারা, কালোর উপর ঈষৎ লালের আভা আছে, আকার গোলের সহিত সামান্য লম্বা, ওজনে প্রায় অর্দ্ধ পোয়া। কুঁদো বেগুন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ঈষৎ লম্বাকৃতি, আগাগোড়া সমান, ওজনে প্রায় অর্দ্ধ সের বা আড়াই পোয়া। গাংনির চেহারা, তরল সবুজবর্ণ, লম্বাকৃতি, ওজনে প্রায় দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সয়লার চেহারা, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, লম্বাকৃতি, গায়ে ঈষৎ সোরু, ওজনে প্রায় এক পোয়া হয়। নেকোর চেহারা, গাঢ় সবুজবর্ণ, গোলাকার, দেখিতে সামান্য লম্বা, বোঁটার নীচে অল্প নাসিকার ন্যায় উচ্চ ভাব,

ওজনে প্রায় দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। দুধের চেহারা, ঈষৎ সফেদ বর্ণ, গোলের উপরে সামান্য লম্বা ভাব, ওজনে প্রায় এক পোয়া হয়। গুড়্মোর চেহারা, গোলাপী রং, গোল, ওজনে অর্দ্ধ পোয়া। এই সমস্ত বেগুনের বীজ বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণ দেশের বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। বেগুনের আবাদ সকল মৃত্তিকাতেই করা যাইতে পারে, তন্মধ্যে দো-আঁশ বাউৎ মৃত্তিকাতে যেমন ভাল হয়, অন্য প্রকার মৃত্তিকাতে তত ভাল হয় না।

শিষ্য। দো-আঁশ মৃত্তিকার কথা অনেক সময় উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাউৎ মৃত্তিকার কথা কখন উল্লেখ করেন নাই, সুতরাং বাউৎ মৃত্তিকা কিরূপ, ভালরূপ বুঝিতে না পারিয়া তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

গুরু। বাউৎ মৃত্তিকা অধিক কঠিনও নহে এবং অধিক হাল্কাও নহে। সকল সময়েই বাউৎ মৃত্তিকায় চাষ দেওয়া বা কোদাল দ্বারা কোপাইতে সহজ বোধ হয়। যে জমীতে এই সকল বেগুনের আবাদ করা সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা বারমেসে সুন জমী হইলে ভাল হয়; নিতান্ত যদি উহা না পাওয়া যায়, তবে কার্ত্তিক মাসে বেগুনের আবাদ জন্য জমী ভাঙ্গা উচিত।

শিষ্য। জমী-ভাঙ্গা কথার ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। যে জমী অধিক দিন হইতে, (অর্থাৎ বৎসরের অধিক) পতিত থাকে, তাহাতে প্রথম লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া হইলে, তাহাকেই সাধারণে জমী ভাঙ্গা বলিয়া উল্লেখ করে। এই রূপে প্রথমে জমী ভাঙ্গিয়া, ২।৩বার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। পরে, ঘাস জঙ্গল শুষ্ক হইলে, মাঘ মাসে ২।৩ বার চাষ দেওয়া আবশ্যক।

তৎপরে ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস প্রতি মাসে এক এক বার চাষ দিয়া জমী পরিষ্কার রাখা উচিত। বেগুনের আবাদ নিশ্চয় করা ধার্য্য হইলে, অগ্র হইতে বীজের তলা ফেলিয়া চারা তৈয়ারী করিয়া রাখিতে হয়।

শিষ্য। প্রভো! বেগুন বীজের তলা না ফেলিয়া এক-কালে ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া দিলে তাহাতে কি চারা উৎপন্ন হয় না?

গুরু। যে কোন বীজ হউক না কেন, সময় মত মৃত্তিকাতে পতিত হইলেই অঙ্কুরিত হইয়া চারা উৎপাদন করে, এবং দিন দিন বৃদ্ধি হইয়া ফলও প্রসব করিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ্ বিবেচনায় স্বতন্ত্র নিয়ম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত বীজ বপন করিয়া তাহার মধ্যে নিড়ান দ্বারা পাইট করা হয়, সেই সমস্ত বীজ নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে এককালে পরিমাণ মত বপন করিতে হয়। আর যেসমস্ত বীজ বপন করিয়া তাহার মধ্যে মধ্যে কোদাল দ্বারা কোপাইয়া না দিলে সুবিধা হয় না, সেই সকল বীজ পৃথক্ হাপরে বপন করিয়া চারা প্রস্তুত করিতে হয়। তৎ-পরে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে চারা রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। ঐরূপে বীজের হাপরে চারা প্রস্তুত হইলে, বিঘা প্রতি কত চারা রোপণ করিতে পারা যায়?

গুরু। এক বিঘা জমীতে ১১০০ শত চারা রোপণ করিতে পারা যায়।

শিষ্য। ১১০০ এগার শত চারা তৈয়ারী করিতে হইলে, কত ভরি বীজের আবশ্যক হয়?

গুরু। প্রায় তিন ভরি বীজ।

শিষ্য। একটী হাপরে তিন ভরি বীজের চারা প্রস্তুত করিতে পারা যায় কি না?

গুরু। পারা যায় না যে, তাহা নহে, তবে চারা তৈয়ারী করিবার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। যথা, প্রতি ভরি বীজের জন্য ২॥ আড়াই হস্ত চৌড়া ও ৪ চারি হস্ত লম্বা এক একটী হাপর স্থান প্রস্তুত করিতে হয়। হাপর স্থান তৈয়ারী করিবার সময় মাটীতে কিছু ছাই মিশ্রিত করিয়া বীজ বপন করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! যেরূপে বেগুন চারার হাপর প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা আমি অবগত হইলাম; কিন্তু হাপরের মাটীতে যদি ছাই মিশ্রিত না করা হয়, তাহাতে কোন দোষ ঘটে কি?

গুরু। এ কথা পূর্ব্বে কোন সময় বলিয়াছিলাম, এক্ষণেও বলিতেছি যে, যে সকল বীজের সাঁসে সামান্য মিষ্ট রস আছে, তাহা পিপীলিকার ভক্ষ্য বস্তু; একারণ হাপরের মাটীতে ছাই মিশ্রিত করিয়া দিলে, পিপীলিকা প্রবেশ করিয়া বীজ সমস্ত নষ্ট করিতে পারে না। চৈত্র মাসে টানের সময় মাটীতে প্রায় রস থাকে না, সেই সময় হাপরের মাটীতে প্রাতে ২।৪ কলসী জল ঢালিয়া অপরাহ্নে কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা কোপাইয়া হস্তদ্বারা মাটী বেশ গুড়া করিয়া উহাতে ছাই মিশ্রিত করা উচিত। তৎপরে যো বুঝিয়া বীজগুলি বপন করা কর্ত্তব্য। যেমন বীজগুলি বপন করা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার উপর কিছু গুড়া মাটী ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত বীজ ঢাকা দেওয়া উচিত; এবং বীজ সকল অঙ্কুরিত না হওয়া পর্য্যন্ত হাপর স্থানটুকু কোনরূপ লতা পাতা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া দেওয়া বিধি।

শিষ্য। প্রভো! কফির চারার হাপরে যেরূপ আচ্ছাদন করা হইয়াছিল, তদনুরূপ এই হাপরে আচ্ছাদন করিয়া দিতে হইবে কি?

গুরু। না বাপু, কফি কি অন্যান্য হাপরের আচ্ছাদনের ন্যায় বেগুন চারার হাপরে আচ্ছাদন সিদ্ধান্ত নহে; স্বতন্ত্র প্রণালীতে আচ্ছাদন করিয়া দিতে হয়। যথা,—ঐ হাপরক্ষেত্রের চারিদিকে ছোট ছোট, আন্দাজ অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ ২।৪খানা বাঁশ বা কোন কাষ্ঠের খুঁটির ন্যায় পুতিয়া উহার উপর ২।৪ খানি বাখারী বা কোন কাষ্ঠ সাজাইয়া তাহার উপর নারিকেল, কেজুর বা কলার পাতা বিছাইয়া অল্প দিনের জন্য ছায়া মাত্র করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ২।৩টী পাতা বাহির হইলেই আর আচ্ছাদনের আবশ্যক করে না।

শিষ্য। ঐরূপ আচ্ছাদন সহজেই করিয়া দিতে পারা যায়, কিন্তু উহাতে ত জল রক্ষা হইবে না!

গুরু। জল রক্ষা করিবার আবশ্যক নাই, কেবল রৌদ্র রক্ষা করিবার জন্য; কেননা বীজ বপনের হাপরের মাটী শুখাইয়া গেলে, বীজ সকল অঙ্কুরিত হইবে না। সুতরাং ঐরূপ আচ্ছাদনের ব্যবস্থা অযৌক্তিক নহে। হাপর ক্ষেত্রে যে দিনে বীজ বপন করা হইবে, সেই দিবস মাত্র বাদ দিয়া, প্রত্যহ অপরাহ্নে ও প্রাতে আবশ্যক মত দুইবার জল ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। প্রভো! অন্যান্য চারা প্রস্তুত করিতে হইলে, হাপর-ক্ষেত্রে দুইবার জল ব্যবহার করা উচিত নহে, কিন্তু বেগুন চারার হাপরে উক্ত নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইল কেন?

গুরু। বেগুন চাচার হাপর-ক্ষেত্রে দুইবার জল ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার কারণ এই যে, যে সময় বেগুনের তলা ফেলা হয়, সে সময় প্রায়ই বৃষ্টি হয় না; সূর্য্যোত্তাপ দ্বিগুণতর বাড়িয়া মাটী শীঘ্র শুষ্ক করিয়া ফেলে।

শিষ্য। তবে হাপরের আচ্ছাদন শীঘ্র খুলিয়া দিবার আবশ্যক কি?

গুরু। আচ্ছাদন শীঘ্র খুলিয়া না দিলে, পরিণামের আশা অনেকাংশে পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, বেগুনের বীজে, কি চারায় কি বড় বড় গাছে পিপীলিকা ধরিয়া দৌরাত্ম্য করিতে ত্রুটি করে না, তাহার উপর ছায়াযুক্ত শীতল স্থান পাইলে, নির্ব্বিঘ্নে হাপর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে।

শিষ্য। নিতান্তই যদি পিপীলিকার উৎপাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব উল্লেখিত নিয়মানুসারে প্রতিকার করা যাইতে পারে ত?

গুরু। হাঁ, তাহাই বই কি! কিন্তু এ সময় এ অবস্থায় পিপীলিকার দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইবার আশঙ্কা নাই, তবে প্রাতঃকালে কি অপরাহ্নে ২।৪টী যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অন্যান্য আয়োজন বড় বেশী না করিয়া কেবল হরিদ্রাজল ছিটাইয়া দিলে, সহজেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। তৎপরে বৈশাখ মাহার প্রথমে চারাগুলির ৫।৬টী পাতা দৃষ্ট হইলে, রোপণ করিবার জন্য, পূর্ব্বে যে জমীতে চাষ দিয়া রাখা হইয়াছে, সেই জমীতে পুনঃ একবার পাতলা পাতলা চাষ দিয়া এক পালা কি দুই পালা মোই দেওয়া উচিত। তৎপরে ঐ জমীর চালু মানাইয়া ঐ চালুদিকে লম্বা দড়ি ফেলিয়া আড়াই হস্ত অন্তর

অন্তর কফির ডাড়ার ন্যায় ডাড়া প্রস্তুত করিয়া, অনুমান করা উচিত যে, আকাশের বৃষ্টি শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি বৃষ্টিপাতের কোনরূপ সূচনা পাওয়া-যায়, তাহা হইলে বৃষ্টি-পাতের সময় কাল পর্য্যন্ত ক্ষান্ত থাকিয়া, যে দিনে বৃষ্টি হইবে, সেই দিনে বৃষ্টির পরেই ঐ উভয় ডাড়ার মধ্যস্থিত লোণা জমীতে আড়াই হস্ত অন্তর অন্তর এক একটী চারা রোপণ করা বিধি। আর ৫।৭।১০ দিনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের কোন সম্ভাবনা নাই, এবং চারা রোপণের সময় বহির্ভূত হইয়া যায়, এমন বুঝিলে, নিতান্ত পক্ষে ঐ শুষ্ক জমীতে ২॥ আড়াই হস্ত অন্তর অন্তর নিড়ান দ্বারা একটু একটু খুবী কাটিয়া, তাহাতে আবশ্যকমত জল ঢালিয়া এক একটী চারা রোপণ করা যাইতে পারে। চারা রোপণ করা হইলেও ২।১ দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, অগত্যা প্রত্যহ অপরাহ্নে একটু একটু জিউনি জল ব্যবহার করিয়া চারাগুলিকে জীবীত রাখা আবশ্যক।

শিষ্য। বৃষ্টির পরক্ষণেই যদি বেগুন চারা রোপণ করা হয়, তাহা হইলে জিউনি জল ব্যবহার করিতে হয় কি না?

গুরু। না বাপু, বৃষ্টির পর জিউনি জল ব্যবহার করিবার আবশ্যক নাই।

শিষ্য। তবে প্রভো, বৃষ্টির পরেই চারা রোপণ করা সর্ব্বতোভাবে ভাল, বৃষ্টির পূর্ব্বে বৃথা বেশী মজুর খরচ করিয়া চারা রোপণ করিবার আবশ্যক কি?

গুরু। বৃষ্টিপাতের অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া চারা রোপণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ কারণ এই যে, যে সকল উদ্ভিদের চারা পৃথক স্থানে তৈয়ারী করিয়া পরে ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়,

সেই সকল চারাকে বীজ বপনের দিন হইতে তেড় মাসের মধ্যে স্থানান্তরিত না করিলে (অর্থাৎ হাপরে যেরূপ ছিল, সেইরূপ রাখিলে) ঐ চারার সিকড় ক্রমশঃ আয়তনে মোটা হইয়া পড়ে, পরন্তু ঐ সিকড় সামান্য কাটিয়া রোপণ করিলে অধিকাংশ চারা "খুবীপোড়ো" হয়।

শিষ্য। যাহা হউক প্রভো! আপনি ধন্য! আপনার সংক্ষেপ কথার ভাবার্থ অতি পরিপাটি; খুবীপোড়ো যে কথাটী প্রয়োগ করিলেন, অবশ্যই উহার কোন নিগূঢ় অর্থ আছে, অতএব বিরক্তিকর জ্ঞান না করিয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বলুন, কারণ উক্ত কথা এ পর্য্যন্ত কোন সময়ই আপনার প্রমুখাৎ শ্রুত হই নাই।

গুরু। খুবীপোড়ো কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া বলিতে হইলে "ধান ভাস্তে শিবের গীত আসিয়া পড়ে" কারণ, মনে কর, পরস্পরে কোন বাক্যালাপ করিতে করিতে কোন সূত্রে যদি "মরা" কথা আসিয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্বরণ করিয়া "ঈশ্বর না করুন" এই কথা ব্যবহার না করিলে, যেমন মূঢ়োক্তি হয়, তদ্রূপ কৃষকের সহিত কৃষি সম্বন্ধীয় বাক্যালাপ করিতে করিতে "চারা মরিবে" এই কথা প্রয়োগ করিলে, স্ফুলিঙ্গের ন্যায় দারুণ শোকের উত্তপ্ত কণা তাহাদিগের মর্ম্মান্তিকে স্পর্শ করে। তজ্জন্যই "চারা মরিয়া যাইবে" ইহা না বলিয়া খুবীপোড়ো হইবে বলিলেই চুকিয়া যাইতে পারে। আর বেগুন চারা বেশীদিন হাপরে রাখিয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিলে গাছ কিছু বৃদ্ধি কম হয়, এবং বেশী দিন জীবীত থাকার পক্ষে সম্ভাবনা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ বেশী বয়স্ক চারা ক্ষেত্রে

রোপণ করিলে গাছ সকল কিছুকাল বিলম্বে ফলবতী হয়, এবং ফল রীতিমত না বাড়িয়া অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হইয়া থাকে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, আপনার কথার ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়াছি। অর্থাৎ যে কোন উদ্ভিদ হউক না কেন, নিয়ম কাল বহির্ভূত না করিয়া যথাসময়ে রোপণ করিলে ভবিষ্যতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না।

গুরু। হাঁ বাপু, বুঝিতে পারিলে ত? দেখ, সাবধান হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিও। অহো! আর একটী কথা বিস্মরণ হইয়াছি বাপু।

শিষ্য। কি কথা প্রভো?

গুরু। কথা এই যে, বেগুনচারা হাপর হইতে উত্তোলন করিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, ঐ হাপর ক্ষেত্রে সাবধান পূর্ব্বক জল দিয়া মাটী আর্দ্র করিতে হইবে।

শিষ্য। যদি কোন কৃষক ভ্রম বশতঃ হাপরে জল না দিয়া হঠাৎ উত্তোলন করিয়া ফেলে, তাহাতে কি কোন দোষ হয়?

গুরু। ঐ কথা অনেক সময় উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ বাপু! যে কোন চারা হউক না কেন, হাপরক্ষেত্র হইতে চারা উত্তোলন করিবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহাতে জল দিয়া না তুলিলে, কচি সিকড় ছিন্ন হইয়া যায়, তৎকারণে চারা সকল শুষ্ক হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। অতএব উক্ত নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক চারা গুলি উত্তোলন করিয়া উহার মূলদেশ, জলে ধৌত করা আবশ্যক; তৎপরে রোপণ করিবার পূর্ব্বে কোন একখানি শাণিত অস্ত্র দ্বারা ঐ সমস্ত

চারার সিকড় সাবধান পূর্ব্বক ছাঁটিয়া (সামান্ত জলে একটু গোবর গুলিয়া) চারাগুলির মূলদেশে উত্তমরূপে মাখাইয়া রোপণ করা বিধি।

শিষ্য। প্রভো! পূর্ব্বে আমি যে সকল আবাদের বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি, তাহাদিগের সহিত বেগুন চাষের অনেক বিষয়েই প্রভেদ আছে বুঝিতে পারিলাম।

গুরু। হাঁ বাপু, বিদেশীয় আবাদের সহিত দেশীয় আবাদের অনেক বিষয়েই পার্থক্য আছে।

শিষ্য। আপনি যে বলিলেন, বেগুন চারার মূলদেশ অল্প অল্প ছাঁটিয়া রোপণ করিতে হয়, তাহাতে কি কোন উপকার পাওয়া যায়?

গুরু। উপকার পাওয়া যায় বই কি। প্রথমতঃ এই এক উপকার,—লম্বা মূল সিকড়ের অগ্রভাগ সামান্ত কাটিয়া রোপণ করিলে চারাগুলি শীঘ্রই মাটীর সহিত সংলগ্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ আর এক উপকার, মূলদেশের সিকড়গুলি ছাঁটিয়া রোপণ করিলে, চারাগুলি শীঘ্র শীঘ্রই অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও ফলবতী হয়। এই রূপে রোপণের পূর্ব্বে ২।১টী প্রকরণ করিয়া এক সপ্তাহ পরে, (চারা সমস্ত জমীর সহিত বেশ সংলগ্ন হইয়াছে, এমত বোধ হইলে) লোল জমী সমস্ত নিড়ান দ্বারা ২ অঙ্গুলী গভীরে খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। প্রভো! চারাগুলি মাটীর সহিত রীতিমত সংলগ্ন হইয়াছে কি না, তাহা কিরূপে জানা যাইবে?

গুরু। বেগুনচারা মাটীর সহিত সংলগ্ন হইলে, তাহার পুরাতন পত্র সমস্ত ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ হইয়া একএকটী করিয়া ঝরিয়া

যায়। এবং ঐ সময় নূতন ২।১টী পাতা বাহির হইতে থাকে। তৎপরে লোলজমী সমস্ত খুচিয়া দেওয়ার ২।৩ দিন পরে, যদি বৃষ্টিপাত না হয়, তাহা হইলে সিউনি দ্বারা জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। এই জল সিঞ্চনের পরে মাটী বেশ শুষ্ক হইলে ঐ লোল জমী সমস্ত কোদাল দ্বারা ভাসা ভাসা (অর্থাৎ ৫।৬ অঙ্গুলী গভীরে) সাবধান পূর্ব্বক কোপাইয়া উভয় পার্শ্বে যে ডাঁড়া বাধা থাকিবে, ঐ ডাঁড়ার গাত্র হইতে সামান্য পরিমাণে কিছু মাটী কোদাল দ্বারা টানিয়া সমস্ত চারার মূলদেশে এবং সমস্ত লোল জমী ৫।৭ অঙ্গুলী উচ্চে ভরাট করা উচিত। তৎপরে ১০।১৫ দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে পুনর্ব্বার আর একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এই জল সিঞ্চন করাই হউক, কিম্বা বৃষ্টি পাতই হউক, ইহার ২।৩ দিন পরে, আর একবার কোদাল দ্বারা ঐ লোলজমী সমস্ত কোপাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় উভয় পার্শ্বের ডাঁড়ার মাটী কতক অংশ ছাঁটিয়া, ঐ লোল জমী সমস্ত (উহার উপর) আরও ৭।৮ অঙ্গুলী উচ্চে ভরাট করা উচিত। এই রূপ ভরাট করা হইলে ২০।২৫ দিন পরে, আর একবার জল সিঞ্চন করা বিধি; কিন্তু বৃষ্টিপাত হইলে আবশ্যক করে না। বাস্তবিক এই সময় যদি আর একবার জল পায়, তাহা হইলে, গাছ সকল হাঁড়া লইয়া কার্য্যে পরিণত হইবার উপক্রম হয়। তৎপরে ২০।২৫ দিন অন্তে পুনর্ব্বার ঐ ক্ষেত্রের লোল জমী সমস্ত কোদাল দ্বারা কোপাইয়া উক্ত ডাঁড়ার মাটী সমস্ত কাটিয়া লইয়া গাছের গোড়ায় দেওয়া বিধি; এবং ঐ মাটী দেওয়ার পরক্ষণেই হস্ত দ্বারা বেশ সমান করিয়া যদি ঘাস জঙ্গল থাকে, তাহা নিড়াইয়া পরিষ্কার করা উচিত। আর এক

কথা,—এই সময় হইতে একটু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন বেগুন গাছে পিপীলিকা ধরিয়া নষ্ট করিতে না পারে।

শিষ্য। ঐ সময় কেন প্রভো! অপর সময়ও ত ধরিতে পারে!

গুরু। হাঁ, সকল সময়ই বেগুন ক্ষেত্রে পিপীলিকার বাসস্থান হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু কোন সময় কম হয়, কোন সময় বেশী হয়; বিশেষ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে, প্রখর সূর্য্যোত্তাপের সময় ছায়াযুক্ত স্থানে পিপীলিকার বাসস্থান হইয়া থাকে। আর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই কয় মাস বর্ষার সময় সকল স্থানেই পিপীলিকার বাসা হয়। বিশেষ বেগুন ক্ষেত্রে এই সময় বড়ই উৎপাত করিয়া থাকে। একে পিপীলিকার উৎপাত আছেই ত, তাহার উপর আবার জোয়া নামক এক প্রকার পোকার উপদ্রব হইয়া থাকে।

শিষ্য। প্রভো! পিপীলিকা নিবারণের উপায় অনেক বার অনেক রকম শ্রুত হইয়াছি, কিন্তু জোয়া নামক পোকার কথা শুনিয়া বড়ই শঙ্কিত হইলাম।

গুরু। ভয় কি বাপু! যখন নানা প্রকার রোগের সৃজন হইয়াছে, তখন তদুপযুক্ত ঔষধেরও সৃজন হইয়াছে, তাহার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, জোয়া পোকা নিবারণের উপায় বলিয়া দিতেছি। জোয়াপোকা, ছোট ছোট শ্বেতবর্ণ পোকা বেগুন গাছের গাত্রে উঠিয়া মূল শাখায় এক একটী ছিদ্র করতঃ ভিতরে প্রবেশ করে, এবং কচি সাঁসটুকু ভক্ষণ করিয়া তাহাতে দিব্য বাসস্থান নির্ম্মাইয়া ডিম্ব প্রসব করে, পরে ঐ ডিম্বে বাচ্চা জন্মাইয়া ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়ে; স্বাভাবিক

কার্য্যের বশীভূত হইয়া সমস্ত বেগুন গাছের অনিষ্ট করণ জন্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ছিদ্র করিতে করিতে ১০।১৫ দিনের মধ্যে বেগুন গাছ সমূহ একবারে কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে।

শিষ্য। প্রভো! জোয়া পোকা বেগুন গাছের পক্ষে পরম শত্রু বলিয়া জানিতে পারিলাম। হায়! জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমায় অলৌকিক প্রভায় পরিদৃশ্যমান অটল জগৎ আলোকিত হইতেছে, প্রকৃতির সুশীতল শান্তিচ্ছায়ায় উপবেশন করিয়া বাক্যালাপে কতই নব নব ভাবের উদ্ভাবন করিতেছি; কীট পতঙ্গ উদ্ভিজ্জাদিতে বিমল আনন্দকর কতই কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হইতেছে; যেখানে কিছুই দৃশ্যমান হয় না, তাহাই উৎপত্তির স্থান, সেই উৎপত্তির স্থানের রক্ষক কে?—মৈত্র, সেই মৈত্র কোথায় দেখিতে পাওয়া যায় না?—ঊর্দ্ধে নাই, পাতালে নাই, বামে নাই, দক্ষিণে নাই, পশ্চাতে নাই, অগ্রে নাই, তবে কোথায় আছে? যেখানে আছে, সেখানে শত্রুর আধিপত্য আছে। সেই শত্রুর শত্রুতা নিবারণের জন্য মৈত্রের আবির্ভাব হয়। অতএব এই বেগুন গাছে জোয়া নামক পোকা শত্রু রূপে আধিপত্য করিলে, মৈত্রের কার্য্য কিরূপে সম্পাদন হইবে?

গুরু। হায় আমার অদৃষ্ট! আকাশ পাতাল ভাবের কথা উল্লেখ করিতেছ যে! শত্রু ধ্বংস করিতে কি বন্ধুতে পারে বাপু! শত্রুর উপর দ্বিতীয় শত্রু হইতে হয়। মনে কর, যে সময় উক্ত জোয়া পোকা বেগুন গাছের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সেই সময় তাহাদের উপর দ্বিতীয় শত্রু না হইলে, কোন রূপেই বেগুন গাছ রক্ষা করিতে পারা যায় না। অতএব শত্রুর

শত্রুতা নিবারণার্থ নানা প্রকার কৌশল শিখিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

শিষ্য। তবে যেরূপ কৌশলে জোয়া পোকার উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিয়া শিক্ষা দিউন।

গুরু। হাঁ, অবশ্যই শিক্ষা দিব বই কি। জোয়া পোকা বেগুন গাছের অগ্রভাগের শাখায় ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই জানিতে পারা যায়। উহারা বেগুন গাছের যে শাখাটীতে ছিদ্র করিয়া সার খাইয়া ফেলিবে, সেই শাখাটীর পত্র সূর্য্যোত্তাপে নত হইয়া পড়ে; বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত সমস্ত বেগুন গাছের প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্পষ্টই ঐ রূপ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যে পাতাটী নত হইয়া পড়িবে, তাহাতে জোয়া পোকা নিশ্চয়ই থাকিবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব যে স্থানে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঐ ছিদ্রের নিম্ন ভাগে গাঁইটের উপর হইতে ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া ডালগুলি ক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, অধিক দূরে শাখা সহিত পোকাগুলি ফেলিয়া আসিলে পুনর্ব্বার দৌরাত্ম্যের আশঙ্কা থাকিবে না।

শিষ্য। প্রভো! কৃষকেরা প্রকৃত নিয়মের বিপরীত করিয়া উক্ত শাখা সমস্ত যদি ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখে, সে সময় উপস্থিত উপায় কি করা যাইবে?

গুরু। নিতান্ত ঐ রূপ ঘটিলে, সমস্ত শাখা একত্রিত করিয়া মাটীতে অলক্ষিত ভাবে প্রোথিত করা উচিত।

শিষ্য। জোয়া পোকা নিবারণের কৌশল জ্ঞাত হইয়া প্রীতি লাভ করিলাম, কিন্তু যে দিবস রৌদ্র প্রকাশ হইবে না

(বা অল্প অল্প প্রকাশ হইবে,) সে দিবসের উপায় কি প্রভো ?

গুরু। হাঁ বাপু, এ কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু সূর্য্যোত্তাপেই যে, শাখাটী নত হইয়া পড়িবে, তাহা নহে, উহার অভ্যন্তরে ক্ষত হইলেই যেরূপ সময় হউক না কেন, নত হইয়া পড়িবেই। জোয়াপোকা মূলশাখায় ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতরে এমন ভাবে বাস করে যে, তাহা সহজে জানিতে পারা যায় না; তবে উহাতে ছিদ্র করিয়া ভিতরের সার কাটিয়া ফেলিলে, শাখাটী পত্র সহিত তৎক্ষণাৎ নত হইয়া পড়ে। অতএব সূর্য্যোত্তাপ বেশীই হউক, আর কমই হউক, ঐ রূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই শাখাটী অবশ্যই নত হইবে; নতুবা সূর্য্যোত্তাপজনিত নত হয় না; তবে রৌদ্র লাগিলে বেশী পরিমাণে নত হয়।

শিষ্য। প্রভো! জোয়া পোকা দ্বারা যদি বেগুন গাছের এতই অনিষ্ট হয়, তাহা হইলে, চারা রোপণকাল পর্য্যন্ত নিয়তই সতর্ক হওয়া উচিত ত!

গুরু। হাঁ বাপু, সতর্ক থাকা চাই বই কি! তবে, জোয়া পোকা দ্বারা অনিষ্ট হইলে, আশু ক্ষতি বোধ মনে হয় কিন্তু অগ্রভাগের শাখাটী কাটিয়া ফেলাতে ভবিষ্যতে কোন হানি হয় না।

শিষ্য। বেগুন গাছের অগ্রভাগের মূল শাখা কাটা পড়িলে ভবিষ্যতে কোন হানি হইবে না, এ কথা সম্ভব পর হয় না, কারণ, উক্ত ক্ষত প্রযুক্ত ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া গাছ সকল অবশ্যই মরিয়া যাইতে পারে।

গুরু। হাঁ, চারা গাছের অঙ্গে আঘাত লাগিলে বিশেষ হানি হয়, এবং কোন কোন গাছ মরিয়াও যাইতে পারে, কিন্তু

বেগুনগাছের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন শাখায় ব্যাঘাত ঘটিলে ক্ষতি হয় না, বরং ঐ ক্ষত স্থান হইতে ক্রমশঃ ২।৩টী শাখা বাহির হইয়া থাকে, তবে, উপস্থিত সময়ে ফুল সহিত শাখাটী কাটা পড়িলে নিতান্ত দুঃখিত হইতে হয়।

শিষ্য। আপনার বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে যে, বেগুন ফুল অতি আদরের জিনিষ; শাখাটী নষ্ট হইলে ফুলটী নষ্ট হইয়া বিশেষ ক্ষতি হইবে, ইহাই নিশ্চয়। তাই আমি বলি যে, বেগুন ফুল কি বৃথা নষ্ট হয় না? সমস্ত ফুলেই কি ফল ধরিয়া থাকে?

গুরু। হাঁ বাপু বেগুন ফুল প্রায়ই বৃথা নষ্ট হয় না, বিশেষ মূল ডগায় যত ফুল ধরে, প্রায় সমস্ত গুলিই ফলোৎপাদন করে, তবে যে গুলি প্রস্ফুটিত অবস্থায় বেশী পরিমাণ বর্ষার জল ভোগ করে, তাহাদের মধু ধৌত হইয়া যায়, একারণ কতক ফুল শুখাইয়া বিফল হয়, নতুবা বেগুনফুল প্রায়ই বৃথা নষ্ট হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক, বেগুন গাছ প্রথমে যখন ফুলোন্মুখী হইবে, সেই সময় একবার জল সিঞ্চন করা নিতান্ত আবশ্যক, যদি আকাশের জল পতিত হয়, তাহা হইলে সিঞ্চন করিবার আবশ্যক নাই। এই রূপে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই তিন মাস যথানিয়মে বেগুন গাছে জল ব্যবহার করিয়া তৎপরে বন্ধ রাখিতে হয়। আর এক কথা,—বর্ষার সময় বেগুন ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকিলে, তাহা কোন প্রকারে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, বেশী দিন ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকিলে, পাইট করিবার পক্ষে বড়ই অসুবিধা হয়।

শিষ্য। প্রভো! বেগুনফুলে ফল কত দিন পরে উৎপন্ন হয়?

গুরু। ফুলগুলি বিকসিত হইয়া কিছু দিন বায়ু, শিশির ও রৌদ্র ভোগ করিতে পারিলেই ফলোৎপন্ন হয়।

শিষ্য। ফলোৎপন্ন হইলে খাদ্যোপযোগী কত দিনে হইবে?

গুরু। তাহার কোন নিরূপণ নাই; কারণ, যে সকল ফল পক্কতা অবস্থায় ব্যবহার করা যায়, তাহাদিগের এক একটী সময় অবশ্যই নির্দ্ধারিত আছে, আর যে সকল ফল কাঁচা বা কচি হইতে ব্যবহার করা যায়, তাহাদিগের সময় ঠিক থাকে না। অতএব বেগুন সম্বন্ধে ব্যবহারের নিয়ম স্বতন্ত্র; বারমাস সমভাবে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যে সময়ই হউক না কেন, ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না। মূলা ক্ষেত্রে গিয়া মূলাটী উত্তোলন করিলে যেমন দ্বিতীয় আশায় বর্জ্জিত হইতে হয়, বেগুন গাছের বেগুন তুলিলে তদ্রূপ দ্বিতীয় আশায় নৈরাশ হইতে হয় না; বরং আশা বৃদ্ধি হইতে পারে।

শিষ্য। উহার কারণ কি প্রভো?

গুরু। কারণ এই যে, কতকগুলি ফল এমন আছে যে, তাহাদিগকে যতই শীঘ্র শীঘ্র উত্তোলন করা যাইবে, ততই বেশী পরিমাণে ফল ধরিতে থাকিবে। যথা,—বেগুন, পেপে, নারিকেল, পটল, উচ্ছে, সিম, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি। ফলকথা, রীতিমত ব্যবহার্য্য বেগুন প্রথম হইতে ৬।৭ মাস পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে, তৎপরে তত অধিক উৎকৃষ্ট বেগুন পাওয়া যায় না। যাহা পাওয়া যায়, তাহা উত্তমও নহে নিতান্ত অব্যহার্য্যও নহে। গাছ সকল রীতিমত সতেজিত হইয়া যে মাসেই হউক না কেন, ফুলের নিম্নে জালি দৃষ্ট হইবার দিন হইতে ৪০ দিন পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনে ব্যবহার করিতে পারা যায়, তৎপরে

নিতান্ত অখাদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় মাসে ফুলের নিম্নে জালি বেগুন দৃষ্ট হওয়ার দিন হইতে ৩০ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। তৃতীয় মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, তাহা জালি দৃষ্ট হওয়া দিন হইতে ২৫ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। চতুর্থ মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, তাহাকে উক্ত সময় হইতে ২০ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। পঞ্চম মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, উল্লেখিত সময় হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত ব্যব্যহার করিতে পারা যায়। আর ষষ্ঠ মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, তাহা উক্ত সময় হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়। আর সপ্তম মাসে যে বেগুন জন্মে, তাহা ঐ সময় হইতে ৮।৯ দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায়।

শিষ্য। এত অগ্র পশ্চাৎ নিয়ম হইল কেন?

গুরু। কেবল বেগুনের পক্ষেই যে উক্ত নিয়ম ব্যক্ত করিতেছি তাহা নহে,—অনেক ফল ফুলের গাছ উক্ত রূপ নিয়মের বশীভূত; অর্থাৎ যে সকল গাছ চিরস্থায়ী নহে, তাহাদিগেরই ফল ব্যবহারের নিয়ম ঐ রূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষ কথা এই যে, বেগুন কি অন্যান্য গাছের উথিত সময়ে যে ফল হয়, তাহা শীঘ্র পক্ক হয় না, গাছের বয়ঃ বৃদ্ধি হইলে ফলের অল্প আয়ু হইয়া থাকে। আর একথা, বেগুন গাছ ফলবান হইলেই, অনেক কৃষক বা গৃহস্থ নিত্য বেগুন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েন, এবং আর পাইট করিবার আবশ্যক নাই, এইরূপ বিবেচনায় ক্ষেত্রের পাইট কার্য্য বন্ধ করিয়া ফেলেন, সুতরাং কিছু দিন পরে তাহাতে অতিশয় ঘাস জঙ্গল উৎপন্ন হয়। সেই জন্য সতর্ক করিতেছি যে, বেগুন গাছ ফলবান হইলেও, বেশ যত্ন

পূর্ব্বক এক একটা করিয়া সমস্ত ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া উচিত; এবং মধ্যে মধ্যে (অর্থাৎ ১০।১২ দিন অন্তে) এক এক বার ঐ ক্ষেত্রে যে সমস্ত শুষ্ক বেগুন পত্র পতিত থাকিবে, কোন রূপ কাঠি দ্বারা সমস্তগুলি একত্রিত করিয়া ক্ষেত্র হইতে বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করা উচিত।

শিষ্য। প্রভো! কথিত দুইটী কার্য্য করিতে কেহ যদি বিস্মরণ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি কোন দোষ ঘটে?

গুরু। ঐ সময় ক্ষেত্রে ঘাস থাকিলে, বেগুনে পোকা ধরিয়া কাণা করে। আর শুষ্ক পত্র পতিত থাকিলে, তাহাতে কাঁটা থাকা প্রযুক্ত ভেকেরা তাহার উপর দিয়া লাফাইয়া গমনাগমন করিতে পারে না; এ কারণ, বেগুন গাছের উপরের উপরে লাফাইয়া যাতায়াত করিলে সমস্ত বেগুন পরিমাণে ছোট হইয়া পড়ে। এ দিকে পরিমাণে যেমন ছোট হয়, ভিতরে বিচিও আবার অপেক্ষাকৃত বেশী জন্মায়।

শিষ্য। এই সমস্ত বিষয় কৃষকেরা কি অবগত নহে?

গুরু। হাঁ, কোন কোন কৃষক অবগত আছে বই কি। শিক্ষিত কৃষকেরা নিজে হইতেই অনেক কৌশল উদ্ভাবন করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এবং কোন কোন কৃষককে অপরের কার্য্য দেখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। বাস্তবিক আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিবার সময় কোন কোন কৃষককে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সকল প্রদেশেই ভাল ভাল কৃষক আছে; কিন্তু তাহারা মোটামুটি কার্য্যটাই ভাল রকম বুঝিয়া থাকে, কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশের কোন কোন গ্রামের কৃষকগণ নানা প্রকার কৃষি-কার্য্যের যেরূপ সুকৌশল জানে, অন্য স্থানের

কৃষকেরা তদ্রূপ জানে না; তাহারা মনের মত জমী পাইলে বিশেষ আগ্রহ সহকারে জমীদারের নিকট অধিক খাজানা ধার্য্য করিয়া লইতে সঙ্কুচিত হয় না। এমন কি, বিঘা প্রতি ৮৲ টাকা হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতেও স্বীকৃত হয়। তাহাদিগের কৃষি বিদ্যাতে যেরূপ দক্ষতা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে, বৃহৎ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

শিষ্য। বলেন কি প্রভো! দক্ষিণ প্রদেশের কৃষকগণ কৃষিবিদ্যাতে যদি এতই পারদর্শী হয়, তবে তাহারা ভারতবর্ষীয় অন্যান্য কৃষকগণকে কোন প্রকারে শিক্ষা প্রদান করে না কেন?

গুরু। দক্ষিণ প্রদেশের কৃষকগণ কৃষিকার্য্য সাধন জন্য নিজ নিজ মস্তিষ্ক হইতে নানা প্রকার সুকৌশল উদ্ভাবন করিয়া থাকে, কিন্তু অন্যকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় না, নিজে নিজে যাহা ভাল বুঝে, সেইরূপ প্রণালীতে কার্য্য সাধন করে; কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, যে কার্য্যই হউক না কেন, লেখাপড়া ব্যতীত কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে নিষ্পন্ন হয় না; এবং অন্যকে শিক্ষা দিতে হইলে, ইচ্ছা সত্ত্বেও বুক ফাটে ত মুখ ফুটে না, মনের কথা মনেই লয় হইয়া যায়। তাই একটা কথায় আছে যে, "হয় বুদ্ধি বেরয় না" বুদ্ধি সকল প্রাণীতেই আছে, কিন্তু চালনা শক্তি অনেকেরই দেখিতে পাওয়া যায় না। মার্জ্জিত বুদ্ধি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ; যাহাদের মুখে ধরা যায়, তাহারাই নিজের মুখ নিজেই দেখিতে পায়। পুরাকালে শিক্ষিত মহাত্মগণ মার্জ্জিত বুদ্ধি দর্পণ স্বরূপ কৃষকগণের সম্মুখে ধরিয়া কৃষিকার্য্যের আদর্শ দেখাইয়া শিক্ষা দিতেন; একালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে

শিক্ষক নাই, সে দর্পণ নাই, সে প্রতিবিম্ব নাই, সে ভালবাসা নাই, সে সহানুভূতি নাই, উৎসাহ শূন্য, সাহস শূন্য, একতা শূন্য, অনিবার হাহাকার, বারম্বার রোদন ধ্বনিতে ভারত-ভূমি চঞ্চলা; শিক্ষাভাবে কৃষকমণ্ডলী দুর্গতির পদানত, উদরান্নের জন্য লালায়িত। কৃষকেরা কৃষককে বুদ্ধি দিতে পারে না, যাঁহারা বুদ্ধি দিবেন, তাঁহারা এখন হত-বুদ্ধি হইয়াছেন, কতক পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, কতক সুনির্ম্মিত দাসত্ব শৃঙ্খল পদ ধারণ করিয়া রুণুঝুনু শব্দে রাজপথে গমনাগমন করিতেছেন, কতক সুনাট্য-রঙ্গরস-নৃত্যগীতাদিতে নিমগ্ন, কতক কামিনী-কুঞ্জে কাম-রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুলিত, কতক মাদক-সুধা পানে মাতয়ারা হইয়া নানা প্রকার কুৎসিত কার্য্যে নিযোজিত, বলিতে কি এমন ব্যক্তি অনেক আছে যে, বেশ লেখাপড়া শিখিয়াও, লাম্পট্য দোষেই হউক, কি পরিবারবর্গকে সুখস্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবার জন্যই হউক, চৌর্য্যবৃত্তি করিতেও ত্রুটি করেন না, ইত্যাদি কারণীভূততে কৃষকমণ্ডলীর কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে; উন্নতির পথে কণ্টকে পরিপূর্ণ; সুখের পথে ছাই ভস্ম; আশার পথে নৈরাশা কর্দ্দম; তবে কৃষকেরা কোন্ দিকে যাইবে?—যে দিকে তাহাদের মস্তিষ্ক যায়, সেই দিকেই যাইতে পারে; দিক্ বিদিক্ জ্ঞান শূন্য; হিতাহিত বিবেচনা শক্তি রহিত; কোন কথা প্রশ্ন করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, এক কথায় আর এক কথা উত্তর দিয়া থাকে। তাই বলি যে, কৃষকেরা কৃষিকার্য্য সাধন এক্ষণে নিজের মত্‌লবে না করিয়া, অন্যের নিকট শিক্ষিত হইয়া কার্য্য করিলেই ভাল হইত। বাস্তবিক কৃষকেরা ক্ষেত্রে যতক্ষণ

উপস্থিত থাকিয়া উদ্ভিদাদির পাইট করে, তত্তক্ষণ তাহারা যাহা কিছু সুপ্রণালী উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু গৃহে আসিলে, সমস্তই ভুলিয়া যায়; এজন্য একটী কথা প্রবাদ আছে যে, "ক্ষেত্রে গিয়াই কৃষিণী পাইট" উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা হয়, তাহাই ভাল; পরের কথায় কাণ দেয় না, পরের শিক্ষা গ্রহণ করে না, আপনারা যাহা ভাল বুঝে, তাহাই করিতে থাকে। যেমন পরের শিক্ষা গ্রহণ করে না, তেমনি পরকেও কোন বিষয় শিক্ষা দিতে চাহে না।

শিষ্য। কেন প্রভো! পরকে শিক্ষা দিলে কি তাহাদের কিছু ক্ষতি হয়?

গুরু। ক্ষতির জন্য নহে, উহার মধ্যে একটী নিগূঢ় কথা আছে, বাপু। অশিক্ষিত লোকের অন্তঃকরণ দ্বেষ ভাবে পরিপূর্ণ থাকে, তাহারা কাহারও ভাল দেখিতে চাহে না, কাহাকেও ভাল বাসে না, কাহারও সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কয় না, চাষাভূষ ইতর জাতির কথা দূরে থাক্, অনেক ভদ্র সন্তান-দিগেরও ঐরূপ কুব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা শিক্ষিত হইয়াও অশিক্ষিত, জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানী, ধনী হইয়াও নির্ধনী; তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমস্তই বিদ্বেষ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে; কুটিলতা তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ; পরোপকার, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে তাঁহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয় না; কেহ কেহ এমন নীচ প্রকৃতির লোক আছে যে, তাঁহা-দের বাটীতে কি বাগানে কি জমীদারীর মধ্যে যদি কোন স্থানে অতি উৎকৃষ্ট সুজাতীয় আম্র নিছু কি কাঁঠাল ইত্যাদি মনোহারী ফল ফুলের গাছ থাকে, এবং ঐ গাছ সাধারণের পক্ষে যদি

দুষ্প্রাপ্য হয়, তাহা হইলে, উহা রক্ষার্থে এমত আয়োজন করিয়া রাখে, যেন কোন প্রকারে তাহার আঁটি, বা ডালের কলম কেহ গ্রহণ করিতে না পারে। এমন কি বড় লোক হইলে, তাঁহার দেউড়ির দরওয়ান পর্য্যন্ত দেউড়ি শূন্য রাখিয়া ঐ ফল ফুলের গাছের তলায় তলায় ফিরিয়া চৌকি দিতে থাকে। যদি বাদুড়ে কি পক্ষীতে কি কাষ্ঠবিড়ালীতে দুই একটী আম্র কি অন্য প্রকার সুখাদ্য ফল খাইয়া আঁটিটী তলায় ফেলিয়া দেয়, উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা সংগ্রহ করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক সাবধান করিয়া রাখে, কারণ ঐ আঁটিটী কেহ কুড়াইয়া লইয়া চারা করিলে ক্রমশঃ সকল স্থানে বহুল প্রচার হইতে পারে। সকল স্থানে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হইলে, আর তাঁহার ফলের আদর কেহ করিবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে পরাঙ্মুখ হয়েন। নিজে কিসে মান্য গণ্য ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সুখী হইব, ইহাই তাঁহাদের আন্তরিক সততই ইচ্ছা। সুতরাং স্বদেশে অবনতির তুফান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো! সর্ব্বদেশে ঐরূপ প্রকৃতির লোক অনেক আছে, শুনিতে পাওয়া যায় বটে।

গুরু। হাঁ বাপু।

শিষ্য। এক্ষণে বেগুনের আবাদ-সম্বন্ধীয় আর কোন কথা বাকী আছে কি?

গুরু। হাঁ, ২।১টী কথা যাহা বাকী আছে, তাহা সকল স্থানে আবশ্যক হয় না; তবে স্থানবিশেষে হইয়া থাকে। যথা, বেগুন ক্ষেত্রের মাটী যদি ঠিক মনোমত দো-আঁশ বাউৎ মৃত্তিকা না হইয়া তাহাতে অল্প আঁটুলে অংশ আছে, এমত বোধ

হয়, তাহা হইলে উহাতে মাঘ মাসের প্রথমে আর একবার জল সিঞ্চন করা আবশ্যক। এই সময়ে গাছে জল পাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা বড় ধরণের অপরিমিত ফল প্রসব করিবে। বেগুনের আবাদ বাঙ্গালা দেশের উচ্চতম আবাদ এবং অধিক লাভজনক, রীতিমত চাষ করিতে পারিলে, কথিত ৭ মাসে ১/ বিঘা জমীর খরচা,—খাজনা, বেড়া দেওয়া, লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা চাষ দেওয়া এবং খোইল সার ইত্যাদি ৪০৲ টাকা খরচ বাদে বিঘা প্রতি ১২৫৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

শিষ্য। যে আজ্ঞা প্রভো, তবে আগামী বৎসরে বেগুনের চাষ না হয় খানিক বেশী করিয়া করা যাইবে।

গুরু। হাঁ বেশী করিয়া চাষ করিলে, অধিক টাকা লাভ হইতে পারে, কিন্তু সকল চাষেতেই লাভালাভ আছে, এবং সকল বৎসর সকল চাষের সুবিধা ঘটিয়া উঠে না, এজন্য এক প্রকার চাষ অধিক করা যুক্তি সঙ্গত নহে; সকল রকম চাষ কিছু কিছু করিলে, বৎসরের দোষে বা গুণে কোনটাতে কম কোনটাতে বেশী লাভ হয়। বেগুন চাষের ব্যাঘাত খুব কম হইতে দেখা যায় বলিয়া পরস্পরে অধিক চাষ করা সঙ্গত নহে, কারণ, সর্ব্বত্রে অধিক ফলিলে, একটা কথায় আছে যে, "অধিক জন্মাইলে থাউকা দর"।

শিষ্য। বেগুনের আবাদ-প্রণালী অবগত হইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে আর একটী কথা নিবেদন করি, সেই—যে, অসেজ অরেঞ্জ নামক এক রকম বেড়ার বীজের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা কি এদেশে বেড়া প্রস্তুত করা যাইতে পারে না?

গুরু। হাঁ এখানে আরও ভাল রকম বেড়া হইয়া থাকে, তবে, রীতিমত তদ্বির করিয়া চারা করিতে না পারিলে সর্ব্ব কর্ম্ম বিফল হইয়া যায়।

শিষ্য। তবে অসেজ অরেঞ্জের বেড়া কিরূপে তৈয়ারী করিতে হয় অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

অষ্টম অধ্যায়।

অসেজ অরেঞ্জ।

(কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ।)

গুরু। প্রথমতঃ বীজগুলি বালিতে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে গরম জল দিয়া কোন নিরাপদ গরম স্থানে রাখিয়া দেওয়া বিধি। পরে ৫।৭ দিন অন্তে বীজগুলি অঙ্কুরিত হইলে, ১টী হাপর স্থান প্রস্তুত করিয়া উহাতে সাবধান পূর্ব্বক অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কিন্তু অঙ্কুরিত বীজগুলি এমন ভাবে বসাইতে হইবে, যেন বেশী মাটীর নীচে না যায়। (অর্থাৎ ভাসা ভাবে বসাইতে হইবে) প্রথম একবৎসর ঐ হাপর স্থানে চারা তৈয়ারী হইলে, পর বৎসর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর) যে যে স্থানে বেড়া দেওয়ার কল্পনা করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে, লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা ১ ফুট গভীরে ২ ফিট পরিমাণ চৌড়ায় চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। তৎপরে বর্ষার পূর্ব্বে হাপর হইতে পূর্ব্বকথিত প্রণালীমত চারা সমস্ত উত্তোলন করিয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানে ১ ফুট অন্তর অন্তর রোপণ করিতে হইবে। রোপণ করিবার সময় এক ব্যক্তি গর্ত্ত

করিতে থাকিবে, আর এক ব্যক্তি বিলম্ব না করিয়া তৎপর চারা বসাইতে থাকিবে। কিন্তু চারাগুলি রোপণ করিবার পূর্ব্বে নীচে ২।৩ ইঞ্চ রাখিয়া অগ্রভাগের মূল শাখা ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়। এমন ভাবে চারা সমস্ত রোপণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক চারা পরস্পর সামান্য কাইত ভাবে থাকে; কারণ, ক্রমশঃ গাছ সকল বৃদ্ধি হইলে, পরস্পরের মস্তক সংলগ্ন হইয়া ঠিক বেড়ার ন্যায় হইবে। তৎপরে, গাছ সকল বহু শাখায় সজ্জিত হইলে, প্রতি আষাঢ় মাসে কোন প্রকার অস্ত্র দ্বারা ডাল পালা ছাঁটিয়া দিতে হয়। প্রথম বৎসর ২।৩ ইঞ্চ, দ্বিতীয় বৎসর ৫।৬ ইঞ্চ, তৃতীয় বৎসর ১৮ ইঞ্চ নীচে রাখিয়া ছাঁটিয়া ফেলা উচিত। আর এক কথা, অসেজ অরেঞ্জ গাছে, রৌদ্র যেন সততই লাগিতে পারে। এইরূপ গাছ তৈয়ারী হইলে, চারি বৎসরের মধ্যে সুন্দররূপ বেড়া হইয়া পড়ে। আর কোনরূপ উপদ্রবের ভয় থাকে না, বৎসর বৎসর খরচেরও হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

অপরের বাগান পরিদর্শন।

(প্রথম প্রস্তাব।)

জনৈক ভদ্রলোক বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া একখানি ফল ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বাগান সম্বন্ধীয় কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বৃক্ষ ফলবান না হওয়াতে অতিশয় দুঃখিত হইয়া স্থির করিলেন যে, "নিবারণ বাবুর গুরুদেব, বাগান ও নানাপ্রকার কৃষিসম্বন্ধীয় বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া, কি কারণে এই সকল ভাল ভাল

আম্র ও নিচুগাছ ফলবান্ হয় না, (জানিতে ইচ্ছা করিলে) অবশ্যই তিনি ইহার কোনরূপ সদুপায় বলিয়া দিতে পারিবেন, যাহা হউক, এই গাছগুলি একবার তাঁহাকে দেখাইতে পারিলে ভাল হয়।" এইরূপ স্থির করিয়া উমানাথ বাবু একদিন নিবারণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! অনেক দিন হইতে আপনার শ্রীচরণ-দর্শনাভিলাষী হইয়া ক্রমশই কালক্ষেপ করিতেছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ সুবিধা হইয়া উঠে নাই, একটা না একটা ঝঞ্ঝাট ও প্রতিবন্ধক প্রায়ই উপস্থিত হয়। আজ আমার কি সৌভাগ্য বলিতে পারি না, অতি সহজেই আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। গুরুদেব উমানাথ বাবুর অমীয় ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রুত হইয়া, আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি কি মনন করিয়া আসিয়াছেন? উমানাথ বাবু বলিলেন, মহাত্মন্! আমার বিশেষ মনন আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিব, এবং উপস্থিত একটী কথা নিবেদন করি এই যে, আমি বহু অর্থ ব্যয় ও শারীরিক পরিশ্রম করিয়া একখানি ফল ও ফুলের বাগান প্রস্তুত করিয়াছি, উক্ত বাগান সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াও কিছু ফল লাভ করিতে পারি নাই। যে সকল আম্র ও নিচুগাছ রোপণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে অতি অল্প-সংখ্যক গাছ ফলবান্ হইয়াছে। এমন কি ৮।১০ বৎসরের গাছ ২।৩ বৎসর অন্তর ২।১টী করিয়া প্রায় ২০।২৫টী গাছ ফলবান্ হইয়া থাকে। বক্রী আর সমস্ত গাছে এত তদ্বিরে পাইট করিতেছি, কিন্তু তাহাতে কোন মতেই কোন গাছ ফলবান হইতেছে না, ইহার কারণ কি প্রভো, আপনি কিছু উপায় বলিয়া দিতে পারেন কি?

গুরু। গাছ সকল কত দিন রোপণ করা হইয়াছে?

উমানাথ বাবু। প্রায় ৭।৮ বৎসর হইবে।

গুরু। মোটেই কি ফল ধরে না!

উ। সামান্য বৌল হয় কিন্তু ফল ধরে না।

গুরু। আচ্ছা, আমাকে একবার গাছগুলি দেখাইতে পারিবেন?

উ। যে আজ্ঞা অবশ্যই দেখাইব।

গুরু। তবে এক দিন বৈকালে আমাকে সঙ্গে করিয়া আপনার বাগানে লইয়া যাইবেন, আমি সমস্ত গাছ স্বচক্ষে দেখিয়া ফল হইবার উপায় বলিয়া দিব।

উ। যে আজ্ঞা, তবে কল্যই আসিয়া আপনাকে সঙ্গে করিয়া আমার বাগানে লইয়া যাইব।

গুরু। তাহা হইবে না, কল্য আমি বাটী যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি; বাটী হইতে আসিয়া নিশ্চয় তোমার বাগানে যাইব।

উ। যে আজ্ঞা, প্রণাম, তবে অদ্য আমি আসি।

গুরু। এস, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

শিষ্য। আপনি বাটী যাইবেন, নিষেধ করিতে পারি না, কিন্তু যত শীঘ্র এখানে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার জন্য একটু চেষ্টা করিবেন।

গুরু। হাঁ, বলিতে হইবে না, এই মাসের মধ্যেই প্রত্যাগমন করিব।

তৎপরে শিষ্য পাথেয় খরচ জন্য ১৬টী টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন, গুরুদেবও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বদেশে রওয়ানা হইলেন।

চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ।